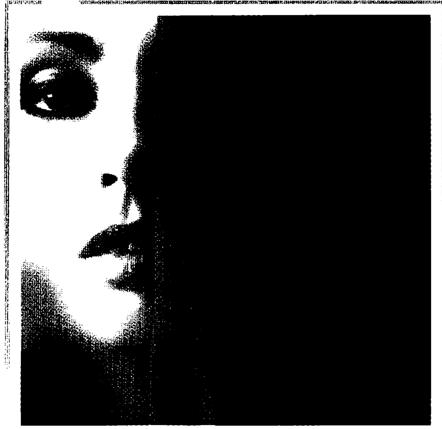
থ্রিলার

সিডনি শেলডন

ইফ টুমরো কামস

অনুবাদ
অনীশ দাস অপু

মৌসুমী



এ গল্প ট্রেসি হুইনির, সিডনি শেলডনের এ যাবতকালের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র।

ট্রেসি সুন্দরী, স্বপ্নদ্রষ্টা, আবেগী। কিন্তু শীঘ্রি তাকে প্রবেশ করতে হয় প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসার এক কঠিন জীবনে, যে জীবন তাকে নিয়ে যায় চোখ ধাঁধানো সম্পদ, অবিশ্বাস্য প্রতারণার জগতে যেখান থেকে পালাবার পথ নেই। এক বিপজ্জনক পৃথিবীতে প্রবেশ করে ট্রেসি যেখানে ফাঁদ পাতে প্রেম ও কামনা, যে দুনিয়া তাকে তার গোপন স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়...

ইফ টুমরো কামস



ইফ টুমরো কামস

রূপান্তর
অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট ৩য় তলা
ঢাকা-১১০০, ফোন ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
সাইবর্গ কম
১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
সেল ০১৯১২ ৭০৯৪১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রুফসংশোধক কে,এম. মাসুম
মোবাইল ০১৯১৩৫০৯৬৭৬

মুদ্রণে

অনিন্দ প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য ৫০০.০০ টাকা

IF TOMORROW COMES
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1/Ka Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone: 717 29 66, 01711 664970
E-mail: anindya.prokash@yahoo.com

First Published February 2013

Price Taka 500.00

US $ 25

ISBN 978-984-414-375-3

উৎসর্গ

চৌধুরী সাইমুন আফরোজী

সিডনি শেলডনের কোনো বই এর আগে তুমি পড়োনি। তুমি সৌভাগ্যবতী কারণ বিশ্বখ্যাত লেখকটির অনবদ্য একটি মাস্টারপিস তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো। *ইফ টুমরো কামস* তোমাকে শিহরিত এবং রোমাঞ্চিত করবে, একটা পর্যায়ে দেখবে ট্রেসি হুইটনির সঙ্গে তুমি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছ!

ভূমিকা

সিডনি শেলডনের প্রায় প্রতিটি কাহিনীর হিরো এক বা একাধিক নারী। এই নারীদের সকলেই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, প্রেমময়ী, কোমল এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কদর্যতা বাধ্য করে সহজ-সরল মেয়েগুলোকে গরল জীবন বেছে নিতে, তারা হয়ে ওঠে দুঃসাহসিক এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় ভয়ংকর। *ইফ টুমরো কামস*-এর ট্রেসি হুইটনির জীবনও ছিল আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো। কিন্তু সমাজের কদর্য ও নোংরা এক শ্রেণীর মানুষের ষড়যন্ত্রে সেই সাধারণ মেয়েটি পা বাড়াতে বাধ্য হয় অপরাধের অন্ধকার জগতে। দারুণ কোমল আর ভালোবাসায় ভরাট অন্তরের ট্রেসির যে রূপান্তর আমরা দেখি তা আমাদেরকে চমকে দেয়, শিহরিত করে, ক্রাইম করা সত্ত্বেও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হই না বরং সহানুভূতিতে পূর্ণ হয় অন্তর। অপরাধ জগতে পা দিয়ে যে অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে থাকে ট্রেসি তা যেমন অভিনব, তেমনই রোমাঞ্চকর। তবে প্রতিশোধ গ্রহণই শেষ কথা নয়, এরপরে ট্রেসি সমাজের বিত্তশালীদেরকে টার্গেট করে একটির পর একটি যে রুদ্ধশ্বাস চমক সৃষ্টি করে তা সত্যি অতুলনীয়। শেলডনের থ্রিলার মানেই শিহরণ আর রোমাঞ্চের জগতে প্রবেশ। আর প্রতিটি অন্যায়ের শেষে যে চমকটি থাকে তার উত্তেজনা বইটির শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ধরে রাখে। *ইফ টুমরো কামস*ও যে আপনাদেরকে উত্তেজনার শিখরে নিয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

অনীশ দাস অপু
০১৭১২৬২৪৩৩৬

ইফ টুমরো কামস

মূলঃ সিডনি শেলডন

অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু

বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার মন্তব্য

মূল চরিত্রটি যেমন অসাধারণ কাহিনীও তেমন অদ্ভুত

— ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল

ডেলিশাস... যারা বই পড়ে মজা কুড়োতে চান সেই পাঠকদের জন্য
গল্পকথক হলেন শেলডন

— পিটার্সবার্গ প্রেস

বইটি দারুণ উপভোগ করবেন আপনি

—কসমোপলিটান

দুর্দান্ত... আশির দশকের সেরা থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন

— নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ

দারুণভাবে ধরে রাখে পাঠকদের

—নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ

অনিন্দ্য থেকে প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

থ্রিলার	
ব্লাড লাইন	মূল সিডনি শেলডন
দ্য নেকেড ফেস	মূল সিডনি শেলডন
মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট	মূল সিডনি শেলডন
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস	মূল সিডনি শেলডন
দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট	মূল : সিডনি শেলডন
মেমোরিজ অভ মিডনাইট	মূল : সিডনি শেলডন
দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি	মূল : সিডনি শেলডন
দ্য স্কাই ইজ ফলিং	মূল : সিডনি শেলডন
দ্য স্টারস শাইন ডাউন	মূল : সিডনি শেলডন
টেল মি ইয়োর ড্রিমস	মূল : সিডনি শেলডন
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস	মূল : সিডনি শেলডন
উইন্ডমিলস্ অব দ্য গডস্	মূল : সিডনি শেলডন
দ্য স্যান্ডস অব টাইম	মূল : সিডনি শেলডন
দ্য আদার সাইড অভ মি	মূল : সিডনি শেলডন
নাথিং লাস্টস ফর এভার	মূল : সিডনি শেলডন
ইফ টুমরো কামস	মূল : সিডনি শেলডন
মাষ্টার অফ দ্য গেম	মূল : সিডনি শেলডন
আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর	মূল সিডনি শেলডন
আর ইউ অ্যাফ্রেড অভ দ্য ডার্ক	মূল : সিডনি শেলডন
কিশোর সায়েন্স ফিকশন	
অ্যালিয়েন ইনভ্যাসন	মূল ক্রিস্টোফার পাইক
ইনভ্যাসন অভ দ্য নো ওয়ানস	মূল : ক্রিস্টোফার পাইক
অ্যাটাক অভ দ্য জায়ান্ট ক্র্যাবস	মূল : ক্রিস্টোফার পাইক
দ্য উইচেস রিভেঞ্জ	মূল : ক্রিস্টোফার পাইক
টাইম টেরর	মূল : ক্রিস্টোফার পাইক
এলিয়েন ইন দ্য স্কাই	মূল : ক্রিস্টোফার পাইক
নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার	মূল ক্রিস্টোফার পাইক
দ্য সিক্রেট পাথ	মূল : ক্রিস্টোফার পাইক
সায়েন্স ফিকশন	
স্পিসিজ	মূল ইভন নাভারো
হরর সায়েন্স ফিকশন	
ইনভ্যাসন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স	মূল জ্যাক ফিনি
স্পাই থ্রিলার	
দ্য আরব প্লেগ	মূল : নিক কার্টার
ভৌতিক গল্প সংকলন	
মুণ্ডুহীন প্রেত	অনীশ দাস অপু
হরর-সায়েন্স ফিকশন সংকলন	
গ্রহান্তরের বিভীষিকা	অনীশ দাস অপু
হরর গল্প সংকলন	
পিশাচ বাড়ি	অনীশ দাস অপু

এক

নিউ অর্লিন্স

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২০–রাত ১১ :০০

ধীর এবং স্বপ্নিল আবেশ নিয়ে পোশাক ছাড়ল সে। বিবস্ত্র হয়ে গায়ে পরার জন্য লাল টকটকে একটি নেগলিজি বেছে নিল যাতে রক্তের দাগ বোঝা না যায়। শেষবারের মতো শয়নকক্ষের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ডোরিস হুইটনি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এ ঘরে কেটেছে তার গত ত্রিশটি বছর। বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে সতর্কতার সাথে বের করল আগ্নেয়াস্ত্রটি। কালো, চকচকে, ভীষণ ঠাণ্ডা। ওটা টেলিফোনের পাশে রেখে সে ফিলাডেলফিয়ায় নিজের মেয়ের নাম্বারে ডায়াল করল। দূর থেকে ভেসে এল টেলিফোনের রিং হবার শব্দ। তারপর শোনা গেল নরম একটি কণ্ঠ, 'হ্যালো?'

'ট্রেসি... তোর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছিলরে, সোনা।'

'আমি ভাবিইনি তুমি এ সময়ে ফোন করবে।'

'তোর ঘুম ভাঙালাম নাকি?'

'না। বই পড়ছিলাম। আরেকটু পরে ঘুমাতে যেতাম। চার্লসের সঙ্গে ডিনারে যাবার কথা ছিল কিন্তু আবহাওয়া এমন বিশ্রী! এখানে খুব বরফ পড়ছে। তোমার ওখানকার কী অবস্থা?'

হে ঈশ্বর, আমরা কিনা আবহাওয়া নিয়ে কথা বলছি, মনে মনে বলল ডোরিস হুইটনি। *অথচ ওকে বলার কত কথা ছিল। কিন্তু বলতে পারছি না।*

'মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডোরিস হুইটনি, 'এখানে বৃষ্টি হচ্ছে।' কী মেলোড্রামাটিক! যেন আলফ্রেড হিচককের ছবি।

'কীসের শব্দ হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

বজ্রপাত হচ্ছে। নিজের ভাবনায় এমন বুঁদ হয়ে ছিল ডোরিস যে বজ্রপাতের শব্দও তার কানে যায়নি। *নিউ অর্লিন্সে ঝড় হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে টানা। আবহাওয়ার খবরে বলেছিল নিউ অর্লিন্সের তাপমাত্রা ছেষট্টি ডিগ্রি। সন্ধ্যা নাগাদ বর্ষণ পরিণত হবে বজ্রসহ বৃষ্টিতে। ঘর থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে ছাতা নেবে।*

তবে ডোরিসের ছাতার দরকার হবে না।

'বাজ পড়ছে ট্রেসি', সে গলায় জোর করে উৎফুল্ল ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল। 'তোর খবর বল।'

'নিজেকে রূপকথার রাজকুমারীর মতো লাগছে, মা, 'বলল ট্রেসি।'

'এত খুশি কেউ হয়তো হতে পারে না। কাল রাতে চার্লসের বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হচ্ছে।' ও ঘোষণার সুর ফোটাল কণ্ঠে। চেস্টনাট হিলে ওদের বাড়ি। স্ট্যানহোপ পরিবার ওখানে খুবই বিখ্যাত।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ট্রেসি। 'ওরা একটা প্রতিষ্ঠানের মতো। ওরা হাতি আর আমি পিঁপড়া।'

'চিন্তা করিস না, মা। দেখিস ওরা তোকে খুব আদর করবে।'

'চার্লস অবশ্য আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও ওকে খুব পছন্দ করি। ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে আমার আর তর সইছে না। ও অসাধারণ!'

'তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' কিন্তু ডোরিসের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না চার্লসের। ও কোনোদিন নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করতে পারবে না। *না, এসব কথা ভাবব না আমি।* 'ওকি জানে তোর মতো একটি মেয়েকে পেয়ে ও কতটা ভাগ্যবান?'

'সারাক্ষণই সে কথা বলে ওর কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছি আমি।' হেসে উঠল ট্রেসি। 'আমার কথা থাক। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন বলো?'

তোমার শরীর-স্বাস্থ্য একদম ঠিক আছে, ডোরিস, বলেছিলেন ডা. রাশ। *তুমি আরও একশো বছর বাঁচবে।* জীবনের কী উপহাস!

'আমি দারুণ আছি। *তোর সঙ্গে কথা বলছি বলে দারুণ লাগছে।*'

'এখনো কোনো বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করতে পার নি?' মশকরা করল ট্রেসি।

পাঁচ বছর আগে মারা গেছে ট্রেসির বাবা, মেয়ের উৎসাহ সত্ত্বেও আর কোনো পুরুষের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর চিন্তা মাথাতেও আনেনি ডোরিস হুইটনি।

'না, পারিনি', প্রসঙ্গ বদলাল ডোরিস। 'তোর চাকরির কী খবর? মজা পাচ্ছিস কাজটা করে?'

'খুব। বিয়ের পরেও আমাকে চাকরি করতে দিতে আপত্তি নেই চার্লসের।'

'বাহ্, চমৎকার। তোর কথা শুনে মনে হয় ছেলেটা তোকে খুব বুঝতে পারে।'

'আমাকে ও খুব ভালো বোঝে, মা। খুব দায়িত্ববান পুরুষ। নিজেই দেখতে পাবে।'

দূরে কোথাও কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। যেন অফস্টেজের কিউ। বলে দিচ্ছে এখন সময় হয়েছে। শেষ বিদায় নেয়া ছাড়া আর কিছু বলার নেই ডোরিসের।

'বিদায়, সোনা,' সে গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

'বিয়ের সময় তো তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হচ্ছে, মা। ডেট নির্ধারণ করেই আমি তোমাকে জানাবো।'

'আচ্ছা।' শেষ কথাটি এখনো বলা হয়নি। 'আমি তোকে খুব খুব খুব ভালোবাসি, ট্রেসি।' সাবধানে রিসিভার নামিয়ে রাখল ডোরিস হুইটনি।

আগ্নেয়াস্ত্রটি হাতে তুলে নিল সে। কাজটা করতে হবে দ্রুত। কপালের পাশে চেপে ধরল সে পিস্তলের নল। তারপর টিপে দিল ট্রিগার।

দুই

ফিলাডেলফিয়া

শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ২১–সকাল ৮.০০

নিজের অ্যাপার্টমেন্ট লবি থেকে বাইরে পা ফেলল ট্রেসি হুইটনি। বৃষ্টিসহ ধূসর তুষারপাত চলছে। ভিজে যাচ্ছে শোফার চালিত লিমুজিনের চালকের শরীর আর উত্তর ফিলাডেলফিয়ার গায়ে গা লাগানো ভাড়া বাড়িঘরগুলো। বৃষ্টির জলে লিমুজিনের গা পরিষ্কার হয়ে গেলেও কাদা আর আবর্জনার স্তূপ তৈরি করেছে বস্তির অবহেলিত ঘর-বাড়ির সামনে। কাজে যাচ্ছে ট্রেসি হুইটনি। চেস্টনাট স্ট্রিট ধরে লম্বা পা ফেলে ব্যাংকের উদ্দেশ্যে চলেছে সে। মনে ভারি ফূর্তি। বহু কষ্টে গান গাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখছে ট্রেসি। তার গায়ে উজ্জ্বল হলদে রঙের বর্ষাতি, পায়ে বুটজুতো, মাথায় হলুদ রেইন হ্যাট তার ঝলমলে চেস্টনাট রঙের ঘন চুলগুলোকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ট্রেসির বয়স পঁচিশ, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মুখখানায় ফুটে আছে পূর্ণ যৌনাবেদন, ঝিকমিকে চোখের নরম শ্যাওলা সবুজ রঙ মাঝে মাঝে গাঢ় সবুজে রূপ নেয় আর তার হালকা-পাতলা শরীরটি সুগঠিত এবং কোমল। ট্রেসির ফর্সা গায়ের চামড়ায় গোলাপী একটি আভা আছে। তবে গোলাপ রঙটা গাঢ় হয়ে ওঠে যেন বিভিন্ন সময় তার মুড বুঝে। যখন সে রেগে যায়, ক্লান্ত হয়ে পড়ে অথবা হয়ে ওঠে উত্তেজিত। তার মা একবার তাকে বলেছিল, 'সত্যিরে, বাপু মাঝে মাঝে তোকে আমি চিনতে পারি না। কত রকম রঙ যে তোর চেহারায় খেলা করে!'

এ মুহূর্তে রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেসি, লোকে তাকে ফিরে দেখে উপহার দিচ্ছে হাসি, তার চেহারায় ফুটে থাকা সুখ ঈর্ষা জাগাচ্ছে তাদের বুকে। জবাবে ট্রেসিও হাসছে তাদের দিকে তাকিয়ে।

'একজন মানুষের এতোটা সুখি হওয়া মোটেও উচিত না, ভাবছে ট্রেসি হুইটনি। আমি যে মানুষটিকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার সন্তানের মা হবো আমি। এরচেয়ে একজনের আর বেশি কী চাইবার থাকতে পারে?'

ব্যাংকের কাছাকাছি এসেছে ট্রেসি, ঘড়ি দেখল। আটটা কুড়ি বাজে। ফিলাডেলফিয়া ট্রান্স ফিডেলিটি ব্যাংক তার চাকরিজীবীদের জন্য আরও দশ মিনিট বন্ধ রাখবে দরজা। তবে ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্লারেন্স ডেসমন্ড ইতিমধ্যে বাইরের অ্যালার্ম বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে ফেলেছেন। ট্রেসি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল, অপেক্ষা করছে। ডেসমন্ড ব্যাংকে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে গোপনীয়তা এবং

ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট অ্যান্ড ফিডালেটি ব্যাংকও তার ব্যতিক্রম নয়। সিকিউরিটি সিগন্যাল যা প্রতি হপ্তায় বদলে যাচ্ছে, এ ছাড়া ব্যাংকের রুটিনে কোনো পরিবর্তন নেই। এ হপ্তার সিগন্যাল বা সংকেত হলো ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড অর্ধেকটা নামানো থাকবে, এর মানে হলো ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাইরে অপেক্ষা করবে। এ ফাঁকে ব্যাংকে সার্চ চালানো হবে দেখতে যে এমপ্লয়িদের কাউকে জিম্মি করার বদ মতলবে কোনো অনুপ্রবেশ কারী ভেতরে লুকিয়ে নেই। ক্লারেন্স ডেসমন্ড নিজে ল্যাবরেটরি, স্টোর রুম, ভল্ট এবং সেফ ডিপোজিট এরিয়া চেক করে দেখেন। ভেতরে তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই এ ব্যাপারে ক্লারেন্স নিশ্চিত হবার পরেই ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড ওপরে টেনে তোলা হয়। এর মানে হলো সব ঠিক আছে।

এমপ্লয়িদের মধ্যে সবার আগে অফিসে ঢোকে সিনিয়র বুককিপার। সে ইমার্জেন্সি অ্যালার্মের পাশে বসে, অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই ভেতরে ঢোকার পরে বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

কাঁটায় কাঁটায় আটটায় সুসজ্জিত লবিতে সহকর্মীদের সঙ্গে প্রবেশ করল ট্রেসি হুইটনি, খুলে ফেলল রেইনকোর্ট, হ্যাট এবং বুট, বৃষ্টিঘন আবহাওয়া নিয়ে আজকের আনন্দচিত্ত অনুযোগ ভেসে এলো কানে।

'শালার বাতাস আমার ছাতাটাই উড়িয়ে নিয়ে গেছে', অভিযোগের সুরে বলল একজন টেলার। 'আমি কাকভেজা হয়ে গেছি।'

'মার্কেট স্ট্রিটে দেখলাম দুটি হাঁস সাঁতার কাটছে', ঠাট্টা করে বলল হেড ক্যাশিয়ার।

'আবহাওয়াবিদ বলেছে এরকম আবহাওয়া নাকি আরো এক হপ্তা ধরে চলবে। ইস, এখন যদি ফ্লোরিডা থাকতাম।'

ওদের কথা শুনে হাসছিল ট্রেসি। নেমে পড়ল কাজে। সে ক্যাবল ট্রান্সফার বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে। কিছুদিন আগেও এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে কিংবা একদেশ থেকে আরেক দেশে টাকা স্থানান্তর প্রক্রিয়া ছিল বড়ই মন্থর গতি এবং পরিশ্রমের কাজ। কারণ বহু রকমের ফর্ম পূরণ করতে হতো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডাক বিভাগের ভরসায় থাকতে হতো। কিন্তু কম্পিউটারের আগমণের কারণে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, প্রচুর পরিমাণে অর্থ চোখের পলকে স্থানান্তর করা যাচ্ছে। ট্রেসির কাজ হলো কম্পিউটারে রাতের বেলা জমা হওয়া টাকাগুলো অন্য ব্যাংকের কম্পিউটারে ট্রান্সফার করা। সকল আদান-প্রদান করা হয় কোডের মাধ্যমে, আনঅথরাইজড অ্যাকসেস ঠেকাতে এসব কোড নিয়মিত পরিবর্তন করা হয়। প্রতিদিন ট্রেসির হাত থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর হচ্ছে। কাজটি বেশ উত্তেজক। আর তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ ট্রেসির জীবনে আসার পরে ব্যাংকিং ট্রেসির জন্যে আরও উত্তেজক হয়ে ওঠে। ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট অ্যান্ড ফিডালিটি ব্যাংক-এর বড় একটি আন্তর্জাতিক বিভাগ রয়েছে, লাঞ্চের সময় ট্রেসি তার সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিদিন সকালবেলার কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। আর এসব অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়েই একদিন চার্লসের সঙ্গে পরিচয় ট্রেসির।

একটি অর্থনৈতিক সিম্পোজিয়ামে তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ ট্রেসির। চার্লস ওই সিম্পোজিয়ামের অতিথি বক্তা ছিল। তার প্র-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট হাউসটি চালাতো চার্লস এবং ট্রেসি যে ব্যাংকে কাজ করত তার সঙ্গে চার্লসের কোম্পানির ভালো সম্পর্ক ছিল। চার্লস তার বক্তৃতায় বলেছিল বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং পশ্চিমা সরকারগুলোর কাছ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যে টাকা ধার করেছে সেই টাকা তাদের ফেরত দিতে হবে। কিন্তু ট্রেসি ছিল এর বিপক্ষে। এবং এ নিয়ে চার্লসের সঙ্গে তার তর্ক বাধে। চার্লস অপূর্ব সুন্দর তরুণীটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ট্রেসির যুক্তি খণ্ডনের সে চেষ্টাও করেছিল। তাদের তর্কযুদ্ধ গড়িয়ে যায় ওল্ড বুকবাইন্ডার রেস্টুরেন্টের ডিনার পর্যন্ত।

শুরুতে তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ তেমন একটা আকর্ষণ করতে পারেনি ট্রেসিকে। যদিও ফিলাডেলফিয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত এই ব্যক্তিটি। চার্লসের বয়স পঁয়ত্রিশ, ধনবান এবং ফিলাডেলফিয়ার খুব সফল এবং প্রাচীন এক পরিবারের বংশধর। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, পাতলা বালুরঙা চুল, বাদামী চোখ, হাবভাবে পাণ্ডিত একটা ভাব আছে। ট্রেসি একে প্রথমে বিরক্তিকর এক ধনী তরুণ বলে ধরে নিয়েছিল।

ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন চার্লস ট্রেসির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, 'আমার বাবার ধারণা হাসপাতালে আমার সঙ্গে, তাদের আসল সন্তানের বদলা-বদলি হয়ে গেছে।

'কী?'

'আমি একজন প্রোব্যাক। আমি টাকা-পয়সা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না এবং মনে করি না যে অর্থই জীবনের সবকিছু। কিন্তু খবরদার আমার বাবাকে যেন এ কথাটি কখনো বলতে যাবেন না।'

চার্লসের বলার ভঙ্গিটা এমন সরল এবং মজার যে ট্রেসির ভালো লেগে গিয়েছিল। *এরকম বিখ্যাত একটি পরিবারের পুত্রবধূ হতে পারলে না জানি কেমন হয়?' ট্রেসির বাবার ব্যবসা দাঁড়া করাতে সারাটা জীবন লেগেছিল। আর স্ট্যানহোপদের কাছে ওটা নিতান্তই মামুলী জিনিস। স্ট্যানহোপদের সঙ্গে হুইটনিদের কোনোদিন মিলানো যাবে না।* ভাবছিল ট্রেসি। *যেমন তেলে-জলে মেশে না। আর স্ট্যানহোপরা হলো তেল। আর আমিই বা বোকার মতো এসব কথা ভাবছি কেন? একজন মানুষ আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আর আমি কিনা তার সঙ্গে বিয়ে হবে কিনা সে কথা ভাবছি। হয়তো আগামীতে আর কোনোদিন আমাদের সঙ্গে দেখাও হবে না।*

চার্লস বলল, 'আশা করি কাল আপনি ডিনারের জন্য ফ্রি আছেন...?'

ফিলাডেলফিয়া হলো দেখা এবং করার প্রাচুর্য নিয়ে একটি রাজ্য। শনিবারের রাতগুলোতে ট্রেসি এবং চার্লস ব্যালে দেখতে যায় কিংবা ফিলাডেলফিয়া অর্কেস্ট্রায় যায় রিকার্ডো মুতির মিউজিক শুনতে। এক হপ্তার মধ্যে ওরা নিউমার্কেট এবং সোসাইটি হিল এর দারুণ দারুণ দোকানগুলো চষে ফেলল। ওরা একদিন জিনো'র রেস্টুরেন্টে

ফুটপাত ঘেঁষা একটি টেবিলে বসে চিজ রোল খেলো, আবার ডিনার করল ফিলাডেলফিয়ার সবচেয়ে দামী রেস্টুরেন্ট কাফে রয়াল-এ। ওরা শপিং করল হেড হাউস স্কোয়ারে, ঘুরে বেড়াল ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম অব আর্ট এবং রবিন মিউজিয়ামে।

দ্য থিংকার মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, তারপর চার্লসের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলল, 'এটা হলো তুমি!'

ব্যায়াম-ট্যায়ামে কোনোই আগ্রহ নেই চার্লসের কিন্তু ট্রেসি শারীরিক অনুশীলন খুব উপভোগ করে। রোববার ভোরে সে ওয়েস্ট রিভার ড্রাইভ কিংবা শুলকিল রিভার-এর তীরে যায় জগিং করতে। সে মার্শাল আর্ট তাই চি চুয়ান-এর ক্লাসে যায় প্রতি শনিবার। একঘণ্টা ক্লাস শেষে ক্লান্ত হলেও ভেতরে ভেতরে স্ফূর্তিতেই থাকে ট্রেসি। কারণ ওখান থেকে চলে যায় চার্লসের অ্যাপার্টমেন্টে। রাঁধুনী হিসেবে খুবই ভালো চার্লস। সে মরোক্কান *bistilla* ও উত্তর চীনের *quobuli* এবং talihe de paulet au citon-র মতো দুর্বোধ্য রান্না করে ট্রেসির জন্য সানন্দচিত্তে।

চার্লসের মতো খুঁতখুঁতে মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেনি ট্রেসি। তবে এভাবেই জীবন-যাপনে অভ্যস্ত সে– প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে মেপে মেপে এবং গুছিয়ে। একবার বিছানায় বুনো এবং উদ্দাম হয়ে উঠতে চেয়েছিল ট্রেসি, কিন্তু চার্লস তার বেহায়াপনা দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যায়। ট্রেসির ধারণা চার্লস হয়তো তাকে সেক্সম্যানিয়াক জাতীয় কিছু একটা ভেবেছে।

ট্রেসি হঠাৎ আবিষ্কার করে সে গর্ভবতী। ব্যাপারটি ছিল পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত তাই অনিশ্চয়তায় ভুগছিল ও। কারণ চার্লস তখনো বিয়ের কথা তোলেনি আর প্রেমিকের সন্তানের মা হতে চলেছে বলে যে ওকে চার্লসের বিয়ে করতে হবে তাও চাইছিল না ট্রেসি। গর্ভপাত ঘটাবে কিনা বুঝে উঠতে পারছিল না ও। কিন্তু বিকল্প উপায়টি তো যন্ত্রণাদায়ক। বাপের সাহায্য ছাড়া কি সে সন্তান মানুষ করতে পারবে, তাছাড়া এতে কি শিশুটির প্রতি অন্যায় করা হবে না?

ট্রেসি সিদ্ধান্ত নিল চার্লসকে সে খবরটা জানাবে। একদিন সন্ধ্যায় ডিনারে এল চার্লস ওর বাসায়। ট্রেসি প্রেমিকের জন্য ক্যাসুলেট তৈরি করেছিল। কিন্তু টেনশনে ছিল বলে পুড়িয়ে ফেলল রান্না। পোড়া মাংস আর শিম চার্লসের সামনে পরিবেশন করল ট্রেসি। তারপর বারবার রিহার্সাল করা কথাগুলো ভুলে গিয়ে তড়বড় করে বলে ফেলল, 'আমি খুবই দুঃখিত চার্লস। আ আমি প্রেগন্যান্ট।

দীর্ঘ, অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে, ট্রেসি নীরবতা ভঙ্গ করতে যাচ্ছে, বলে উঠল চার্লস, 'আমরা বিয়ে করবো।'

প্রবল স্বস্তির ফল্গুধারা নামল ট্রেসির দেহ-মনে। 'আমি চাই না যে তুমি ভাবো আমি তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করছি– তোমার যদি মন না চায়–'

একটি হাত তুলে ওকে বাধা দিল চার্লস। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই ট্রেসি। আমি জানি বউ হিসেবে তুমি অসাধারণ হবে।' তারপর ধীর গলায় যোগ করল, আমার বাবা-মা অবশ্য খবরটা শুনে খুব অবাক হবেন।' হেসে সে চুম্বন করল প্রেমিকাকে।

শান্ত গলায় প্রশ্ন করল ট্রেসি, 'ওঁরা অবাক হবেন কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চার্লস। 'ডার্লিং, তুমি আসলে জানো না তুমি কীসের মধ্যে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছ। স্ট্যানহোপরা সবসময়– মাইন্ড ইউ, আমি ওদের কোটেশনটাই বলছি– ওদের সমবংশ মর্যাদার কোনো পরিবারে বিয়ে করে।'

'আর ওঁরা নিশ্চয় তোমার জন্য বউ ঠিক করে রেখেছেন?' মন্তব্য করল ট্রেসি।

চার্লস ওকে বাহুডোরে বাঁধল। 'তাতে কিস্যু আসে যায় না। আমি যাকে বিয়ে করব সেটাই হলো মুখ্য বিষয়। আগামী শুক্রবার বাবা-মার সঙ্গে আমরা ডিনার করব। ওইদিন ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।'

তিন

সকাল ন'টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ব্যাংক ঘিরে মানুষের হট্টগোলে চিন্তার সুতোটা ছিড়ে গেল ট্রেসির। এমপ্লয়িদের কথোপকথন একটু দ্রুত হয়ে উঠল, দ্রুততর হলো তাদের মুভমেন্ট। আর পাঁচ মিনিট পরেই খুলে যাবে ব্যাংকের দরজা এবং সবকিছু প্রস্তুত থাকতে হবে। সামনের জানালা দিয়ে ট্রেসি ফুটপাতের ধারে, শীতল বর্ষণের মধ্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কাস্টমারদের।

ট্রেসি দেখছে ব্যাংকগার্ড ব্যাংকের মাঝখানের আইলে সার বাঁধা আধডজন টেবিলে ধাতব ট্রেতে করে নতুন ব্যাংক ডিপোজিট এবং উইথড্রয়াল স্লিপ সাজিয়ে রাখছে। নিয়মিত কাস্টমারদেরকে যে ডিপোজিট স্লিপ দেয়া হয় তার নিচে লেখা থাকে ব্যক্তিগত ম্যাগনেটিক কোড। ফলে যখনই টাকা জমা দেয়া হয়, কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু প্রায়ই কাস্টমাররা তাদের জমার স্লিপ ছাড়া আসে বলে ব্যাংক স্লিপ তাদেরকে পূরণ করতে হয়।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল গার্ড, ঘণ্টার কাঁটাটা নয়টার ঘর স্পর্শ করা মাত্র সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং খুলে ফেলল দোর।

শুরু হয়ে গেল ব্যাংকের কার্যক্রম।

পরবর্তী কয়েকঘণ্টা কম্পিউটার নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকল ট্রেসি যে অন্য কিছু চিন্তা করার ফুরসত পেল না। প্রতিটি ট্রান্সফার ডাবল চেক করতে হয় দেখার জন্য যে এতে সঠিক কোডটিই ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেয়ার সময় সে ওই অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে, টাকার পরিমাণ দেখে এবং কোন ব্যাংকে টাকা পাঠানো হবে তা খতিয়ে নজর করে। প্রতিটি ব্যাংকের রয়েছে নিজস্ব কোড নাম্বার, নাম্বারগুলো থাকে একটি গোপন ডাইরেক্টরিতে, তাতে বিশ্বের সব প্রধান ব্যাংকের কোড লেখা থাকে।

খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল সকাল। ট্রেসি ঠিক করেছে লাঞ্চের সময় সে চুল কাটতে পার্লারে যাবে। এজন্য ল্যারি স্টেলা বটির সঙ্গে সে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে। এ লোক চুল কাটতে অনেক টাকা নেয় তবে ট্রেসি টাকার চিন্তা করছে না। সে চাইছে খুব সুন্দরভাবে চার্লসের বাবা-মার সামনে হাজির হতে। *আমাকে যেন প্রথম দর্শনেই তাদের পছন্দ হয়। ওঁরা চার্লসের জন্য যে পাত্রীই ঠিক করে রাখুন না কেন আমি গ্রাহ্য করি না। ভাবছিল ট্রেসি। আমার মতো কেউ চার্লসকে সুখী করতে পারবে না।*

বেলা একটা। ট্রেসি রেইনকোট পরছে, ক্লারেন্স ডেসমন্ড তাঁর অফিসে তলব করলেন ওকে। একজন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ডেসমন্ড। ব্যাংক টিভি বিজ্ঞাপন করলে তিনি

যথার্থ মুখপাত্র হতে পারতেন। পুরানো ফ্যাশনের রক্ষণশীল পোশাকে সজ্জিত ডেসমন্ডকে দেখলেই মনে হয় এ মানুষটির ওপরে আস্থা রাখা যায়।

'বসো, ট্রেসি', বললেন তিনি। ডেসমন্ড তাঁর অফিসের প্রতিটি মানুষের ডাকনাম জানেন বলে গর্ববোধ করেন।

'বাইরের আবহাওয়া খুব বাজে, তাই না?'

'জী।'

'কিন্তু তবু মানুষকে ব্যাংকিং লেনদেনের প্রয়োজনে বেরুতেই হয়, চিরাচরিত ভঙ্গিতে মামুলি কথা দিয়ে শুরু করলেন ডেসমন্ড। ঝুঁকে এলেন ডেস্কের সামনে। 'শুনলাম তুমি নাকি চার্লস স্ট্যানহোপকে বিয়ে করছ?'

বিস্মিত দেখাল ট্রেসিকে। আমরা বিষয়টি এখনো কাউকে জানাইনি। তাহলে কীভাবে—?'

হাসলেন ডেসমন্ড। 'স্ট্যানহোপ যা-ই করে, চাউর হয়ে যায় সবখানে। তোমার খবরটা জেনে খুব খুশি হয়েছি। আশাকরি বিয়ের পর তুমি আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। মধুচন্দ্রিমা শেষে, অবশ্যই। আমরা তোমাকে হারাতে চাই না। তুমি আমাদের অন্যতম মূল্যবান এমপ্লয়ি।'

'চার্লসের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে আমার। বিয়ের পরে চাকরি করতে দিতে ওর কোনো আপত্তি নেই।'

অলস ভঙ্গিতে হাসলেন ডেসমন্ড। স্ট্যানহোপ অ্যান্ড সন্স ফিনান্সিয়াল কম্যুনিটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনভেস্টমেন্ট হাউসের অন্যতম। তিনি যদি তাদের একটি অ্যাকাউন্ট তাঁর শাখায় খুলতে পারেন তাহলে ব্যাপারটি দারুণ হবে। চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'হানিমুন থেকে ফেরার পরে, ট্রেসি, তোমার জন্য উচ্চ বেতনসহ একটি চমৎকার প্রমোশন অপেক্ষা করবে।'

'ওহ্, থ্যাংক ইউ! দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল।' ট্রেসি জানে পদোন্নতি পাবার অধিকার সে রাখে এবং এজন্য গর্ব অনুভবও করছিল। খবরটা চার্লসকে দিতে আর তর সইছিল না ওর। মনে হচ্ছিল ওর সুখকে কীভাবে ষোলকলায় পূর্ণ করা যায়, দেবতারা যেন তা নিয়েই বৈঠকে বসেছেন।

চার্লস স্ট্যানহোপ সিনিয়ররা রিটেলহাউস স্কোয়ারে, একটি চমৎকার প্রাসাদোপম বাড়িতে বাস করেন। এ বাড়ির সামনে দিয়ে ট্রেসি যে কতবার যাতায়াত করেছে! শহরের সবাই চেনে বাড়িটি। এখন থেকে এ বাড়ি হবে আমার জীবনের একটা অংশ, ভাবে সে।

নার্ভাস লাগছে ট্রেসির। এত সুন্দর করে কাটা চুলের স্টাইল স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ফেল মেরে বসতে চলেছে। চারবার পোশাক বদলেছে সে। সাধারণ ড্রেস পরবে ও নাকি ফরমাল? ও ওয়ানামেকার্স থেকে একবার ইভস সেন্ট লরেন্টের একটি পোশাক কিনেছিল। কিন্তু এ পোশাকটিও পরল না ট্রেসি, চার্লসের বাবা-মা যদি ওকে অমিতব্যয়ী বলে ভাবেন সে ভয়ে। পোস্ট ইন থেকে কেনা মূল্যহ্রাসের ড্রেসও বাছাই

করল না এ আশংকায়, ওরা যদি ভাবেন ট্রেসি একেবারেই খ্যাত। শেষে ও সাধারণ ধূসর উলের স্কার্ট আর সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরল। ক্রিসমাসে মা'র পাঠানো সোনার চেইনটি গলাল গলায়।

ইউনিফর্ম পরা বাটলার খুলে দিল প্রাসাদোপম বাড়ির দরজা। 'গুড ইভনিং মিস হুইটনি' *বাটলার আমার নাম জানে। এটা কি শুভ লক্ষণ নাকি অশুভ সংকেত?* আমি আপনার কোটটি খুলে দিই? স্ট্যানহোপদের দামী পার্শিয়ান কার্পেট ভিজে যাচ্ছে ট্রেসির রেইনকোট থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির জলে।

মার্বেল পাথরে তৈরি হলওয়ে ধরে বাটলার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ট্রেসিকে। হলওয়েটি আয়তনে ওদের ব্যাংকের দ্বিগুণ। আতঙ্কবোধ করছিল ট্রেসি। ভাবছিল হা, ঈশ্বর, আমি ভুল কাপড়ে এখানে চলে এসেছি। আমার ইভস সেইন্ট লরিয়েন্ট ড্রেসটি পরে আসা উচিত ছিল। লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল ও। টের পেল গোড়ালিতে ওর প্যান্টিহোসে টান পড়েছে। চার্লসের বাবা-মা'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

চার্লস স্ট্যানহোপ সিনিয়রের বয়স মধ্য ষাট, পাথরে খোদাই করা মুখ। চেহারা দিয়ে একজন সফল মানুষের জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে। ত্রিশ বছর পরে তাঁর ছেলের চেহারা ঠিক এরকমই হবে, অনুমান করল ট্রেসি। বাদামী চোখ, চার্লসের মতো দৃঢ় চিবুক, একমাথা কাশফুল সাদা চুল। মানুষটিকে প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়ে গেল ট্রেসির। ওদের সন্তানদের জন্য যথার্থ দাদুভাই।

চার্লসের মা দেখতে সুন্দরী। তবে তিনি একটু বেঁটে এবং মোটার দিকে গড়ন হলেও রাজকীয় আভায় উদ্ভাসিত। *ইনি একজন খাঁটি মহিলা যার ওপরে সহজে ভরসা করা যায়,* ভাবছিল ট্রেসি। *দাদি হিসেবে ইনিও খুব দারুণ হবে।*

হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস স্ট্যানহোপ। 'মাই ডিয়ার, তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি। চার্লসকে বলেছিলাম তোমার সঙ্গে একাকী কিছুক্ষণ কথা বলব। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'অবশ্যই ওর কোনো আপত্তি নেই', ঘোষণার সুরে বললেন চার্লসের পিতা। 'বসো, ট্রেসি, ওটাই তো তোমার নাম, নাকি?'

'জী, স্যার।'

ওরা দু'জন ট্রেসির মুখোমুখি একটি কাউচে বসলেন। *আমার কেন মনে হচ্ছে যে আমাকে জেরা করা হবে? মা'র কণ্ঠ যেন শুনতে পেল ট্রেসি খুকু, তুই যা সামাল দিতে পারবি না তা ঈশ্বর কখনো তোকে দেবেন না। একেকবারে একেক কদমের বেশি এগুবি না।*

ট্রেসির প্রথম কদম হলো মুখে দুর্বল হাসি ফুটিয়ে তোলা, কারণ ও টের পাচ্ছিল প্যান্টিহোসটি আলগা হয়ে নেমে আসছে হাঁটুতে। হাত দিয়ে ওটা চেপে ধরে রাখতে চাইল ট্রেসি।

'তো!' আন্তরিক শোনাল মি. স্ট্যানহোপের কণ্ঠ। 'তুমি আর চার্লস বিয়ে করতে চাইছ।'

'চাইছ' শব্দটি অস্বস্তি এনে দিল ট্রেসির মনে। চার্লস নিশ্চয় তাঁদেরকে বলেছে ওরা বিয়ে করতে চলেছে।

'জী।' বলল ট্রেসি।

'চার্লসের সঙ্গে তোমার বোধকরি খুব বেশিদিনের পরিচয় নয়, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস স্ট্যানহোপ।

রাগ লাগল ট্রেসির। তবে গোপন রাখল অনুভূতি। *ঠিকই ভেবেছি আমি। আমাকে জেরা করা হবে।*

'পরস্পরকে আমরা ভালোবাসি তা জানার জন্য যথেষ্ট সময় দু'জনে পেয়েছি, মিসেস স্ট্যানহোপ।'

'ভালোবাসা?' বিড়বিড় করলেন মি. স্ট্যানহোপ।

মিসেস স্ট্যানহোপ বললেন, 'তোমাকে খোলাখুলি বলি, মিস হুইটনি, চার্লসের খবরটা তার বাপ এবং আমার কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই মনে হয়েছিল।' সংযত হাসি ফোটালেন মুখে। 'চার্লস নিশ্চয় তোমাকে শার্লটে'র কথা বলেছে?' তিনি ট্রেসির অভিব্যক্তি লক্ষ করছেন। 'ওহ্, বলেনি বুঝি? বেশ, আমিই বলছি। ও আর শার্লট একত্রে বড় হয়েছে। দু'জনে সবসময়েই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, এবং ওয়েল, খোলাখুলি বলি, সবাই আশা করছে এ বছরই ওরা দু'জন তাদের বিয়ের ঘোষণা দেবে।'

শার্লটের বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। ট্রেসি সহজেই তার ছবি আঁকতে পারছে। শার্লট চার্লসদের প্রতিবেশী, ধনবতী, চার্লসদের মতোই তার সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড। সে সেরা সব স্কুলে পড়েছে, ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসে এবং ঘোড়দৌড়ে কাপও জিতে নিয়েছে।

'তোমার পরিবারের গল্প বলো, শুনি', প্রস্তাব দিলেন মি. স্ট্যানহোপ।

মাইগড, এ যেন লেটনাইট ছবির দৃশ্য, দিশাহারা হয়ে ভাবছে ট্রেসি, আমি রিটা হেওয়ার্থের চরিত্রে অভিনয় করছি, ক্যারিগ্রান্টের বাবা-মার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করতে এসেছি। আমার একটি ড্রিংক দরকার। পুরানো আমলের সিনেমায় এসব দৃশ্যে সাধারণত নায়িকাকে রক্ষা করতে ট্রে ভর্তি ড্রিংক নিয়ে হাজির হয় বাটলার।

'তোমার জন্ম কোথায়, মাই ডিয়ার?' জানতে চাইলেন মিসেস স্ট্যানহোপ।

'লুইজিয়ানায়। আমার বাবা পেশায় ছিলেন মেকানিক।' এ কথাটা না বললেও চলতো, কিন্তু নিজেকে সামাল দিতে পারেনি ট্রেসি। ওরা যা খুশি মনে করুক কিন্তু নিজের বাবাকে নিয়ে যথেষ্ট গর্ববোধ করে ও।

'মেকানিক?'

'জী।' বাবা নিউ অর্লিন্সে ছোটখাটো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট দিয়ে শুরু করে পরে একটি বড় কোম্পানিতে পরিণত করেন। পাঁচ বছর আগে বাবা মারা যাবার পরে আমার মা ব্যবসার হাল ধরেছেন।

'এটা মানে কোম্পানিটা কী ম্যানুফ্যাকচার করে?'

'একজস্ট পাইপসহ অন্যান্য অটোমেটিভ পার্টস তৈরি করছে।'

দৃষ্টি বিনিময় করলেন মি. এবং মিসেস স্ট্যানহোপ, একসঙ্গে বলে উঠলেন দু'জনে,

'ও আচ্ছা।'

তাঁদের গলার স্বর আড়ষ্ট করে তুলল ট্রেসিকে। *এদেরকে ভালোবাসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আমার কত সময় লাগবে?* মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল ও। ভাবলেশহীন, নির্দয় চেহারা দু'টির দিকে তাকাল। সাথে সাথে ভয়টা কাজ করতে লাগল। 'আমার মাকে আপনাদের খুব পছন্দ হবে। তিনি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং প্রাণবন্ত। আমার মা দক্ষিণের মেয়ে। তবে তেমন একটা লম্বা নন তিনি, আপনার মাতোই বেঁটে, মিসেস স্ট্যানহোপ–' গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। বোকার মতো হাসল ট্রেসি তবে মিসেস স্ট্যানহোপের কটমট চাহনি তার মুখের হাসি নিমেষে ম্লান করে দিল।

আবেগশূন্য গলায় কথা বললেন মি. স্ট্যানহোপ। 'চার্লস বলেছে তুমি নাকি প্রেগন্যান্ট।'

ওহ্, চার্লসটা যে কী! এ কথাও বাবা-মাকে বলে দিতে হয়? চেহারা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা একদমই মেনে নিতে পারেননি এরা। আর দোষটা যেন সব ট্রেসিরই, এ ঘটনার জন্য তাঁদের ছেলে একদমই দায়ী না। বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়ে মস্ত পাপ করে ফেলেছে যেন ট্রেসি।

'আমি বুঝতে পারি না আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো–'

শুরু করেও মাঝপথে থেমে গেলেন মিসেস স্ট্যানহোপ। কারণ ওই মুহূর্তে চার্লস এসে প্রবেশ করেছে ঘরে। জীবনে কাউকে দেখে এতটা খুশি হয়নি ট্রেসি।

'ওয়েল', হাসিমুখে বলল চার্লস, 'কেমন আলাপ-পরিচয় চলছে?'

দ্রুত উঠে দাঁড়াল ট্রেসি, সেঁধিয়ে গেল চার্লসের বাহুডোরে।

'খুব ভালো, ডার্লিং।' ওকে জড়িয়ে ধরে থেকে ভাবল, *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ চার্লস ওর বাবা-মা'র মতো হয়নি। কখনো হবেও না। ওর বাবা-মার মন খুব ছোট, নাক সিঁটকানো স্বভাবের এবং শীতল।*

পেছন থেকে মৃদু খুকখুক কাশির শব্দ ভেসে এল। ট্রেতে করে ড্রিংক নিয়ে হাজির হয়েছে বাটলার। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, মনে মনে নিজেকে শোনাল ট্রেসি। এ ছবির শুভ পরিণতি ঘটবে।

ডিনারের আয়োজন ছিল চমৎকার। তবে প্রচণ্ড নার্ভাস থাকায় ট্রেসি প্রায় কিছুই খেতে পারল না। ওরা ব্যাংকিং, রাজনীতি, পৃথিবীর গরীব দেশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করল। ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ের ধারেকাছেও গেলেন না চার্লসের বাবা-মা। মুখ ফুটে বললেন না, 'আমাদের ছেলেকে তুমি বিয়ের ফাঁদে ফেলেছ।' ট্রেসি ভাবছিল, একমাত্র ছেলে বলে চার্লসের জন্য তাঁদের উদ্বেগ তো থাকবেই। তাদের ছেলে কাকে বিয়ে করছে এ নিয়ে তারা চিন্তা করতেই পারেন। একদিন চার্লস ফার্মের মালিক হবে, কাজেই যথার্থ একজন স্ত্রী তাকে নির্বাচন করতেই হবে। আমি সেই যথার্থ স্ত্রীটা হবার চেষ্টা অবশ্যই করব।

টেবিলের নিচে, ন্যাপকিনের আড়ালে, চার্লস ট্রেসির হাত ধরে সামান্য চাপ দিল।

হাসি ফোটাল মুখে, চোখ টিপল। ট্রেসির বুক ভরে গেল আনন্দে।

'ট্রেসি আর আমি ঠিক করেছি বিয়েতে জাঁকজমক করব না,' বলল চার্লস, 'তারপর–'

'বোকার মতো কথা বলো না', বাধা দিলেন মিসেস স্ট্যানহোপ।' আমাদের পরিবারে জাঁকজমক ছাড়া বিয়ে হয় না, চার্লস। আমাদের অনেক বন্ধু আছে যারা তোমার বিয়েতে আসতে চায়।' ট্রেসির দিকে ফিরে অপাঙ্গে চোখ বুলালেন। 'বিয়ের দাওয়াত খুব দ্রুত পাঠাতে হবে।' একটু ভেবে যোগ করলেন, 'তোমার কোনো সমস্যা নেই তো?'

'না, না। আমার কোনো সমস্যা নেই,' বলল ট্রেসি। *সত্যি বিয়েটা হবে। কেন যে আমোকা সন্দেহ করছি?*

'মিসেস স্ট্যানহোপ বললেন, 'কয়েকজন অতিথি আসবেন দেশের বাইরে থেকে। বিয়ের সময় ওঁরা এ বাড়িতেই থাকবেন।'

মি. স্ট্যানহোপ জানতে চাইলেন, 'হানিমুন কোথায় করবে ভেবেছ কিছু?'

হাসল চার্লস। 'সে কথা তো এখন বলা যাবে না, বাবা।' ট্রেসির হাতে চাপ দিল আবার।

'কতদিনের জন্য হানিমুনে যাবে?' মিসেস স্ট্যানহোপের প্রশ্ন।

'কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর', জবাব দিল চার্লস। জবাবটি শুনে খুবই ভালো লাগল ট্রেসির।

ডিনার শেষে ওরা লাইব্রেরিতে এলেন ব্রান্ডি পান করতে। ওক কাঠের তৈরি লাইব্রেরিতে সপ্রশংস দৃষ্টি বোলাল ট্রেসি। বুক শেলফে চামড়া-বাঁধানো মোটামোটা বই। চার্লসের টাকা না থাকলেও সমস্যা হতো না ট্রেসির, এমন চমৎকার লাইব্রেরির বই থাকলে আর টাকা-পয়সার দরকার কী?

ফেয়ারমন্ট পার্কে ট্রেসির ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। ট্রেসিকে যখন পৌঁছে দিয়ে গেল চার্লস, তখন মধ্যরাত প্রায় ছুঁইছুঁই।

'আশাকরি সন্ধ্যাটা খুব বেশি অস্বস্তিকর লাগেনি তোমার কাছে, ট্রেসি। আমার বাবা-মা মাঝে মাঝে একটু কঠোর আচরণ করেন।'

'আরে না, না। ওরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন,' মিথ্যা বলল ট্রেসি।

সান্ধ্যকালীন টেনশন ওর শরীর-মনে এনে দিয়েছে ক্লান্তি, তবে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় এসে ট্রেসি চাইছে চার্লস এ মুহূর্তে ওকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে থাকুক। চাইছে চার্লস বলুক, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রিয়ে। পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।'

চার্লস বলল, 'আজ রাতে আর নয়। কাল সকালে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

হতাশা গোপন করল ট্রেসি। আচ্ছা, ঠিক আছে।

'তোমার সঙ্গে কাল কথা হবে।' ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে হলওয়েতে অদৃশ্য হয়ে গেল চার্লস।

চার

দাউদাউ আগুন জ্বলছে অ্যাপার্টমেন্টে, নীরবতা ছিন্নভিন্ন করে দিল ফায়ার বেলের অবিশ্রান্ত তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ঝাঁকি খেয়ে বিছানায় উঠে বসল ট্রেসি, ঘুমে দুচোখ বোজা আঁধার ঘরে ধোঁয়ার গন্ধের জন্য নাক শুঁকল। ক্রিং ক্রিং শব্দটা অনবরত হয়েই চলেছে, অবশেষে ট্রেসি বুঝতে পারল ফায়ার বেল নয়, ওটা টেলিফোনের আওয়াজ। বেড সাইড ঘড়িতে রাত আড়াইটা বাজার নির্দেশ করছে। ট্রেসির আতংকিত মনে প্রথমেই ভাবনাটা এল চার্লসের নিশ্চয় কিছু হয়েছে। খাবলা মেরে রিসিভার তুলে নিল ও। 'হ্যালো?'

দূর থেকে ভেসে এল পুরুষ কণ্ঠ। 'ট্রেসি হুইটনি?'

জবাব দিতে ইতস্তত করছে ট্রেসি। কোনো অশ্লীল ফোন কল যদি হয়... 'কে বলছেন?'

'নিউ অর্লিন্স পুলিশ বিভাগ থেকে লেফটেন্যান্ট মিলার। ট্রেসি হুইটনি বলছেন?'

'জী।' কলজেয় ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে ট্রেসির।

'আপনার জন্য দুঃসংবাদ আছে।'

ফোনে চেপে বসল ট্রেসির হাত।

'আপনার মাকে নিয়ে।'

'মা! মা কি কোন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে!'

'উনি মারা গেছেন, মিস হুইটনি।'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল ট্রেসি। নিশ্চয় কোনো বদমাশের বাজে ফোন এটা। ওকে ভয় দেখাতে চাইছে। ওর মা'র কিছু হয়নি। ওর মা বেঁচে আছে।

'খবরটা এভাবে দিতে চাইনি আমি।' বলল কণ্ঠটি।

ফোনটা তাহলে সত্যি। এটা একটা দুঃস্বপ্ন, কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে। কথা বলতে পারল না ট্রেসি। ওর মন এবং জিভ দুটোই অসার হয়ে গেছে।

লেফটেন্যান্ট বলছিল, 'হ্যালো...? মিস হুইটনি? হ্যালো...

'আমি প্রথম প্লেনটিতেই আসছি।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষুদ্রাকৃতির কিচেনে বসে মা'র কথা ভাবছিল ট্রেসি। মা মরতেই পারে না। এমন হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল মানুষ কেন মারা যাবে? মা'র সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুব খুব কাছের। ছোটবেলায় নিজের সমস্ত সমস্যা নিয়ে মা'র কাছে পরামর্শ চাইতে যেত ট্রেসি। তার স্কুল, ছেলেরা এবং পরে পুরুষদের নিয়ে মার সঙ্গে কথা বলত ও।

ট্রেসির বাবা মারা যাবার পরে অনেক লোকই ওদের ব্যবসাটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ডরিস হুইটনিকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিল যাতে বাকি জীবনটা তার কিছু না করলেও চলে যাবে। কিন্তু ডরিস ব্যবসা বিক্রি না করার বিষয়ে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

'তোর বাপ এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি তার কঠোর পরিশ্রমের ফসল ছুড়ে ফেলে দিতে পারি না।' মা'র তত্ত্বাবধানে ব্যবসার আরও প্রসার ঘটছিল।

ওহ, মা, ভাবছিল ট্রেসি। আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি। তোমার সঙ্গে চার্লসের আর কোনোদিন দেখা হবে না। তোমার নাতির মুখও আর তোমার দেখা হলো না। কাঁদতে শুরু করল ট্রেসি।

এক কাপ কফি বানাল ও। কিন্তু খেতে ভুলে গেল। বসে রইল অন্ধকারে। চার্লসকে ফোন করে সব কথা বলবার উদগ্র ইচ্ছা জাগছে মনে, এ সময়ে তাকে কাছে পাওয়া বড় দরকার ছিল। রান্নাঘরের ঘড়ি দেখল ট্রেসি। রাত সাড়ে তিনটা। নাহ্, চার্লসকে এখন ঘুম থেকে জাগাতে চায় না ট্রেসি। নিউ অর্লিন্স থেকে ওকে ফোন করবে। মায়ের মৃত্যু ওদের বিয়েতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে কিনা ভেবে সংশয় জাগল মনে। এরকম চিন্তা মনে আসার জন্য শরমিন্দা হলো পরক্ষণে। এ সময়ে এসব কী ভাবছে সে? লেফটেন্যান্ট মিলার বলেছে, 'এখানে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে চলে আসবেন।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কেন? কেন? কী হয়েছে?

নিউঅর্লিন্স এয়ারপোর্টের যাবতীয় ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলির মধ্যে নিজের স্যুটকেসের জন্য অপেক্ষা করছে ট্রেসি। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে ওর। ব্যাগেজ ক্যারুজেলের দিকে এগোবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে পারল না। ভয়ানক নার্ভাস লাগছে, আতংকিত হচ্ছে ভেবে না জানি কিসের মুখোমুখি হতে হয়।

অবশেষে স্যুটকেস হাতে পেয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল ট্রেসি। লেফটেন্যান্টের দেয়া ঠিকানা পুনরাবৃত্তি করল ড্রাইভারকে। 'সেভেন ফিফটি সাউথ ব্রড স্ট্রিট, প্লিজ।'

রিভারভিউ মিরর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ড্রাইভার। 'ফাযভিল, হাহ্?'

জবাবে কিছু বলল না ট্রেসি। কিছু বলার মুডে সে নেই এ মুহূর্তে।

লেক পানচারট্রিয়ান ক্রুজওয়ে ধরে পুব দিকে ছুটল ট্যাক্সি। ড্রাইভার আলাপ জমানোর সুরে জানতে চাইল, 'প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন, মিস?'

লোকটা কিসের কথা বলছে বুঝতে পারল না ট্রেসি। মনে মনে বলল না, আমি এসেছি লাশ দেখতে। ড্রাইভারের প্যাঁচাল সে শুনছে, তবে মনোযোগ নেই ওদিকে। গাড়ির সিটে শক্ত হয়ে বসে আছে ট্রেসি, আশপাশের পরিচিত পরিবেশের দিকে চোখ যাচ্ছে না। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার পৌঁছাবার পরে কেবল হট্টগোলের আওয়াজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। জনতা চিৎকার চেঁচামেচি করছে, উন্মাদের মতো একসুরে কী যেন গাইছে। ট্রেসি চোখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা। হাজার হাজার মানুষ চিল্লাচ্ছে। তাদের মুখে মুখোশ, কেউ সেজেছে ড্রাগন, কেউ দানব কুমির আবার কেউ বা পৌত্তলিক দেবতা। রাস্তা এবং ফুটপাত পুরো দখল করে ফেলেছে তারা। শরীর,

মিউজিক, বাঁশি আর নৃত্যের এক অশ্লীল সমন্বয়ে যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে।

'আপনি বরং গাড়ি থেকে নেমে যান,' বলল ড্রাইভার। জাহান্নামে যাক মাদ্রি গ্রাস।

হ্যাঁ, মাদ্রিগ্রাসই বটে। এটা ফেব্রুয়ারি মাস। *লেন্টের যিশুর উপবাস স্মরণের উদ্দেশ্যে ঈস্টারের আগে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের চল্লিশ দিনব্যাপী বাৎসরিক উপবাস।* শুরুটা উদযাপন করছে গোটা শহর গাড়ি এগোবার উপায় না দেখে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল ট্রেসি, দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে। হাতে স্যুটকেস। পরের মুহূর্তে হল্লারত জনতার ভিড়ের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওকে, তার হাত থেকে কে যেন টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল স্যুটকেস। শয়তানের মুখোশ পরা এক মোটকু ওকে চপ করে চুমু খেয়ে বসল গালে। একটি হরিণ চাপ দিল ওর বুকে, একটি দানব পান্ডা ওকে পেছন থেকে চেপে ধরে তুলে ফেলল শূন্যে। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ট্রেসি, ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু পারল না। ও এ উৎসবের ফাঁদে আটকে গেছে। জনতার সঙ্গে বাধ্য হয়ে এগোতে হলো, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে ট্রেসির, ভিজিয়ে দিচ্ছে মুখ। পালাবার পথ নেই। অবশেষে যখন ফাঁক মিলল, নির্জন একটি রাস্তায় এক ছুটে চলে এল ও। ততক্ষণে ওর প্রায় হিস্টিরিয়া হবার দশা। একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে অনেকক্ষণ হেলান দিয়ে থাকল ট্রেসি। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, ধীরে ধীরে ফিরে এল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। সে পুলিশ ফাঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল।

লেফটেন্যান্ট মিলার মধ্যবয়স্ক, বিবর্ণ চেহারা, ঝড় বৃষ্টি সহ্য করা মুখ। পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়ে সে যেন নিতান্তই অস্বস্তিবোধ করছে।

'আপনাকে এয়ারপোর্টে আনতে যেতে পারিনি বলে দুঃখিত'; বলল সে ট্রেসিকে। কারণ গোটা শহরকে উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে। আপনার মা'র জিনিসপত্র ঘেঁটে শুধু আপনার ঠিকানাই পেয়েছি। তারপর ফোন করেছি।'

'প্লিজ, লেফটেন্যান্ট, বলুন, কী– কী হয়েছে আমার মা'র?'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

ঠাণ্ডা হয়ে গেল ট্রেসির গায়ের রক্ত। 'এ-এ অসম্ভব। মা কেন আত্মহত্যা করতে যাবে? মরে যাবার কোনো কারণই তার ছিল না।' ভাঙ্গা শোনাল ওর কণ্ঠ।

'আপনার মা আপনার জন্য একটি চিঠি লিখে রেখে গেছেন।'

মর্গটি শীতল, বিষণ্ন এবং গা ছমছমে। লম্বা, সাদা করিডর ধরে বৃহদায়তনের, জীবানুমুক্ত খালি একটা কক্ষে নিয়ে আসা হলো ট্রেসিকে। হঠাৎ উপলব্ধি করল ট্রেসি ঘরটা আসলে খালি নয়। এ ঘরে লাশ আছে। বাতাসে লাশের গন্ধ।

সাদা কোট পরা এক অ্যাটেনডেন্ট হেঁটে গেল দেয়ালে, হাত বাড়িয়ে একটি হাতল ধরে টানতেই বেরিয়ে এল বেশ বড় আকারের একটি ড্রয়ার। 'দেখবেন?'

না। আমি এই বাক্সে শোয়ানো প্রাণহীন শরীরটি দেখতে চাই না। এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে ট্রেসির।

তবু ধীর কদমে সামনে বাড়ল ও, প্রতিটি পদক্ষেপে ওর ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল বাক্সে শোয়ানো লাশটার দিকে। যে

শরীর এক সময় তার শরীরের মাঝে ওকে লালন-পালন করেছিল, ওকে জন্ম দিয়েছিল ওকে পেলেপুষে বড় করেছে, ওর সঙ্গে হেসেছে, ওকে ভালোবেসেছে। ঝুঁকে মা'র গালে চুম্বন করল ও। গাল ঠাণ্ডা, রবারের মতো খসখসে। 'ওহ্, মা', ফিসফিস করল ট্রেসি। 'কেন? কেন তুমি এমন কাজ করতে গেলে?'

'আমরা অটোপসি করব,' বলছিল অ্যাটেনডেন্ট। 'সুইসাইড কেস-এ এসব করতে হয়।'

ডরিস হুইটনির চিঠিতে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই।

আমার সোনামনি ট্রেসি,

আমাকে ক্ষমা করে দিস, মা। আমি ব্যর্থ হয়েছি, তোর ওপরে বোঝা হয়ে থাকতে পারব না বলেই এ পথটি বেছে নিলাম। আমি তোকে অনেক ভালোবাসি।

মা।

সেদিন বিকেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করল ট্রেসি, তারপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো ওদের পারিবারিক বাড়ি অভিমুখে। দূর থেকে ভেসে এল মাদ্রিগ্রাস-এর আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণকারীদের হই-হল্লার আওয়াজ।

গার্ডেন ডিস্ট্রিক্টে আপটাউন নামে আবাসিক এলাকায় একটি ভিক্টোরিয়ান বাড়ি হলো হুইটনির আবাসস্থল। নিউ অর্লিন্সের বেশির ভাগ বাড়ির মতো এটিও কাঠ দিয়ে তৈরি, সমুদ্র সমতল থেকে নিচু এলাকায় অবস্থিত বলে এতে কোনো বেসমেন্ট রাখা হয়নি।

এ বাড়িতে কেটেছে ট্রেসির শৈশব আর কৈশোর। বাড়িটি ঘিরে রয়েছে কত না সুখ-স্মৃতি। সে গত কয়েক বছর এ বাড়িতে আসেনি, ট্যাক্সিটি যখন বাড়ির সামনে এসে থামল, লন-এ একটি বড় সাইনবোর্ড দেখে রীতিমতো চমকে উঠল ট্রেসি। FOR SALE NEW ORLEANS REALTY COMPANY এ হতেই পারে না। *আমি এ পুরানো বাড়িটি কোনোদিন বিক্রি করব না, প্রায়ই ওকে ওর মা বলত কথাটি। এখানে আমাদের কত সুন্দর সময় কেটেছে।*

অদ্ভুত, অজানা ভয়ে দুরুদুরু বুক, ট্রেসি দৈত্যাকার একটি ম্যাগনোলিয়া বৃক্ষের পাশ কাটিয়ে এগিয় গেল সদর দরজায়। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় এ বাড়ির চাবি ট্রেসির হাতে তুলে দেয়া হয়, তারপর থেকে চাবিটি ওর কাছে পবিত্র কবচের মতো আছে, ওকে মনে করিয়ে দেয় এক স্বর্গের কথা যে স্বর্গটি সর্বদা এখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল ট্রেসি। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরগুলো সম্পূর্ণ খালি, একখানা আসবাবও নেই। সুন্দর সুন্দর অ্যান্টিকগুলো সব অদৃশ্য। শূন্য খোলার মতো পড়ে রয়েছে বাড়িটা। এক রুম থেকে আরেক রুমে ছোটাছুটি করতে লাগল ট্রেসি, সে সঙ্গে বেড়ে চলল অবিশ্বাসের মাত্রা। যেন আকস্মিক কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে এ বাড়িতে। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে এল ও। দাঁড়িয়ে রইল বেডরুমের দরজার সামনে। এ ঘরে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে। ওর দিকে

তাকিয়ে যেন ভ্রূকুটি করছে শূন্য এবং শীতল কক্ষটি। *ওহ গড, কী হয়েছে?* সদর দরজার বেল বাজার শব্দ শুনল ট্রেসি, মোহগ্রস্তের মতো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল দরজা খুলে দিতে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো স্মিডট। হুইটনি অটোমেটিভ পার্টস কোম্পানির ফোরম্যান এ বুড়ো।

'ট্রেসি' জার্মান উচ্চারণে সে বলল, 'আমি মাত্রই খবরটা শুনেছি। আ-আমি কতটা মর্মাহত হয়েছি বোঝাতে পারব না।'

বুড়োর হাতজোড়া চেপে ধরল ট্রেসি। 'ওহ্, অটো, তোমাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি আমি। এসো, ভেতরে এসো।' শূন্য লিভিংরুমে লোকটাকে নিয়ে এল ও। 'বসবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।' ক্ষমা প্রার্থনার সুর ওর কণ্ঠে। 'মেঝেতে বসতে অসুবিধে নেই তো?'

'না, না। ঠিক আছে।'

মেঝেতে মুখোমুখি বসল দু'জনে, চোখে বেদনা আর শোক। কোম্পানিতে অটোকে জন্মের পর থেকে দেখে আসছে ট্রেসি। এ লোকটির ওপরে ওর বাবা খুব নির্ভর করতেন। মা ব্যবসার দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পরে অটো মাকে সাহায্য করত।

'অটো, কী যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশ বলছে মা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তুমি তো জানো মা'র আত্মহত্যা করার কোনো কারণই ছিল না।' হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। 'মা নিশ্চয় অসুস্থ ছিল না? কোনো ভয়ংকর অসুখ–'

'না, তোমার মা সুস্থই ছিলেন। ওসব কিছু না।' মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল বুড়ো। কেমন যেন অস্বস্তিত্বে ভুগছে, কী বলতে চেয়েও বলতে পারছে না।

ধীর গলায় ট্রেসি বলল, 'তুমি আসল ঘটনাটা জানো

ছানিপড়া নীল চোখ ট্রেসির দিকে ফেরাল অটো। শেষের দিনগুলোতে কী ঘটছিল সেসব কিছুই তোমার মা তোমাকে জানান নি। তিনি তোমাকে চিন্তায় ফেলতে চাননি।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ট্রেসির। 'কী নিয়ে চিন্তা করব আমি? বলো...প্লিজ।'

পরিশ্রমে শক্ত হয়ে ওঠা হাত জোড়ার মুঠো একবার খুলল অটো আবার বন্ধ করল। 'তুমি জো রোমানো নামে কোনো লোকের কথা শুনেছ?'

'জো রোমানো? নাতো! কেন?'

চোখ পিটপিট করল অটো স্মিডট। 'মাস ছয় আগে রোমানোর সঙ্গে তোমার মার পরিচয় হয়। সে কোম্পানিটি কিনে নিতে চেয়েছিল। তোমার মা বলেছিলেন তিনি কোম্পানি বিক্রি করবেন না। কিন্তু রোমানো তোমার মাকে কোম্পানির বিক্রয়মূল্যের দশগুণ বেশি টাকা দিতে চেয়েছিল। তোমার মা আর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। ভেবেছিলেন সমস্ত টাকা দিয়ে বন্ড কিনবেন। ওখান থেকে যে টাকাটা পাওয়া যাবে তা দিয়ে তোমরা দু'জনে বাকি জীবনটা খুব ভালোভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে। উনি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন। তোমার মা'র সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালোই লাগত। গত বছর তিনেক ধরেই আমার অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিসেস ডোরিসকে আমি ছেড়ে যেতে পারিনি, পারতাম কি?

কিন্তু ওই রোমানো–' নামটা উচ্চারণ করে একদলা থুথু ফেলল বুড়ো। 'ওই ব্যাটা তোমার মাকে অল্প কিছু টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়েছিল। বাকি টাকা গত মাসে শোধ করার কথা ছিল।'

অধৈর্য্যের সুরে ট্রেসি বলল, 'তারপর কী হলো বলো, অটো।'

'রোমানো কোম্পানির মালিক হবার পরপরই সে সবাইকে চাকরিচ্যুত করে নিজের লোকজন নিয়ে আসে। তারপর সে কোম্পানির সমস্ত অ্যাসেট বিক্রি করে দেয়, প্রচুর যন্ত্রপাতির অর্ডার দেয়, ওগুলো বিক্রিও করে দেয় কিন্তু ইকুইপমেন্টের দাম পরিশোধ করেনি। পেমেন্ট পাচ্ছিল না বলে সরবরাহকারীরা তেমন চিন্তাও করছিল না। কারণ তারা জানত তোমার মা'র সঙ্গে তারা ব্যবসা করছে। শেষ পর্যন্ত যখন তারা টাকার জন্য তোমার মাকে চাপ দিতে শুরু করে, তিনি রোমানোর কাছে যান আসলে কী ঘটছে তা জানতে। রোমানো বলে সে আর এ কোম্পানির দায়িত্বে থাকতে চায় না এবং তোমার মাকে সে কোম্পানিটি ফিরিয়ে দেবে। ততদিনে কোম্পানি শুধু মূল্যহীন হয়েই পড়েনি, তোমার মা'র ঘাড়ে পাঁচ লাখ ডলারের দেনার বোঝাও চেপেছে। ওই টাকা শোধ করার ক্ষমতা তোমার মার ছিল না। তোমার মা কোম্পানিটি রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। ওরা তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য করে। ওরা সবকিছু নিয়ে যায়– ব্যবসা, এ বাড়ি এমনকী তোমার মা'র গাড়িটি পর্যন্ত।'

'ওহ্, মাই গড!'

'ঘটনার শেষ এখানেই নয়। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তোমার মা'র কাছে নোটিশ পাঠায় এই বলে যে তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনা হবে এবং এজন্য তাকে জেলে যেতে হবে। এর পরপরই তোমার মা আত্মহত্যা করেন বলে আমার ধারণা।'

অসহায় ক্রোধে ভেতরটা জ্বলছে ট্রেসির। 'কিন্তু মা তো ওদেরকে সত্যি কথাটা বলে দিলেই পারত। বলত ওই লোকটা তাকে কীভাবে ঠকিয়েছে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ ফোরম্যান। 'অ্যান্থনি ওরসাত্তি নামে এক লোকের সঙ্গে কাজ করে জো রোমানো। ওরসাত্তির অঙ্গুলি হেলনে চলে নিউ অর্লিন্স। আমি অনেক পরে জানতে পারি যে রোমানো আরও কয়েকটি কোম্পানিকে এভাবে পথে বসিয়েছে। তোমার মা যদি ওকে আদালতের কাঠগড়ায় নিয়েও যেতে পারতেন, এ মামলার সুতোর গিঁট খুলতে কয়েক বছর লেগে যেত। আর ওই লোকের সঙ্গে অতদিন লড়াই করার আর্থিক সামর্থ্যও মা'র ছিল না।'

'মা কেন আমাকে বলল না?' হাহাকার করে উঠল ট্রেসি।

'তোমার মা ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী। তাছাড়া জানলে তুমিই বা কী করতে পারতে? কারও কিছু করার ছিল না।'

'তুমি ভুল ভাবছ', রাগে জ্বলছে ট্রেসি। 'আমি জো রোমানোর সঙ্গে দেখা করব। ওকে কোথায় পাবো?'

হালকা গলায় শ্মিডট বলল, 'ওর কথা ভুলে যাও। লোকটার শক্তি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।'

'ওর বাড়ি কোথায়, অটো?

'হ্যানসন স্কোয়ারের কাছে ওর একটা এস্টেট আছে। ওর ওখানে গিয়ে কোনো লাভ হবে না, ট্রেসি, বিশ্বাস করো।'

জবাবে কিছু বলল না ট্রেসি। একটা ভিন্নরকম অনুভূতি কাজ করছে ওর মাঝে ঘৃণা। *আমার মাকে খুন করার পরিণতি জো রোমানোকে ভোগ করতেই হবে,* মনে মনে শপথ নিল ট্রেসি।

পাঁচ

ওর সময়ের প্রয়োজন। দরকার চিন্তা করার জন্য, প্রয়োজন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তার পরিকল্পনার জন্য। খাখা করা বাড়িটাতে ফিরে যেতে পারবে না সে, তাই ম্যাগাজিন স্ট্রিটে একটি ছোট হোটেলে উঠে এল। জায়গাটা ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের আনন্দ মিছিল থেকে অনেক দূরে। ওর সঙ্গে কোনো লাগেজ নেই বলে সন্দেহের ছায়া ঘনাল ডেস্কের পেছনে বসা ক্লার্কের চেহারায়। 'আপনাকে পুরো টাকাটাই নগদ দিতে হবে। এক রাতের জন্য ভাড়া চল্লিশ ডলার।'

হোটেল রুমে ঢুকে ট্রেসি ফোন করল ক্লারেন্স ডেসমন্ডকে জানাতে যে কয়েকদিন সে অফিস করতে পারবে না।

ওর অনুপস্থিতির কারণে কাজে ব্যাঘাত ঘটার কথা চিন্তা করে মনে মনে বিরক্ত হলেও ক্লারেন্স মুখে বললেন, 'ঠিক আছে। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি না ফেরা পর্যন্ত তোমার জায়গায় কাউকে কাজে লাগিয়ে দেব।' তিনি আশা করলেন ট্রেসিকে যে সুবিধাটা এখন দিচ্ছেন তা সে চার্লস স্ট্যানহোপকে বলবে।

এরপর চার্লসকে ফোন করল ট্রেসি। 'চার্লস, ডার্লিং–'

'তুমি কোথায়, ট্রেসি? মা সারা সকাল ধরে তোমাকে ফোন করছেন। আজ তোমার সঙ্গে তিনি লাঞ্চ করবেন। অনেক কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপার আছে সেটা তোমরা দু'জনে মিলে ঠিক করবে।'

'আমি দুঃখিত, ডার্লিং। এখন আমি নিউ অর্লিন্সে।'

'তুমি কোথায়? নিউ অর্লিন্সে কী করছ?'

'আমার মা– মারা গেছে।' গলায় বেঁধে গেল শব্দটা।

'ওহ্' চার্লসের গলার স্বর সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। 'আমি দুঃখিত, ট্রেসি। হঠাৎ করেই ঘটনাটা ঘটেছে বোধহয়, তাই না? তুমি বলেছিলে তোমার মা'র বয়স খুব বেশি হয়নি।'

হ্যাঁ, আমার মা খুব কম বয়সে মারা গেছে, একবুক কষ্ট নিয়ে ভাবল ট্রেসি। বলল, 'হ্যাঁ, মা'র বয়স খুব বেশি ছিল না।'

'কী হয়েছিল? তুমি ঠিক আছ তো?'

ট্রেসি চার্লসকে বলতে পারবে না যে ওর মা আত্মহত্যা করেছে। ইচ্ছে করল চিৎকার করে বলে ওরা ওর মাকে কী করেছে কিন্তু নিজেকে সংযত করল ট্রেসি। *সমস্যাটা আমার, আমার বোঝা চার্লসের ওপরে আমি চাপিয়ে দিতে পারি না।*'

‘চিন্তা করো না,’ বলল ও। ‘আমি ঠিকই আছি।’

‘আমি কি তোমার ওখানে চলে আসব, ট্রেসি?’

‘না, ধন্যবাদ। আমি একাই সামাল দিতে পারব। মাকে কাল কবর দেব। সোমবার ফিলাডেলফিয়া ফিরছি।’

ফোন ছেড়ে দিয়ে হোটেলের বিছানায় শুয়ে পড়ল ট্রেসি। চিন্তাভাবনাগুলো এলোমেলো। সিলিং-এর দাগপড়া টাইলস গুণছে। এক... দুই.... তিন.... রোমানো....চার....পাঁচ..... জো রোমানো.....ছয়......সাত.... ওকে ওর কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। এখনো কোনো প্ল্যান এঁটে উঠতে পারেনি ট্রেসি। শুধু জানে জো রোমানোকে সে ছেড়ে দেবে না। লোকটার ওপরে প্রতিশোধ নেবেই।

শেষ বিকেলে হোটেল ছেড়ে বেরুল ট্রেসি, ক্যানাল স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটি গানশপের সামনে এসে দাঁড়াল। কাউন্টারের পেছনে, একটি খাঁচার মধ্যে, চোখে সবুজ আইশেড লাগানো এক মরামুখো বসে আছে।

‘কী চাই?’

‘আ-আমি একটা অস্ত্র কিনতে চাই।’

‘কী ধরনের অস্ত্র?’

‘রিভলভার হলেই চলবে।’

‘আপনি কী নেবেন থার্টি টু, ফোর্টি-ফাইভ নাকি–’

জীবনেও আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁয়ে দেখেনি ট্রেসি। ‘এ-একটা থার্টি টু হলেই চলবে।’

‘আমার কাছে থার্টি টু ক্যালিবারের চমৎকার একটি স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন আছে, দাম পড়বে দুশো উনত্রিশ ডলার। অথবা একশো উনষাট ডলার দামের চার্টার আর্মস থার্টি-টুও নিতে পারেন...

ট্রেসির কাছে নগদ টাকা-পয়সা তেমন নেই। ‘এরচেয়ে সস্তা কিছু নেই?’

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। সস্তায় গুলতি ছাড়া কিছু মিলবে না, লেডি। দেড়শো ডলার দিলে আমি থার্টি-টু রিভলভারটি বিক্রি করতে পারি। সঙ্গে এক বাক্স গুলিও পাবেন।’

‘ঠিক আছে।’ মড়াখেকো তার পেছনের একটি টেবিলে রাখা কতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একটি রিভলভার বাছাই করে নিয়ে ফিরে এল কাউন্টারে। ‘এ জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা আছে?’

‘শুধু-শুধু ট্রিগার টিপলেই হলো।’

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল দোকানী। ‘কীভাবে গুলি করতে হয় দেখিয়ে দেব?’

ট্রেসি বলতে যাচ্ছিল তার দরকার নেই কারণ এ জিনিস সে ব্যবহার করবে না, শুধু একজনকে ডর দেখাবে। তবে কথাটা বোকার মতো শোনাবে ভেবে বলল, ‘আচ্ছা, দেখিয়ে দিন।’

ট্রেসি লক্ষ্য করল লোকটা কীভাবে চেম্বারে গুলি ভরছে।

‘ধন্যবাদ, ও পার্স থেকে টাকা বের করে কাউন্টারে রাখল।

‘পুলিশ রেকর্ডের জন্য আপনার নাম-ঠিকানা লাগবে।’

এ কথাটা তো ভাবেনি ট্রেসি। জো রোমানোকে বন্দুক দিয়ে হুমকি প্রদর্শন

ক্রিমিনাল অপরাধের মধ্যে পড়বে। *কিন্তু ওতো ক্রিমিনালই, আমি নই।*

সবুজ আইশেডের কারণে দোকানীর চোখ বিবর্ণ হলুদ লাগছে। সে লক্ষ্য করছে ট্রেসিকে।

'নাম?'

'স্মিথ। জোন স্মিথ।'

কার্ডে নামটা লিখে নিল লোকটা। 'ঠিকানা?'

'ডোম্যান রোড। থার্টি-টুয়েন্টি ডোম্যান রোড।'

ওর দিকে না তাকিয়েই লোকটা বলল, থার্টি-টুয়েন্টি ডোম্যান রোড বলে কোনো রাস্তা নেই। ওই রাস্তা গিয়ে পড়েছে নদীর মাঝখানে। আমি ফিফটি-টুয়েন্টি লিখলাম।' রিসিটটা সে ট্রেসির দিকে এগিয়ে দিল।

জোন স্মিথ সাইন করল ট্রেসি। 'আর কিছু?'

'না, আর কিছু নয়।' সে খাঁচার ভেতর দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে বের করে দিল রিভলভার। ট্রেসি চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল আগ্নেয়াস্ত্রটির দিকে, তারপর তুলে নিয়ে রাখল পার্সে, দরজা খুলে, দ্রুত কদমে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

'হেই লেডি,' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল দোকানী। 'সাবধান, রিভলভারে কিন্তু গুলি ভরা!'

ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের হৃৎপিণ্ডে জ্যাকসন স্কোয়ার, এখানে আশীর্বাদের মতো আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে সেন্ট লুইস ক্যাথেড্রাল। স্কোয়ারের পুরানো সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর আর এস্টেটগুলোকে ব্যস্ত রাস্তার ট্রাফিক থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে লম্বা লম্বা ঝাড় আর নমনীয় ম্যাগনোলিয়া গাছের সারি। এই সুন্দর বাড়িগুলোর একটিতে বাস করে জো রোমানো।

সাঁঝের আঁধার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ট্রেসি। উৎসব মিছিল চলে গেছে চার্টারস স্ট্রিট অভিমুখে, দূরে শোনা যাচ্ছে তাদের বিকট আনন্দ-চিৎকার।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে বাড়িটি নজর করছে ট্রেসি, পার্টসের ভেতরে রাখা ভারী ওজনদার বস্তুটি সম্পর্কে সচেতন। ও যে প্ল্যানটি করেছে তা খুবই সরল। জো রোমানোকে বলবে তার মায়ের নামে যে অপবাদ ছড়ানো হয়েছে তা যেন তুলে নেয়া হয়। কাজটা করতে রোমানো অস্বীকার করলে ট্রেসি তার মাথায় অস্ত্র চেপে ধরে তাকে স্বীকারোক্তি লিখে দিতে বাধ্য করবে। তারপর স্বীকারোক্তিপত্র নিয়ে যাবে লেফটেন্যান্ট মিলারের কাছে। সে রোমানোকে গ্রেফতার করবে এবং ট্রেসির মা সমস্ত কলংকের বোঝা থেকে মুক্তি পাবেন। আহা, এখন যদি চার্লস সঙ্গে থাকত কতই না ভালো হতো। তবে এসব কাজ একা একাই করা ভালো। চার্লসকে এর মধ্যে না জড়ানোই উচিত। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে ট্রেসি নিজেই চার্লসকে সব কথা খুলে বলবে আর জো রোমানো তার কৃতকর্মের জন্য জেলের ঘানি টানবে। একজন পথচারী এগিয়ে আসছিল। লোকটি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ট্রেসি। আবার জনশূন্য হয়ে পড়ল রাস্তা।

বাড়ির সামনে চলে এল ট্রেসি। ডোরবেল টিপল। কোনো সাড়া নেই। *হয়তো*

লোকটা মাদ্রি গ্রাসের অনুষ্ঠানে গেছে ভাবল ট্রেসি। *তবে সমস্যা নেই আমার। ও বাড়ি ফেরা না পর্যন্ত অপেক্ষা করব।* হঠাৎ বারান্দার বাতি জ্বলে উঠল, খুলে গেল ফ্রন্ট ডোর, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। তার চেহারা দেখে অবাক হলো ট্রেসি। সে বিকট চেহারার এক ষণ্ডাকে আশা করেছিল। বদনে হাসিখুশি, সুদর্শন এক লোককে দেখছে যাকে প্রথম দর্শনেই কলেজের অধ্যাপক বলে ভ্রম হতে পারে। তার গলার স্বর নিচু এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। 'হ্যালো। মে আই হেল্প য়ু?'

'আপনি জোসেফ রোমানো?' গলার স্বর কেঁপে গেল ট্রেসির।

'জ্বী। আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?' খুবই সহজ-সরল আচরণ। *মা যে এ লোকের কাছে ধোঁকা খাবে সে তো খুবই স্বাভাবিক,* ভাবল ট্রেসি।

'আ-আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, মি. রোমানো।'

ওর শরীরের ওপর চোখ বুলালো লোকটি। 'নিশ্চয়। ভেতরে আসুন, প্লিজ।'

বার্নিশ করা চকচকে সুন্দর সুন্দর অ্যান্টিক আসবাবে সজ্জিত একটি লিভিং রুমে প্রবেশ করল ট্রেসি। জোসেফ রোমানো বেশ বড়লোকি চালে চলে বোঝাই যায়। *আমার মা'র টাকায়,* তেতো মন নিয়ে ভাবল ট্রেসি।

'আমি নিজের জন্য একটা ড্রিংক তৈরি করছিলাম। আপনি কী নেবেন বলুন?'

'কিছু না।'

কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকাল রোমানো। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন, মিস–'

'ট্রেসি হুইটনি। আমি ডরিস হুইটনির মেয়ে।'

এক মুহূর্তের জন্য শূন্য দৃষ্টি ফুটল রোমানোর চোখে, তারপর ওকে চিনতে পারার ভাব দেখা দিল চেহারায়। 'ওহ, হ্যাঁ। আমি আপনার মায়ের কথা শুনেছি। খুবই খারাপ সংবাদ।'

খুবই খারাপ সংবাদ! এ লোক তার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী আর কিনা বলছে খুবই খারাপ সংবাদ।

'মি. রোমানো, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ধারণা আমার মা প্রতারক ছিলেন। কিন্তু আপনি জানেন কথাটা সত্য নয়। আমি চাই আপনি আমার মায়ের নামে লাগানো কলংক মুছে দেবেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রোমানো। 'আমি মাদ্রি গ্রাসের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কখনো কথা বলি না। আমার ধর্মেই নিষেধ আছে।' বার-এ হেঁটে গেল সে, দুটো ড্রিংক একসঙ্গে মেশাতে লাগল।

'একটা ড্রিংক নিন। মনটা ভালো লাগবে।'

লোকটা ট্রেসির জন্য আর কোনো উপায় রাখল না। ও পার্স খুলে বের করল রিভলভার। তাক করল রোমানোর দিকে। 'আমার মন কীসে ভালো হবে তা আপনাকে বলছি, মি. রোমানো। আপনি মার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তার একটা স্বীকারোক্তি আমি চাই।'

ঘুরল রোমানো। আগ্নেয়াস্ত্রটি দেখল। 'ওটা নামিয়ে রাখুন, মিস হুইটনি ফুটে

যেতে পারে।'

'আমি যা বললাম তা না করলে এটা অবশ্যই ফুটবে। আপনি লিখবেন কীভাবে আপনি কোম্পানিকে সর্বস্বান্ত করেছেন, দেউলিয়া বানিয়েছেন এবং এ জন্যেই আমার মা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।'

সতর্কতার সঙ্গে ট্রেসিকে লক্ষ্য করছে রোমানো। চাউনিতে উদ্বেগ। 'আই সি। কিন্তু যদি না লিখি?'

'তাহলে আমি আপনাকে খুন করব।' ট্রেসি টের পেল ওর হাতে কাঁপছে রিভলভারটা।

'আপনাকে দেখলে খুনির মতো মনে হয় না, মিস হুইটনি।'

হাতে ড্রিংক নিয়ে ট্রেসির দিকে হেঁটে আসছে রোমানো। গলার স্বর নরম এবং আন্তরিক। 'আপনার মার মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বিশ্বাস করুন, আমি–' মদটা সে ছুঁড়ে দিল ট্রেসির মুখে।

অ্যালকোহলের দংশনে দারুণভাবে জ্বলে উঠল ট্রেসির চোখ, পরমুহূর্তে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেয়া হলো।'

'তোমার মা আমার কাছে কথাটা গোপন রেখেছিল, বলল জো রোমানো। কোনোদিন বলেনি তোমার মতো একটা সেক্সি মেয়ে তার আছে।'

ওকে চেপে ধরেছে রোমানো, বাহুতে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না ট্রেসি, ভয় পেয়েছে ও। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু রোমানো ওকে ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল।

'তোমার সাহস আছে, খুকী। বেশ বেশ, ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি উত্তেজিত বোধ করছি।' তার গলার স্বর খসখসে শোনাল। শরীর চেপে ধরল ট্রেসির গায়ে। ট্রেসি মোচড়ামুচড়ি করেও রোমানোর লোহার মতো শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত করতে পারল না নিজেকে।

'তুমিও একটু উত্তেজনা পেতে এসেছিলে, তাই না? ঠিক আছে, জো তোমার ইচ্ছে পূরণ করবে।'

চিৎকার দিতে চাইল ট্রেসি, গলা দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরুল। 'আমাকে ছেড়ে দাও।'

টান মেরে ট্রেসির ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলল লোকটা।

'বাহ! তোমার বুকজোড়া তো খুব খাসা।' ফিসফিস করল সে। চিমটি কাটছে স্তনের বোঁটায়। 'ফাইট মি, বেবী।' ঘরঘরে গলায় বলল রোমানো। 'তুমি বাধা না দিলে আমি মজা পাব না।'

'ছাড়ো আমাকে!'

ট্রেসির বুক আরও জোরে মুচড়ে দিল রোমানো, ভীষণ ব্যথা পেল ও। ওকে চেপে ধরে মেঝের ওপর শুইয়ে ফেলা হলো।'

'বাজি– সত্যিকার পুরুষের রমণের স্বাদ তুমি পাওনি', বলল সে। ট্রেসি টের পেল লোকটা ওর দুই পা দু'দিকে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, ওর ওপর উঠে এসেছে সে, উরু বেয়ে

ওপরে উঠে যাচ্ছে। ট্রেসির চোখ এখনো মদের জ্বালায় বন্ধ, অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে মেঝে খুঁজল। রিভলভারের স্পর্শ পেল আঙুল। আগ্নেয়াস্ত্রটি খামচে ধরল ট্রেসি, তারপর বিকট একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

'ওহ্, যিশাস!' আর্তনাদ করে উঠল রোমানো। তার শক্ত গেড়ো অকস্মাৎ আলগা হয়ে গেল। লালচে কুয়াশার একটা পর্দার মাঝ দিয়ে আতংক নিয়ে ট্রেসি দেখল উল্টে ওর পাশে পড়ে গেল রোমানো, হাত দিয়ে চেপে আছে বুক। 'আমাকে গুলি করেছিস... মাগী... তুই আমাকে গুলি করলি...।'

বরফের মতো জমে গেল ট্রেসি, নড়াচড়ার যেন শক্তি নেই। চোখে তীব্র যন্ত্রণার কারণে তাকাতে পারল না। জোর করে শরীরটা টেনে তুলল ও, সিধে হলো, ঘুরে টলতে টলতে এগোল ঘরের শেষ প্রান্তের একটি দরজার দিকে। ধাক্কা মেরে খুলল। এটা একটি বাথরুম। সিঙ্কের দিকে কোনোমতে এগিয়ে গেল ট্রেসি, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভরে নিল বেসিন, তারপর চোখে পানির ঝাপটা দিতে লাগল ব্যথাটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত। অবশেষে ওর দৃষ্টি পরিস্কার হয়ে উঠল। কেবিনেটের আয়নায় তাকাল। চোখ জোড়া লাল টকটকে এবং কেমন উন্মাদের মতো লাগছে দেখতে। মাই গড, আমি এইমাত্র একটি মানুষকে হত্যা করেছি! ও এক ছুটে ফিরে এল লিভিংরুমে।

মেঝেয় পড়ে রয়েছে জো রোমানো, সাদা কার্পেট মাখামাখি হয়ে গেছে রক্তে। তার পাশে এসে দাঁড়াল ট্রেসি রক্তশূন্য মুখে।

'আমি দুঃখিত। আমি চাই নি–'

'অ্যাম্বুলেন্স...' শ্বাস আটকে আসছে রোমানোর।

ডেস্কে রাখা ফোনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল ট্রেসি, ডায়াল করল অপারেটরকে। কথা বলার সময় বুজে এল গলা।

'অপারেটর এক্ষুনি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা হলো ফোরটোয়েন্টি ওয়ান ম্যানসন স্কোয়ার। একজন লোক গুলি খেয়েছে।'

রিসিভার রেখে সে জো রোমানোর দিকে তাকাল। *ওহ গড*, প্রার্থনা করল ট্রেসি, *ও যেন মরে না যায়। তুমি জানো ঈশ্বর আমি ওকে খুন করতে চাইনি।* মেঝেয় শুয়ে থাকা শরীরটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসল ও দেখতে বেঁচে আছে কিনা রোমানো। চোখ বন্ধ লোকটির তবে এখনো শ্বাস চলছে। 'অ্যাম্বুলেন্স আসছে', বলল ট্রেসি।

পালাল ও।

তবে ছুট দিল না লোকের মনোযোগ আকর্ষণের ভয়ে। জ্যাকেট দিয়ে ঢেকে নিল ছেঁড়া ব্লাউজ। বাড়িটি থেকে চার ব্লক দূরে এসে ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করল ট্রেসি। আধডজন ট্যাক্সি সাঁ সাঁ করে ছুটে গেল ওর পাশ দিয়ে। সবগুলো যাত্রী বোঝাই। দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে এল, একটু পরেই একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল ঝড়ের বেগে, জো রোমানোর বাড়ি অভিমুখে ছুটেছে। এখান থেকে দ্রুত কেটে পড়তে হবে আমাকে, চিন্তা করছে ট্রেসি। ওর সামনে, ফুটপাত ঘেঁষে একটি ট্যাক্সি দাঁড়াল, নামিয়ে দিল তার যাত্রীদের। ট্রেসি ছুটে গেল ওদিকে ট্যাক্সিটা আবার হারাতে না হয় সে ভয়ে।

'যাবে?'

'কোথায় যাবেন?'

'এয়ারপোর্ট।' নিঃশ্বাস বন্ধ করে জবাব দিল ট্রেসি।

'উঠে পড়ুন।'

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সটির কথা ভাবছিল ট্রেসি। ওরা যদি পৌঁছাতে দেরি করে আর ততক্ষণে মারা যায় জো রোমানো তাহলে কী হবে? ওকে সবাই খুনি বলবে। বাড়িতে রিভলবারটি ফেলে এসেছে ও, ওতে ওর আঙুলের ছাপ আছে। সে পুলিশকে বলতে পারে যে রোমানো তাকে রেপ করার চেষ্টা করছিল এবং দুর্ঘটনাক্রমে ফায়ার হয়েছে রিভলভারে। কিন্তু ওর কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। জো রোমানোর পাশে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি পড়ে আছে সেটা ও পয়সা দিয়ে কিনেছে। কতক্ষণ সময় গেছে? আধঘণ্টা? এক ঘণ্টা? নিউ অর্লিন্স থেকে যত দ্রুত সম্ভব ওকে কেটে পড়তে হবে।

'উৎসব উপভোগ করেছেন?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

ঢোক গিলল ট্রেসি। 'আ—হ্যাঁ।' হাত-আয়না বের করে একটু মেকআপ করে নিল। যাতে ওকে খুব বেশি বিধ্বস্ত মনে না হয়। জো রোমানোর কাছে স্বীকারোক্তি আদায় করতে যাওয়াটাই বোকামি হয়েছে। সবকিছু ভজঘট হয়ে গেল। *এ ঘটনা আমি চার্লসকে কি করে বলব?* ঘটনা শুনলে খুবই শকড হবে চার্লস, তবে সবকিছু ব্যাখ্যা করার পরে ওকে বুঝাতেও পারবে সে। চার্লস জানে তারপরে কী করতে হবে।

ছয়

নিউ অর্লিন্স ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি পৌঁছাল। ট্রেসি অবাক হয়ে ভাবছিল *আমি আজ সকালেই এখানে এসেছিলাম। সত্যি কি একদিনের মধ্যে সবকিছু ঘটে গেল।* ওর মা'র আত্মহত্যা...উৎসবের ভিড়ে বেসামাল অবস্থা... লোকটার ক্রুদ্ধ গোঙানি। তুই আমাকে গুলি করেছিস...মাগী...

টার্মিনালে ঢুকেছে ট্রেসি, মনে হলো সবাই ওর দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে কটমট করে তাকিয়ে আছে। *খুবই বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি আমি, ভাবল ও।* জো রোমানো কেমন আছে যদি জানা যেত। কিন্তু লোকটিকে কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে কে জানে কিংবা কার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে জানে না ও। *আশাকরি ও সুস্থ হয়ে উঠবে। চার্লস এবং আমি মা'র ফিউনারেলে আসব। তখন দেখব জো রোমানো ঠিক হয়ে গেছে।* মেঝেয় শোয়া মানুষটির গায়ের রক্তে ভিজে যাচ্ছে কার্পেট, এ দৃশ্যটি মাথা থেকে দূর করে ফেলার চেষ্টা করল ট্রেসি। ওকে জলদি বাড়ি ফিরে চার্লসের কাছে যেতে হবে।

ডেল্টা এয়ারলাইন্স কাউন্টারে পা বাড়াল ও। 'আপনার ভাগ্য ভালো থ্রি-ও-ফোরের ফ্লাইটে একটা সিট খালি আছে।'

'প্লেন কখন ছাড়বে?'

'কুড়ি মিনিটের মধ্যে। যান, প্লেনে গিয়ে উঠে পড়ুন।'

ট্রেসি পার্সে হাত বাড়িয়েছে, টের পেল ওর দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইউনিফর্ম পরা দুই পুলিশ। একজন জিজ্ঞেস করল, ট্রেসি হুইটনি?'

এক মুহূর্তের জন্য হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল ট্রেসির। *পরিচয় গোপন করা মূর্খের মতো কাজ হবে।* 'জ্বী...

'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

শীতল ইস্পাতের হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো ট্রেসির হাতে।

সবকিছুই যেন ধীরগতিতে অন্য কারো জীবনে ঘটছে। হাতকড়া পরা ট্রেসিকে নিয়ে এগিয়ে চলল একজন পুলিশম্যান, এয়ারপোর্টের সবাই ওকে ট্যারা চোখে দেখছে। সাদাকালো একটি স্কোয়াড কারের পেছনের আসনে ধাক্কা মেরে ওকে বসিয়ে দেয়া হলো। গাড়ির সামনের অংশ পেছনের অংশ থেকে ইস্পাতের তারের জালি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মাথায় লাল বাতি আর সাইরেনের কান ফাঁটানো শব্দ তুলে ছুটে চলল পুলিশ

কার। গুটিশুটি মেরে ব্যাকসিটে বসে আছে ট্রেসি, ইচ্ছে করছে মরে যেতে। ও খুনি। জোসেফ রোমানো মারা গেছে। কিন্তু ওটা তো নিছক দুর্ঘটনা ছিল। সবাইকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে। তারা নিশ্চয় ওর কথা বিশ্বাস করবেন। ট্রেসির কথা তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবেই।

নিউ অর্লিন্সের পশ্চিম প্রান্তে, আলজিয়ার্স ডিস্ট্রিক্টের একটি গা ছমছমে, নিষিদ্ধ চেহারার ভবন হলো পুলিশ স্টেশন। হতচ্ছাড়া এ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ট্রেসিকে। যে ঘরে ওকে বসানো হলো সেখানে নোংরা অপরিচ্ছন্ন মানুষজন গিজগিজ করছে। এদের মধ্যে রয়েছে বেশ্যা, তাদের দালাল, গুণ্ডাপাণ্ড এবং তাদের শিকার মানুষগুলো। ট্রেসিকে নিয়ে যাওয়া হলো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ডেস্কের সামনে।

ওকে যারা ধরে নিয়ে এসেছে তাদের একজন বলল, 'এ হলো পলাতক হুইটনি, সার্জেন্ট। এয়ারপোর্টে পালাবার তাল করেছিল, ধরে নিয়ে এসেছি।'

'আমি পালাবার চেষ্টা–'

'ওর হ্যান্ডকাফ খুলে ফেলো।'

খুলে ফেলা হলো হ্যান্ডকাফ। ট্রেসির গলায় অবশেষে রা ফুটল। 'ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। লোকটাকে হত্যা করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। ও আমাকে রেপ করার চেষ্টা করছিল আর আমি–' গলার কাঁপুনি বন্ধ করতে পারল না ট্রেসি।

ডেস্ক সার্জেন্ট কাটখোট্টা গলায় প্রশ্ন করল, 'তুমি ট্রেসি হুইটনি?'

'জী, আমি–'

'ওকে লকআপে পুরে দাও।'

'না! দাঁড়ান,' আকুতি করল ট্রেসি। 'আমি একটা ফোন করব। ফোন করব। ফোন করার অধিকার আমার আছে।'

খিচিয়ে উঠল সার্জেন্ট। 'আইন-কানুনও জানো দেখছি। এ পর্যন্ত শ্রীঘরে ক'বার গিয়েছ, হানি?'

'একবারও না। এটা–

'একটা ফোন করার সুযোগ পাবে। তিন মিনিট। তোমার নাম্বার বলো।'

এমন নার্ভাস হয়ে আছে ট্রেসি যে চার্লসের ফোন নাম্বার মনে করতে পারল না। ফিলাডেলফিয়ার এরিয়া কোড নাম্বারও মনে পড়ছে না। *ওটা কি টু-ফাইভ-ওয়ান?*

না। ওই কোড নাম্বার নয়। কাঁপছে ট্রেসি।

'কী হলো? তোমার জন্য সারারাত অপেক্ষা করতে পারব না।'

টু-ওয়ান-ফাইভ। হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে। 'টু-ওয়ান-ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ-নাইন-থ্রি-জিরো-ওয়ান।'

ট্রেসির বলা নাম্বারে ডায়াল করে রিসিভার ওর হাতে ধরিয়ে দিল সার্জেন্ট। রিং হবার শব্দ শুনল ট্রেসি। ফোন বেজেই চলল। ধরছে না কেউ।

ডেস্ক সার্জেন্ট বলল, 'সময় শেষ।' সে ট্রেসির হাত থেকে ফোন কেড়ে নিতে গেল।

'এক মিনিট!' চেঁচিয়ে উঠল ট্রেসি। হঠাৎ মনে পড়ল চার্লস রাতে ফোন বন্ধ করে

রাখে যাতে কেউ তাকে বিরক্ত করতে না পারে। ফাঁকা রিং-এর শব্দ হয়েই চলল, ট্রেসি বুঝতে পারল চার্লসের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই।

ডেস্ক সার্জেন্ট বলল, 'হলো?'

ট্রেসি তার দিকে তাকিয়ে ভোঁতা গলায় বলল, 'জ্বী।'

শর্ট-স্লিভ পরা এক পুলিশম্যান ট্রেসিকে নিয়ে একটি ঘরে গেল। ওখানে ওর নামধাম লিখে আঙুলের ছাপ নেয়া হলো। তারপর করিডোর পেরিয়ে একটি সেল-এ ওকে পুরে দেয়া হলো। সেলটিতে ও ছাড়া আর কেউ নেই।

'সকালে আদালতে তোমার শুনানি হবে', ওকে কথাটি জানিয়ে দিয়ে চলে গেল পুলিশের লোকটি।

এসব কিছুই ঘটছে না, মনে মনে বলল ট্রেসি। *এ সবই একটা ভয়ংকর স্বপ্ন। ওহ্ গড, এ যেন সত্যি না হয়।*

কিন্তু কারাকক্ষের দুর্গন্ধযুক্ত খাটিয়া ওকে মনে করিয়ে দিল এ সত্যি, কিনারের আসনবিহীন টয়লেট বাস্তব, বাস্তব প্রকোষ্ঠের লোহার গরাদগুলোও।

রাতটা যেন শেষ হতে চাইছে না। *শুধু যদি চার্লসের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে পারতাম। ওকে সাংঘাতিক দরকার ট্রেসির। ওকে বিশ্বাস করে সত্যি কথাটাই বলা উচিত ছিল আমার। তাহলে আর এ অবস্থায় পড়তে হতো না।'*

ভোর ছ'টার সময় বিরক্তির চিহ্ন চোখেমুখে আঁকা, এক গার্ড ট্রেসির জন্য নাশতা নিয়ে এল। স্বল্প গরম কফি আর পাতলা অমলেট। খাবার স্পর্শ করল না ও। নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষিদে। ন'টার দিকে এল একজন মেট্রন।

'যাওয়ার সময় হলো, সুইটি।' কারা প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে দিল মহিলা।

'আমার একটা ফোন করতেই হবে,' বলল ট্রেসি। 'খুব জরুরি—'

'পরে,' বলল মেট্রন। 'তোমার জন্য জাজ বসে থাকতে পারবেন না। লোকটা একটা খচ্চর।'

একটা করিডর দিয়ে ট্রেসিকে নিয়ে চলল সে। একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এটাই আদালত কক্ষ। বেঞ্চিতে বসে আছেন এক বয়সী বিচারপতি। তার মাথা এবং হাত একটু পরপর ঝাঁকি খাচ্ছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডিস্ট্রিক্ট সার্জেন্ট এড টপার, বয়স চল্লিশ, হালকা-পাতলা গড়ন, শীতল, কালো চোখ।

ট্রেসিকে একটি আসনে বসিয়ে দেয়া হলো। একটু পরেই হাঁক ছাড়ল নাজির। 'ট্রেসি হুইটনি।' বেঞ্চির দিকে কদম বাড়াল ট্রেসি। বিচারক একটি কাগজ পড়ছেন আর ওপরে নিচে মাথা দোলাচ্ছেন।

এবার। এবারে ট্রেসির সময় এসেছে সত্যি কথাটা ব্যাখ্যা করার। কাঁপুনি বন্ধ করতে হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরল ও। 'ইয়োর অনার, ওটা খুন ছিল না। আমি তাকে গুলি করেছিলাম বটে তবে তা ছিল নিতান্তই দুর্ঘটনা। আমি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। সে আমাকে রেপ করার চেষ্টা করছিল—'

বাধা দিলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। 'ইয়োর অনার, আদালতের সময় ক্ষেপণ করার

কোনো কারণ দেখছি না আমি। এ মহিলা মি. রোমানোর বাসায় জোর করে ঢুকেছিল, তার সঙ্গে ছিল একটি থার্টি-টু ক্যালিবারের রিভলভার। সে পাঁচ লাখ ডলার মূল্যের রেনোয়ার একটি ছবি চুরি করে, চুরি করার সময় মি. রোমানো তাকে ধরে ফেললে সে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে গুলি করে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়।'

ট্রেসির মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। 'এ-এসব আপনি কী বলছেন?'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলে চললেন, 'এ মেয়েটি যে আগ্নেয়াস্ত্রটি দিয়ে মি. রোমানোকে আহত করেছিল সেটি আমাদের কাছে আছে। ওতে তার আঙুলের ছাপ আছে।'

আহত! তার মানে জোসেফ রোমানো বেঁচে আছে? ও কাউকে হত্যা করেনি।

'সে পেইন্টিংটা নিয়ে পালিয়ে যায়, ইওর অনার। ওটা সম্ভবত এখন কোনো চোরাকারবারীর কাছে। এ জন্য রাষ্ট্র অনুরোধ করছে হত্যা চেষ্টা এবং পাঁচ লাখ ডলার মূল্যের পেইন্টিং সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে ট্রেসি হুইটনিকে আটক করে রাখা হোক।'

জাজ ফিরলেন হতভম্ব ট্রেসির দিকে। 'তোমাকে কি কাউন্সেল রিপ্রেজেন্ট করেছে?'

বিচারপতির কথা শুনতেও পেল না ট্রেসি।

বিচারক গলা চড়ালেন, 'তোমার কোনো উকিল আছে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল, 'না। আমি– এ লোকটি যা বলেছে তা সত্যি নয়। আমি কখনো–'

'উকিল নিয়োগ করার টাকা আছে তোমার কাছে?'

ব্যাংকে ওর টাকা আছে। ওখানে চার্লস আছে। 'আ-না, ইয়োর অনার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না–'

'আদালত তোমার জন্য উকিল নিয়োগ করবেন। তোমাকে জেলে আটকে রাখার নির্দেশ দেয়া গেল। নেক্সট কেস?'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান। আপনারা সবাই ভুল করছেন? আমি–'

কোর্টরুম থেকে ওকে কীভাবে নিয়ে আসা হলো মনে নেই ট্রেসির।

সাত

আদালতের নিযুক্ত আইনজীবীর নাম পেরি পোপ। তার বয়স ৩৮, খাড়া, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, নীল চোখে সমবেদনার ছায়া। তাকে প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়ে গেল ট্রেসির।

লোকটি ওর প্রকোষ্ঠে ঢুকে খাটিয়ায় এসে বসল।

'মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা শহরে অবস্থান করেই যে ঝড় তুললেন তা তুলনাহীন।' হাসল আইনজীবী। 'তবে ভাগ্য ভালো আপনার হাতের টিপটি খুব বেশি ভালো নয়। তাই অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া গেছে। আহত হলেও বেঁচে যাবে রোমানো।' পকেট থেকে একটি পাইপ বের করল সে। 'ধূমপান করলে কিছু মনে করবেন না তো?'

'না।'

পাইপে তামাক ঠাসল পেরি, আগুন ধরাল। লক্ষ্য করছে ট্রেসিকে। 'আপনার সঙ্গে গড়পড়তা ক্রিমিনালদের মিল নেই, মিস হুইটনি।'

'আমি ক্রিমিনাল নই। কসম আমি তা নই।'

'আমার কাছে প্রমাণ করুন যে আপনি তা নন, বলল পেরি। 'বলুন কী ঘটেছিল। শুরু থেকে। সময় নিয়ে বলুন।'

ট্রেসি সব কথা তাকে খুলে বলল। পেরি চুপচাপ বসে শুনে গেল গল্প, শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করল না। তারপর কারা প্রকোষ্ঠের দেয়ালে হেলান দিল, থমথমে চেহারা। 'দ্যাট বাস্টার্ড মৃদু গলায় বলল সে।

'ওদের কথা আমি মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি।' ট্রেসির চোখে বিহ্বলভাব। 'পেইন্টিং-এর বিষয় আমি কিছুই জানি না।'

'ব্যাপারটা খুব সহজ। আপনার মায়ের মতো আপনাকেও রোমানো ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আপনি সোজা তার ফাঁদে গিয়ে পা দিয়েছেন।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে বলছি। রোমানো রেনোয়ার ছবিটি কোথাও লুকিয়ে রেখে এখন ওটার জন্য পাঁচ লাখ ডলারের ইনসিওরেন্স দাবি করবে। টাকাটা সে পেয়েও যাবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি ধাওয়া করবে আপনাকে, রোমানোকে নয়। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসার পরে রোমানো পেইন্টিংটা কোনো লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়ে আরও আধ মিলিয়ন ডলার কামিয়ে নেবে। আর আপনাকেও বলিহারি, আপনি কি জানেন না, বন্দুকের মুখে স্বীকারোক্তি আদায়ের কোনো মূল্য নেই?'

'এ- এখন বুঝতে পারছি। তখন ভেবেছিলাম লোকটার মুখ থেকে সত্য কথাটা বের

করতে পারলে কেউ ওর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করবে।'

পাইপ নিভে গিয়েছিল। ওটা আবার জ্বালিয়ে নিয়ে পেরি বলল, 'ওর বাড়িতে ঢুকলেন কীভাবে?'

'সদর দরজার কলিং বেল বাজাই আমি। মি. রোমানো আমাকে ভেতরে নিয়ে যান।'

'কিন্তু ওর গল্প তা বলছে না। বাড়ির পেছনদিকে একটা জানালা ভাঙা, রোমানো বলছে জানালা ভেঙে আপনি ঘরে ঢুকেছেন। সে পুলিশকে বলেছে আপনি রেনোয়ার ছবি চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে আপনাকে বাধা দেয় এবং আপনি তাকে গুলি করেন।'

'ডাহা মিথ্যা কথা! আমি–'

'কিন্তু মিথ্যাটা সত্য বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ বাড়িটি তার আর অস্ত্রটি আপনার। কার সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল আপনার?'

নিঃশব্দে ডানে-বামে মাথা নাড়ল ট্রেসি।

'তাহলে আসল কথাটা শুনুন, মিস হুইটনি। এ শহর চলে ওরসাত্তি পরিবারের হুকুমে। সে এ শহরের বিধাতা। অ্যান্থনি ওরসাত্তির অনুমতি ছাড়া এখানকার গাছের একটি পাতাও নড়ে না। আপনি যদি এ শহরে ভবন নির্মাণ করতে যান, বানাতে চান হাইওয়ে কিংবা চালাতে চান বেশ্যালয় অথবা মাদক ব্যবসা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, সবকিছুর জন্য আপনাকে যেতে হবে ওরসাত্তির কাছে। জো রোমানো ছিল তার হিটম্যান। এখন সে ওরসাত্তি অর্গানাইজেশনের টপম্যান। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে দেখল ট্রেসিকে। 'আর আপনি কিনা স্বচ্ছন্দে রোমানোর বাড়িতে ঢুকে তারই মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েছেন!'

হতাশ এবং বিপর্যস্ত চেহারা নিয়ে বসে রইল ট্রেসি। অবশেষে মুখে রা ফুটল ওর। 'আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হয়েছে?'

হাসল আইনজীবী। 'আপনি যা বলেছেন সবই আমি বিশ্বাস করেছি।'

'আমাকে কি সাহায্য করতে পারবেন?'

ধীর গলায় সে জবাব দিল, চেষ্টা করব। ওদেরকে জেলের ঘানি টানতে যা কিছু করার দরকার আমি করব। যদিও ওরা এ শহরের মালিক এবং বেশিরভাগ বিচারপতি ওদের কেনা গোলাম। আপনি যদি মামলা করেন ওরা আপনাকে এমন ফেলে দেবে যে জীবনেও আর কোনোদিন দিনের আলো দেখতে পাবেন না।'

হতভম্ব হয়ে গেল ট্রেসি। 'আমি মামলা করলে আমার এমন দশা হবে?'

সিধে হলো পেরি পোপ, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পায়চারি করতে লাগল।

'কোনো জুরির সামনে আমি আপনাকে হাজির করতে চাই না, কারণ সে হবে ওদের লোক। একজন শুধু বিচারপতি রয়েছে যাকে আজতক কিনতে পারেনি ওরসাত্তি। তার নাম হেনরি লরেন্স। আমি যদি এ মামলার শুনানিতে তাঁকে আনতে পারি, আমি নিশ্চিত আপনার জন্য কিছু করা যাবে। যদিও কাজটি নিয়ম বহির্ভূত তবু আমি নিজে যাবো তার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমার মতোই ওরসাত্তি এবং রোমানোকে ঘৃণা

করেন। এখন শুধু জাজ লরেন্সকে রাজি করাতে পারলেই হলো।'

পেরিপোপের প্রচেষ্টায় চার্লসকে ফোন করার সুযোগ পেল ট্রেসি। চার্লসের সেক্রেটারির পরিচিত গলা শুনল ও। 'মি. স্ট্যানহোপের অফিস?'

'হ্যারিয়েট। আমি ট্রেসি হুইটনি। মি. স্ট্যানহোপ কি–?'

'ওহ্! আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন উনি, মিস হুইটনি। কিন্তু আমাদের কাছে আপনার কোনো ফোন নাম্বারও নেই। বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন মিসেস স্ট্যানহোপ। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওনার সঙ্গে কথা–'

'হ্যারিয়েট, আমি কি মি. স্ট্যানহোপের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আমি দুঃখিত, মিস হুইটনি। উনি একটা মিটিংয়ের জন্য হাউস্টনে রওনা হয়ে গেছেন। আপনার নাম্বারটা দিলে উনিও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

'আমি–' জেলখানায় বসে চার্লসকে ফোন নাম্বার দেয়ার কোনো উপায় নেই। আগে চার্লসকে সব কথা ব্যাখ্যা করতেই হবে।

'আমি– আমি মি. স্ট্যানহোপকে পরে আবার ফোন করব।' আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল ট্রেসি।

আগামীকাল। উদ্বেগ নিয়ে ভাবছে ট্রেসি। *আগামীকাল আমি সবকথা খুলে বলব চার্লসকে।*

এদিকে বিকেলে অপেক্ষাকৃত বড় একটি কারা-প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো ট্রেসিকে। গ্যানাটোয়ার থেকে ওর জন্য গরম গরম ডিনার এলো, কিছুক্ষণ বাদে একতোড়া তাজা ফুলের সঙ্গে পাঠানো হলো একটি খাম। খাম খুলে একটি কার্ড বের করল ট্রেসি। ওতে লেখা **খুশি থাকুন। ওই হারামজাদাগুলোকে আমরা নিকেশ করব। পেরি পোপ।**

পরদিন সকালে পেরি এল ট্রেসির সঙ্গে দেখা করতে। মুখে হাসি। তার হাসিমুখ দেখেই ট্রেসি বুঝতে পারল সুসংবাদ আছে।

'আমাদের ভাগ্য ভালো,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি এই মাত্র জাজ লরেন্স এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি টপারের সঙ্গে কথা বলে এলাম। তবে একটি শর্ত আছে।'

'শর্ত?'

'জাজ লরেন্সকে আপনার সব কথা খুলে বলেছি। উনি আপনার কাছ থেকে গিল্টি প্লি গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।'

মর্মাহত দেখাল ট্রেসিকে। 'গিল্টি প্লি? কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ–'

একটা হাত তুলল পেরি। 'আমাকে শেষ করতে দিন। নিজেকে অপরাধী হিসেবে স্বীকার করে আপনি রাষ্ট্রের মামলার খরচ বাঁচিয়ে দেবেন। আমি বিচারককে বোঝাতে সমর্থ হয়েছি যে আপনি ছবিটি চুরি করেননি। তিনি জো রোমানোকে চেনেন এবং আমার কথা বিশ্বাস করেছেন।'

'কিন্তু... আমি যদি অপরাধ স্বীকার করি,' মন্থর গলায় প্রশ্ন করল ট্রেসি, 'তাহলে আমার কী হবে?

'জাজ লরেন্স আপনাকে তিন মাসের কারাবাসের হুকুম দেবেন–'

'কারাবাস!'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! তিনি আপনার শাস্তি সাসপেন্ড করবেন এবং আপনি আপনার প্রবেশন পরে ভোগ করবেন।'

'কিন্তু আ-আমার গায়ে তো কলঙ্কের দাগ থেকে যাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পেরি পোপ। 'ওরা যদি আপনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যা প্রচেষ্টার মামলা করেন, বিচারে আপনার দশ বছরের জেল হয়ে যাবে।'

'দশ বছরের জেল!'

ধৈর্য নিয়ে ট্রেসিকে লক্ষ্য করছে পেরি পোপ। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আপনার। আমি শুধু আপনাকে সেরা পরামর্শটাই দিতে পারি। তবে ওরা এখুনি জবাবটা চাইছেন, অবশ্য শর্তে আপনি রাজি নাও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে অন্য কোনো লইয়ার নিতে পারেন আপনি এবং–'

'না', ট্রেসি জানে এ মানুষটি সৎ। লোকটা অনেক কিছুই করেছে তার জন্য। শুধু যদি একবার চার্লসের সঙ্গে কথা বলা যেত। কিন্তু ওরা তো এখুনি জবাব চাইছেন। তিন মাসের সাসপেন্ড শাস্তি নিয়ে সে যে ছাড়া পাবে সেটাই তো ওর ভাগ্য।

'আমি– আমি এ শর্তে রাজি,' বলল ট্রেসি। কথাগুলো জোর করে মুখ থেকে বের করতে হয়েছে ওকে।'

মাথা ঝাঁকাল পেরি। 'বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

আদালতে হাজির হবার আগে আর কোনো ফোন করার অনুমতি মিলল না ট্রেসির। এড টপার তার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্যপাশে পেরি পোপ। বিচারকের আসনে বসেছেন পঞ্চাশোর্ধ অভিজাত চেহারার একজন মানুষ, তার মুখে কোনো দাগ বা বলীরেখা নেই, মাথা ভর্তি ঘন চুল সুবিন্যস্তভাবে আঁচড়ানো।

বিচারপতি হেনরী লরেন্স ট্রেসিকে বললেন, 'আদালতকে বলা হয়েছে বিবাদী তার নিরাপরাধ আবেদন তুলে নিয়ে অপরাধী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে চায়। এ কথা কি সত্য?

'জ্বী, ধর্মাবতার!'

'সকলে কি এ বিষয়ে একমত?'

মাথা ঝাঁকাল পেরি পোপ। 'জী, ধর্মাবতার।'

'স্টেটও একমত, ধর্মাবতার', বলল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।

নিজের আসনে দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন বিচারপতি লরেন্স। তারপর সামনে ঝুঁকে এসে তাকালেন ট্রেসির দিকে।

'আমাদের এই মহান দেশটির দুর্দশার অন্যতম কারণ হলো রাস্তায় কিলবিল করা কীটগুলো যারা মনে করে তারা যে কোনো অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে। এরা

আইনকে থোড়াই কেয়ার করে। এ দেশের কিছু বিচার বিভাগীয় সিস্টেম এদেরকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু লুইজিয়ানায় আমরা তা হতে দিই না। যখন কোনো মারাত্মক অপরাধী কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার চেষ্টা করে, আমরা বিশ্বাস করি ওই ব্যক্তিকে যথাযথ শাস্তি দেয়া উচিত।'

ট্রেসি এই প্রথম আতংক অনুভব করল। সে পেরি পোপের দিকে ঘুরল। পেরি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বিচারকের দিকে।

'বিবাদী স্বীকার করেছে সে এ শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যার চেষ্টা করেছিল– যে মানুষটা সমাজ সেবা এবং ভালো ভালো কাজ করার জন্য সমাজে সুপরিচিত। বিবাদী পাঁচ লাখ ডলারের একটি চিত্রকর্ম চুরি করার সময় তাকে গুলি করে।' বিচারপতির কণ্ঠস্বর ক্রমে কর্কশ হয়ে উঠল। 'বেশ, এ আদালত দেখবে যাতে ওই টাকা তুমি উপভোগ করার সুযোগ না পাও– অন্তত আগামী পনেরো বছরের জন্য, কারণ আগামী পনের বছর তুমি সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উইমেন-এ জেলের ঘানি টানবে।'

আদালত কক্ষ ট্রেসির চারপাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। যেন ভয়ংকর কোনো রসিকতার নাটক ওখানে মঞ্চস্থ হয়েছে। বিচারক মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন তবে ভুল সংলাপ পড়ছেন তিনি। ওই সংলাপ তাঁর বলার কথা ছিল না। পেরি পোপের দিকে তাকাল ট্রেসি। কিন্তু সে হঠাৎ ব্রিফকেস খুলে কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বিচারক, নথিপত্র গোছগাছ করছেন। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, ভোঁতা, নিঃসাড়, কী ঘটছে তা যেন বুঝতে পারছে না।

একজন নাজির ট্রেসির কাছে এসে ওর হাত ধরল।

'চলো।'

'না,' চেঁচিয়ে উঠল ট্রেসি। 'না, প্লিজ! বিচারপতির দিকে তাকাল সে। 'মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে, ইয়োর অনার। আমি–'

নাজিরের মুষ্টি চেপে বসল ট্রেসির বাহুতে। ট্রেসি বুঝতে পারল কোনোও ভুল হয়নি। ওকে ঠকানো হয়েছে। ওরা ওকে ধ্বংস করে দেবে।

যেভাবে ওরা ওর মাকে ধ্বংস করেছে।

আট

ট্রেসি হুইটনির অপরাধ এবং তার শাস্তির কথা *নিউ অর্লিন্স কুরিয়ার*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো। সঙ্গে ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হাতকড়া পরা অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে ট্রেসি। এ ঘটনা প্রথমসারির wire সার্ভিসের কল্যাণে সারাদেশের সংবাদপত্রগুলোর সাংবাদিকরা জেনে গেল। ট্রেসিকে যখন আদালত কক্ষ থেকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ওই সময় টিভি রিপোর্টাররা তাকে ঘিরে ধরল। অপমানবোধে জর্জরিত ট্রেসি নিজের মুখ ঢেকে ফেলল হাত দিয়ে যাতে তাকে চেনা না যায়। কিন্তু ক্যামেরার কবল থেকে রেহাই মিলল না। জো রোমানো নিজেই একটি বড় খবর আর এক অপূর্ব সুন্দরী চোর তার জীবন সংশয়ের চেষ্টা করেছে, এরচেয়ে চমকপ্রদ সংবাদ আর কী হতে পারে? ট্রেসির মনে হয়েছিল তাকে চারপাশ থেকে একদল শত্রু ঘেরাও করেছে। *চার্লস আমাকে এ থেকে বের করে নিয়ে যাবে,* বারবার কথাটি মনে মনে আওড়াচ্ছিল ট্রেসি। *ওহ্, প্লিজ, গড, চার্লস যেন আমাকে এ অপবাদ থেকে রক্ষা করে। আমি জেলখানায় আমার সন্তানের জন্ম দিতে চাই না।*

পরদিন বিকেলে জেল সার্জেন্ট ট্রেসিকে ফোন করার অনুমতি দিল।

হ্যারিয়েটের গলা ভেসে এল, 'মি. স্ট্যানহোপের অফিস।'

'হ্যারিয়েট, আমি ট্রেসি হুইটনি। মি. স্ট্যানহোপের সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'এক মিনিট, মিস হুইটনি,' সেক্রেটারির কণ্ঠে জড়তা। 'আ-আমি দেখছি মি. স্ট্যানহোপ আছেন কিনা।'

দীর্ঘ, যাতনাময় অপেক্ষা শেষে চার্লসের সাড়া মিলল। আনন্দে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করল ট্রেসির। 'চার্লস–'

'ট্রেসি? তুমি ট্রেসি বলছ?'

'হ্যাঁ, ডার্লিং। ওহ্ চার্লস, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কত চেষ্টাই না–'

'আমার পাগল হবার দশা, ট্রেসি। এখানকার খবরের কাগজগুলো তোমাকে নিয়ে নানান গল্প লিখছে। ওদের কথা শুনে আমি হাসবো না কাঁদব বুঝতে পারছি না।'

'ওসব গল্প একটাও সত্যি নয়, ডার্লিং। সব মিথ্যা। আমি–'

'তুমি আমাকে ফোন করনি কেন?'

'চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। আ–'

'এখন তুমি কোথায়?'

'নিউ অর্লিন্সের জেলখানায়, চার্লস! ওরা বিনা অপরাধে আমাকে কারাগারে

পাঠাচ্ছে।' ফোঁপাতে শুরু করল ট্রেসি।

'দাঁড়াও। কেঁদো না। আমার কথা শোনো। কাগজগুলো বলছে তুমি একটা লোককে গুলি করেছ। একথা নিশ্চয় সত্যি নয়, তাই না?'

'আমি লোকটাকে গুলি করেছিলাম তবে–'

'তাহলে ঘটনা সত্যি।'

'যেভাবে গল্প ছড়িয়েছে তা মিথ্যা ডার্লিং। ওরকম কিছুই ঘটেনি। তোমাকে সব কথা বলব আমি। আমি–'

'ট্রেসি, তুমি কি হত্যা চেষ্টা এবং একটা পেইন্টিং চুরির অপরাধের কথা স্বীকার করেছ আদালতে?'

'হ্যাঁ, চার্লস। তবে সেটি শুধু–'

'মাই গড, তোমার যদি টাকার এতই দরকার, আমাকে বলতে পারতে। অথচ তুমি কিনা এ জন্য মানুষ খুন করতে গেছ... আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমার বাবা-মাও বিশ্বাস করছেন না। ফিলাডেলফিয়া ডেইলি নিউজ-এর প্রথম পাতায় তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। স্ট্যানহোপ পরিবারকে এই প্রথম কোনো বাজে স্ক্যান্ডাল স্পর্শ করল।'

চার্লসের কণ্ঠে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ চেষ্টা মনে মনে শংকিত করে তুলল ট্রেসিকে। সে প্রেমিকের ওপরে সমস্ত ভরসা করেছিল আর চার্লস কিনা ওদের পক্ষ নিচ্ছে। জোর করে উদগত চিৎকারটা থামাল ট্রেসি।

'ডার্লিং, তোমাকে আমার দরকার। প্লিজ, এখানে চলে এসো। তুমি এসে সব ঠিক করে ফেলতে পারবে।'

ও প্রান্তে লম্বা নীরবতা। 'সব ঠিক করবার মতো পরিস্থিতি রয়েছে বলে মনে হয় না। যদি না তুমি ব্যাপারটা অস্বীকার করতে। আমাদের পরিবার এসবের মধ্যে জড়াবে না। তুমি নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছ। এ ঘটনায় আমরা সবাই প্রচণ্ড শক পেয়েছি। আসলে তোমাকে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারিনি আমি।'

চার্লসের প্রতিটি কথা যেন হাতুড়ির বাড়ি হয়ে আঘাত করল ট্রেসিকে। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো ওর। আর কাউকে বিশ্বাস করার মতো রইল না, কেউ না। 'আ-আমাদের সন্তানের কী হবে?'

'তোমার সন্তান নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো।' বলল চার্লস। 'আমি দুঃখিত, ট্রেসি', লাইন কেটে দিল সে।

মৃত রিসিভার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি।

ওর পেছনে দাঁড়ানো একজন কয়েদী বলল, 'তোমার কথা শেষ হলে সরো। আমার ল'ইয়ারের সঙ্গে কথা বলব।'

ট্রেসি নিজের সেল-এ ফেরার পরে মেট্রন জানাল, 'কাল সকালে তোমাকে যেতে হবে। রেডি হয়ে থেকো। ভোর পাঁচটায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

ট্রেসির একজন ভিজিটর এসেছে। অটো স্মিডকে দেখে মনে হলো এ ক'দিনে সাংঘাতিক বুড়িয়ে গেছে মানুষটি। অসুস্থ লাগছে।

'আমি আর আমার স্ত্রী তোমার জন্য যে কতটা মানসিক কষ্টে আছি তা জানাতে এসেছিলাম। আমরা জানি যা ঘটেছে তার জন্য তুমি মোটেই দায়ী নও।'

কথাটা যদি শুধু চার্লস বলতো!

'মিসেস ডরিসের ফিউনেরালে কালকে আমি এবং আমার স্ত্রী যাবো।'

'ধন্যবাদ, অটো।'

কাল ওরা আমাদের দু'জনকেই কবর দেবে, ভাবছিল ট্রেসি।

সারারাত ওর নির্ঘুম কাটল, সরু প্রিজন বাঙ্কে শুয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছাদের দিকে। চার্লসের সঙ্গে ওর টেলিফোনে কথপোকথনের স্মৃতি মনে করছে বারবার।

চার্লস ওকে ঘটনা ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগই দেয়নি।

অনাগত সন্তানের কথা ভাবতে হবে ট্রেসিকে। জেলখানায় নারীদের সন্তান জন্ম দেয়ার গল্প ও পত্রিকায় পড়েছে, তবে সেসব কাহিনী ওর নিজের জীবন থেকে এতোটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে মনে হতো ভিনগ্রহবাসীর গল্প পড়ছে। আর এখন সে ঘটনা ঘটছে ওর জীবনেই।

তোমার সন্তান নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার, বলে দিয়েছে চার্লস। ট্রেসি ওর সন্তান জন্ম দিতে চায়। *কিন্তু ওরা তো আমার সন্তানকে আমার কাছে রাখতে দেবে না। কেড়ে নেবে। কারণ আগামী পনের বছর জেলখানায় থাকতে হবে আমাকে। তারচে' বাচ্চাটা যদি ওর মাকে কোনোদিন দেখতে না পায় সেই ভালো।*

হু হু করে কেঁদে ফেলল ট্রেসি।

একজন মেট্রনকে নিয়ে এক পুরুষ গার্ড ভোর পাঁচটার সময় প্রবেশ করল ট্রেসির কারা প্রকোষ্ঠে। 'ট্রেসি হুইটনি?'

'জ্বী', নিজের কর্কশ গলা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল ট্রেসি।

'লুইজিয়ানা রাজ্যের ক্রিমিনাল কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তোমাকে এখন সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উইমেন-এ স্থানান্তর করা হবে। চলো, বেবী।'

কয়েদীপূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলোর পাশ কাটিয়ে লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে চলল ট্রেসি। কয়েদীরা ওকে উদ্দেশ্য করে নানান মন্তব্য করতে লাগল।

'হ্যাভ আ গুড ট্রিপ, হানি...

'পেইন্টিংটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ আমাকে বলে যাও, ট্রেসি বেবি, টাকাটা আমি তোমার সঙ্গে খরচ করব...'

যে ঘরে বসে চার্লসকে ফোন করেছিল ট্রেসি, সেখান থেকে যাবার সময় মনে মনে বলল, বিদায়, চার্লস।

উঠোনে নিয়ে আসা হলো ট্রেসিকে। গরাদঅলা জানালার একটি হলুদ প্রিজন বাস দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ইঞ্জিন চলছে। জনাকয় মহিলা ইতিমধ্যে বাসের কয়েকটি আসন দখল করেছে। তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র দুই প্রহরী। সহযাত্রীদের ওপরে চোখ বুলাল ট্রেসি। একজনকে দেখা যাচ্ছে চেহারায় বেপরোয়া ভাব, আরেকজন নিরাসক্ত; অন্যদের চোখেমুখে হতাশার ছাপ। তারা যে জীবন যাপন করত তার অবসান ঘটতে

চলেছে। এরা অচ্ছ্যুৎ তাদেরকে খাঁচায় পোরা হবে, ওখানে বন্দী থাকতে হবে জন্তু-জানায়োরের মতো। ট্রেসি চিন্তা করছিল এরা কে কী অপরাধ করেছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ কী আছে যে ওর মতোই নিরাপরাধ। এরা তার চেহারাতেই বা কী খুঁজছে, ভাবছিল ট্রেসি।

প্রিজন বাসের ভ্রমণ যেন অন্তহীন। বাসের ভেতরটা গরম এবং দুর্গন্ধযুক্ত তবে এসব কিছুই স্পর্শ করছিল না ট্রেসিকে। নিজের ভাবনায় ডুবে আছে সে, অন্যান্য যাত্রী কিংবা বাইরের সবুজ-শ্যামলিমা কোনো কিছুই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠছে শৈশব আর কৈশোর। মনে পড়ছে বাবা-মার সঙ্গে সাগরে বেড়াতে যাবার কথা। সে সাঁতার জানে না বলে পানিতে প্রায় ডুবে মারা যাচ্ছিল। তখন থেকেই পানিকে তার প্রচণ্ড ভয়।

মনে পড়ছে কলেজ অডিটরিয়ামে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার কথা। ট্রেসি দারুণ বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার জিতেছিল। মা খুব খুশি হয়েছিল মেয়ের সাফল্যে। তারপর যখন ফিলাডেলফিয়ায় ব্যাংকের চাকরিটা পেয়ে যায় ট্রেসি, ওর সেরা বান্ধবী অ্যানি মাহলার ওকে ফোন করে বলেছিল, 'ফিলাডেলফিয়া তোমার খুব ভালো লাগবে, ট্রেসি।' অ্যানিই আসলে ট্রেসিকে ব্যাংকের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল।

'অ্যাই? ডাকছি কানে যায় না। তুমি কালা নাকি? চলো।'

ট্রেসির চমক ভেঙে গেল। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল ওদের হলুদ প্রিজন বাস একটা এনক্লোজার দাঁড়িয়ে পড়েছে। চারপাশে কুৎসিত চেহারার পাথুরে ভবন। বৃত্তাকার জায়গাটা আয়তনে কমপক্ষে পাঁচশো একর, কাটাতারের বেড়া আর ঘন জঙ্গলে ঘিরে রেখেছে এনক্লোজার। এটাই সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উইমেন নামের জেলখানা।

'নেমে পড়ো,' বলল গার্ড। 'আমরা গন্তব্যে চলে এসেছি।'

এ গন্তব্যের নাম নরক।

নয়

মাথায় কালো-বাদামী চুল, মুখখানা পাথুরে, গাট্টাগোট্টা গড়নের মেট্রন নবাগতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিল 'তোমাদের কাউকে কাউকে এখানে থাকতে হবে অনেকদিন। আর সেটা মাত্র একটি উপায়েই সম্ভব– বাইরের জগৎ পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে। এখানে সহজ এবং কঠিন দু'ভাবেই তোমরা কাটাতে পারবে সময়। এখানে কিছু আইন-কানুন আছে সেগুলো তোমাদেরকে মেনে চলতে হবে। আমরা বলে দেব কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, কাজে যেতে হবে, কখন খাওয়ার ডাক আসবে এবং কখন যেতে পারবে টয়লেটে। আমাদের একটি আইন অমান্য করেছ কী এমন শাস্তি দেব যে বাপের নাম ভুলে যাবে। আমরা এখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি চাই, শান্তি ভঙ্গকারীদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা খুব ভালো জানা আছে আমাদের।' ট্রেসির ওপর চোখ রাখল মহিলা। 'তোমাদের এখন শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। কাকে কী কাজ করতে হবে সকালে জানানো হবে। ব্যস, আজ এ পর্যন্তই।' মেট্রন চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

ট্রেসির পাশে দাঁড়ানো ভীতু চেহারার এক তরুণী বলল, 'এক্সকিউজ মি, প্লিজ, আপনি–'

চরকির মতো ফিরল মেট্রন, রাগে গনগনে মুখ। 'মুখ বন্ধ। যখন কথা বলার অনুমতি দেব শুধু তখনই কথা বলতে পারবে, বুঝেছ? এ আইন তোমাদের মতো সবগুলো হারামী মেয়ের জন্য প্রযোজ্য।'

মহিলার গলার স্বর এবং ভাষা হতভম্ব করে তুলেছে ট্রেসিকে। ঘরের পেছনে দাড়ানো দুই মহিলা গার্ডকে ইঙ্গিত করল মেট্রন। 'এই আসামীগুলোকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

লম্বা একটি করিডোর ধরে অন্যদের সঙ্গে জন্তুর পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ট্রেসিকে। সকলে মিলে ঢুকল সাদা টাইলস বসানো বৃহদাকার একটি কক্ষে। ওখানে একটি এক্সামিনেশন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢিলা ওভারল পরা মোটাসোটা, মধ্যবয়সী এক লোক।

একজন মেট্রন হাঁক ছাড়ল, 'সবাই লাইন করে দাঁড়াও।'

মহিলা কয়েদীদের লম্বা লাইন করে দাঁড়া করানো হলো।

ওভারল গায়ে লোকটা বলল, 'লেডিস, আমি ডা. গ্লাসকো। সবাই কাপড় খুলে ফেলো!'

মেয়েরা একে অন্যের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। একজন সাহস করে জানতে চাইল, 'ঠিক কতটা কাপড়-'

'কাপড় খুলে ফেলার মানে বুঝতে পারনি? ল্যাংটা হও- পুরোপুরি।'

ধীরে ধীরে মেয়ে এবং মহিলারা গায়ের কাপড় খুলতে শুরু করল। এদের কেউ নিজের সম্পর্কে সচেতন, কেউ রাগে ফুলছে, কারওবা আচরণ অন্যমনস্ক। ট্রেসির বামে উত্তর চল্লিশের এক মহিলা কাপড় খোলার সময় রীতিমতো কাঁপছিল। ওর ডানপাশে দাঁড়ানো ভীষণ রোগা একটি মেয়ে, চেহারা দেখে মনে হয় সতেরো বছরের বেশি হবে না বয়স। গা ভর্তি কালো আঁচিল।

লাইনে দাঁড়ানো সারির প্রথম নারীটির দিকে এগিয়ে গেল ডাক্তার। 'টেবিলে শুয়ে পা ওপরে তুলে দাও।'

ইতস্তত করছে মহিলা।

'জলদি। তুমি অন্যদের দেরি করিয়ে দিচ্ছ।'

নির্দেশ মাফিক কাজ করল মহিলা। ডাক্তার মহিলার যৌনাঙ্গে একটি স্পেকুলাম ঢুকিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোনো যৌন রোগ আছে?'

'না।'

'আচ্ছা, আছে কী নেই তা পরে দেখা যাবে।'

ওই মহিলাকে পরীক্ষার পরে আরেকজনকে শুইয়ে দেয়া হলো টেবিলে। ডাক্তার আগের স্পেকুলাম এই মহিলার যোনীতে ঢোকাতে যাচ্ছে, চেঁচিয়ে উঠল ট্রেসি, 'দাঁড়ান! দাঁড়ান!'

থেমে গেল ডাক্তার, বিস্ময় নিয়ে মুখ তুলে তাকাল। 'কী?'

সবাই তাকিয়ে আছে ট্রেসির দিকে। ট্রেসি বলল, 'আমি... আপনি তো যন্ত্রটা বীজাণুমুক্ত করে নেননি।'

ট্রেসিকে ধীর, শীতল একটি হাসি উপহার দিল ডা. গ্লাসকো।

'বেশ! এ বাড়িতে আমরা একজন গাইনোকোলজিস্টকে পেয়ে গেছি। তুমি জীবাণু নিয়ে শংকিত, তাই না? লাইনের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়াও।'

'জ্বী?'

'ইংরেজি বোঝো না। লাইনের সবার শেষে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছি।'

ওকে কেন একথা বলা হলো বুঝতে না পারলেও হুকুম তামিল করল ট্রেসি।

'এখন আবার শুরু করব কাজ,' বলল ডাক্তার। টেবিলে শোয়া মহিলার শরীরে সে স্পেকুলাম ঢুকিয়ে দিল। সহসা ট্রেসি বুঝতে পারল কেন তাকে লাইনের সবার শেষে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। লোকটা একই স্পেকুলাম দিয়ে সকলকে পরীক্ষা করবে যন্ত্রটা না ধুয়েই এবং সবশেষে ওটা ওর ওপর ব্যবহার করা হবে। রাগে গায়ে আগুন ধরে গেল ট্রেসির। লোকটা এভাবে সবাইকে গণহারে ন্যাংটো না করে প্রত্যেককে আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে পারত। কিন্তু ইচ্ছে করে ওদেরকে অপমান করছে। অথচ কেউ কোনো প্রতিবাদও করছে না। *সবাই যদি প্রতিবাদ করত*- এবারে ট্রেসির পালা এলো।

'টেবিলে শুয়ে পড়ো, *মিস ডাক্তার।*'

ইতস্তত করছে ট্রেসি কিন্তু ওর তো কোনো উপায়ও নেই। সে টেবিলে উঠে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজল। টের পেল তার দুই পা ফাঁক করে ধরা হয়েছে, তারপর শরীরের ভেতরে ঠাণ্ডা স্পেকুলামের স্পর্শ পেল, ওটা নির্দয়ভাবে ঢোকানো হলো, ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল ডাক্তার নিষ্ঠুরের মতো। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে রইল ট্রেসি।

'তোমার সিফিলিস বা গনোরিয়া আছে?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার?

'না।' সন্তানের কথা ট্রেসি লোকটাকে বলবে না। অন্তত এ দানবকে নয়। ওয়ার্ডেনকে পরে বলবে।

ঝট করে ভেতর থেকে টেনে বের করা হলো স্পেকুলাম। চোখ মেলে চাইল ট্রেসি। ডা. গ্লাসকো একজোড়া রাবারের গ্লাভস হাতে পরছে। 'সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে থাকো। তোমাদের পোঁদ পরীক্ষা করা হবে।'

সামলাতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলল ট্রেসি, 'এসব কেন করছেন আপনি?'

ডা. গ্লাসকো কটমট করে তাকাল ট্রেসির দিকে। 'কেন করছি তা বলছি, ডাক্তার। কারণ পোঁদ হলো জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখার উৎকৃষ্টতম স্থান। তোমাদের মতো মহিলাদের পাছার ভেতর থেকে আমি মারিজুয়ানা আর কোকেনের প্যাকেট উদ্ধার করেছি। এখন উবু হও।' লাইন ধরে এগিয়ে চলল ডাক্তার, একের পর এক নারীর নিতম্ব ফাঁক করে দেখছে। অসুস্থ বোধ করল ট্রেসি। টের পেল বমি উঠে আসছে গলায়। ওয়াক ওয়াক করতে লাগল ও।

'এখানে বমি করেছ কী বমির মধ্যে তোমার মুখটা ঘষে দেব,' সে গার্ডদের দিকে ফিরল। 'এদেরকে গোসলখানায় নিয়ে যাও। এদের গা দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে।'

জামাকাপড় হাতে নিয়ে নগ্ন কয়েদীর দল আরেকটি করিডোর ধরে মার্চ করে কংক্রিটের বৃহদায়তন একটা কক্ষে প্রবেশ করল। এ ঘরে পাশাপাশি ডজনখানেক খোলা শাওয়ার।

'ঘরের কিনারে জামাকাপড় রাখো,' হুকুম দিল একজন মেট্রন। 'তারপর ঢুকে পড়ো শাওয়ারে। জীবাণুনাশক সাবান আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অংশ সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এবং মাথায় শ্যাম্পু করবে।'

সিমেন্টের কর্কশ মেঝেয় পা ফেলে শাওয়ারে ঢুকল ট্রেসি। পানি খুব ঠাণ্ডা। জোরে জোরে গা কচলাতে কচলাতে ট্রেসি ভাবছিল আমি আর কোনোদিন পরিষ্কার হতে পারব না। এরা কী ধরনের মানুষ? মানুষের সঙ্গে মানুষ এরকম আচরণ করে? এখানে পনেরো বছর কাটানো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না...

এক গার্ড ট্রেসির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল। 'অ্যাই, তুমি। তোমার গোসলের সময় শেষ। বেরিয়ে এসো।'

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল ট্রেসি, তার জায়গা দখল করল আরেকজন কয়েদী। একটা পাতলা, ছেঁড়া তোয়ালে দেয়া হলো ট্রেসিকে। ও দিয়ে পুরো শরীর ভালো মতো মুছতেও পারল না মেয়েটা।

সর্বশেষ কয়েদীটির গোসল শেষ হবার পরে সবাইকে হাঁটিয়ে সাপ্লাই রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে তাক বোঝাই জামাকাপড়। একজন ল্যাটিনো কয়েদী সবার

শরীরের মাপ নিয়ে প্রত্যেককে ধূসর ইউনিফর্ম দিল। ট্রেসিসহ অন্যরা দুটো করে ইউনিফর্ম, দুজোড়া প্যান্টি, দুটো ব্রেসিয়ার, দুজোড়া জুতো, দুটো নাইটগাউন, একটি স্যানিটারি বেল্ট, একটি চিরুনি এবং একটি লন্ড্রি ব্যাগ পেল। কয়েদীরা কাপড় পরল মেট্রনদের সামনে দাঁড়িয়ে। কাপড় পরা শেষ হলে আরেকটি ঘরে যাবার হুকুম পেল ওরা। ওখানে এক মহিলা ট্রাইপডে বসানো বড়সড় একটি পোর্ট্রেট ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

'দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

ট্রেসি দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এদিকে ঘোরো। ক্যামেরার দিকে তাকাও।'

ক্যামেরার দিকে তাকাল ট্রেসি। ওর মুখের ছবি তোলা হলো।

'ডানদিকে মাথা ঘোরাও।'

নির্দেশ পালন করল ট্রেসি। ক্লিক।

'বামে' ক্লিক। 'টেবিলের সামনে যাও।'

টেবিলে রয়েছে আঙুলের ছাপ নেয়ার যন্ত্রপাতি। একটি কালির প্যাডে ট্রেসির আঙুল কালি দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে তারপর সাদা একটি কার্ডে ছাপ দিতে হলো।

'বাম হাত। ডান হাত। এই তোয়ালেতে হাত মুছে ফেলো। ব্যস, তুমি শেষ।'

মহিলা ঠিকই বলেছে, অনুভূতিশূন্য মন নিয়ে ভাবছে ট্রেসি।

আমি শেষ। আমি একটি সংখ্যামাত্র। নামহীন, চেহারাহীন।

একজন গার্ড ট্রেসির দিকে হাত তুলে ডাকল। 'হুইটনি? ওয়ার্ডেন তোমাকে দেখা করতে বলেছেন। এসো আমার সঙ্গে।'

ছলকে উঠল ট্রেসির বুক। চার্লস নিশ্চয় ওর জন্য কোনো ব্যবস্থা করেছে। সে ওকে এভাবে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। যেমন ট্রেসিও ওকে ত্যাগ করতে পারবে না। আসলে হঠাৎ শক্ পাওয়ায় ওইসময় ওইসব আবোল-তাবোল কথা চার্লসের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে বিষয়টা নিয়ে সে চিন্তা করেছে এবং বুঝতে পেরেছে সে আসলে এখনো ট্রেসিকে ভালবাসে। ও ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলেছে, ব্যাখ্যা করেছে কী মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। ট্রেসি এখন ছাড়া পেয়ে যাবে।

আরেকটি করিডোরে ঢুকল ট্রেসি। এ করিডোরে গরাদঅলা ভারী একজোড়া দরজা। দরজায় পাহারা দিচ্ছে নারী এবং পুরুষ গার্ড। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকছে ট্রেসি, আরেকজন কয়েদীর সঙ্গে ধাক্কায় প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে। মহিলা একটি দানব বিশেষ। এমন বিরাট চেহারার নারী জীবনে দেখেনি ট্রেসি। উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি, ওজন তিনশো পাউন্ডের কম হবে না। ফুটকির দাগঅলা সমতল একটি মুখ, হলুদ বুনো চোখ। সে ট্রেসির হাত ধরে ওকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল, বুকে মহিলার বাহুর ঘষা খেল ট্রেসি।

'হেই!' গার্ডকে বলল মহিলা, 'নতুন একটা মাছ পেয়েছি আমরা। ও আমার সঙ্গে থাকুক না?' উচ্চারণে কড়া সুইডিশ টান।

'সম্ভব না। ওর কামরা ঠিক হয়ে গেছে, বার্থা।'

বিপুলা রমণী ট্রেসির মুখে হাত বুলাল। মুখ সরিয়ে নিল ট্রেসি। হেসে উঠল হস্তিনী। 'ইটস ওকে *littlebarn*, বিগ বার্থার সঙ্গে তোমার পরে দেখা হবে। আমাদের হাতে সময় আছে প্রচুর। তুমি তো আর কোথাও যাচ্ছ না।'

ওয়ার্ডেনের অফিসে ঢুকল ওরা। প্রচণ্ড প্রত্যাশা ট্রেসির দম যেন বন্ধ করে দিচ্ছে। চার্লস কি ওখানে থাকবে? নাকি ও ওর আইনজীবীকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

ওয়ার্ডেনের সেক্রেটারি গার্ডের উদ্দেশ্যে মাথা দোলাল।

'উনি ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। এখানে দাঁড়াও তুমি।'

দশ

একটি জীর্ণ ডেস্কে বসে কিছু কাগজপত্র দেখছিল ওয়ার্ডেন জর্জ ব্রানিগান। তার বয়স মধ্য-চল্লিশ, রোগা-পাতলা, দুর্ভাবনাপীড়িত চেহারা। চোখ জোড়া গভীর।

সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উইমেন-এ পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছে ওয়ার্ডেন ব্রানিগান। তার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আধুনিক দণ্ডবিজ্ঞানে সে পণ্ডিত। এবং একজন আইডিওলজিস্ট। তার প্রতিজ্ঞা ছিল ঝাড়ু দিয়ে কারাগার ঝাঁট দিয়ে সে সংস্কার করবে। কিন্তু অন্যদের মতো সে-ও একাজে ব্যর্থ হয়েছে।

একেকটি প্রকোষ্ঠে দু'জন করে কয়েদীর বাসোপযোগী করে কারাকক্ষটি তৈরি করা হলেও বর্তমানে একেকটি সেল-এ কমপক্ষে চার থেকে ছয়জন কয়েদীকে থাকতে হয়। ব্রানিগান জানে অন্যান্য জেলখানারও একই অবস্থা। দেশের প্রতিটি কয়েদখানায় কয়েদীদের উপচে পড়া ভিড় এবং সেখানে জনবলও অপর্যাপ্ত। হাজার হাজার অপরাধীকে দিন-রাত খোয়াড়ে পোরা হচ্ছে। এরা কারাগারে বসে শুধু ঘৃণা উদগীরণ করে আর কীভাবে প্রতিশোধ নেবে তার পায়তারা কষে। এটা একটা আহাম্মকী এবং নিষ্ঠুর সিস্টেম, কিন্তু এ অবস্থাই চলছে সর্বত্র। বাযার টিপে ওয়ার্ডেন সেক্রেটারিকে বলল, 'ঠিক আছে। ওকে ভেতরে আসতে বলো।'

ভেতরের অফিসের দরজা খুলে দিল গার্ড, ট্রেসি ওয়ার্ডেনের ঘরে ঢুকল।

তার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে মুখ তুলে চাইল ওয়ার্ডেন ব্রানিগান। কয়েদীর মেটেরঙা পোশাক পরা মেয়েটির চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও এখনো সুন্দর লাগছে ট্রেসি হুইটনিকে। ওর মুখখানা ভারী সুন্দর, সরল। ওয়ার্ডেন ব্রানিগান ভাবল এ সারল্য কতদিনই বা ধরে রাখতে পারবে মেয়েটি। এ কয়েদীর বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ জন্মানোর কারণ এর সম্পর্কে সে কাগজের লেখাগুলো পড়েছে এবং মেয়েটির রেকর্ডও ঘেঁটে দেখেছে। মেয়েটি এ কারাগারের প্রথম অপরাধী যে কাউকে খুন না করেও পনেরো বছরের শাস্তি ভোগ করছে। ওয়াড্রেনের ধারণা খুব বেশি শাস্তি দেয়া হয়ে গেছে মেয়েটিকে। কিন্তু সে তো চাইলেই সিস্টেম পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ সে নিজেই সিস্টেমের অংশ।

'বসো, প্লিজ।'

বসতে পেরে খুশি হলো ট্রেসি। কারণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ও, দুর্বল ঠেকছিল হাঁটু। এ লোকটি এখন চার্লসের কথা ওকে বলবে, জানাবে কত শীঘ্রি ও ছাড়া পেতে চলেছে।

'তোমার রেকর্ডে চোখ বুলাচ্ছিলাম,' শুরু করল ওয়ার্ডেন।

চার্লস নিশ্চয় একে কাজটা করতে বলেছে।

'দেখলাম দীর্ঘদিন তুমি থাকছ আমাদের সঙ্গে। তোমার শাস্তির মেয়াদ পনেরো বছর।'

তার বলা শব্দগুলো মিলিয়ে গেল। কোন একটা ঘাপলা হয়েছে বুঝতে পারছে ট্রেসি। 'আপনি– আপনার চার্লসের সঙ্গে কথা হয় নি?' নার্ভাসনেসের চোটে তোতলাল ও।

শূন্য চোখে ওর দিকে তাকাল ওয়ার্ডেন। 'চার্লস?'

ব্যাপারটা বুঝে ফেলল ট্রেসি। ওর পেটের ভাত চাল হয়ে গেল।

'প্লীজ,' বলল ও। 'প্লিজ আমার কথা শুনুন। আমি নিরপরাধ। এখানে আমাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে।'

এ কথাটা কতবার শুনেছে ব্রানিগান? একশোবার? সহস্রবার? *আমি নিরপরাধ।*

সে বলল, আদালতের চোখে তুমি অপরাধী। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো– এখানকার জীবনটাকে মেনে নেয়ার চেষ্টা করো। কারাগারের নিয়ম-কানুনগুলো একবার রপ্ত হয়ে গেলেই আর কোনো সমস্যা হবে না। জেলখানায় অবশ্য ঘড়িটড়ি থাকে না, শুধু ক্যালেন্ডার আছে।

'আমি পনেরো বছর এখানে বন্দী থাকতে পারব না, প্রবল হতাশা নিয়ে মনে মনে ভাবল ট্রেসি। *আমি মরতে চাই। প্লিজ গড, আমার মৃত্যু দাও। কিন্তু আমি মরতে পারব না। পারব কি? তাহলে সন্তানটিকেও মেরে ফেলতে হবে। ও তোমারও বাচ্চা, চার্লস। তুমি আমাকে কোনো সাহায্য করছ না কেন?* ওই মুহূর্ত থেকে চার্লসকে ঘৃণা করতে শুরু করল ট্রেসি।

'যদি কোনো বড় সমস্যা হয়,' ওয়ার্ডেন ব্রানিগান, 'মানে আমি যদি সে সমস্যার সমাধানে কাজে লাগতে পারি তাহলে এখানে চলে এসো।' বলছে বটে তবে ওয়ার্ডেন নিজেই জানে তার কথাগুলো কতটা অন্তসারশূন্য। মেয়েটি শুধু অপূর্ব সুন্দরীই নয়, বয়সও কম। এখানকার সমকামী মেয়েগুলো ট্রেসির ওপরে জানোয়ারের মতো হামলে পড়বে। একটিও নিরাপদ সেল নেই যেখানে এ মেয়েটিকে পাঠাবে ওয়ার্ডেন। প্রায় প্রতিটি কক্ষই একজন সমকামী নেতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ওয়ার্ডেন ব্রানিগান শুনেছে রাতের বেলা শাওয়ার, টয়লেট এমনকী করিডোরেও ধর্ষিতা হয় মেয়েরা। তবে এসব নিছক গুজব বলেই তাকে মেনে নিতে হয়েছে কারণ ধর্ষণের শিকার কেউ কখনো ঘটনার পরে নালিশ জানায়নি, মুখ বুজে থেকেছে। অনেকে মারাও গেছে।

মৃদু গলায় ব্রানিগান বলল, 'ভালো ব্যবহার করলে শাস্তির মেয়াদ কমে যাবে, হয়তো বারো বছরের মাথায় মুক্তি–'

'না!' তীব্র হাহাকার বেরিয়ে এল ট্রেসির গলা চিরে। তার মনে হচ্ছে অফিসের চারদেয়াল চারদিক থেকে ওকে পিষে ফেলতে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেসি, চিৎকার করছে। ছুটে এল গার্ড, চেপে ধরল ওর হাত।

'আস্তে', গার্ডকে চোখ রাঙাল ওয়ার্ডেন।

ট্রেসিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নিজের চেয়ারে অসহায়ের মতো বসে রইল সে।

অনেকগুলো করিডোর আর সেলের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ট্রেসিকে। সেলে নানান জাতের, নানান রঙের মহিলা কয়েদী। কেউ সাদা, কেউ কালো, কারও গায়ের রঙ বাদামী, কেউ বা হরিদ্রাভ। তারা ট্রেসিকে তাদের সেলের সামনে দিয়ে যেতে দেখে নানা মন্তব্য করতে লাগল। তবে তাদের মন্তব্যের অর্থ বুঝতে পারল না ও।

ফিস নইট...

ফ্রেঞ্চ মেট...

ফ্রেশ মাইট...

ফ্রেস মিট...

নিজের সেলে ঢোকার পরে কেবল ট্রেসি বুঝতে পেরেছিল মহিলারা তাকে দেখে সুর করে যে শব্দগুলো বলছিল তার অর্থ হলো 'ফ্রেশ মিট' বা 'তাজা মাংস।'

এগারো

সেল ব্লক 'C' তে ষাটজন নারী কয়েদীকে রাখা হয়েছে, প্রতিটি সেলে চারজন করে। লম্বা, পুঁতিগন্ধময় করিডোর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেসিকে, কারাপ্রকোষ্ঠের গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে লাগল অনেক মুখ। তাদের কারো চোখে লজ্জা, কেউবা ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল ট্রেসির দিকে। মেট্রন একটি সেলের দরজা খুলে বলল, 'ভেতরে ঢোকো।'

চোখ পিটপিট করে চারপাশে তাকাল ট্রেসি। সেলের ভেতরে তিন নারী নীরবে লক্ষ্য করছে ওকে।

'এগোও', হুকুম করল মেট্রন।

একটু ইতস্তত করে সেলের ভেতরে পা রাখল ট্রেসি। পেছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আজ থেকে এটা ওর বাড়ি।

অপ্রশস্ত সেলটিতে *ঠেসেঠুসে* চারটা বাঙ্কের জায়গা করা হয়েছে, আছে ভাঙা আয়নাসহ একটি ছোট টেবিল, চারটা ছোট লকার এবং ঘরের দূরপ্রান্তে আসনবিহীন একটি টয়লেট।

ট্রেসির সেলমেটরা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। নীরবতা ভঙ্গ করল পুয়ের্তোরিকান মহিলাটি। মনে হচ্ছে আমরা নতুন একজন সঙ্গী পেয়ে গেছি। মহিলার গলার স্বর গমগাম এবং তীব্র। কপাল থেকে গলা পর্যন্ত ছড়ানো ছুরির কাটা দাগটা না থাকলে ওকে অনায়াসে সুন্দরী বলে আখ্যায়িত করা যেত। চোখের দিকে না তাকানো পর্যন্ত একে চোদ্দ বছরের কিশোরী বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

গাট্টাগোট্টা, মধ্যবয়স্ক মেক্সিকান মহিলা বলল, *'Que sarte verte!'* তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, কুয়েরিদা?

এ পরিবেশে এসে ভড়কে গিয়ে মুখের জবাব হারিয়ে ফেলেছে ট্রেসি।

তিন নম্বর মহিলা কৃষ্ণাঙ্গী। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, সরু এবং সতর্ক দৃষ্টি চোখে, মুখ নয় যেন শীতল, কঠিন একটা মুখোশ। মহিলার মাথা কামানো, বাতির মৃদু আলোয় নীলচে-কালো লাগছে খুলি। 'ওই কিনারে তোমার বাঙ্ক।' হাত তুলে দেখিয়ে দিল সে।

নিজের বাঙ্কে হেঁটে গেল ট্রেসি। খাটিয়ার ওপর বেছানো তোশকটা খুবই নোংরা, দাগে ভরা। ঈশ্বর জানেন এর আগে কতজন এটা ব্যবহার করেছে। তোশকটা স্পর্শ করার প্রবৃত্তি হলো না ট্রেসির। বিকৃত গলায় বলল, 'আ-আমি এতে শুতে পারব না

মোটা মেক্সিকান মহিলা খিকখিক করে হাসল। 'তোমাকে ওখানে শুতেও হবে না,

হানি। তুমি আমার ওপরে শোবে।'

প্রকোষ্ঠের পরিবেশ সম্পর্কে সহসা সচেতন হয়ে উঠল ট্রেসি, বিষয়টির উপলব্ধি তাকে শারীরিক আঘাতের মতো বাড়ি মারল। তিন মহিলা এমনভাবে ওকে দেখছে, ট্রেসির মনে হলো ও যেন ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে। চোখ দিয়ে ওকে গিলছে সবাই। *তাজা মাংস।* হঠাৎ খুব ভয় লাগল ট্রেসির। *হয়তো আমি ভুল ভাবছি,* মনে মনে বলল ও। *আমার ধারণাই যেন সত্যি হয়। আমি ভুল ভাবছি।*

গলায় রা ফোটাল ট্রেসি। 'প-পরিস্কার তোশকের জন্য কার কাছে যেতে হবে?'

'ঈশ্বরের কাছে,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল কালো মহিলা। 'কিন্তু রাতের বেলা তো তাঁকে পাবে না।'

তোশকটির দিকে আবার তাকাল ট্রেসি। অনেকগুলো বড় বড় তেলাপোকা ওটার ওপরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। *আমি এখানে থাকতে পারব না,* ভাবছে ও। *স্রেফ পাগল হয়ে যাবো।*

ওর মনের কথা যেন বুঝতে পারল কৃষ্ণাঙ্গী। বলল, 'তোমাকে এর মধ্যেই মানিয়ে চলতে হবে, বেবী।'

ওয়াড্রেনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল ট্রেসির। *'একটা পরামর্শ দিই তোমাকে– এখানকার জীবনটা মেনে নেয়ার চেষ্টা করো...'* কালো মহিলা বলে চলেছে, 'আমি আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ', মুখে লম্বা কাটা দাগঅলা মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো লোলা। এ এসেছে পুয়ের্তোরিকো থেকে আর মুটকিটা হলো পলিটা, মেক্সিকো বাড়ি। তোমার পরিচয় কী?'

'আ-আমি ট্রেসি হুইটনি', জবাব দিল ট্রেসি। 'মানে আমার নাম ছিল ট্রেসি হুইটনি।' ওকে এ নামে এখানে আর কেউ ডাকবে না এ উপলব্ধিটা ওকে অসুস্থ করে তুলল। বমি বমি ভাব হলো। বাঙ্কের কিনারা ধরে সামলে নিল নিজেকে।

'আমি দুঃখিত, আ-আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।' এমন দুর্বল লাগল শরীর যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। গা ঘিনঘিনে তোশকের ওপরেই বসে পড়ল ধপ করে, স্কার্ট দিয়ে মুছে নিল মুখের শীতল ঘাম। *আমার সন্তান,* ভাবছে ও। *ওয়ার্ডেনকে বলা উচিত ছিল আমি মা হতে চলেছি। তাহলে উনি আমাকে পরিষ্কার কোনো সেলে পাঠিয়ে দিতেন। হয়তো শুধু একা আমি একটি সেলেও থাকতে পারতাম।*

করিডোরে পদশব্দ শুনল ট্রেসি। এক মেট্রন হেঁটে যাচ্ছিল ওদের সেলের পাশ দিয়ে। ট্রেসি দ্রুত চলে এল সেলের দরজায়। 'এই যে শুনছেন', বলল ও। 'ওয়ার্ডেনের সঙ্গে আমার একটু দেখা করা দরকার। আমি–'

'আমি এখুনি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি', মাথা ঘুরিয়ে সাড়া দিল মেট্রন।

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। আমি–'

চলে গেছে মেট্রন।

উদ্‌গত চিৎকার বন্ধ করার জন্য মুখে হাত চাপা দিল ট্রেসি।

'তুমি কি অসুস্থ, হানি?' জিজ্ঞেস করল পুয়ের্তোরিকান।

মাথা নাড়ল ট্রেসি, কথা বলতে পারছে না। হেঁটে ফিরল নিজের বাঙ্কে, ওদিকে

একবার তাকাল, তারপর আস্তে শুয়ে পড়ল ওর ওপর। পরিস্থিতির কাছে ও অসহায়। তাই সারেন্ডার করেছে সে। চোখ বুজল ট্রেসি।

ওর জীবনের সবচেয়ে উত্তেজক দিনটি ছিল ওর দশম জন্মদিন। *আমরা ডিনার করতে অ্যান্টোইনে যাবো,* ঘোষণা করেছিল বাপ।

'অ্যান্টোইন! এ হলো সৌন্দর্য, গ্ল্যামার এবং সম্পদের আরেক ভুবন। ট্রেসি জানত ওর বাবার হাতে টাকা-পয়সা বেশি নেই। *আগামী বছর আমরা ছুটি কাটাতে যাবো,* বাড়িতে এ কথাটা বলা হতো প্রায়ই। আর এখন কিনা ওরা অ্যান্টোইনে ডিনার করতে যাচ্ছে! ট্রেসির মা মেয়েকে সবুজ ফ্রকে সাজিয়ে দিলেন।

দ্যাখো, বাবা গর্ব করে বলছিলেন, *আমি নিউ অর্লিন্সের সবচেয়ে সুন্দরী দুটি মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি। সবাই আমাকে দেখে হিংসে করবে।*

ট্রেসির স্বপ্নের সবকিছুই রয়েছে অ্যান্টোইনে। বরং তারচেয়ে বেশিই আছে। এ এক রূপকথার রাজ্য, অভিজাত, রুচিসম্মতভাবে সজ্জিত, সোনালি-রূপালি মনোগ্রাম লাগানো ডিশগুলো ঝকমক করছে। *এ এক প্রাসাদ,* ভাবছিল ট্রেসি। এখানে নিশ্চয় *রাজা-রানীরা খেতে আসেন*। ও খাবে কী, সুন্দর সুন্দর ড্রেসপরা মানুষজন দেখেই তো আশ মেটে না। *যখন বড় হবো,* সিদ্ধান্ত নিল ট্রেসি, *প্রতিরাতে অ্যান্টোইনে বাবা-মাকে নিয়ে খেতে আসবো।*

তুমি কিন্তু খাচ্ছ না, ট্রেসি, বললেন ওর মা।

মাকে খুশি করতে দু'এক গ্রাস খাবার মুখে তুলল ট্রেসি। ওর জন্য কেক আনা হয়েছে, তাতে দশটি মোমবাতি সাজানো, ওয়েটাররা হ্যাপী বার্থডে গানটি গাইতে শুরু করলে রেস্টুরেন্টে খেতে আসা মানুষজন ট্রেসির দিকে ঘুরে তাকাল, হাততালি দিয়ে ওকে অভিনন্দিত করল। নিজেকে রাজকুমারী মনে হলো ট্রেসির। বাইরে একটি স্ট্রিটকারের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল সে।

উচ্চকিত ঘণ্টাধ্বনিটি বেজে চলেছে অবিরাম।

'সাপারটাইম', ঘোষণার সুরে বলল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ।

চোখ মেলে চাইল ট্রেসি। জেলের দরজাগুলো দুড়ুম দুড়ুম শব্দে খুলে যাচ্ছে। ট্রেসি নিজের বাঙ্কে শুয়ে রইল, অতীত স্মৃতিচারণ থেকে ফিরে আসতে চাইছে না।

'হেই! চো টাইম', বলল তরুণী পুয়ের্তোরিকান।

খাবার খাওয়ার কথা মনে হতে পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল ট্রেসির। 'আমার খিদে পায়নি।'

পলিটা, মোটা মেক্সিকান মহিলাটি বলল, '*Es Ellano*' ইট'স সিম্পল। তোমার খিদে পেয়েছে কী পায়নি তাতে কিছু আসে যায় না। সবাইকেই মেসে যেতে হবে।'

বাইরের করিডরে কয়েদীরা সকলে সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে।

'ভালো চাইলে উঠে পড়ো নইলে ওরা তোমার ছাল ছাড়বে', সাবধান করে দিল

আমি নড়াচড়া করতে পারছি না, মনে মনে বলল ট্রেসি, *আমি এখানেই থাকবো।*

ওর সেল মেটরা সেল থেকে বেরিয়ে একটি সারিতে গিয়ে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো, চৌকোণা, সাদা-সোনালি চুলের এক মেট্রন দেখল ট্রেসি তার বাঙ্কে শুয়ে আছে। এই যে!' ডাকল সে। 'বেলের শব্দ কানে যায়নি? বেরিয়ে এসো।'

ট্রেসি বলল, 'আমার ক্ষিদে নেই, ধন্যবাদ। আমার খেতে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

অবিশ্বাসে বড়বড় হয়ে গেল মেট্রনের চোখ। সে ঝড় তুলে ঢুকল সেলে, এক লাফে পৌঁছে গেল ট্রেসির বাঙ্কের পাশে। 'নিজেকে কী ভাবো তুমি শুনি? রুম সার্ভিসের জন্য অপেক্ষা করছ? এক্ষুনি লাইনে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার এ গোয়ার্তুমির জন্য নালিশ করব আমি। আবার এরকম করেছ তো বিং-এ পাঠিয়ে দেবো। বুঝেছ?'

বুঝতে পারেনি ট্রেসি। ওকে নিয়ে কী ঘটছে তা ও জানে না! বাঙ্ক থেকে শরীরটাকে টেনে তুলল ও, মহিলাদের লাইনে হেঁটে গেল। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়াল। 'কেন আমি-?'

'শাট আপ!' দাঁতমুখ খিঁচাল আর্নিস্টিন লিটিলচ্যাপ। 'লাইনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা নয়।'

মহিলারা সরু, বিষণ্ন একটি করিডোর ধরে হেঁটে দু'বার নিরাপত্তা দরজা পার হয়ে কাঠের চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো বিশালাকারের মেস হল-এ ঢুকল। একটি লম্বা সার্ভিং কাউন্টার আছে স্টিম টেবিলসহ, ওখানে লাইন ধরে কয়েদীরা খাবার আনতে গেল। আজকের খাবারের মেনুতে রয়েছে পানির মতো টুনা ক্যাসেরোল, মরাটে চেহারার শিম, বাসি দেখতে কাস্টার্ড এবং বাজে স্বাদের কফি অথবা কফির বদলে সিনথেটিক ফ্রুট ড্রিংক। লাইন বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েদীরা; তাদের হাতে ধরা প্লেটে ছুড়ে দেয়া হলো বিশ্রী চেহারার এসব খাদ্য। যেসব কয়েদী কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে খাবার দিচ্ছে তারা একঘেয়ে সুরে চেঁচিয়ে চলল 'লাইন ধরে সবাই আসো। পরেরজন... লাইন ধরে সবাই আসো। পরের জন....

ট্রেসিকে খাবার দেয়া হলে সে অনিশ্চিত ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বুঝতে পারছে না কোথায় বসবে। চারপাশে তাকাল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপের খোঁজে। কিন্তু মহিলা অকস্মাৎ অদৃশ্য। ট্রেসি হেঁটে গেল লোলা এবং পলিটার টেবিলের দিকে। ওখানে টেবিল ঘিরে জনাকুড়ি মহিলা বসেছে, ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো গিলছে খাবার। নিজের প্লেটের দিকে তাকাল ট্রেসি, খাবারের চেহারা দেখে বমি এল, ঠেলে সরিয়ে রাখল প্লেট।

মোটু পলিটা খপ করে ট্রেসির প্লেট ধরল। 'তুমি না খেলে আমি খাই।'

লোলা বলল, 'অ্যাই না খেলে তো এখানে টিকে থাকতে পারবে না।'

আমি টিকে থাকতে চাইও না, অসহায় ট্রেসি ভাবল। *আমি মরতে চাই। এই মহিলারা এভাবে বেঁচে আছে কী করে? এরা কতদিন ধরে এখানে আছে? মাস? বছর?* দুর্গন্ধযুক্ত সেল আর গা ঘিনঘিনে তোশকের কথা মনে পড়তে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল ট্রেসির। শক্ত করে বুজে থাকল চোয়াল যাতে মুখ দিয়ে কোনো শব্দ না বেরোয়।

মেক্সিকান মহিলা বলল, 'ওরা যদি জানতে পারে তুমি খাচ্ছ না তোমাকে বিং-এ নিয়ে যাবে।' কথাটির অর্থ ট্রেসি বুঝতে পারেনি দেখে সে ব্যাখ্যা করল, 'বিং মানে নির্বাসনে যেতে হবে তোমাকে। সে জায়গাটা খুবই ভয়ানক।' সামনে ঝুঁকে এল পলিটা। এই প্রথম জেল খাটছ, তাই না? বেশ, তোমাকে একটা কথা বলি, কুয়েরিডর, আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ এ জায়গার সর্দারনী। তার সঙ্গে সমঝে চলবে দেখবে আর কোনো সমস্যা হবে না।'

বারো

মেস হল-এ প্রবেশের ত্রিশ মিনিট বাদে জোরে একটি ঘণ্টা বাজতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পলিটা তার পাশের প্লেটে রাখা একটা সীমের বীচি খপ করে মুখে পুরে নিল। লাইনে এসে দাঁড়াল ট্রেসি। মহিলারা নিজেদের সেলে ফিরবে এবার। সাপার টাইম শেষ। বিকেল চারটা বাজে– আর পাঁচ ঘণ্টা বাদে সেলের সবগুলো বাতি নিভে যাবে।

ট্রেসি সেলে এসে দেখল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ আগেই ওখানে ফিরেছে। ট্রেসি অবাক হয়ে ভাবছিল মহিলা খাওয়ার সময় কোথায় ছিল। ঘরের কোণায়, টয়লেটের দিকে তাকাল ও। টয়লেট করার খুব দরকার হয়ে পড়েছে, তবে এ মহিলাদের সামনে সে কিছুতেই কাজটা করতে পারবে না। ঘরের বাতি নিভে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে। নিজের বাঙ্কের এক কিনারে গিয়ে বসল ট্রেসি।

আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ বলল, 'শুনলাম সাপার নাকি কিছু খাওনি। বোকামি করেছ।'

মহিলা কী করে জানল ও কিছু খায়নি? আর এ ব্যাপারে খোঁজ খবরই বা নিচ্ছে কেন?

'ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করার উপায় কী?'

'লিখিত আবেদন করতে হবে। আর ওই আবেদনপত্র গার্ডরা টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করবে। যারা ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চায় তাদেরকে ওরা ঝামেলা মনে করে।' ট্রেসির কাছে হেঁটে এল সে। 'এখানে বহুলোক আছে যারা তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইবে। তোমার এমন একজন বন্ধু দরকার যে তোমাকে বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।' হাসল সে, ঝিকিয়ে উঠল সোনা বাঁধানো একটি দাঁত। তার গলার স্বর কোমল শোনাল। 'এমন কেউ যে চিড়িয়াখানাটা চেনে।'

কালো মহিলার হাসিমুখের দিকে তাকাল ট্রেসি, মনে হলো সে সিলিং-এর ধারে হাওয়ায় ভাসছে।

রাত পোনে একটার সময় গোটা কারাগার জুড়ে বেজে উঠল ওয়ার্নিং বেল। ট্রেসির সেলমেটরা কাপড় খুলতে লাগল। ট্রেসি নড়াচড়া করছে না।

লোলা বলল, 'শুতে যাবার জন্য রেডি হতে পনেরো মিনিট সময় পাবে।'

ওরা নগ্ন হয়ে গায়ে নাইটগাউন চড়াল। সাদা-সোনালী চুলের মেট্রন ওদের সেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেসিকে নিজের বাঙ্কে শুয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'কাপড় খোলো' হুকুম করল সে। আর্নিস্টিনের দিকে ফিরল।

'তুমি ওকে বলোনি?'

'হুঁ। বলেছি তো।'

ট্রেসির দিকে তাকাল মেট্রন। 'ঝামেলাবাজদের সামলানোর কায়দা জানা আছে আমাদের।' হুমকির সুরে বলল সে।

'যা বললাম করো নইলে পেদিয়ে পোঁদ ফাটিয়ে দেব।' চলে গেল মেট্রন।

পলিটা ট্রেসিকে সাবধান করে দিল, 'ওর কথা শোনো, বেবী। ওল্ড আয়রন প্যান্টস মহা হারামী মহিলা।'

ধীর গতিতে খাটিয়া ছাড়ল ট্রেসি, অন্যদের দিকে পেছন ফিরে কাপড় ছাড়তে লাগল। শুধু প্যান্টি ছাড়া অন্যসব কাপড় খুলে ফেলল, মোটা কাপড়ের নাইটগাউনটা গলাল মাথায়। টের পেল তিন মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমার ফিগারটা খুব সুন্দর', মন্তব্য করল পলিটা।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর', সায় দিল লোলা।

বরফজল নামল ট্রেসির শরীর বেয়ে।

আর্নিস্টিন ট্রেসির পাশে এসে দাঁড়াল, ওর অপাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আমরা তোমার বন্ধু। তোমার দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমাদের।' উত্তেজনায় ঘরঘরে শোনাল তার কণ্ঠ।

ট্রেসি ঝট করে ঘুরল। 'আমাকে তোমরা একা থাকতে দাও– তোমরা যা ভাবছ আমি তা নই।'

কালো মহিলা হাসল খিকখিক করে। 'আমরা যেমনটি চাই তোমাকে তেমনটিই হতে হবে, বেবী।'

'*Hay tiempo*-অনেক সময় আছে।'

নিভে গেল ঘরের বাতি।

অন্ধকার ট্রেসির শত্রু। সে তার বাঙ্কের এক কোণে বসে রইল, আড়ষ্ট শরীর। ভাবছে অন্যরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে, নাকি এটা স্রেফ ওর কল্পনা? অতিমাত্রায় উত্তেজনা এবং ক্লান্তির ফলে সবকিছুই ওর কাছে হয়তো হুমকি বলে মনে হচ্ছে। ওরা কি ওকে হুমকি দিয়েছে? না, তা দেয়নি। ওরা হয়তো ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে। ওদের প্রস্তাবের মধ্যে অশুভ একটা ইঙ্গিত পেয়েছে ট্রেসি। কারাগারে সমকামীতার ঘটনার কথা সে শুনেছে, কিন্তু এটা তো আইন নয়, মাঝেমধ্যে হয়তো এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটে। এ ধরনের আচরণ কোনো কারাগারই বরদাস্ত করবে না।

তবু আশঙ্কামুক্ত হতে পারছে না ট্রেসি। ঠিক করল জেগে থাকবে সারারাত। কেউ ওর দিকে এগিয়েছে কী, তারস্বরে চিৎকার দেবে। কয়েদীদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তা দেখার দায়িত্ব গার্ডদের। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল ট্রেসি। শুধু একটু সজাগ থাকলেই হলো।

অন্ধকারে নিজের খাটিয়ায় বসে রইল ট্রেসি, প্রতিটি শব্দ শুনছে। শুনল তিন মহিলা

একজন একজন করে টয়লেট সেরে নিল, তারপর ফিরে গেল যে যার বাঙ্কে। আর যখন সহ্য করতে পারল না, টয়লেটে বসল ট্রেসি। ফ্লাশ করার চেষ্টা করেও কাজ হলো না। পায়খানার বিকট গন্ধ। দ্রুত নিজের কক্ষে ফিরে এসে ওখানে বসে রইল ও। *শীঘ্রি আলো ফুটবে* ভাবছে ট্রেসি।

সকালবেলা আমি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইব। আমার পেটের বাচ্চাটার কথা বলব তাকে। উনি আমাকে অন্য সেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

বসে থাকতে থাকতে ট্রেসির গায়ে খিঁচ ধরে গেছে। শুয়ে পড়ল বাঙ্কে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল কী যেন একটা সরসর করে উঠে আসছে ঘাড়ে। বহুকষ্টে চিৎকার দেয়া থেকে বিরত রাখল নিজেকে। *সকাল পর্যন্ত সবকিছু সহ্য করতে হবে। সকাল বেলা সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।* ভাবল ট্রেসি।

রাত তিনটার দিকে ও আর কিছুতেই খুলে রাখতে পারল না চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল।

মুখটা কেউ চেপে ধরেছে হাত দিয়ে, একজোড়া হাত ওর বুক দুটো নির্দয়ভাবে টিপছে, ব্যথা নিয়ে জেগে গেল ট্রেসি। উঠে বসে চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল, টের পেল ওর নাইটগাউন এবং আন্ডারপ্যান্ট ছিড়ে ফেলা হয়েছে। ওর দুই উরুর মধ্যে ঢুকে গেছে হাত, দুই পা জোর করে ফাঁক করা হলো। প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করল ট্রেসি, উঠে বসতে চাইছে।

'আস্তে', অন্ধকারে ফিসফিস করল একটি কণ্ঠ। 'তাহলে ব্যথা দেবো না।'

কণ্ঠ লক্ষ্য করে লাথি ছুড়ল ট্রেসি। মাংসের সঙ্গে বাড়ি খেল পা।

'*Carajo!* মাগীকে ধরো।' কাতরে উঠল কণ্ঠটি। 'মেঝেতে শুইয়ে দাও!'

ট্রেসির মুখে আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত, আরেকটা ঘুসি লাগল পেটে। কেউ উঠে এল ওর গায়ের ওপর, ওকে চেপে ধরল, অশ্লীল কতগুলো হাত কিলবিল করছে ওর শরীরে।

এক মুহূর্তের জন্য বাঁধন আলগা করতে পারল ট্রেসি, কিন্তু এক মহিলা ওকে খপ করে ধরে ফেলল, বারের সঙ্গে ঠুকে দিল মাথা। নাক দিয়ে দরদরিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। কংক্রিটের মেঝেতে ছুড়ে ফেলা হলো ওকে, হাত পা যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দেয়া হলো। উন্মাদের মতো যুঝছে ট্রেসি কিন্তু তিনজনের বিরুদ্ধে একা পেরে উঠছে না। টের পেল ঠাণ্ডা হাত আর গরম জিভ ওর শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর পা দুই দিকে টেনে ছড়িয়ে দেয়া হলো, শক্ত, ঠাণ্ডা একটা জিনিস ঢুকে গেল ভেতরে। অসহায়ভাবে মোচড় খাচ্ছে ট্রেসি, সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে চাইছে। একটা হাত চলে এল ওর মুখের ওপর। দাঁত বসিয়ে দিল ট্রেসি সমস্ত শক্তি দিয়ে।

ককিয়ে উঠল একজন, 'মাগী!'

মুখে প্রচণ্ড ঘুসি খেল ট্রেসি...গভীর থেকে গভীরতর ব্যথার রাজ্যে প্রবেশ ঘটল ওর, তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘণ্টার আওয়াজে সংজ্ঞা ফিরে পেল ট্রেসি। সেলের ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেতে শুয়ে আছে

ও, নগ্ন। ওর তিন সেলমেট যে যার বাঙ্কে।

করিডর থেকে হাঁক ছাড়ল আয়রন প্যান্টস। 'সবাই উঠে পড়ো।' সেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ট্রেসিকে এক পুকুর রক্তের মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখল সে, ক্ষত-বিক্ষত মুখ, একটা চোখ ফুলে ঢোল।

'এখানে হচ্ছে কী?' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মেট্রন।

'ও ওর বাঙ্ক থেকে পড়ে গেছে', বলল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ।

মেট্রন ট্রেসির কাছে এসে জুতোর ডগা দিয়ে ওকে ঠেলা দিল। 'অ্যাই! উঠে পড়ো।'

গলার স্বরটা যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে। হ্যাঁ, মনে মনে বলল ট্রেসি, *আমাকে অবশ্যই উঠতে হবে। এখান থেকে আমাকে চলে যেতেই হবে।* কিন্তু নড়াচাড়র শক্তি নেই গায়ে। সারা শরীরে বিষের মতো ব্যথা।

মেট্রন ট্রেসির কনুই ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে বসিয়ে দিল। ব্যথার চোটে জ্ঞান হারাবার দশা হলো ওর।

'কী হয়েছে?'

একচোখ দিয়ে ট্রেসি আবছাভাবে তার সেলমেটদের দেখতে পেল। সবাই ওর জবাবের অপেক্ষা করছে।

'আ-আমি', কথা বলার চেষ্টা করল ট্রেসি কিন্তু কোনো শব্দ বেরুল না গলা থেকে। আবার চেষ্টা করল। বহু কষ্টে এবারে রা বেরুল, 'আমি আমার বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিলাম...।'

খেঁকিয়ে উঠল মেট্রন', মিথ্যা বলা আমি একদম পছন্দ করি না। দাঁড়াও তোমাকে বিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করছি তাতে যদি মিথ্যা বলার অভ্যাসটা ছাড়তে পার।'

টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমাল ট্রেসি। তীব্র ব্যথা আস্তে আস্তে সয়ে এল। চোখ মেলে চাইল ও। গাঢ় অন্ধকার। স্মৃতিগুলো ফিরে আসছে। ওরা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের গলা যেন শুনতে পাচ্ছে ট্রেসি। '...ওর বুকের পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেছে, কব্জিতে ফ্ল্যাকচার হয়েছে। ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি... যেসব জায়গা কেটে ছিড়ে গেছে ওগুলো ঠিক হয়ে যাবে। তবে ওর বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে...

'আমার বাচ্চা', ফিসফিস করল ট্রেসি। 'ওরা আমার বাচ্চাটাকে খুন করেছে।'

কাঁদতে লাগল ট্রেসি। সন্তান হারানোর বেদনায় কাঁদছে। কাঁদছে নিজের জন্য। কাঁদছে গোটা অসুস্থ পৃথিবীর জন্য।

শীতল আঁধারে পাতলা তোশকের ওপর শুয়ে থাকল ট্রেসি। প্রচণ্ড ঘৃণা জন্ম নিল ওর বুকে, ঘৃণার প্রচণ্ডতায় কেঁপে উঠল শরীর। ওর সমস্ত সত্তায় এখন শুধু একটাই অনুভূতি *প্রতিশোধ*।

ওকে প্রতিশোধ নিতে হবে। তিন সেলমেটের ওপরে ও শোধ নেবে না। কারণ ওরা তো তারই মতো পরিস্থিতির শিকার। ও শোধ নেবে সেই লোকগুলোর ওপর যারা ওর জীবনটাকে ধ্বংস করেছে।

জো রোমানো তোমার মা তোমার কথা গোপন করেছিল। কখনো বলেনি তোমার

মতো একটা সেক্সি মেয়ে তার আছে।

অ্যান্থনি ওরসাত্তি   জো রোমানো একজন লোকের হয়ে কাজ করে তার নাম অ্যান্থনি ওরসাত্তি। ওরসাত্তি নিউ অর্লিন্সের বিধাতা...

পেরি পোপ   অপরাধ স্বীকার করলে আপনি রাষ্ট্রের মামলা করার খরচ বাঁচিয়ে দিতে পারবেন...।

জাজ হেনরী লরেন্স   আগামী পনেরো বছর সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারিতে তুমি জেলের ঘানি টানবে...

এরা সবাই তার শত্রু। আর তারপর রয়েছে চার্লস। সে ট্রেসির কথাটা পর্যন্ত শুনতে চায়নি। বরং বলেছে তোমার যদি টাকার এতই দরকার, আমাকে বলতে পারতে... আসলে তোমাকে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারিনি আমি.. তোমার সন্তানকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো...

এদের সবার ওপরে শোধ নেবে ট্রেসি। প্রত্যেককে মাশুল গুণতে হবে। কিন্তু কীভাবে শোধ নেবে জানে না ও। শুধু জানে প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে। *আগামীকাল*, ভাবছে ও, *যদি আগামীকাল আসে।*

তেরো

এখানে সময়ের কোনো হিসেব নেই। সেল-এ আলো জ্বলে না বলে দিন-রাত্রির তফাৎ বোঝা যায় না। ওর কোনো ধারণাও নেই কতদিন ধরে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে। ওরা নির্দিষ্ট একটা সময়ে দরজার নিচ দিয়ে সস্তা খাবারের থালা ঠেলে দেয়। খিদে নেই ট্রেসির তবু প্রতিটি গ্রাস জোর করে গেলে ও। *খেতে হবে নইলে এখানে টিকে থাকতে পারবে না।* এ কথার মাজেজা এখন বুঝতে পারছে ট্রেসি। প্ল্যানমাফিক কাজ করতে শক্তির প্রতিটি অংশ ওর প্রয়োজন হবে। যে পরিবেশের মধ্যে ও আছে অন্য কেউ হলে হয়তো পাগল হয়ে যেত। পনেরো বছরের কারাবাস ভোগ করছে ট্রেসি, ওর অর্থ নেই, বন্ধু নেই, সাহায্য করার কেউ নেই। তবে শক্তির একটা ফল্গুধারা বইছে ওর ভেতরে। *আমাকে বেঁচে থাকতে হবে,* মনে মনে শপথ নেয় ট্রেসি। *আমার শত্রুদের মুখোমুখি হতে হবে, আমার সাহসই হবে আমার ঢাল।* ওর পূর্বসূরীদের মতো ও সারভাইভ করে যাবে। ওর শরীরে রয়েছে ইংরেজ, আইরিশ এবং স্কটদের মিশ্র রক্ত। আর এদের গুণগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ট্রেসি। বুদ্ধিমত্তা, সাহস এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। *আমার পূর্বসূরীরা দুর্ভিক্ষ, প্লেগ এবং বন্যার সঙ্গে লড়াই করে টিকেছিলেন, আমিও এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে যাবো।* ওর পূর্বপুরুষরা, সেই মেষপালক, শিকারী, কৃষি, দোকানদার, ডাক্তার এবং শিক্ষক সকলেই যেন হাজির হয়েছেন ট্রেসির এই দমবন্ধ করা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অতীতের সকল প্রেতশক্তি এখন ওর শরীরের একটা অংশ হয়ে গেছে। *আমি তোমাদেরকে হতাশ করব না,* আঁধারকে লক্ষ্য করে ফিসফিস করে বলে ট্রেসি।

তারপর ছক আঁকতে শুরু করে কীভাবে এখান থেকে পালানো যায়।

ট্রেসি জানে সবার আগে ওকে শারীরিক শক্তি ফিরে পেতে হবে। সেলটা ব্যায়াম করার জন্য খুবই অপ্রশস্ত তবে শতবর্ষীয় প্রাচীন মার্শাল আর্ট তাই সি চুয়ান প্রাকটিস করা যায় অনায়াসে। যোদ্ধারা শারীরিক লড়াইয়ের জন্য তাই সি চুয়ান শিখতেন। আর্ট অনুশীলনের জন্য খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন নেই, আর এতে শরীরের প্রতিটি পেশীর ব্যায়াম হয়। ঘণ্টাখানেক প্রাকটিস করল ট্রেসি। প্রাকটিস শেষে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল তবে প্রতিদিন দুবেলা নিয়ম করে প্রাকটিস ওর শরীর শক্তিশালী করে তুলল।

মার্শাল আর্ট প্রাকটিসের সময় এবং ঘুমের সময়টুকু বাদ দিলে প্রায় সারাক্ষণই ট্রেসির ভাবনা জুড়ে থাকে সে কীভাবে তার শত্রুদের বিনাশ করবে। ছেলেবেলায় একটা

খেলা খেলত ও। আকাশের দিকে এক হাত তুলে সূর্যটাকে আড়াল করে ফেলত চোখের সামনে থেকে। ওরা তেমনটাই করেছে ট্রেসির সঙ্গে। একটা হাত তুলে মুছে দিয়েছে ওর জীবন।

ট্রেসির ধারণা নেই বিং-এ একাকী নির্বাসনে কতজন কয়েদী শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। অবশ্য ধারণা থাকলেই বা এমন কী এসে যেত?

এখানে বন্দিজীবন কাটানোর সপ্তম দিনে খুলে গেল ট্রেসির সেলের দরজা। জ্বলে উঠল আলো। আকস্মিক আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ট্রেসির চোখ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন গার্ড।

'ওঠো। তুমি ওপরে ফিরে যাচ্ছ।'

ট্রেসিকে সিধে হতে সাহায্য করার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল গার্ড। তাকে অবাক করে দিয়ে নিজেই খাড়া হলো ট্রেসি, হেঁটে বেরিয়ে এল সেল থেকে। গার্ড এর আগে যে সব কয়েদীকে এখান থেকে নিয়ে গেছে তারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত ছিল। কিন্তু এ মেয়েটি দেখছি তাদের থেকে আলাদা। তাকে যেন আত্ম অহংকার এবং আত্মবিশ্বাসের একটা বলয় ঘিরে রেখেছে যা এখানকার কয়েদীদের মাঝে দেখাই যায় না। আলোতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, সইয়ে নিচ্ছে চোখ। *শালী মাল কী!* ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছে গার্ড। *একে সাফসুতরো করে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। ওকে একটু সুযোগ সুবিধে দেয়ার কথা বললেই আমি যা করতে বলব তা করতে রাজি হয়ে যাবে।*

গার্ড গলায় জোর দিয়ে বলল, 'তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের এরকম শাস্তি ভোগ করা উচিত হয়নি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, এখানে আর আসতে হবে না।'

ট্রেসি ঘুরে গার্ডের দিকে তাকাল। তার চাউনিতে এমন কিছু ছিল আর আগ বাড়ানোর সাহস পেল না লোকটা।

ট্রেসিকে নিয়ে ওপরে উঠে এল গার্ড। হাওলা করে দিল এক মেট্রনের কাছে।

ট্রেসিকে দেখে নাক কোঁচকাল মেট্রন। 'যিশাস, তোমার গা থেকে গুয়ের গন্ধ আসছে। যাও, গোসল করে এসো। তোমার পরনের কাপড় চোপড়গুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

ঠাণ্ডা পানিতে অবগাহন অপূর্ব লাগল। চুলে শ্যাম্পু করল ট্রেসি, ক্ষারের সাবান দিয়ে আগপাশতলা ঘষে ঘষে গোসল সারল। নতুন পোশাক পরার পরে মেট্রন বলল, 'ওয়ার্ডেন তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

ট্রেসি ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের অফিসে ঢুকে দেখে সে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেসির দিকে ঘুরল সে। 'বসো, প্লিজ।'

ট্রেসি একটি চেয়ারে বসল। ওয়ার্ডেন বলল, 'একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে ওয়াশিংটনে গিয়েছিলাম। আজ সকালে ফিরেছি। দেখি তোমার নামে রিপোর্ট। তোমার তো সলিটারিতে থাকার কথা নয়।'

ভাবলেশশূন্য মুখে ওয়ার্ডেনের দিকে তাকিয়ে রইল ট্রেসি।

ডেস্কে রাখা কাগজে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে ওয়ার্ডেন বলল, 'রিপোর্টে বলছে তোমাকে তোমার সেলমেটরা যৌন-হামলা চালিয়েছিল।'

'না, স্যার।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ওয়ার্ডেন। 'তোমার ভয়টা কোথায় আমি বুঝি কিন্তু কয়েদীদের দ্বারা এ জায়গা আমি নিয়ন্ত্রিত হতে দেব না। যারা তোমার এ দশা করেছে তাদেরকে আমি শাস্তি দিতে চাই, কিন্তু সে জন্য তোমার স্টেটমেন্ট লাগবে। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। এখন বলো ঠিক কী ঘটেছিল এবং এর জন্য দায়ী কারা।'

ব্রানিগানের চোখে চোখ রাখল ট্রেসি। 'আমি আমার বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

দীর্ঘক্ষণ ওকে লক্ষ্য করল ওয়ার্ডেন, চেহারায় জমল হতাশার মেঘ। 'তুমি ঠিক বলছো?'

'জ্বী, স্যার।'

'তুমি কোনো নালিশ করবে না?'

'না, স্যার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ব্রানিগান। 'ঠিক আছে, ওটাই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, আমি তোমাকে আরেকটা সেলে পাঠানোর—'

'আমি অন্য কোনো সেলে যেতে চাই না।'

বিস্মিত দেখাল ওয়ার্ডেনকে। 'তুমি আগের সেলেই থাকতে চাইছ?'

'জ্বী, স্যার।'

হতভম্ব ওয়ার্ডেন। হয়তো এ মেয়েটি সম্পর্কে সে যা ভেবেছিল তা ভুল, হয়তো এ ঘটনার জন্য মেয়েটি নিজেই দায়ী। ঈশ্বর জানেন মহিলা এ কয়েদীগুলোর মনে কী আছে আর তারা কী করছে। সুস্থ মানসিকতার পুরুষদের কারাগারে ট্রান্সফার হবার ইচ্ছে ওয়ার্ডেনের কিন্তু তার স্ত্রী এবং ছোট মেয়েটি, এমি, এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে রাজি নয়। তাদের নাকি এ জায়গাটাই খুব পছন্দ তারা খুব সুন্দর একটি কটেজে থাকে, প্রিজন ফার্মের চারপাশ ঘেরা ফুলের বাগান। কিন্তু এই উন্মাদ মহিলাগুলোর সঙ্গে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাটানো কঠিন মনে হয় ব্রানিগানের।

সামনে বসা যুবতীটির দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে ওয়ার্ডেন বলল, 'ঠিক আছে। থাকো তাহলে। তবে ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ঝামেলার কথা না শুনি।'

'আচ্ছা, স্যার।'

নিজের সেলে ফেরা সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল ট্রেসির জন্য। ভেতরে ঢোকামাত্র সেই ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে গেল, ভয় এবং আতঙ্কের প্রবল একটি ধাক্কা খেল ও। ওর সেলমেটরা কাজে গেছে। ট্রেসি নিজের বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। ছাদে তাকিয়ে প্ল্যান আঁটছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোহার খাটিয়া থেকে নেমে এল ও, বাঙ্কের নিচ থেকে এক টুকরো ধাতব আলগা করে খুলে নিল। ধাতব খণ্ডটি লুকিয়ে রাখল তোশকের নিচে। সকাল

এগারোটায় লাঞ্চের ঘণ্টা বেজে উঠল। করিডোর, সবার আগে এসে লাইনে দাঁড়াল ট্রেসি।

মেস হল-এ পলিটা এবং লোলা প্রবেশপথের ধারে টেবিলে বসেছে। আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপের কোনো নিশানা নেই।

অচেনা কয়েদীদের একটি টেবিলে গিয়ে বসল ট্রেসি, বিস্বাদ খাবারের প্লেট চেটেপুটে খেল। বিকেলটা সেলে একা কাটল ওর। পোনে তিনটার দিকে তিন সেলমেট ঢুকল ঘরে।

ট্রেসিকে দেখে অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে হাসল পলিটা।

'তাহলে তুমি আমাদের কাছে ফিরে এসেছ, প্রিটি পুসি। তোমার সঙ্গে যা করেছিলাম তোমার খুব মজা লেগেছিল, তাই না?'

'গুড। তোমাকে আরো মজা দেবো।' বলল লোলা।

ওদের কথা না শোনার ভান করল ট্রেসি। ওর মনোযোগ কালো মহিলার প্রতি। আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপের জন্যেই ট্রেসি আবার এ সেলে ফিরেছে। ট্রেসি এ মহিলাকে বিশ্বাস করে না। এক মুহূর্তের জন্যেও নয়। কিন্তু একে তার প্রয়োজন।

তোমাকে একটা কথা বলি শোনো কুয়েরিডা। আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ এ জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করে...

সে রাতে, বাতি নিভে যাবার পনেরো মিনিট আগের সতর্ক ঘণ্টা বাজার পরে ট্রেসি বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল, কাপড় ছাড়ছে। পুরো নগ্ন হলো ও। ট্রেসির ভরাট দুই বুক, লম্বা, সুগঠিত পা এবং দুধের সরের মতো উরু যুগল দেখে মেক্সিকান মহিলার মুখ দিয়ে শিস বেরিয়ে এল। দ্রুত নিশ্বাস পড়তে লাগল লোলার। নাইটগাউন গায়ে চড়িয়ে নিজের বাঙ্কে ফের শুয়ে পড়ল ট্রেসি। নিভে গেল বাতি। সেল ডুবে গেল অন্ধকারে।

ত্রিশ মিনিট পার হলো। ট্রেসি আঁধারে শুয়ে অন্যদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছে।

পলিটা ঘরের ও কোণ থেকে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার আম্মু আজ রাতে তোমাকে অনেক আদর করবে। নাইটগাউনটা খুলে ফেলো, বেবী।'

'কীভাবে পুসি খেতে হয় তোমাকে আজ আমরা শিখিয়ে দেবো। তারপর তুমিও পুসি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে।'

খিক খিক হাসল লোলা।

কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গী কোনো মন্তব্য করল না। লোলা আর পলিটা ওর দিকে ছুটে আসছে, অন্ধকারে দিব্যি টের পেল ট্রেসি। তবে এবারে সে ওদের জন্য প্রস্তুত ছিল। তোশকের তলা থেকে আগেই তুলে নিয়েছে ধাতবখণ্ডটি। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এক মহিলার মুখে মেরে বসল ও। যন্ত্রণায় চিৎকার দিল মহিলা, অপরজনকে প্রচণ্ড লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিল ট্রেসি।

'আমার কাছে এসেছ তো খুন করে ফেলবো', বলল ট্রেসি।

'মাগী!'

ওরা মেঝে থেকে উঠে পড়ল, এগিয়ে আসছে আবার, বুঝতে পারল ট্রেসি। ধাতবখণ্ডটি উঁচু করে ধরল ও।

অন্ধকার ফুঁড়ে ভেসে এল আর্নিস্টিনের কণ্ঠ। 'যথেষ্ট হয়েছে। ওকে ছেড়ে দাও।'

'আর্নি, আমার মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। আমি যদি ওর–'

'যা বললাম করো।'

তারপর দীর্ঘ নীরবতা। ট্রেসি পায়ের শব্দে বুঝতে পারল দুই নারী ফিরে গেছে তাদের বাঙ্কে, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। নিজের বিছানায় শরীর শক্ত করে শুয়ে রইল ট্রেসি, আবার কী ঘটে সে জন্য প্রস্তুত।

আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ বলল, 'তোমার সাহস আছে, বেবী।'

চুপ করে রইল ট্রেসি।

'তুমি ওয়ার্ডেনের কাছে মুখ খোলো নি', মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল মহিলার। 'খুললে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে।'

ট্রেসি বিশ্বাস করল কথাটা।

'ওয়ার্ডেন তো তোমাকে অন্য সেলে যেতে বলেছিল। গেলে না কেন?'

মহিলা এ কথাও তাহলে জানে! 'আমি এখানে ফিরে আসতে চেয়েছিলাম।'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু কেন?' আর্নিস্টিনের কণ্ঠে বিস্ময়।

এ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল ট্রেসি।' 'কারণ তুমি আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

চোদ্দ

একজন মেট্রন এসে ট্রেসিকে বলল, 'তোমার একজন ভিজিটর এসেছে, হুইটনি।'

অবাক হলো ট্রেসি। 'ভিজিটর?' কে হতে পারে? হঠাৎ মনে হলো এ নিশ্চয় চার্লস। অবশেষে এসেছে সে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে। ওকে যখন প্রচণ্ড দরকার ছিল তখন তাকে পাশে পায়নি ট্রেসি। *এখন আর ওকে আমার দরকার নেই। কাউকেই প্রয়োজন নেই আমার।*

মেট্রনের সঙ্গে ভিজিটর্স রুমে চলে এল ট্রেসি।

ঢুকল ভেতরে।

না, চার্লস নয়, অচেনা একজন লোক বসে আছে ছোট কাঠের টেবিলটিতে। এর মতো বদখত চেহারার মানুষ দুটি দেখেনি ট্রেসি। বেঁটে, মোটা, বেঢপ শরীর, সাঁড়াশির মতো বাঁকানো নাকে একটুখানি মুখ। কপালটা উঁচু এবং ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে, তীক্ষ্ণ বাদামী চোখে পুরু কাচের চশমা।

ট্রেসিকে দেখেও আসন ছাড়ল না লোকটি। 'আমার নাম ডেনিয়েল কুপার। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাকে অনুমতি দিয়েছেন ওয়ার্ডেন।'

'কী বিষয়ে?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল ট্রেসি।

'আমি IIPA- দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের একজন গোয়েন্দা। আমাদের একজন ক্লায়েন্ট রেনোয়ার ছবি ইন্সিওর করেছিলেন, ওটা মি. জোসেফ রোমানোর কাছ থেকে খোয়া গেছে।'

গভীর দম নিল ট্রেসি। 'আমি এ বিষয়ে আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। আমি ওটা চুরি করিনি।' সে দরজার দিকে রওনা হতে গেল।

কুপারের পরবর্তী কথাগুলো তাকে থামিয়ে দিল। 'আমি জানি সে কথা।'

ঘুরল ট্রেসি, তাকাল লোকটির দিকে। শরীরের প্রতিটি পেশী শক্ত হয়ে গেছে।

'কেউ ওটা চুরি করেনি। আপনাকে ফাঁসানো হয়েছে, মিস হুইটনি।'

ধীরে ধীরে একটি চেয়ারে বসে পড়ল ট্রেসি।

এ কেস নিয়ে ডেনিয়েল কুপার কাজ শুরু করে সপ্তাহ তিনেক আগে। ম্যানহাটনের IIPA-র সদর দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জে. জে. রেনল্ডসের কক্ষে ডাক পড়েছিল ওর।

'তোমার জন্য একটি অ্যাসাইনমেন্ট আছে, ড্যান,' বললেন রেনল্ডস।

কেউ তাকে 'ড্যান' বলে ডাকলে খুবই বিরক্ত হয় ড্যানিয়েল কুপার।

'ঘটনাটা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।' সংক্ষেপে বলবেন রেনল্ডস কারণ কুপারের উপস্থিতি তাঁকে নার্ভাস করে দেয়। সত্যি বলতে কী, প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি মানুষই কুপারের ভয়ে কেমন তটস্থ হয়ে থাকে। সে অদ্ভুত এক মানুষ– উদ্ভটও বলা চলে। অন্তত বেশিরভাগ লোকের তাই ধারণা। ডেনিয়েল কুপার কারও সাথে-পাঁচে নেই। সবসময় নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। কেউ জানে না তার বাড়ি কোথায়, কোথায় থাকে, বিয়ে করেছে কি না কিংবা সন্তান আছে কিনা। সে কারও সঙ্গে মেশে না, কোনো অফিস পার্টি অথবা অফিস মিটিংয়ে তাকে হাজির থাকতে কেউ কোনোদিন দেখেনি। সে সম্পূর্ণ নিভৃতচারী একজন মানুষ এবং রেনল্ডস তাকে একটিমাত্র কারণে সহ্য করেন কারণ কুপার অসম্ভব প্রতিভাবান। ওকে বুলডগের সঙ্গে তুলনা করা চলে, মস্তিষ্ক চলে কম্পিউটারের গতিতে। প্রতিষ্ঠানে চুরি-চামারির যত কেস আসে, বেশিরভাগ একা সমাধান করে কুপার। কুপারের রহস্যটা যদি জানা যেত, প্রায়ই ভাবেন রেনল্ডস। লোকটি এ মুহূর্তে বাদামী চকচকে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বলে বড্ড অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

রেনল্ডস বললেন, 'আমাদের কোম্পানির এক ক্লায়েন্ট পাঁচ লাখ ডলার মূল্যের একটি চিত্রকর্ম ইনসিওরেন্স করিয়েছিলেন এবং–'

'রেনোয়া' নিউ অর্লিন্স। জো রোমানো। ট্রেসি হুইটনি নামে এক মহিলার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে তাকে পনেরো বছরের জেল দেয়া হয়েছে। ছবিটি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।'

শালা! মনে মনে গাল পাড়লেন রেনল্ডস। *এর তো সবই মনে থাকে দেখছি!* 'ঠিক বলেছ,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন রেনল্ডস। 'হুইটনি নামের মহিলাটি ছবিটি কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। আমরা ওটা ফেরত চাই। ওটার খোঁজ এনে দাও।'

কোনো কথা না বলে রেনল্ডসের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কুপার। অফিসের করিডর ধরে এগোল। দু'পাশে সার বেঁধে পঞ্চাশজন এমপ্লয়ি কাজ করছে। কেউ ব্যস্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে, কেউ রিপোর্ট টাইপ করছে, কেউবা টেলিফোন ক্লায়েন্টের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

একটি ডেস্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুপারের এক কলিগ বলল, 'শুনলাম তুমি রোমানোর কাজটা পেয়েছ। লাকি ইউ। নিউ অর্লিন্স হলো–'

কিছু না বলে কলিগের পাশ কাটাল কুপার। এরা তাকে একা থাকতে দেয় না কেন? সে কখনো কারও সঙ্গে সেধে কথা বলতে যায় না অথচ সবাই নানা ছুতোয় ওকে বিরক্ত করে মারে।

অফিসে কুপারকে নিয়ে একটা খেলা চলে। তারা কুপার রহস্য ভেদ করতে বদ্ধপরিকর। জানতে চায় লোকটির আসল পরিচয়।

শুক্রবার রাতে ডিনারে কী করছ, ড্যান...?

'তুমি যদি বিয়ে থা না করে থাকো, সারাহ এবং আমি খুব সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, ড্যান...

ওরা কি দেখতে পায় না ওর কাউকে প্রয়োজন নেই– ওদের কাছ থেকে কিছুই চায়

না সে।

'আরে এসো, একসঙ্গে একটু ড্রিংক করি...

একসঙ্গে মদ্যপান করার পরিণাম কী হবে ভালোই জানা আছে কুপারের। ড্রিংকের পরে ওকে ডিনারের দাওয়াত দেয়া হবে, ডিনার থেকে তৈরি হবে বন্ধুত্ব, আর বন্ধুত্ব মোড় নিতে পারে কনফিডেন্সে। সে খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার হবে।

ডেনিয়েল কুপার সবসময় ভয়ে থাকে না জানি কবে তার অতীত পরিচয় জেনে ফেলে লোকে। সে তার অতীত নিয়ে কারও সঙ্গে-কথা বলতে রাজি নয়। সেই ভয়ংকর দিনটির স্মৃতি টিকে আছে শুধু একটুকরো হলুদ হয়ে আসা খবরের কাগজে। জিনিসটা কুপার তার ঘরে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যে শত খুঁজলেও কেউ ওটার সন্ধান পাবে না। মাঝে মাঝে কাগজের টুকরোটি বের করে দেখে সে যেন শাস্তি হিসেবে, যদিও ওটার প্রতিটি শব্দ তার ঠোঁটস্থ।

কুপার প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার গোসল করে কিন্তু কখনোই পরিস্কার মনে হয় না নিজেকে। সে নিউইয়র্ক পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু উঁচ্চতায় খাঁটো হওয়ার জন্য ওখানে সুযোগ পায়নি। তারপর বেছে নিয়েছে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের ক্যারিয়ার।

ডেনিয়েল কুপার প্রথমে গেল নিউ অর্লিন্সে। ওখানে পাঁচ দিন থাকল। কাজ শেষ হবার আগেই জো রোমানো, অ্যান্থনি ওরসাত্তি, পেরি পোপ এবং জাজ হেনরী লরেন্স সম্পর্কে যা জানার জেনে ফেলল। ট্রেসি হুইটনির মামলার শুনানীর ট্রান্সক্রিপ্ট পড়েছে সে। ইন্টারভিউ নিল লেফটেন্যান্ট মিলারের, জানল ট্রেসি হুইটনির মা'র আত্মহত্যার কথা। কথা বলল অটো শ্মিডের সঙ্গে। এতজনের সঙ্গে কথা বলেছে কুপার, একবারের জন্যেও কোনো নোট নেয়নি যদিও প্রতিটি সাক্ষাতকারের প্রতিটি কথা পরিষ্কার মনে আছে তার। সে ৯৯ ভাগ নিশ্চিত ট্রেসি হুইটনি নিরপরাধ। সে ফিলাডেলফিয়া উড়ে গেল ট্রেসি যে ব্যাংকে কাজ করত তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্লারেন্স ডেসমন্ডের সঙ্গে কথা বলতে। তবে তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ তার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাল।

এখন সামনে বসা মহিলার দিকে তাকিয়ে ডেনিয়েল কুপার নিশ্চিত হয়ে গেল ছবি চুরির সঙ্গে এ মেয়ের কোনো রকম সম্পর্ক নেই। এবারে রিপোর্ট লেখার জন্য সে তৈরি।

'রোমানো আপনাকে ফাঁসিয়েছে, মিস হুইটনি। আজ হোক বা কাল হোক সে ওই ছবি চুরি গেছে বলে ক্লেইম করতই। আপনি হঠাৎ করে তার বাড়িতে হাজির হয়ে কাজটা তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।'

ট্রেসির হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। এই মানুষটি জানে ও নির্দোষ। হয়তো ওকে নির্দোষ প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট প্রমাণাদি লোকটির কাছে আছে। এ ওয়ার্ডের কিংবা গভর্নরের সঙ্গে কথা বলে ওকে এ দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত করবে। ট্রেসি টের পেল ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন?'

বিস্মিত দেখাল ডেনিয়েলকে। 'সাহায্য করব মানে? আমি তো আপনাকে সাহায্য করতে

আসি নি।'

কথাগুলো সপাটে চড় বসাল যেন ট্রেসিকে। 'সাহায্য করবেন না? কিন্তু কেন? আপনি যদি জানেনই আমি নির্দোষ–

মানুষ এমন নির্বোধ হয় কী করে? 'আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ।'

হোটেলে ফিরেই কুপার প্রথমে যে কাজটি করল তা হলো কাপড় ছেড়ে ঢুকে পড়ল শাওয়ারের নিচে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাবান ঘষল, বাষ্প ওঠা গরম পানি দিয়ে আধঘণ্টা গা ধুলো। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জামাকাপড় পরে রিপোর্ট লিখতে বসল।

To J.J. Reynolds File No Y-72-830-412

From Daniel Cooper

Subject Deax Femmes dons le cafe rouge. Renoir-Oil on Canvas

আমার উপসংহার হলো ট্রেসি হুইটনি উপরোক্ত চিত্রকর্মটি চুরির সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত না। আমার বিশ্বাস, জো রোমানো ইন্সিওরেন্স পলিসি নিয়েছে একটি মিথ্যা চুরির কথা বলে ইনসিওরেন্সের টাকা তুলতে এবং পেইন্টিংটা প্রাইভেট কোনো পার্টির কাছে বিক্রি করে দেবে। এবং সম্ভবত এ মুহূর্তে ছবিটি দেশের বাইরে। ছবিটি সুপরিচিত বলে আমার ধারণা ওটি সুইটজারল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হবে কারণ ওখানে ছবিটি ভালো দামে বিক্রি হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রটেকশন ল-র অধীনে থাকবে এ চিত্রকর্ম। কোনো ক্রেতা যদি ছবিটি Good faith purchase-এর কথা বলে কেনে তাহলে ওটি চুরি করা জানা সত্ত্বেও সুইস সরকার কোনো আপত্তি তুলবে না।

সুপারিশ যেহেতু রোমানোর অপরাধের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই, আমাদের মক্কেলকে পলিসি অনুযায়ী অর্থ লোন করতে হবে। ছবিটি উদ্ধারের জন্য ট্রেসি হুইটনির সঙ্গে আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা নিস্ফল হবে যেহেতু সে ছবিটি সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারিতে পনের বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছে।

ট্রেসি হুইটনির কথা লিখতে গিয়ে তার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল ডেনিয়েল কুপারের। যে কেউ মেয়েটিকে দেখলেই রায় দেবে সুন্দরী বলে। কুপার ভাবল পনেরো বছর পরে মেয়েটির চেহারা কি আর সুন্দর থাকবে?

সে যাকগে, ট্রেসি সুন্দরী থাকল কি থাকল না তাতে তার কী এসে যায়?

মেমোতে নিজের নাম দস্তখত করল কুপার। আরেকবার গোসল করবে কিনা চিন্তা করতে লাগল।

পনেরো

ওল্ড আয়রন প্যান্টস লন্ড্রির কাজে লাগিয়ে দিল ট্রেসিকে। কয়েদীদের জন্য যে পঁয়ত্রিশটি কাজ বরাদ্দ তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো লন্ড্রির কাজ। প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড গরম ঘরটি ভর্তি ওয়াশিং মেশিন আর কাপড় ইস্ত্রি করার বোর্ডে। লন্ড্রি থেকে কাপড়চোপড় অবিরাম আসতেই থাকে। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুয়ে আবার ধোয়া কাপড় বের করে এনে ভারী ভারী ঝুড়ি বোঝাই করে ইস্ত্রি করা বিভাগে পাঠিয়ে দেয়ার কাজটি খুবই পরিশ্রমসাধ্য, মাজা ভেঙে যায়।

ভোর ছটায় শুরু হয় কাজ, প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর দশ মিনিটের জন্য কর্মবিরতি পায় কয়েদীরা। টানা নয় ঘণ্টা ডিউটি শেষে বেশিরভাগ মহিলা একদম নেতিয়ে পড়ে। ট্রেসি তার কাজ করে যায় যন্ত্রের মতো, কারও সঙ্গে সে কথা বলে না, ডুবে থাকে নিজের চিন্তায়।

ট্রেসি লন্ড্রিতে কাজ করছে শুনে আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ মন্তব্য করল, 'ওল্ড আয়রন প্যান্টস দেখছি তোমার চিতার ধোঁয়া দেখে ছাড়বে।'

ট্রেসি বলল, 'সে আমাকে বিরক্ত করে না।'

ওর জবাব বিস্মিত করল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপকে। কারাগারে আসা তিন সপ্তাহ আগের সেই ভীত, তরুণী মেয়েটির সঙ্গে তার যেন কোনো মিলই নেই। বদলে গেছে আমূল। কিছু একটা বদলে ফেলেছে ওকে। পরিবর্তনটা কীভাবে ঘটল জানতে খুবই আগ্রহী আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ।

লন্ড্রিতে কাজ করার অষ্টম দিনে, দুপুরে এক গার্ড এল ট্রেসির কাছে। 'তোমার ট্রান্সফার হয়েছে। এখন থেকে রান্নাঘরে তোমার ডিউটি।' *জেলখানার সবচেয়ে লোভ-নীয় কাজ।*

জেলখানায় দু'ধরনের খাবার দেয়া হয়। কয়েদীরা খায় কুচি কুচি করে কাটা মাংসের তরকারি, হট ডগ, বীনস এবং অখাদ্য র‍্যাসেরোল। আর গার্ড ও জেল কর্মকর্তাদের জন্য পেশাদার বাবুর্চিরা রান্না করে। তাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে স্টেক, তাজা মাছ, মাংসের চপ, মুরগি, তাজা শাক-সবজি এবং ফলমূল ও জিভে জল আনা ডেজার্ট। যে সব কয়েদী রান্নাঘরে কাজ করে তাদের এসব খাবার চোখে দেখার সুযোগ রয়েছে এবং তারা এর পুরোটাই সদ্ব্যবহার করে।

কিচেনে কাজ করতে গিয়ে আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপকে দেখে মোটেই অবাক হলো না ট্রেসি। সে ওর দিকে এগিয়ে গেল। 'ধন্যবাদ।' কষ্টার্জিত বন্ধুসুলভ সুর ফোটাল কণ্ঠে।

জবাবে গলা দিয়ে ঘোঁত জাতীয় শব্দ বের করল আর্নিস্টিন, কিছু বলল না।

‘ওল্ড আয়রন প্যান্টসের খপ্পর থেকে কীভাবে আমাকে বের করে আনলে?’

‘সে আর আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।’

‘তার কী হয়েছে?’

‘আমাদের এখানে একটা সিস্টেম আছে। কোনো গার্ড যদি খুব বেশি ষণ্ডা প্রকৃতির হয় এবং আমাদের অতিরিক্ত যন্ত্রণা দিতে থাকে, আমরা তাদেরকে সরিয়ে দিই।’

‘ওয়ার্ডেন তোমাদের কথা শোনেন?’

‘আরে ধুর। এর মধ্যে ওয়ার্ডেনের কোনো ভূমিকা নেই।’

‘তাহলে কীভাবে তোমরা–?

‘কাজটি সহজ। যে গার্ডটির কবল থেকে তুমি মুক্তি পেতে চাইবে তার জীবনে হঠাৎ করে বিড়ম্বনা শুরু হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে একের পর এক নালিশ আসতে থাকবে। তেমনি কোনো কয়েদী অভিযোগ করেছে ওল্ড আয়রন প্যান্টস তার যৌনাঙ্গে হাত দিয়েছে, পরদিন আরেকজন কয়েদি মহিলার নিষ্ঠুর আচরণ নিয়ে নালিশ জানিয়েছে। তারপর কেউ অভিযোগ করেছে, ওল্ড আয়রন প্যান্টস তার ঘর থেকে মাল চুরি করেছে– ধরো রেডিও– এবং নিশ্চিতভাবেই জিনিসটি মহিলার ঘরে পাওয়া যায়। ব্যস, তারপর থেকে ওল্ড আয়রন প্যান্টসের মাতবরী খতম। তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে এখান থেকে। ‘গার্ডরা এ কারাগার চালায় না, আমরা চালাই।’

‘তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ছিল?’ জিজ্ঞেস করল ট্রেসি। জবাব শোনার কোনো আগ্রহ নেই। শুধু এ মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে বলেই এসব আজাইরা প্যাঁচাল।

‘আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপের কোনো দোষ ছিল না, বিশ্বাস করো, আমার সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে কাজ করত।’

ট্রেসি ওর দিকে তাকাল। ‘মেয়ে মানে–?’ বাক্যটা শেষ করতে ইতস্ততবোধ করল ও।

‘বেশ্যা?’ হেসে উঠল আর্নিস্টিন। ‘নাহ! তারা বড় বড় বাড়িতে কাজের বুয়া হিসেবে কাজ করত। আমি একটি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি খুলেছিলাম। আমার সঙ্গে কমপক্ষে কুড়িটি মেয়ে কাজ করত। ধনী মানুষদের কাজের বুয়া খোঁজার সময় কোথায়? আমি চালু কিছু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতাম। লোকে ফোন করে কাজের বুয়া চাইলে আমার মেয়েদেরকে পাঠিয়ে দিতাম। ঘরের কর্তা বাইরে গেলে সুযোগ বুঝে বাড়ির দামী দামী জিনিসপত্র, জুয়েলারি, ফারের কোট ইত্যাদি চুরি করে চম্পট দিত ওরা।’

‘কিন্তু তুমি ধরা পড়লে কীভাবে?’

‘এ স্রেফ নিয়তির অঙ্গুলি নির্দেশ, হানি। আমার এক মেয়ে এক মেয়রের বাড়িতে লাঞ্চ পরিবেশন করছিল, অতিথিদের মধ্যে এক বুড়ি মহিলা ওই মেয়েটিকে চিনে ফেলে কারণ মেয়েটি বুড়ির বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে জিনিসপত্র সব সাফা করে নিয়ে এসেছিল। পুলিশের প্যাঁদানি খেয়ে মেয়েটি গান গাইতে শুরু করে। আর পুরো গানটাই সে গেয়ে ফেলে। ফলে বেচারী আর্নিস্টিনকে জেলে ঢুকতে হয়।’

একটি চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। ‘আমি এখানে আর থাকতে পারব

না।' ফিসফিস করল ট্রেসি।

'বাইরে আমার জরুরি কিছু কাজ আছে। তুমি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে? আমি–'

'পেঁয়াজের খোসাগুলো ছাড়িয়ে ফেলো। আজ রাতে আইরিশ স্যুপ রান্না করতে হবে।'

চলে গেল সে।

জেলখানায় আক্ষরিক অর্থেই বাতাসের বেগে খবর ছড়ায়। বরং বলা উচিত কোনো কিছু ঘটার অনেক আগেই কয়েদীরা বিষয়টি জেনে যায়। কিছু কয়েদী আছে যারা আবর্জনার ইঁদুর নামে পরিচিত, এদের কাজ হলো বাতিল মেমো সংগ্রহ, ফোনে আড়িপাতা, ওয়ার্ডেনের চিঠি খুলে পড়া ইত্যাদি। সকল খবর সতর্কতার সাথে গোপন রেখে সর্দারশ্রেণীর কয়েদীদের কাছে ওগুলো পৌঁছে দেয়া হয়। আর আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ হলো সর্দারের সর্দার। ট্রেসি জানে গার্ড এবং কয়েদীরা আর্নিস্টিনকে কতটা সমঝে চলে। ট্রেসি যেহেতু আর্নিস্টিনের ছত্রছায়ায় রয়েছে তাই অন্য কোনো কয়েদী ওকে ঘাঁটায় না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ট্রেসি ভাবে না জানি কোন রাতে ওর ওপর আবার হামলে পড়ে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা। কিন্তু আর্নিস্টিন ওর কাছে ঘেঁষছে না। কেন? অবাক হয়ে ভাবে ট্রেসি।

কারাগারের দশ পৃষ্ঠার প্যামফ্লেট প্রতিটি নতুন কয়েদীকে পড়তে দেয়া হয়। এর ৭ নম্বর আইনে বলা আছে যে কোনো ধরনের যৌন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একটি সেলে চারজন কয়েদীর বেশি থাকা যাবে না। একটি বাঙ্কে একাধিক কয়েদীর শোবার অনুমতি নেই।

কিন্তু বাস্তবতা এতটাই ভিন্ন যে এ প্যামফ্লেট কয়েদীদের কাছে কৌতুকের বইতে পরিণত হয়েছে। দিন যায়, ট্রেসি দেখে প্রতিদিনই নতুন নতুন কয়েদী যারা কিনা পুরানোদের কাছে 'মাছ' হিসেবে অভিহিত, তারা প্রবেশ করছে কারাগারে। আর প্যাটার্ন সবসময় একই থাকছে, কখনো বদলাচ্ছে না। ভীতু, শংকিত কয়েদীদের জন্য অপেক্ষা করে সমকামীর দল। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোয়। হিংসা আর বিদ্বেষ ভরা কারাগারের জীবনে সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় সমকামীরা। রিক্রিয়েশন হল-এ ভিক্টিমকে আমন্ত্রণ করে সে। একসঙ্গে টিভি দেখে, সমকামী কয়েদী তার শিকারের হাত ধরে, হাতে হাত রাখে। কারাগারে একমাত্র বন্ধুটিকে অপমান করা হবে ভেবে নতুন কয়েদী কিছুই বলে না। সে লক্ষ্য করে অন্যান্য কয়েদীরা তাকে একা রেখে দ্রুত চলে গেছে এবং সমকামী কয়েদীর প্রতি নতুন মেয়েটির নির্ভরতা যেহেতু বেড়ে যায়, বৃদ্ধি পায় আন্তরিকতাও সেজন্য অবশেষে সে নতুন বন্ধুর জন্য নিজের সবকিছু দিয়ে দিতে রাজি হয়।

কিন্তু যারা বন্ধুত্বের হাতটি গ্রহণ করে না তারা ধর্ষণের শিকার হয়। কারাগারে আসা নব্বইভাগ নারী সমকামীতা করতে বাধ্য হয়– ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছায়– প্রথম ত্রিশ দিনের মধ্যে তাকে এ কাজ করতেই হয়।

শুনে আতঙ্কবোধ করে ট্রেসি।

'কর্তৃপক্ষ এসব কীভাবে ঘটতে দেয়?' আর্নিস্টিনকে জিজ্ঞেস করে সে।

'এটাই সিস্টেম,' জবাব দেয় আর্নিস্টিন। 'আর প্রতিটি কারাগারে এরকম ঘটনা ঘটছে, বেবী। বারোশো নারীকে তুমি তাদের পুরুষ সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে আবার এ মেয়েগুলো সাধু হয়েও থাকবে তাতো হয় না। আমরা শুধু সেক্সের জন্য ধর্ষণ করি না। রেপ করি ক্ষমতার জন্য, ওদের দেখিয়ে দিতে চাই কে বস। এখানে যে নতুন মাছটা আসে সে প্রতিটি কয়েদীর টার্গেটে পরিণত হয়, তারা সবাই ওই মেয়েকে গণধর্ষণ করতে চায়। এক্ষেত্রে সে শুধু নিরাপত্তা পেতে পারে সে যদি কোনো সর্দার শ্রেণীর সমকামীর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে। তাহলে ওই মেয়ের দিকে অন্য কেউ হাত বাড়াবে না।'

ট্রেসি শুনছে কারণ জানে একজন এক্সপার্ট ওকে তথ্যগুলো বলেছে।

'শুধু কয়েদী নয়', বলে চলল আর্নিস্টিন, 'গার্ডরাও কম হারামী নয়। মাদকাসক্ত যেসব ফ্রেশমিট জেলখানায় আসে তাদেরকে হেরোইন সরবরাহ করে মেট্রনরা। বিনিময়ে তাদেরকে দেহ দিতে হয়। পুরুষ গার্ডগুলোতো আরও খারাপ। তাদের কাছে সেলের চাবি থাকে। শুধু তালা খুলে সেলে ঢুকলেই হলো– বিনাপয়সায় পুসি পেয়ে যাবে। তাদের কারণে অনেকে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তবে অনেক কিছুই তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তোমার একটি ক্যান্ডি বার দরকার কিংবা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইছ, পুরুষ গার্ডটিকে দেহদান করো। সব পেয়ে যাবে। একে বলে বিনিময় প্রথা এবং দেশের প্রতিটি কারাগারে এসব চলছে।'

'ইটস হরিবল!'

'ইটস সারভাইভাল।' মাথার ওপরের আলোয় চকচক করছে আর্নিস্টিনের কামানো মাথা। 'তুমি কি জানো জেলখানায় কেন চুয়িংগাম দেয়া হয় না?'

'না।'

'কারণ মেয়েরা তালায় চুয়িংগাম ঢুকিয়ে রাখে যাতে লক হয়ে না যায়। রাতের বেলা তারা তালা খুলে নিজেদের পছন্দের সঙ্গীদের কাছে চলে যায়। আমরা যে আইন মেনে চলতে চাইব ওটাই এখানে চলবে।'

কারাগারে প্রেম-প্রীতি চলে অপ্রকাশ্যে, গোপনে। এখানে একজন সমকামী নারী পুরুষের ভূমিকা পালন করে, তার সঙ্গিনী পরিচিতি পায় তার 'স্ত্রী' হিসেবে। এখানে এসে অনেকের নাম বদলে যায়। আর্নিস্টিন হয়ে ওঠে আর্নিটি, ট্রেসি টেক্স, বারবারকে ডাকা হয় বব নামে, ক্যাথেরিনকে ডাকে বেলি নামে। সমকামী নারীটি তার মাথার চুল ছেঁটে ফেলে অথবা ন্যাড়া হয়ে যায়। সে কোনো কাজ করে না। তার সমস্ত কাজ করে দেয় তার স্ত্রী। সে তার 'স্বামী'র জামাকাপড় ধোয়, কোনোকিছুর মেরামতির প্রয়োজন হলে করে দেয়, কাপড় ইস্ত্রি করে। আর্নিস্টিনের প্রিয়ভাজন হবার জন্য সারাক্ষণ লোলা আর পলিটার মধ্যে প্রতিযোগিতা আর ঝগড়া লেগেই আছে।

ঈর্ষার রেশ মাঝেমাঝে এমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে যে তা ভায়োলেন্সে গিয়েও গড়ায়। কোনো সমকামীর স্ত্রীকে যদি দেখা যায় সে কারাগারের উঠোনে বা অন্য কোথাও

দাঁড়িয়ে অন্য কোনো সমকামীর সঙ্গে কথা বলছে তাহলেই সর্বনাশ। কারাগারের ভেতরে প্রায়ই প্রেমপত্র উড়তে দেখা যায়, এগুলোর সরবরাহকারী আবর্জনার ইঁদুররা।

ছোট, তিনকোণা ভাঁজ দিয়ে রাখা হয় প্রেমপত্র বা ঘুড়ি ফলে সহজেই এগুলো ব্রা কিংবা জুতোর ভেতরে লুকিয়ে রাখা যায়। ট্রেসি দেখেছে ডাইনিং হল কিংবা কর্মক্ষেত্রে একজন আরেকজনের পাশ ঘেঁষে খাবার সময় সঙ্গোপনে হাতে গুঁজে দেয়া হচ্ছে এসব তেকোণা ঘুড়ি।

কয়েদীরা আকছার গার্ডদের প্রেমে পড়ছে, লক্ষ করেছে ট্রেসি। অবশ্য গার্ডদের ওপর কয়েদীরা সবকিছুর জন্যেই নির্ভরশীল। তাদের খাবার দাবার, তাদের কাপড়-চোপড়, এমনকী কখনো কখনো তাদের জীবনও। ট্রেসি অবশ্য কোনো গার্ডের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না।

এখানে সেক্স চলে দিন-রাত সবসময়। সেক্স হয় শাওয়ার রুমে, টয়লেটে, সেলে এবং রাতের বেলা গরাদের ফাঁক দিয়ে চলে ওরাল সেক্স। গার্ডদের 'স্ত্রী'দের রাতের বেলা সেলের তালা খুলে নিজেদের কোয়ার্টার্সে নিয়ে যায় গার্ডরা। এদের শীৎকার যাতে শুনতে না হয় সেজন্য রাতের বেলা কানে হাত চাপা দিয়ে রাখে ট্রেসি। মাঝে মাঝেই নতুন কোনো মেয়েকে ধর্ষণ করে সমকামীরা। সেই মেয়েটির করুণ আর্তনাদ কানে ভেসে আসে ট্রেসির। নিস্ফল আক্রোশে ছটফট করে। অবাক হয়ে ভাবে মেয়ে হয়ে কীভাবে আরেকটি মেয়ের ওপর এভাবে নির্যাতন চালাতে পারে মানুষ? ট্রেসির ধারণা ছিল কারাগারের কঠিন জীবন ওকে কঠিন মানুষে পরিণত করেছে। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে চোখের কোণে লুকিয়ে আছে অশ্রু।

সময় বয়ে চলে ধীরগতিতে। আর কারাগারের রুটিন কখনো বদলায় না

ভোর ৪:৪০ ওয়ার্নিং বেল।
ভোর ৪:৪৫ ঘুম থেকে ওঠা এবং কাপড় পরা।
সকাল ৫:০০ সকালের নাশতা।
সকাল ৫:৩০ সেলে ফিরে আসা।
সকাল ৫:৫৫ ওয়ার্নিং বেল।
সকাল ৬:০০ কাজে যাবার জন্য লাইন বেঁধে দাঁড়ানো।
সকাল ১০:০০ এক্সারসাইজ।
সকাল ১০:৩০ লাঞ্চ।
সকাল ১১:০০ কাজে যাবার জন্য লাইন বেঁধে দাঁড়ানো
বিকেল ৩:৩০ সাপার।
বিকেল ৪:০০ সেলে প্রত্যাবর্তন।
বিকেল ৫:০০ রিক্রিয়েশন রুম।
বিকেল ৬:০০ সেলে প্রত্যাবর্তন।
রাত ৮:৪৫ ওয়ার্নিং বেল।
রাত ৯:০০ বাতি নেভা।

নিয়ম-কানুনগুলো খুবই কঠোর। সকল কয়েদীকে খেতে যেতে হয়, লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় কথা বলা মানা।

সেলের লকারে পাঁচটির বেশি কসমেটিকের জিনিস রাখা যাবে না। সকালের নাশতা খেতে যাবার আগে বিছানা পরিপাটি করে রাখতে হবে এবং সারাদিন ওটি যেন পরিপাটি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জেলখানার মিউজিকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঝনঝন শব্দে ঘণ্টা বাজে, সিমেন্টের ওপরে পা টেনে টেনে চলার শব্দ, লোহার দরজা দুড়ুম শব্দে বন্ধ হবার আওয়াজ, দিনের বেলার ফিসফিস আর রাতের বেলার চিৎকার... ওয়াকি-টকিতে গার্ডদের কর্কশ গলা, খাওয়ার সময় ট্রের ঝনঝনানি....

একজন মডেল প্রিজনার হয়ে উঠছে ট্রেসি। কারাগারের রুটিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার শরীর সাড়া দেয়। তার শরীর জেলখানায় বন্দী থাকলেও মন নয়। কীভাবে এখান থেকে পালানো যায় সে চিন্তায় সারাক্ষণ ব্যাকুল থাকে মন।

কয়েদীদের বাইরে ফোন করার সুযোগ নেই। মাসে শুধু দু'বার বাইরে থেকে আসা ফোনে কথা বলতে পারে। তাও পাঁচ মিনিটের বেশি নয়। ট্রেসি ফোন পেল অটো স্মিডটের কাছ থেকে। সে জানালো ট্রেসির মা'র ফিউনারেল ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

'ধন্যবাদ, অটো, ধন্যবাদ।' দু'পক্ষেরই এছাড়া অন্যকিছু বলার অবকাশ নেই।

তারপর আর কোনো ফোন এল না ট্রেসির কাছে।

'তুমি বাইরের দুনিয়ার কথা ভুলে যাও মেয়ে', ওকে উপদেশ দেয় আর্নিস্টিন। 'ওখানে তোমার জন্য কেউ নেই।'

ভুল কথা, গম্ভীর মুখে মনে মনে বলে ট্রেসি। আছে, বাইরে লোক আছে। যাদের কথা কখনো ভুলবে না ও।

জো রোমানো

পেরি পোপ

জাজ হেনরী লরেন্স

অ্যান্থনি ওরসাত্তি

তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ।

ষোল

অনুশীলনীর মাঠে বিগ বার্নার সঙ্গে আবার টক্কর লাগল ট্রেসির। মাঠ বা ইয়ার্ডটি বৃহদাকারের একটি আউটডোর, আয়তাকার। মাঠের একদিক ঘিরে রেখেছে আউটার প্রিজন ওয়াল, অন্যদিকে কারাগারের ভেতর দিককার দেয়াল। প্রতিদিন সকালে এখানে আধঘণ্টা ব্যায়াম করার সুযোগ পায় কয়েদীরা। এখানে কথা বলার অনুমতি আছে তাদের, কয়েদীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, লাঞ্চের আগে লেটেস্ট খবর এবং গসিপ নিয়ে কথা বলে। মাঠে যেদিন প্রথম গেল ট্রেসি হঠাৎ মনে হলো ও স্বাধীন হয়ে গেছে, বুঝতে পারল খোলা আকাশের নিচে এসেছে বলে এরকম লাগছে। উঁচু দেয়াল ছাড়িয়ে সূর্য দেখতে পাচ্ছে সে, দেখছে পুঞ্জীভূত মেঘমালা, দূরের নীল আকাশ থেকে প্লেনের গুঞ্জন ভেসে এল।

'এই যে তুমি! তোমাকেই আমি খুঁজছি', বলল একটি কণ্ঠ।

ঘুরল ট্রেসি, বিপুল বপুর সুইডিশ মহিলাকে দেখল। এ কারাগারে আসার প্রথম দিনে এর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল ওর।

'শুনলাম তুমি নাকি এক কালুয়ার সঙ্গে খুব লটরপটর করছ?'

ট্রেসি মহিলার পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল কিন্তু সে বজ্রমুষ্টিতে খপ করে ধরে ফেলল ওর হাত 'কেউ আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যেতে পারে না', ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল মহিলা।

'বি নাইস, *littbarn* সে প্রকাণ্ড শরীরটা ট্রেসির গায়ে ঠেসে ধরে ওকে দেয়ালের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।

'ছাড়ো আমাকে।'

'তোমার আসলে দরকার ভালো একটি চোষণ। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? আর ওটাই তোমাকে আমি দেব। তুমি শুধু আমার হবে *alskade'*

ট্রেসির পেছন থেকে ভেসে এল চেনা কণ্ঠের কর্কশ স্বর, 'ওকে ছেড়ে দাও, ইউ অ্যাশহোল।'

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ. বড় বড় পাঞ্জাদুটি মুষ্টিবদ্ধ, ভাটার মতো জ্বলছে চোখ, কামানো মাথার খুলিতে রোদ চমকাচ্ছে।

'তুমি ওর জন্য যথেষ্ট নও, আর্নি।'

'আমি তোমার জন্য যথেষ্ট, বিস্ফোরিত হলো কৃষ্ণাঙ্গী। 'ওকে আবার বিরক্ত করেছ কী সকালের নাশতায় তোমার পাছার চামড়া তোমাকেই ভেজে খাওয়াবো।'

অকস্মাৎ যেন থম মেরে গেল বাতাস। তীব্র ঘৃণা নিয়ে দুই লড়াকু নারী পরস্পরকে দেখছে। *ওরা আমার জন্য মারামারি করে মরবে,* ভাবছে ট্রেসি। অকস্মাৎ উপলব্ধি করল এখানে ওর ভূমিকা খুবই গৌন। আর্নিস্টিনের বলা কথাটি মনে পড়ে গেল। *'এখানে তোমাকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। নিজের জায়গায় শক্তভাবে থাকতে না পারলে তুমি শেষ।'*

হার স্বীকার করে পিছিয়ে গেল বিগ বার্থা। তীব্র রোষকষায়িত দৃষ্টি হানল আর্নিস্টিনের দিকে তাকিয়ে। 'আমার কোনো তাড়া নেই,' ট্রেসির দিকে লোভাতুর চোখে চাইল সে। 'তোমাকে এখানে অনেকদিন থাকতে হবে, খুকী। আমিও তাই। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার।'

ঘুরে চলে গেল সে।

ওকে যেতে দেখল আর্নিস্টিন। 'মহিলা খুব খারাপ। শিকাগোর ওই নার্সের কথা শুনেছ যে তার সকল রোগীকে মেরে ফেলেছিল? সায়ানাইড দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে তাদের মৃত্যু উপভোগ করেছিল নার্সটা। ওই মহিলাই হলো বিগ বার্থা যে তোমার জন্য তেতে আছে, বেবী। তোমার সার্বক্ষণিক একজন সঙ্গী দরকার। কারণ ওই মহিলা তোমাকে সহজে ছাড়বে না।'

'তুমি আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে?'

বেজে উঠল ঘণ্টা।

'এখন সাপার খাবার সময়,' বলল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ।

সে রাতে নিজের বাঙ্কে শুয়ে আর্নিস্টিনের কথা ভাবছিল ট্রেসি।

যদিও মহিলা ট্রেসিকে আর স্পর্শ করার চেষ্টা করেনি কিন্তু আর্নিস্টিনকে একটুও বিশ্বাস করে না ও। আর্নিস্টিন আর তার সঙ্গীরা মিলে তার কী দশা করেছিল এ কথা জীবনেও ভুলবে না ট্রেসি। কিন্তু কালো মহিলাকে যে ওর বড্ড দরকার।

প্রতিদিন দুপুরে, সাপার শেষে, কয়েদীরা রিক্রিয়েশন রুমে একঘণ্টা সময় কাটানোর অনুমতি পায়। সেখানে তারা টিভি দেখে, আড্ডা দেয় কিংবা লেটেস্ট ম্যাগাজিন অথবা খবরের কাগজ পড়ে। একটি পত্রিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে একটি ছবিতে চোখ আটকে গেল ট্রেসির। তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ এবং তার নববধূর বিয়ের ছবি, হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে একটি চ্যাপেল থেকে। ছবিটি ঘুসির মতো আঘাত করল ট্রেসিকে। চার্লসের সুখী, হাসিমুখ দেখে ট্রেসির ভেতরের যন্ত্রণা শীতল ক্রোধে পরিণত হলো। একদা সে এ মানুষটির সঙ্গে নিজের সবকিছু ভাগ করে নিতে চেয়েছিল কিন্তু লোকটা তার দিকে পিঠ ফিরিয়েছে। ট্রেসি ঠাস করে বন্ধ করে ফেলল পাতাটা।

ভিজিটিং ডেগুলোতে জানা বা বোঝা যায় কোন কয়েদীর সঙ্গে তার বন্ধু অথবা আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে আসছে। কয়েদীরা সেদিন ধোয়া জামা-কাপড় পরে, মেকআপ নেয়।

আর্নিস্টিনকে সাধারণত দেখা যায় ভিজিটিং রুম থেকে হাসিমুখে, উৎফুল্লচিত্তে বেরিয়ে আসতে।

'আমার আল সবসময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে,' বলে সে ট্রেসিকে। 'আমি কবে ছাড়া পাবো সে অপেক্ষায় আছে ও। জানো কেন? কারণ আমি ওকে যে জিনিস দিই তা অন্য কোনো নারী দিতে পারে না।'

ট্রেসি তার বিভ্রান্ত ভাবটা লুকাতে পারল না। 'তুমি কি সেক্সের কথা বলছ?'

'নিশ্চয়। এ দেয়ালগুলোর আড়ালে যা ঘটে তার সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরার জন্য উষ্ণ শরীর দরকার হয় আমাদের– আমাদেরকে স্পর্শ করে বলবে আমাদেরকে সে ভালোবাসে। আমাদের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি, এরকম একটা অনুভূতি থাকা খুব দরকার। আর এ সম্পর্কটি স্থায়ী হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তবে আমি যখন বাইরে যাই– 'চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হলো আর্নিস্টিনের মুখ–' তখন আমি ফাকিং নিমফোম্যানিয়াকে পরিণত হই, বুঝলে?'

একটা বিষয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না ট্রেসি। সে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করল, 'আর্নি, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছ। কিন্তু কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল আর্নিস্টিন। 'আরে দূর, ওসব বাদ দাও তো।'

'না, না, আমি সত্যি জানতে চাই,' সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করল ট্রেসি, 'তোমার বন্ধু বান্ধব সবাই তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তুমি যা বলো ওরা তাই করে।'

'না মেনে চললে ওদের কপালে খারাবী আছে তাই।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে তো তোমার আচরণ অন্যরকম। কেন?'

'তুমি কি অনুযোগ করছ?'

'না, স্রেফ কৌতূহল।'

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল আর্নেস্টিন। 'তুমি আসলে ওদের মতো নও, বেবী। তোমার একটি ক্লাস আছে, আভিজাত্য আছে। ভোগ, টাউন এবং কান্ট্রি পত্রিকায় যেসব সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ছবি ছাপা হয়, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি তাদের মতো। এটা তোমার জন্য নয়। জানি না কীসের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, তবে আমার ধারণা কেউ তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।' ট্রেসির দিকে তাকাল সে, প্রায় লাজুক গলায় যোগ করল, 'আমার জীবনে ভালো মানুষের সঙ্গে খুব কম পরিচয় হয়েছে। তুমি তাদেরই একজন।' ঘুরল সে, পরের শব্দগুলো অস্পষ্ট শোনাল। 'তোমার বাচ্চাটার জন্য আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত।'

সে রাতে, বাতি নিভে যাবার পরে, অন্ধকারে ফিসফিস করল ট্রেসি, 'আর্নি, আমি পালাতে চাই। আমাকে সাহায্য করো, প্লিজ।'

'আমি ঘুবাবার চেষ্টা করছি, ফর ক্রাইস্ট শেক! এখন ভ্যাজর ভ্যাজর বন্ধ করো।'

পরদিন অনুশীলনীর মাঠে আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ আর বিগ বার্থার মধ্যে মারামারি লেগে গেল। কয়েদীরা সফটবল দেখছিল। তত্ত্বাবধানে ছিল গার্ডরা। বিগ বার্থা থার্ড পিচে বল পিটিয়ে ফার্স্ট বেসে ছুটছিল, ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল ট্রেসি। বিগ বার্থা আছড়ে পড়ল ট্রেসির গায়ে, ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে ওর ওপরে চড়াও হলো। ট্রেসির

দুই উরুর সংযোগস্থল খামচে ধরে ঘরঘরে গলায় বলল, 'আমাকে কেউ না বলার সাহস পায় না, ইউ কান্ট। আমি আজ রাতে তোমাকে নিতে আসছি, *littbarn* আয়াম গোয়িং টু ফাক ইয়োর অ্যাসঅফ।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে প্রবল ধস্তাধস্তি করছিল ট্রেসি, টের পেল ওর গায়ের ওপর থেকে টেনে তোলা হলো বিগ বার্থাকে। বিশালদেহী মহিলাকে ঘাড়ে ধরে টেনে তুলেছে আর্নিস্টিন, ঝাঁকাচ্ছে।

'ইউ গডড্যাম বিচ!' চিৎকার করছে আর্নিস্টিন। 'তোমাকে আমি সাবধান করেছিলাম!' সে বড় বড় নখ দিয়ে খামচি মেরে চিড়ে দিল বিগ বার্থার মুখ, খোঁচা মারল চোখে।

'আমি অন্ধ হয়ে গেলাম!' আর্তনাদ করে উঠল বিগ বার্থা। 'আমি অন্ধ হয়ে গেলাম!' সে আর্নিস্টিনের বুক চেপে ধরে প্রবল জোরে টানতে লাগল।' লেগে গেল মারামারি। একজন অপরজনকে ঘুসি মারছে, খামচি দিচ্ছে। ওদেরকে মারামারি করতে দেখে ছুটে এল চারজন গার্ড। যুদ্ধমান দুই লড়াকুকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তাদের ঘাম ছুটে গেল, দু'জনকেই ডাক্তারখানায় পাঠানো হলো। অনেক রাতে আর্নিস্টিন সেলে ফিরল। লোলা এবং পলিটা ছুটে গেল তার কাছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' ফিসফিসে গলায় জানতে চাইল ট্রেসি।

'আমি ঠিকই আছি,' আর্নিস্টিনের গলার স্বর ভোঁতা শোনাল।

ট্রেসি অনুমান করল ওর নিশ্চয় অনেক লেগেছে। ওকে আর্নিস্টিন বলল, 'গতকাল আমি প্যারোলের জন্য আবেদন করেছি। এখান থেকে শীঘ্রি চলে যাবো। কিন্তু তোমার জন্য দুসংবাদ আছে। ওই মহিলা তোমাকে ছাড়বে না। ও তোমাকে চুষে ছিবড়ে বানানোর পরে মেরে ফেলবে।'

নীরব আঁধারে শুয়ে রইল ওরা। শেষে আর্নিস্টিন আবার নীরবতা ভঙ্গ করল, 'কীভাবে এখান থেকে পালানো যায় সে বিষয় নিয়ে এখন তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

সতেরো

‘কাল থেকে তোমার গভর্নেসকে আর পাচ্ছ না,’ স্ত্রীকে জানালো ওয়ার্ডেন ব্রানিগান।

সু ইলেন ব্রানিগান বিস্ময় নিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। ‘কেন? এমির সঙ্গে জুডি তো খুব চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিল।’

‘জানি আমি। তবে জুডির শাস্তির মেয়াদ শেষ। কাল সকালে ও ছাড়া পাচ্ছে।’

চমৎকার একটি কটেজে বসে নাশতা করছে ওরা। নাশতার পয়সা আসে ওয়ার্ডেনের নিয়মিত বেতনের অতিরিক্ত প্রাপ্য ভাতা থেকে। তার প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে একজন বাবুর্চি, একজন কাজের বুয়া, একজন গাড়িচালক এবং তাদের মেয়ের দেখাশোনার জন্য একজন গভর্নেস। মেয়ে এমির বয়স পাঁচ ছুঁই ছুঁই। এ কটেজে যারা কাজ করে, ভৃত্যদের সকলেই আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামী বা ট্রাস্টি। পাঁচ বছর আগে সু ইলেন ব্রানিগান এখানে বাস করতে এসে রীতিমতো ভয়-ভীতির মধ্যে ছিল। কারাগারের চৌহদ্দির মধ্যে বসতবাড়ির বিষয়টিই ছিল অস্বস্তিকর, তার ওপর ঘর ভর্তি চাকরবাকরদের সকলেই সাজাপ্রাপ্ত ক্রিমিনাল।

‘ওরা যে মাঝরাত্তিরে আমাদের গলা কেটে বাড়িতে ডাকাতি করবে না কী করে জানো তুমি?’ স্বামীকে প্রশ্ন করেছিল ইলেন।

‘যদি করে,’ জবাব দিয়েছিল ওয়ার্ডেন,’ ওদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব আমি।’

তবে ইলেনের ভীতি শেষতক অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ট্রাস্টিরা জানপ্রাণ দিয়ে খাটাখাটুনি করে এ আশায় যে ভালো আচরণ করলে তাদের শাস্তির মেয়াদ হ্রাস পাবে, তারা নির্ধারিত সময়ের আগেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

‘এমিকে নিয়ে সবে নিশ্চিন্ত হতে শুরু করেছি আমি আর এরকম সময়ে কিনা এরকম খবর শোনালে তুমি আমায়?’ অনুযোগের সুরে বলে ইলেন। সে জুডির মঙ্গল কামনা করে কিন্তু এমিকে রেখে জুডি চলে যাক তাও চায় না। কে জানে জুডির নতুন গর্ভনেস কেমন হবে? বাচ্চাদের নিয়ে অচেনা মানুষজনের সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটানোর রোমহর্ষক ঘটনার কথা অনেক শুনেছে মিসেস ব্রানিগান।

‘জুডির জায়গায় কাকে আনবে ভেবেছ কিছু?’

ওয়ার্ডেন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছে। তাদের মেয়ের দেখাশোনার জন্য অন্তত জনাবারো ট্রাস্টি রয়েছে। কিন্তু তার বারবার মনে পড়ছে ট্রেসি হুইটনিকে। মেয়েটির কেস-এ কিছু একটা গড়বড় আছে যা ওয়ার্ডেনকে বিচলিত করে তোলে। সে পনের বছর ধরে একজন প্রফেশনাল ক্রিমিনোলজিস্ট, গর্ব করে কয়েদীদের সে যাচাই করতে পারে।

কিছু সাজাপ্রাপ্ত আসামী সত্যি খারাপ, কিন্তু কিছু আছে মুহূর্তের আবেগের বসে অপরাধ করে ফেলেছে। কিন্তু এ দুটোর কোনো শ্রেণীতেই ট্রেসি হুইটনিকে ফেলা যায় না বলে ব্রানিগানের ধারণা। মেয়েটি নিজেকে নিরপরাধ বলে দাবি করেছিল। তাতে মন গলেনি ওয়ার্ডেনের। কারণ সকল অপরাধীই নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে চায়। তাকে যে জিনিসটি ভাবাচ্ছে তা হলো যারা চক্রান্ত করে ট্রেসিকে জেলখানায় পাঠিয়েছে সেই মানুষগুলো। যদিও সে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না কিন্তু ট্রেসির ষড়যন্ত্রকারীদের সবার পরিচয়ই ভালোভাবে জানে। জো রোমানো একজন মাফিয়া, অ্যান্থনি ওরসাত্তির গোলাম। উকিল পেরি পোপ, বিচারপতি হেনরী লরেন্স সবার কথাই জানা আছে ব্রানিগানের।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওয়ার্ডেন ব্রানিগান। স্ত্রীকে বলল, 'হ্যাঁ, একজনের কথা ভেবেছি আমি।'

কারাগারের রান্নাঘরের বর্ধিত অংশে ফরমিকার একটি টেবিল আর খান কয়েক চেয়ার আছে। গোপন শলাপরামর্শ করার উৎকৃষ্ট স্থান। আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ এবং ট্রেসি এখানে এসেছে কথা বলতে, দশ মিনিটের বিরতির ফাঁকে। কফি পান করতে করতে কথা বলছে ওরা।

'আমাকে এখানে জোর করে টেনে আনলে, বলল আর্নিস্টিন। 'তোমার জরুরি কথাটা কী শুনি।'

দ্বিধান্বিত ট্রেসি। আর্নিস্টিনকে কি বিশ্বাস করা চলে? কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায়ও নেই। 'কয়েকজন মানুষ আমার পরিবার এবং আমার মস্ত ক্ষতি করেছে। আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'আচ্ছা? তারা কী করেছে?'

মন্থর গতিতে শব্দগুলো বেরিয়ে এল ট্রেসির মুখ থেকে, প্রতিটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেদনা।

'ওরা আমার মাকে হত্যা করেছে।'

'ওরা কারা?'

নামগুলো তুমি চিনতে পারবে কিনা জানি না। ওরা হলো জো রোমানো, পেরিপোপ, হেনরী লরেন্স নামে এক বিচারক, অ্যান্থনি ওরসাত্তি–'

মুখ হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর্নিস্টিন। 'যিশাস ক্রাইস্ট! তুমি এরমধ্যে আমাকে জড়িয়েছ?'

বিস্মিত ট্রেসি। 'তুমি এদের নাম শুনেছ?'

'*নাম শুনেছি!* আরে ওদের নাম কে না জানে? নিউ অর্লিন্সের একটা গাছের পাতাও নড়ে না ওরসাত্তি অথবা রোমানোর হুকুম ছাড়া। ওদের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। তোমাকে স্রেফ ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।'

প্রাণহীন গলায় ট্রেসি বলল, 'ওরা আমাকে ইতিমধ্যে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।'

আশপাশে তাকিয়ে দেখে নিল আর্নিস্টিন ওদের কথা কেউ শুনছে কিনা। 'হয় তুমি

একটা উন্মাদ অথবা আমার দেখা সবচেয়ে গাধা মেয়ে। ধরাছোঁয়ার বাইরের লোকদের নিয়ে কথা বলছ?' ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে। 'ওদের কথা ভুলে যাও। জলদি!'

'না, পারব না। এখান থেকে আমাকে বেরুতে হবে। সম্ভব?'

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইল আর্নিস্টিন। তারপর বলল, 'এ নিয়ে আমরা অনুশীলনের মাঠে বসে কথা বলব।'

মাঠের এক কোণে বসে কথা বলল দু'জনে।

'এ কারাগার থেকে বারোজন কয়েদী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল', জানালো আর্নিস্টিন। 'এদের মধ্যে দু'জন কয়েদী গুলি খেয়ে মারা যায়। বাকিরা ধরা পড়ে জেলখানায় ফিরে আসে।' কোনো মন্তব্য করল না ট্রেসি। 'টাওয়ারে মেশিনগান হাতে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিচ্ছে গার্ড। এরা মস্ত হারামী। কেউ পালিয়ে গেলে তাদের চাকরি চলে যাবে এ ভয়ে কাউকে পালাতে দেখলেই তারা গুলি করে তাদেরকে মেরে ফেলে। কারাগারের চারপাশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়া এবং মেশিনগানের বাধা ডিঙ্গোতে পারলেও হাউন্ড কুকুরের কবল থেকে রেহাই পাবে না। এ কুকুরগুলো মশার বায়ুত্যাগের গন্ধ শুঁকে মশা খুঁজে বের করে ফেলে। কয়েক মাইল দূরে রয়েছে ন্যাশনাল গার্ড স্টেশন, এখান থেকে কোনো কয়েদীর পালানোর খবর শুনলেই তারা বন্দুক এবং সার্চলাইটসহ হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেয়। তুমি জীবিত নাকি মৃত ধরা পড়লে তাতে কারও কিছু আসে যায় না। বরং জেলপালানো আসামীকে তারা মেরে ফেলার পক্ষপাতি। এতে অন্যরা পালানোর চিন্তা করতে নিরুৎসাহিত হয়।'

'কিন্তু লোকে তো তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে,' সাফাই গাইল ট্রেসি।

'যারা পালানোর চেষ্টা করে, বাইরে থেকে তাদের জন্য সাহায্য আসে– তাদের বন্ধুবান্ধব থাকে যারা বন্দুক, টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় ইত্যাদি চুরি করে। তাদের জন্য বাইরে সর্বদা গাড়ি অপেক্ষা করে।' বিরতি দিল আর্নিস্টিন। 'তবু তারা ধরা পড়ে।'

'ওরা আমাকে ধরতে পারবে না,' দৃঢ় প্রত্যয়ী ট্রেসি।

একজন মেট্রন উদয় হলো। ট্রেসিকে হেঁকে বলল, 'ওয়ার্ডেন ব্রানিগান তোমাকে দেখা করতে বলেছেন। জলদি।'

'আমাদের বাচ্চা মেয়েটিকে দেখাশোনার জন্য একজনকে দরকার, বলল ওয়ার্ডেন ব্রানিগান। 'এটা স্বেচ্ছাসেবকের চাকরি। ইচ্ছে হলে করবে না হলে নাই।'

আমাদের বাচ্চা মেয়েটিকে দেখাশোনার জন্য একজনকে দরকার।

দ্রুত চিন্তা করছে ট্রেসি। কাজটা নিলে ওর হয়তো পালাবার পথ সুগম হবে। ওয়ার্ডেনের বাড়িতে কাজ করলে কারাগারের সেটআপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

'আচ্ছা', বলল ট্রেসি, 'কাজটা আমি নেবো।'

খুশি হলো জর্জ ব্রানিগান। কেন জানি তার মনে হচ্ছিল এ মেয়েটির প্রতি তার একটা দায়িত্ব রয়েছে। 'গুড। প্রতি ঘণ্টায় ষাট সেন্ট মজুরি। মাসের শেষে তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হবে টাকাটা।'

কয়েদীদের হাতে নগদ অর্থ দেয়ার নিয়ম নেই। কয়েদীর মুক্তির সময় তাকে তার সমস্ত দেনা-পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হয়।

আমি এ মাসের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকছি না, ভাবল ট্রেসি। তবে মুখে বলল, 'বেশ, তাহলে তো ভালোই।'

'সকাল থেকেই লেগে পড়তে পারো কাজে। হেড মেট্রন তোমার ডিউটি বিস্তারিত বুঝিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন।'

ট্রেসির দিকে তাকাল ওয়ার্ডেন কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। শুধু বলল, 'ব্যস, এই-ই।

খবরটি কৃষ্ণাঙ্গীকে জানালে সে বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'এর মানে ওরা তোমাকে ট্রাস্টি করতে চাইছে। তুমি কারাগারে ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরার একটা সুযোগ পাবে। পালিয়ে যাওয়াটা হয়তো তাতে একটু সহজ হয়ে উঠবে।

'কীভাবে পালাবো?' জানতে চাইল ট্রেসি।

'তিনটে রাস্তা আছে তবে সবগুলোই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রথম রাস্তাটি হলো স্নিক-আউট। কোনো রাতে তোমার সেলের তালায় চুয়িংগাম ঢুকিয়ে লক জ্যাম করে রাখবে। তারপর তালা খুলে বেরিয়ে পড়বে। কাঁটাতারের বেড়ায় একটা কম্বল ছুড়ে দিয়ে, বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে পগারপার হবে।

পেছনে তখন ধাওয়া করবে কুকুর আর হেলিকপ্টার। ট্রেসির মনে হলো ওকে লক্ষ্য করে গার্ডরা মেশিনগান ছুড়ছে, গুলিতে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর। শিউরে উঠল ও। 'অন্য রাস্তা দুটো কী?'

'দ্বিতীয় রাস্তা হলো ব্রেক-আউট। এক্ষেত্রে কারো কপালে অস্ত্র ঠেকিয়ে জিম্মি করতে হবে। ধরা পড়লে তোমার শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যাবে আরো পাঁচ বছর।'

'আর তিন নম্বরটা?'

'ওয়াকওয়ে। ট্রাস্টিরা এ সুযোগ নিতে পারে। তবে একবার কারাগারের বাইরে যাওয়া মানে সারাক্ষণ ধাওয়া খাওয়া।'

ট্রেসি চিন্তা করল গার্ড, টাকা এবং আশ্রয় ছাড়া ওর পক্ষে পালানো খুবই মুশকিল হবে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর্নিস্টিন। 'পালাবার যথার্থ কোনো রাস্তা নেই, মেয়ে। এজন্যেই কেউ এখান থেকে পালাতে পারেনি।'

কিন্তু আমি পালাবো, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ট্রেসি। *অবশ্যই পালাবো।'*

আঠেরো

পরদিন ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো ট্রেসিকে। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী এবং বাচ্চার সঙ্গে সাক্ষাত হলে কী করবে এ নিয়ে একটু নার্ভাসই ছিল ও। কিন্তু কাজটা ওর সাংঘাতিক দরকার। স্বাধীনতার চাবিকাঠি যে রয়েছে এখানে।

বৃহদায়তনের গোছানো কিচেনে ঢুকল ট্রেসি। বসল। ওর বগল বেয়ে ঘাম ঝরছে। গোলাপরঙা একটি হাউসকোট পরে এক মহিলা আবির্ভূত হলো দোরগোড়ায়।

সে ট্রেসিকে বলল, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

মহিলা বসার উদ্যোগ নিয়েও মত বদলে দাঁড়িয়ে রইল। সু ইলেন ব্রানিগান স্বর্ণকেশী, বছর পঁয়তাল্লিশের এক সুশ্রী নারী। সে রোগা-পাতলা, অস্থির প্রকৃতির, সাজাপ্রাপ্ত ভৃত্যদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে কি ওদেরকে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ দেবে নাকি স্রেফ হুকুম চালাবে? ওদের সঙ্গে তার আচরণ কি বন্ধুর মতো হবে নাকি কয়েদীর মতো ব্যবহার করবে? সাজাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত চোর-ডাকাত এবং খুনিদের মাঝে বসবাস করার ভীতি থেকে সে এখনো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

'আমি মিসেস ব্রানিগান', হড়বড় করে বলল সে। এমি এখনো পাঁচে পা দেয়নি, তুমি তো জানোই এ বয়সে বাচ্চারা কেমন দুষ্টু হয়। ওকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হবে।' ট্রেসির বাম হাতে তার চোখ চলে গেল। ওখানে বিয়ের কোনো আংটি নেই, অবশ্য আজকাল এতে কিছুই বোঝা যায় না। *বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে।* একটু বিরতি নিয়ে সে জানতে চাইল, 'তোমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে?'

জন্ম নেয়ার আগেই মরে যাওয়া সন্তানটির কথা ভাবল ট্রেসি।

'জ্বী না।'

'ও, এই তরুণী হতচকিত করে তুলেছে সু এলেনকে। সে যেমনটি ভেবেছিল এ মেয়ে তেমনটি নয় মোটেই। এর মধ্যে আভিজাত্যের একটি ব্যাপার আছে। 'আমি এমিকে নিয়ে আসছি,' বলে দ্রুত চলে গেল সে।

চারপাশে চোখ বুলাল ট্রেসি। কটেজটা বেশ বড়, পরিচ্ছন্ন, দামী দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। ছোট্ট একটি মেয়ের হাত ধরে ঘরে ঢুকল সু ইলেন। 'এমি, এ হলো—' কয়েদীদের নাম ধরে ডাকার কোনো নিয়ম না থাকলেও সে ওর পরিচয় দিল, এ হলো ট্রেসি হুইটনি বলে।

‘হাই,’ বলল এমি। মা’র মতোই কৃশ স্বাস্থ্য পেয়েছে মেয়ে এবং গভীর বুদ্ধিদীপ্ত হরিণী চোখ। তেমন সুন্দর দেখতে নয় এমি তবে ওর ভেতরে বেশ একটা আন্তরিকতা আছে বোঝা যায়।

‘তুমি কি আমার নতুন ন্যানি?’

‘আমি তোমার দেখাশোনা করতে এসেছি।’

‘জুডি প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে, জানো? তুমিও কি প্যারোলে মুক্তি পাবে?

না, ভাবল ট্রেসি। বলল, ‘আমি এখানে অনেকদিন কাজ করব, এমি।’

‘খুব ভালো কথা,’ হাসিমুখে বলল সু ইলেন। বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ঠোঁট। ‘মানে–’ রান্নাঘরের দিকে ঘুরল সে, ট্রেসিকে তার কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগল দ্রুত।

‘এমির সঙ্গে খাবে তুমি। ওর জন্যে নিজেই নাশতা বানাতে পারো এবং সকালে ওর সঙ্গে খেলবে। বাবুর্চি লাঞ্চ পাঠিয়ে দেয়। লাঞ্চের পরে এমি একটু ঘুমায়। বিকেলে সে ফার্মে ছোটাছুটি করতে খুব পছন্দ করে। কীভাবে কী হচ্ছে তা বাচ্চাদের দেখানো ভালো, না?

‘নিশ্চয়।’

মূল কারাগারের বিপরীত দিকে খামার। কুড়ি একর জায়গা জুড়ে চাষাবাদ হচ্ছে সবজি এবং ফল। এসব চাষাবাদের কাজ ট্রাস্টি নামের বন্দীরাই করে। জমিতে সেচ দিতে বড়সড়, কৃত্রিম একটি হ্রদ আছে, চারদিক পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

পরবর্তী পাঁচটা দিন যেন নতুন জীবন ফিরে পেল ট্রেসি। অন্য সময়ে হলে কারাগারের নির্দয় চার চেয়ালের মাঝ থেকে মুক্ত হবার খুশি, ফার্মে হেঁটে বেড়ানো আর তাজা বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়ার আনন্দ বেশ উপভোগ করতে পারত ও। কিন্তু এখন শুধু সারাক্ষণ মস্তিষ্কে ভনভন করে পালাবার চিন্তা। এমির সঙ্গে যখন ডিউটি থাকে না, কারাগারে রিপোর্ট করতে হয় ওকে। রাতের বেলা সেলে বন্দী থাকে ট্রেসি, দিনের বেলা স্বাধীনতার ইল্যুশন কাজ করে মনে। কারাগারের কিচেনে নাশতা সেরে ও ওয়ার্ডেনের বাড়ি গিয়ে এমির জন্য প্রাতরাশ তৈরি করে। চার্লসের কাছ থেকে রান্নার পাঠটি ভালোই নিয়েছিল ট্রেসি তাই ওয়ার্ডেনের রান্নাঘরের তাকগুলো নানান সুখাদ্য দিয়ে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমির সকালের নাশতার মেনু খুব সাধারণ। সে শুধু ওটমিল আর সিরিয়াল খায় ফল দিয়ে। তারপর ছোট মেয়েটির সঙ্গে খেলা করে কিংবা বই পড়ে শোনায়। কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই ট্রেসি ছেলেবেলায় মা’র সঙ্গে যেসব খেলা খেলত সেগুলো শেখাতে শুরু করে এমিকে।

এমি পাপেট খুব পছন্দ করে। ট্রেসি ওর পাপেটগুলোকে নানান ভাষায় কথা বলায় ফরাসি, ইটালিয়ান, জার্মান তবে এমির সবচেয়ে পছন্দ পলিটার মেক্সিকান ভাষা। মেয়েটির খুশিখুশি চেহারার দিকে তাকিয়ে ট্রেসি ভাবে *এর সঙ্গে মানসিকভাবে কখনোই জড়াবো না আমি। ও শুধু আমার এখান থেকে পালিয়ে যাবার মাধ্যম।*

বিকেলে এমি ঘুম থেকে উঠে ট্রেসির সঙ্গে হাঁটতে বেরোয়। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায় দু’জনে। ট্রেসি এমন সব জায়গায় যায় যেখানে সে আগে কখনো যায়নি।

প্রতিটি জায়গার নির্গমণ এবং বহির্গমণ পথ খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করে ও, দেখে টাওয়ারে কখন গার্ড দেয়া হচ্ছে, কখন বদল হচ্ছে শিফট। ও নিশ্চিত হয়ে যায় আর্নিস্টিনের সঙ্গে পালাবার যে প্ল্যান পরিকল্পনা করেছিল তার কোনোটিই আসলে কাজে লাগবে না।

'কারাগারে যেসব সার্ভিস ট্রাক মাল দিতে আসে ওতে লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা কেউ করেনি? আমি দেখলাম দুধ এবং খাবারের ট্রাক–'

'ভুলে যাও।' ফাঁকা গলায় বলেছে আর্নিস্টিন। 'গেটে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিটি গাড়ি সার্চ করে দেখা হয়।'

একদিন সকালে, নাশতা খাওয়ার সময় এমি বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আপু। তুমি আমার মা হবে?'

কথাটা ধক করে লাগল ট্রেসির বুকে। 'তোমার মা-তো আছেই।' দু'জন মায়ের দরকার নেই।

'দরকার আছে। আমার বন্ধু স্যালি অ্যানের বাবা আবার বিয়ে করেছে। স্যালি অ্যানের এখন দুই মা।'

'তুমি স্যালি অ্যান নও,' কঠোর গলায় বলল ট্রেসি। 'নাশতা শেষ করো।'

ব্যথাতুর চোখে ওর দিকে তাকাল এমি। 'আমার আর খিদে নেই।'

'ঠিক আছে। এসো, তোমাকে বই পড়ে শোনাই।'

ট্রেসি বই পড়া শুরু করল, এমি নরম, ছোট্ট হাত রাখল ওর হাতে।

'তোমার কোলে বসে পড়ি?'

'না।' *তোমার নিজের পরিবারের কাছ থেকে এসব আদর সোহাগ নাওগে।* ভাবছে ট্রেসি। *তুমি আমার কেউ না। আমার কেউ নেই।*

কারাগারের রুটিন থেকে সরে আসা সহজ দিনগুলো রাতগুলোকে আরও বিভীষিকাময় করে তুলল। নিজের সেলে ফেরার কথা ভাবলেই গা ঘিনঘিন করে ট্রেসির, জানোয়ারের মতো খাঁচায় আর বন্দী থাকতে মন চায় না। অন্ধকার রাতে ভেসে আসা নতুন কয়েদী ধর্ষিতাদের চিৎকার আর আর্তনাদের মাঝে ও নিজেকে এখনো খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। যতক্ষণ চিৎকার শোনে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে ও। *রাতে একবার,* মনে মনে বলে ও, *এক রাতে বড়জোর একজনের চিৎকার আমি সহ্য করতে পারব।*

ও ঘুমায় খুব কম, সারাক্ষণই প্ল্যান আঁটতে থাকে মস্তিষ্ক। প্রথম পদক্ষেপ হলো এখান থেকে পলায়ন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ জো রোমানো, পেরি পোপ, জাজ হেনরী লরেন্স এবং অ্যান্থনি ওরসাত্তির ওপর শোধ নেয়া। তৃতীয় পদক্ষেপ চার্লস। কিন্তু তৃতীয় পদক্ষেপের কথা ভাবলে বুকের ভেতরটা চিনচিন করে ওঠে ব্যথায়। *যখন সময় আসবে তখন দেখা যাবে কী করব, মনে মনে বলে সে।*

বিগ বার্থার চোখের আড়াল হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ট্রেসি নিশ্চিত হস্তিনী ওর ওপর গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছে। সারাক্ষণ ওকে নজরদারী করে চলেছে। ট্রেসি

রিক্রিয়েশন রুমে ঢুকেছে, কিছুক্ষণ পরে ওখানে এসে হাজির বিগ বার্থা। ট্রেসি মাঠে গেছে, একটু পরেই সেখানেও উপস্থিত মহিলা।

একদিন বিগ বার্থা ট্রেসির কাছে এসে বলল, 'তোমাকে আজ ভারী সুন্দর লাগছে, littbarn আমাদের মিলনের জন্য আর তর সইছে না আমার।'

'আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।' তাকে সাবধান করে দিল ট্রেসি।

বিপুলা নারী হাসল। 'দূরে না থাকলে কী করবে? ওই কালুয়া মাগী কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়া পাচ্ছে। তোমাকে আমার সেলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি আমি।'

ট্রেসি কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাথা দোলাল বিগ বার্থা। 'আমি তা করতে পারবো। বিশ্বাস করো।'

ট্রেসি জানে ওর সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। আর্নিস্টিনের রিলিজের আগেই ওকে পালাতে হবে।

এমির হাঁটার প্রিয় জায়গা হলো তৃণভূমি যে জায়গাটা রঙ-বেরঙের ফুলে রংধনু হয়ে আছে। কাছেই প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ, ঘিরে রেখেছে কংক্রিটের নিচু দেয়াল। দেয়ালটা নেমে গেছে গভীর পানিতে।

'চলো না সাঁতার কাটি,' মিনতি করে এমি। 'প্লিজ, আপু।'

'এখানে সাঁতার কাটা নিষেধ,' বলল ট্রেসি। 'এ পানি সেচের জন্য।' ঠাণ্ডা, কাক-কালো পানির দিকে তাকিয়েই আত্মা উড়ে গেছে ওর। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে সমুদ্র-স্নান করতে গিয়ে ও ডুবে মারা যাচ্ছিল। তখন থেকে পানিতে ভীষণ ভয় ট্রেসির।

বাবা ওকে কাঁধে নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়েছিল। ও ভয়ে চিৎকার করছিল বলে বাপ বলেছিলেন, বাচ্চাদের মতো কান্না-কাটি কোরো না। তারপর তিনি ওকে ঠাণ্ডা পানিতে ছুড়ে দেন। যখন প্রায় ডুবে মরার জোগাড় ওই সময় ভীত, আতংকিত ট্রেসিকে বাবা পানি থেকে তুলে নেন।

খবরটা শুনে চমকে গেল ট্রেসি। যদিও এরকম একটা খবর শুনবে বলে মোটামুটি প্রস্তুতই ছিল ও।

'আমি আগামী শনিবারের পরে এখান থেকে চলে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল আর্নিস্টিন।

কলজেটা জমে যেন বরফ হয়ে গেল ট্রেসির। বিগ বার্থার সঙ্গে সম্প্রতি ঝগড়ার কথা আর্নিস্টিনকে জানায়নি ও। ওকে সাহায্য করার জন্য এখানে আর আর্নিস্টিন থাকবে না। ট্রেসিকে নিজের সেলে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি নিশ্চয় আছে বিগ বার্থার। এ ভয় থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু বললেই ওর লাশ পড়ে যাবে। কারাগারের প্রতিটি কয়েদী ওর ওপর ক্ষেপে উঠবে। আর্নিস্টিন বলেছিল এখানে টিকে থাকতে হলে লড়াই করে টিকতে হবে। ঠিক আছে, ট্রেসি লড়াই-ই করবে।

সে আর্নিস্টিনের সঙ্গে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে আবার কথা বলল। কিন্তু একটি পরিকল্পনাও জুৎসই লাগল না উভয়ের কাছেই।

'তুমি কোনো গাড়ি পাচ্ছ না, বাইরে তোমাকে সাহায্য করার মতো কেউ থাকছে না। ধরা যে খাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর তোমার ওপরে নরক ধ্বসে পড়বে। তারচেয়ে বরং চুপচাপ, শান্তিতে কাটিয়ে দাও বছরগুলো। মেয়াদ শেষে ছাড়া পাবে।'

কিন্তু ট্রেসি জানে শান্তিতে কাটানোর অবকাশ ওর নেই। বিশেষ করে বিগ বার্থা যখন ওর পিছু লেগে আছে। ওই দানবী সমকামীর কথা ভাবলেই অসুস্থবোধ করে ট্রেসি।

আজ শনিবার সকাল বেলা। আর্নিস্টিন আর সাতদিন পরে রিলিজ পাবে। সু ইলেন ব্রানিগান সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে এমিকে নিয়ে নিউ অর্লিন্সে গেছে। ট্রেসি জেলখানার রান্নাঘরে কাজ করছে।

'নার্স মেইডের কাজ কেমন চলছে?' জানতে চাইল আর্নিস্টিন।'

'ভালোই।'

'ছোট্ট মেয়েটাকে দেখেছি আমি। খুব মিষ্টি।'

'খারাপ না,' ট্রেসির গলা ভাবাবেগশূন্য।

'এখান থেকে মুক্তি পাবো ভাবতেই দারুণ লাগছে। তোমাকে একটা কথা বলি শোনো, আর জীবনেও জেলখানার ছায়া মাড়াচ্ছি না আমি। আমি আর আল বাইরে থেকে তোমার জন্য যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি–'

'সবাই পথ ছাড়ো,' হাঁক ছাড়ল একটি পুরুষ কণ্ঠ।

ঘুরল ট্রেসি। একজন লন্ড্রিম্যান একটি প্রকাণ্ড কার্টে ইউনিফর্ম আর লিনেনের বিশাল একটি স্তূপ ঠেলে নিয়ে আসছে। ট্রেসি বিস্মিত হয়ে দেখল লোকটা কার্ট ঠেলতে ঠেলতে এক্সিটের দিকে চলে গেল।

'যা বলছিলাম আমি আর আল যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি– ধরো কিছু জিনিসপত্র পাঠালাম–'

'আর্নি, লন্ড্রি ট্রাক এখানে কী করছে? জেলখানার নিজেরই তো লন্ড্রি আছে।'

'ওগুলো গার্ডদের জন্য।' হেসে উঠল আর্নিস্টিন। 'ওরা ওদের ইউনিফর্ম সাধারণত জেলখানার লন্ড্রিতে পাঠায়। তবে ছেড়া জামা-কাপড়ের মধ্যে ওরা অশ্লীল চিঠি লুকিয়ে রাখে। এরপর ওগুলো বাইরের লন্ড্রিতে পাঠায়। বলে হাসতে লাগল সে।

তবে ট্রেসি তার হাসি শুনছে না। সে এখন জানে কীভাবে এখান থেকে পালাতে হবে।

উনিশ

'জর্জ, আমার মনে হচ্ছে না ট্রেসিকে আমরা আর কাজে লাগাতে পারব।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইল ওয়ার্ডেন ব্রানিগান। 'কেন? কী হয়েছে?'

'ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এমিকে পছন্দ করে না ট্রেসি। হয়তো শিশুদেরকেই ও ভালোবাসে না।'

'এমির সঙ্গে ও নিশ্চয় খারাপ ব্যবহার করেনি, করেছে কি? ওকে চড় থাপ্পর মারা কিংবা চিৎকার করে কথা বলা?'

'না।'

'তাহলে?'

'গতকাল এমি ছুটে গিয়ে ট্রেসিকে জড়িয়ে ধরেছিল, ট্রেসি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছি কারণ এমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসে। সত্যি বলতে কী এজন্য খানিকটা ঈর্ষাও লাগে আমার। এ জন্যেই কী আমি ট্রেসির ওপর বিরক্ত?'

হেসে উঠল ব্রানিগান। 'এর অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে, সু ইলেন। তবে আমার ধারণা এমির দেখাশোনার জন্য ট্রেসি হুইটনি ঠিক আছে। তবে মেয়েটি যদি সত্যি তোমাকে কোনো ঝামেলায় ফেলে বা যন্ত্রণা দেয়, আমাকে জানিও। আমি ব্যবস্থা নেবো।'

'ঠিক আছে,' স্বামীর জবাব সন্তুষ্ট করতে পারেনি সু ইলেনকে। সে বুরুশ কাঁটা দিয়ে সুয়েটার বুনতে লেগে গেল। জর্জের সঙ্গে তার কথা এখনো শেষ হয়নি।

'এতে কেন কাজ হবে না?'

'আমি তো তোমাকে বললামই মেয়ে। গেট দিয়ে যত ট্রাক যায় সবগুলো সার্চ করে দেখে গার্ডরা।'

'কিন্তু ট্রাক বোঝাই লন্ড্রির কাপড় চোপড় যাচ্ছে– এজন্য সমস্ত কাপড়চোপড় চেক করে দেখতে হবে?'

'দেখার দরকার হয় না। জুডি চলে যায় ইউটিলিটি রুমে, সেখানে একজন গার্ডের সামনে ওতে কাপড়চোপড় ভর্তি করা হয়।'

ট্রেসির মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। 'আর্নি.. কেউ যদি পাঁচ মিনিটের জন্য গার্ডকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে?'

'তাতে কী এসে–' থেমে গেল আর্নিস্টিন, ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'কেউ ওকে কিছুক্ষণের জন্য ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, সেই ফাঁকে তুমি ঝুড়িতে ঢুকে লন্ড্রির কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখবে।' মাথা ঝাঁকাল সে।

'হুম, এতে কাজ হতে পারে বটে।'

'তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

একটু ভেবে নিয়ে মৃদু গলায় জবাব দিল আর্নিস্টিন। 'হুঁ। আমি তোমাকে সাহায্য করব। বিগ বার্থার পাছায় লাথি মারার এটাই আমার শেষ সুযোগ।'

ট্রেসি হুইটনি যে জেল পালাতে চায় সে খবর জেলখানার প্রায় সব কয়েদীই জেনে গেছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে গোপনে কানাকানি চলছে। কয়েদীদের সবাই কোনো না কোনো সময় জেল পালানোর চিন্তা করে কিন্তু সাহস করে উঠতে পারে না। কারণ গার্ড, কুকুর, হেলিকপ্টার ইত্যাদি বাধা পেরিয়ে পলায়ন প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। আর ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ।

আর্নিস্টিনের সাহায্যে ট্রেসির পলায়ন পরিকল্পনা এগিয়ে চলল দ্রুত। আর্নিস্টিন ট্রেসির শরীরের মাপ নিল। মিলিটারি শপ থেকে জামা বানানোর যাবতীয় উপাদান জোগাড় করল লোলা। আরেক ব্লকে গিয়ে জামা সেলাইয়ের ব্যবস্থা করল পলিটা। ওয়াড্রোব বিভাগ থেকে কারাগারের একজোড়া জুতো চুরি করে ড্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা হলো। ভেলকিবাজির মতো হাজির হয়ে গেল একটা হ্যাট, গ্লাভস এবং পার্স।

'এখন তোমার জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে,' আর্নিস্টিন বলল ট্রেসিকে। 'তোমার ক্রেডিট কার্ড আর ড্রাইভিং লাইসেন্স দরকার হবে।'

'কিন্তু কীভাবে আমি–?'

হাসল আর্নিস্টিন। 'এসব দায়িত্ব ওল্ড আর্নি লিটলচ্যাপের ওপরে ছেড়ে দাও।'

পরদিন সন্ধ্যায় আর্নিস্টিন তিনটি প্রথম সারির ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ট্রেসির হাতে তুলে দিল জেন স্মিথ নামে।

'এখন বাকি রইল শুধু ড্রাইভারের লাইসেন্স।'

মাঝরাতের খানিক পরে সেলের দরজা খোলার শব্দ পেল ট্রেসি। কেউ একজন চুপিসারে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল ট্রেসি, মুহূর্তে সতর্ক।
একটি কণ্ঠ ফিসফিস করে বলল, 'হুইটনি চলো।'

কণ্ঠস্বর চিনতে পারল ট্রেসি। এ হলো লিলিয়ান। একজন ট্রাস্টি। 'কী জন্য এসেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

অন্ধকারে ভেসে এল আর্নিস্টিনের কণ্ঠ।

'এমন গাধা মেয়ে হলে কী করে তুমি? কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ ওর সঙ্গে চলে যাও।'

লিলিয়ান মৃদু গলায় বলল, 'আমাদের দ্রুত কাজ সারতে হবে। ধরা পড়লে ওরা আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে। এসো।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' জানতে চাইল ট্রেসি। লিলিয়ানের পিছু পিছু অন্ধকার

করিডোর ধরে একটি সিঁড়ির সামনে চলে এল ও। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, ডানে-বামে তাকিয়ে কোনো গার্ডের চিহ্ন নেই নিশ্চিত হয়ে ওরা দ্রুত হলওয়ে পার হয়ে একটি ঘরে এল। এ ঘরেই ট্রেসির আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছিল আর ছবি তুলেছিল। ধাক্কা মেরে দরজা খুলল লিলিয়ান। 'এখানে,' ফিসফিসাল সে।

ট্রেসি ওর সঙ্গে ঘরে ঢুকল। ভেতরে আরেকজন কয়েদী অপেক্ষা করছিল।

'দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।' তার কণ্ঠ ভীত।

ট্রেসি দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, উত্তেজনায় মোচড় খাচ্ছে পেট।

'ক্যামেরার দিকে তাকাও। কামঅন। রিল্যাক্স ভঙ্গিতে ক্যামেরার দিকে তাকাও।'

আশ্চর্য তো, ভাবছে ট্রেসি। এমন নার্ভাস তো জীবনে লাগেনি। ক্লিক শব্দ তুলল ক্যামেরা।

'সকালে ডেলিভারি দেয়া হবে ছবি,' বলল মেয়েটি। 'এটা তোমার ড্রাইভারের লাইসেন্সের ছবি। এখন জলদি ভাগো।'

ফেরার পথ ধরল ট্রেসি এবং লিলিয়ান। লিলিয়ান বলল, 'শুনলাম তুমি নাকি ঘর বদলাচ্ছ?'

বরফ হয়ে গেল ট্রেসি, 'কী?'

'কেন, তুমি জানো না? বিগ বার্থার সেলে ট্রান্সফার হচ্ছো তুমি?'

ট্রেসির জন্য অপেক্ষা করছিল আর্নিস্টিন, লোলা এবং পলিটা। ও সেলে ঢুকলে সবাই একযোগে জানতে চাইল, 'কাজ হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'শনিবারের মধ্যে তোমার ড্রেস রেডি হয়ে যাবে,' জানাল পলিটা।

ওইদিন আর্নিস্টিন রিলিজ হবে। ওটা আমার ডেডলাইন মনে মনে বলল ট্রেসি।

নিচু গলায় আর্নিস্টিন বলল, 'সব ঠিকঠাকমতো চলছে। শনিবার বেলা দুটোর সময় দেয়া হবে লন্ড্রি। দেড়টার মধ্যে ইউটিলিটি রুমে হাজির থাকবে তুমি। গার্ডকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। লোলা ওকে পাশের ঘরে ব্যস্ত রাখবে। পলিটা ইউটিলিটি রুমে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। তার কাছে তোমার জামাকাপড় থাকবে। তোমার পরিচয়পত্র পাবে তোমার পার্সে। কারাগারের লন্ড্রি থেকে তুমি বেরিয়ে যাবে সোয়া দুটোর সময়।'

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ট্রেসির। পালাবার কথা বললেই শরীরে শুরু হয়ে যায় কাঁপুনি। কয়েদী বাঁচল কী মরল তাতে কারও কিছু আসে যায় না। ফেরারী আসামীকে মেরে ফেলতে পারলেই বরং গার্ডরা খুশি হয়, মনে পড়ে গেল ওর।

কয়েকদিনের মধ্যেই ও মুক্ত হতে জেল পালাবে। পরবর্তীতে কী ঘটবে জানাই আছে। ওরা একসময় ঠিকই ওকে ধরে ফেলবে। তবে তার আগে নিজের প্রতিজ্ঞাগুলো রক্ষা করবে ট্রেসি।

কারাগারের গোপন কানাঘুষোয় সকলের জানা হয়ে গেছে ট্রেসিকে নিয়ে আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ আর বিগ বার্থার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। এখন কথাটা ছড়িয়ে গেল যে ট্রেসি বিগ

বার্থার সেলে ট্রান্সফার হচ্ছে। তবে ট্রেসি যে পালানোর মতলব করেছে তা কেউ বিগ বার্থাকে বলল না। সে খারাপ খবর শুনতে চায় না। যেদিন ট্রেসির পালানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, ওইদিন সকালে কেবল খবরটা জানতে পারল বিগ বার্থা। যে মেয়েটা ট্রেসির ছবি তুলেছিল সে-ই বিগ বার্থাকে খবরটা দিল।

অলক্ষুণে গাম্ভীর্য নিয়ে সংবাদটি শুনল বিগ বার্থা। শুনে রাগে ফুলতে লাগল সে।

'কখন?' কেবল একটা প্রশ্নই করল বিগ বার্থা।

'আজ বেলা দুটার সময়, বার্ট। ওরা ওকে ইউটিলিটি রুমের লন্ড্রি হ্যাঙ্গারের তলায় লুকিয়ে রাখবে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বিগ বার্থা। চিন্তা করছে। তারপর একজন মেট্রনের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি এক্ষুনি ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

সে রাতে এক ফোঁটা ঘুম হলো না ট্রেসির। টেনশনে প্রায় অসুস্থ হবার দশা। কয়েকমাস ছিল ও কারাগারে, মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে থাকছে। অন্ধকারে নিজের বাঙ্কে শুয়ে অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর।

শকওয়েভের মতো করিডোর কাঁপিয়ে বেজে উঠল সকালের ঘণ্টি। ট্রেসি ঝট করে উঠে পড়ল বিছানায়, ভেঙে গেছে কাঁচা ঘুম। আর্নিস্টিন ওকে লক্ষ্য করছিল। বলল, 'কেমন লাগছে, মেয়ে?'

'ভালো', মিথ্যা বলল ট্রেসি। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ, বুকের ভেতরে দুড়ুম দুড়ুম।

'আমরা দু'জনেই আজ জেলখানা ছাড়ছি।'

ঢোক গিলতে কষ্ট হলো ট্রেসির। 'আ-আ।'

'তুমি নিশ্চিত ওয়ার্ডেনের বাড়ি থেকে দেড়টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারবে?'

'সমস্যা হবে না। এমি দুপুরের খাওয়া সেরেই ঘুমিয়ে পড়ে।' পলিটা বলল, 'দেরি যেন না হয়। তাহলে কিন্তু সবকিছু ভেস্তে যাবে।'

'দেরি হবে না।'

আর্নিস্টিন তোশকের তলা থেকে একতাড়া নোট বের করল।

'এগুলো রাখো। দরকার পড়বে। এখানে দুশো ডলার আছে।'

'আর্নি, আমি জানি না কীভাবে তোমাকে–'

'ওহ্, মেয়েটা খালি কথা বলে। টাকাগুলো নাও তো।'

জোর করে কিছু নাশতা গিলল ট্রেসি। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে, শরীরের প্রতিটি পেশী ব্যথায় আড়ষ্ট।

রান্নাঘরে টানটান, অস্বাভাবিক নীরবতা, ট্রেসি হঠাৎ বুঝতে পারল এর কারণ আসলে সে। 'সব জানি' ধরনের চাউনি আর ফিসফাসের কেন্দ্রবিন্দু সে। শীঘ্রি একটা ব্রেক আউটের ঘটনা ঘটছে আর এ নাটকের নায়িকা ট্রেসি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয় ও

মুক্ত হবে নতুবা মারা যাবে।

নাশতা অসমাপ্ত রেখে টেবিল ছাড়ল ট্রেসি, পা বাড়াল ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের বাড়ি অভিমুখে। গার্ড করিডোরের দরজার তালা খুলছে, ট্রেসি মুখোমুখি হয়ে গেল বিগ বার্থার। পাহাড়ের মতো শরীর নিয়ে মহিলা ওর দিকে দাঁত বের করে হাসছে।

ও একটা দারুণ চমক খাবে, ভাবছে ট্রেসি।

ও এখন আমার ভাবছে বিগ বার্থা।

কুড়ি

এমন ধীর গতিতে পার হচ্ছে সকাল, ভীষণ অস্থির লাগছে ট্রেসির। মিনিটগুলো যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এমিকে বই পড়ে শোনাচ্ছে কিন্তু কী পড়াচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। টের পেল জানালা দিয়ে ওকে লক্ষ্য করছে মিসেস ব্রানিগান।

'আপু, চলো লুকোচুরি খেলি।'

এখন কিছু খেলতে ইচ্ছে করছে না ট্রেসির। কিন্তু এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে মিসেস ব্রানিগানের মনে জাগতে পারে সন্দেহ। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ও। 'হ্যাঁ, চলো। তুমি আগে লুকাও, এমি।'

বাংলোর সামনের উঠোনে খেলতে লাগল ওরা। দূরের বিল্ডিংয়ের দিকে নজর ট্রেসির। ওই ভবনে রয়েছে ইউটিলিটি রুম। ওখানে কাঁটায় কাঁটায় দেড়টার সময় ওকে পৌঁছাতে হবে। ওর জন্য তৈরি করা নতুন পোশাক পরে নেবে, পৌনে দুটো নাগাদ ক্লোথ হ্যাম্পারের নিচে, ইউনিফর্ম আর লিনেনের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে। হ্যাম্পার নিতে দুটোর সময় আসবে লন্ড্রি ম্যান এবং ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে। সোয়া দুটোর সময় গেট থেকে ট্রাক বেরিয়ে ছুটবে কাছের শহরে, ওখানে ধোলাই কারখানা আছে।

সামনের সিটে বসে ট্রাকের ড্রাইভার গাড়ির পেছনটা দেখতে পাবে না। ট্রাক শহরে ঢুকলে যখন ট্রাফিকের লাল আলোয় দাঁড়িয়ে পড়বে ওই সময় আমি দরজা খুলে, স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে নেমে পড়ব রাস্তায়। তারপর কোনো বাসে করে পগারপার হবো।

'তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?' ডাক দিল এমি। একটি ম্যাগনোলিয়া গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকিয়েছে ও। অর্ধেকটা শরীর দেখা যাচ্ছে। হাসি থামাতে মুখে হাত চেপে ধরল এমি।

ওকে আমি মিস করব, ভাবছে ট্রেসি। *যখন এখান থেকে চলে যাব যে দু'জন মানুষকে আমার খুব মনে পড়বে তাদের একজন হলো ন্যাড়া মাথা, কালো এক সমকামী নারী, অপরজন ছোট্ট একটি মেয়ে।*

বাড়ির ভেতর থেকে ওদের খেলা দেখছে সু ইলেন। ট্রেসির আচরণ তার কাছে কেমন বেখাপ্পা ঠেকছে। সারাটি সকাল সে মেয়েটিকে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেছে, যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছিল, এমির দিকে তার নজর ছিল না মোটেই।

লাঞ্চে জর্জ বাড়ি ফিরলে বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলব, সিদ্ধান্ত নিল সে। *ট্রেসিকে আমি বাদ দিয়ে দেব।*

উঠোনে ট্রেসি আর এমি কিছুক্ষণ ব্যাঙ লাফানো খেলল, খেলতে খেলতে ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল, এমির লাঞ্চ খাওয়ার সময়। ট্রেসির অ্যাকশনে নেমে পড়ার সময়। এমিকে নিয়ে কটেজে ঢুকল ও।

সু ইলেনকে বলল ট্রেসি, 'আমি এখন যাচ্ছি, মিসেস ব্রানিগান।'

'কী? ওহ্ তোমাকে কেউ কিছু বলেনি, ট্রেসি? আজ আমাদের বাড়িতে কিছু ভিআইপি অতিথি আসবেন। তারা দুপুরের খাবার এখানেই খাবেন। কাজেই এমি আর দুপুরে ঘুমাবার সুযোগ পাচ্ছে না। ওকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।'

ট্রেসির ইচ্ছে করল চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে। 'আ-আমি পারব না, মিসেস ব্রানিগান।'

কঠোর হলো সু ইলেনের চেহারা। 'পারবে না মানে কী?'

মহিলাকে রেগে উঠতে দেখে শংকা বোধ করল ট্রেসি। ভাবল একে আপসেট করা ঠিক হবে না। তাহলে সে ওয়ার্ডেনকে বলে দেবে আর আমাকে ফিরে যেতে হবে সেলে।

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ট্রেসি। 'মানে বলছিলাম কী... ট্রেসি তো এখনো লাঞ্চ করেনি। ওর খিদে পেয়ে যাবে।'

'আমি বাবুর্চিকে বলে দিচ্ছি সে তোমাদের দু'জনকে পিকনিক লাঞ্চ দিয়ে দেবে। মাঠে গিয়ে একটু ঘুরে এসো না। এমি পিকনিক খুব পছন্দ করে। তাই না, সোনা?'

'আমি পিকনিক খুব পছন্দ করি,' আকুতি ভরা চোখে ট্রেসির দিকে তাকাল এমি। 'চলো না, আপু, যাই?'

ট্রেসি মিসেস ব্রানিগানের দিকে তাকাল। 'ক-কখন এমিকে নিয়ে বাসায় ফিরব?'

'তিনটার দিকে ফিরলেই চলবে। ততক্ষণে অতিথিরা চলে যাবেন।'

ততক্ষণে লন্ড্রির ট্রাকও চলে যাবে, ভাবল ট্রেসি। বোঁ করে ঘুরে উঠল দুনিয়া। 'আমি–'

'তুমি ঠিক আছ তো? কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

সেরেছে। মহিলা যদি ভেবে বসে সে অসুস্থ তাহলে এখনই তাকে হাসপাতালে পাঠাবে। হাসপাতালে ট্রেসির আপদমস্তক পরীক্ষা করে দেখা হবে। ও আর সময়মতো ওখান থেকে বেরুতে পারবে না। অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

স্থির দৃষ্টিতে ট্রেসির দিকে তাকিয়ে আছে মিসেস ব্রানিগান।

'আমি ঠিক আছি।'

মেয়েটির কিছু একটা হয়েছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল সু ইলেন। নাহ ওর জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে আসার জন্য জর্জকে বলতেই হবে।

খুশিতে চকচক করছে এমির চোখ। 'তোমাকে আমি বিরাট একটা স্যান্ডউইচ খেতে দেব, আপু। আমরা খুব মজা করব, না?'

কোনো জবাব দিল না ট্রেসি।

ভিআইপি ট্যুরটি একটি সারপ্রাইজ ভিজিট। গভর্নর উইলিয়াম হেবার নিজে প্রিজন রিফর্ম কমিটিকে এসকর্ট করে নিয়ে এলেন জেলখানায়। বছরে অন্তত একবার এ যন্ত্রণা সইতেই হয় ওয়ার্ডেন ব্রানিগানকে।

'এটার সঙ্গে টেরিটরির সম্পর্ক, জর্জ, বলেছিলেন গভর্নর। 'জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখো, তোমার পরিবারকে বোলো যেন হাসিমুখে থাকে, ব্যস, তাহলেই আমরা আবার বাজেট বাড়াতে পারবো।'

গভর্নর হেবার এবং তাঁর আমন্ত্রিত অতিথিদের আসার কথা সকাল দশটায়। তারা আগে জেলখানার ভেতরটা দেখবেন, খামারবাড়িতে যাবেন তারপর ওয়ার্ডেনের সঙ্গে তার বাড়িতে দুপুরের খানা খাবেন।

বিগ বার্থা খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল সে। তাকে জানানো হয়েছে, 'ওয়ার্ডেন আজ খুব ব্যস্ত থাকবেন। আগামী কাল দেখা করতে পারো। তিনি–'

'আগামীকাল জাহান্নামে যাক।' বিস্ফোরিত হয়েছে বিগ বার্থা। 'আমি ওনার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই। ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

কারাগারে যে স্বল্প ক'জন কয়েদী এরকম হম্বিতম্বি করতে পারে বিগ বার্থা তাদের একজন। কারাগার কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা বিগ বার্থাকে দাঙ্গা বাঁধাতে দেখেছেন আবার সে ওই দাঙ্গা থামিয়েওছে। পৃথিবীর কোনো জেলখানাই কয়েদী নেতাদের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না আর বিগ বার্থা একজন নেতা।

ওয়ার্ডেনের বাইরের অফিসে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসেছিল বিগ বার্থা। তার বিশাল বপু চেয়ারে যেন আঁটছিল না। ওয়ার্ডেনের সেক্রেটারি তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছিল মহিলার চেহারা যে কী কুৎসিত! দেখলেই গা ছমছম করে।

'আর কতক্ষণ?' গর্জন ছাড়ল বিগ বার্থা।

'আর বেশিক্ষণ লাগবে না। ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কয়েকজন লোক আছেন। তিনি সকাল থেকেই খুব ব্যস্ত।'

বিগ বার্থা বলল, 'ওনার আরো ব্যস্ত হয়ে ওঠার সময় আসছে।' ঘড়ি দেখল সে। পোনে একটা বাজে। এখনো অনেক সময় আছে হাতে।

দিনটি চমৎকার, মেঘহীন, উষ্ণ, বাগান থেকে ফুলের মিষ্টি সৌরভ বয়ে আনছে ঝিরঝিরে বাতাস। লেকের কাছে, সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমিনের ওপর একটি টেবিলক্লথ পেতে দিয়েছে ট্রেসি, এমি তৃপ্তি নিয়ে এগ সালাদ স্যান্ডউইচ চিবুচ্ছে। দুপুর পার হয়ে বেলা যাচ্ছে বিকেলের দিকে। ট্রেসিকে দ্রুত চিন্তা করে কোনো রাস্তা বের করতে হবে নইলে স্বাধীনতার শেষ সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দুপুর একটা দশ। ওয়ার্ডেনের রিসেপশন অফিসে ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের সেক্রেটারি ফোন নামিয়ে রেখে বিগ বার্থাকে বলল, 'আমি দুঃখিত। ওয়ার্ডেন বলছেন আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। আরেকদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে–'

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল বিগ বার্থা। 'ওনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। খুব জরুরি।'

'কাল দেখা কোরো।'

বিগ বার্থা বলতে যাচ্ছিল 'কাল অনেক দেরি হয়ে যাবে,' কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। তবে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয় সে।

ট্রেসি হুইটনিকে ওর কাছ থেকে পালাতে দেবে না বিগ বার্থা। সে জেলখানার লাইব্রেরিতে ঢুকল, ঘরের দূরপ্রান্তের একটি লম্বা টেবিলে গিয়ে বসল। দ্রুত লিখল একটি চিরকুট। মেট্রন একজন কয়েদীকে সাহায্য করতে আইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, বিগ বার্থা মহিলার টেবিলে কাগজের টুকরোটা রেখে স্থান ত্যাগ করল।

মেট্রন ফিরে এসে দেখতে পেল চিরকুটটা। খুলল। দু'বার পড়ল লেখাটি

আজ লন্ড্রি ট্রাকটি চেক করে দেখুন

নিচে কোনো দস্তখত নেই। কেউ ফাজলামি করেছে? জানার উপায় নেই। মেট্রন ফোন তুলে বলল, 'সুপারিনটেন্ডেন্ট অব গার্ডসের লাইনটা দিন...।

একটা পনেরো। 'তুমি কিন্তু খাচ্ছো না,' বলল এমি। 'আমার স্যান্ডউইচের ভাগ দিই?'

'না। আমার সঙ্গে কথা বোলো না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।' এতটা কর্কশভাবে কথাটা বলতে চায়নি ট্রেসি।

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এমির। 'তুমি কি আমার ওপর খুব রেগে আছ, আপু? প্লিজ, রাগ কোরো না। তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি। আমি তোমার ওপর কখনো রাগ করব না।' ওর নরম-কোমল চোখজোড়া ব্যথাতুর।

'আমি রাগ করিনি।'

'তুমি না খেলে আমিও খাবো না। চলো বল খেলি, আপু।' পকেট থেকে রাবারের বল বের করল এমি।

একটা ষোলো। এখন ট্রেসির রওনা হওয়া উচিত। ইউটিলিটি রুমে পৌঁছাতে কমপক্ষে পনেরো মিনিট লাগবে। তবে দ্রুত পা চালালে এ সময়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু এমিকে একা রেখে যেতে সায় দিচ্ছে না মন। চারপাশে চোখ বুলালো ট্রেসি। দূরে একদল ট্রাস্টিকে দেখতে পেল মাঠ থেকে শস্য তুলছে। বুদ্ধিটা সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খেলে গেল ট্রেসির।

'তুমি বল খেলবে না, আপু?'

সিধে হলো ট্রেসি। 'হ্যাঁ। এসো আজ নতুন একটা খেলা খেলি। দেখা যাবে কে কত জোরে বল ছুড়ে দূরে পাঠাতে পারে। আগে আমি ছুড়ব তারপর তোমার পালা।'

ট্রেসি শক্ত রাবারের বলটা তুলে নিয়ে ট্রাস্টিদের দিকে গায়ের শক্তি দিয়ে ছুড়ে মারল।

'বাহ্, অনেক দূরে ছুড়েছ তো!' প্রশংসার সুরে বলল এমি।

'আমি বল নিয়ে আসি,' বলল ট্রেসি। 'তুমি এখানে থাকো।'

তারপর ছুটল ট্রেসি, ছুটল জীবন বাঁচাতে, ওর পা যেন মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে

চলল। ১:১৮ বাজে। ওর দেরি হয়ে গেলেও ওরা ওর জন্য অপেক্ষা করবে। করবে কি? দৌড়ের গতি আরও বৃদ্ধি পেল ট্রেসির। পেছনে এমির গলা শুনতে পেল কিন্তু কোনো মনোযোগ দিল না। খামার-কর্মীরা এখন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ওদেরকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাল ট্রেসি, দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাস্টিরা, ওদের কাছে বেদম অবস্থায় পৌঁছাল ট্রেসি।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'কি-কিছু হয়নি,' হাঁপাচ্ছে ট্রেসি। 'ছোট্ট মেয়েটি ওখানে আছে। তোমাদের কেউ ওর ওপর একটু খেয়াল রেখো। আমার জরুরি একটা কাজ আছে। আমি–'

দূর থেকে কেউ ওর নাম ধরে ডাকল। ঘুরল ট্রেসি। লেক ঘিরে রাখা কংক্রিটের দেয়ালের ওপরে উঠে এসেছে এমি। হাত নাড়াল সে। 'এই যে আমি, আপু।'

'না! এক্ষুনি নেমে এসো!' গলা ফাটাল ট্রেসি।

আতংক নিয়ে ও দেখল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে এমি, ঝুপ করে পড়ে গেল লেকের পানিতে।

'ওহ্, ডিয়ার গড। মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল ট্রেসির চেহারা। *এ মুহূর্তে ওকে বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য কেউ ওকে বাঁচাবে। আমার নিজেকে বাঁচাতে হবে। এ জায়গা থেকে আমাকে পালাতেই হবে নইলে মরণ লেখা আছে আমার কপালে।* বেলা ১:২০।

ঘুরল ট্রেসি। জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড়টা দিল। অন্যরা পেছন থেকে ডাকছে ওকে কিন্তু ওদের কথা শুনতে পেল না ট্রেসি। সে বাতাস চিরে ছুটে চলল, পা থেকে কখন খসে পড়েছে জুতো খেয়াল নেই, ধারালো জমিনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল পা, গ্রাহ্য করছে না। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি, ফেটে যেতে চাইছে ফুসফুস, তবু ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ট্রেসি, লেক ঘেরা দেয়ালের সামনে চলে এল ও, এক লাফে উঠে পড়ল। অনেক নিচে এমিকে দেখতে পেল ট্রেসি। বিভীষিকাময় গভীর পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ট্রেসি, লাফ দিল লেকে। পানিতে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে মনে পড়ল, *ওহ্, মাই গড! আমি তো সাঁতার জানি না...*

দ্বিতীয় খণ্ড

একুশ

নিউ অর্লিন্স

শুক্রবার, ২৫ আগস্ট-সকাল ১০:০০

ফার্স্ট মার্চেন্টস ব্যাংকস অব নিউ অর্লিন্স-এর টেলার লেস্টার টরেন্স নিজের দুটো বিষয় নিয়ে বেশ গর্ব করে, বিছানায় নারীদের নিয়ে সে দারুণ খেলা দেখাতে পারে আর খদ্দের পটাতে তার জুড়ি নেই। লেস্টারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, রোগা পাতলা, ফ্যাকাশে মুখে টম সেলেক মার্কা গোঁফ এবং লম্বা জুলফি। তাকে দু'বার প্রমোশনের কথা বলেও দেয়া হয়নি এবং এর প্রতিশোধ হিসেবে সে ব্যাংকটিকে ব্যক্তিগত ডেটিং সার্ভিস হিসেবে ব্যবহার করে। বহুদূর থেকে সে বেশ্যাদের গন্ধ চিনে তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারে এবং তারা তাকে আনন্দ বিলোবার পরিবর্তে সে এদেরকে কিছুই দেয় না। আর এ বিষয়টি বেশ উপভোগ করে টরেন্স। নিঃসঙ্গ বিধবারা তার সহজ শিকার। নানা বয়সের, নানান চেহারার হতাশ বিধবারা একসময় না একসময় লেস্টারের খাঁচার সামনে চলে আসবেই। তাদের হতাশার কথা সহানুভূতিশীল চেহারা নিয়ে শোনে সে, তাদের চেক দিতে দেরি করে না। পরিবর্তে আশা করে তাদের সঙ্গে ডিনারে যাবার আমন্ত্রণ। বেশির ভাগ মহিলা কাস্টমার লেস্টারের সাহায্য প্রার্থনা করে, সুযোগ বুঝে বলে ফেলে গোপন কথা তাদের ব্যাংক লোন দরকার তবে স্বামী প্রবররা যেন কিছুটি টের না পায়.... তারা ডিভোর্সের আবেদন করেছে, লেস্টার কি তাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টটা এক্ষুনি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে?

লেস্টার তাদেরকে খুশি করতে একপায়ে খাড়া এবং সে নিজেও খুশি হতে চায়।

আজ শুক্রবার সকাল, লেস্টার জানে সে জ্যাকপটে হিট করেছে। ব্যাংকের দরজা দিয়ে মহিলাকে প্রবেশ করতে দেখা মাত্র তার এরকমই মনে হলো। মহিলা অপূর্ব সুন্দরী। কাঁধে লুটাচ্ছে রেশমী কোমল ঝলমলে কৃষ্ণ কেশরাজি, পরনের টাইট স্কার্ট আর সুয়েটার ভেদ করে লোভনীয় শরীরের খাজভাঁজগুলো এমন রুদ্ধশ্বাস ভঙ্গিতে প্রস্ফুটিত, সুপার মডেলদেরও ঈর্ষা হবে।

ব্যাংকে আরও জনাচারেক টেলার আছে, সবার ওপরে একে একে নজর বুলিয়ে মহিলার চাউনি স্থির হলো লেস্টারের ওপর। লেস্টার তার দিকে তাকিয়ে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসছে। মহিলা লেস্টারের খাঁচার দিকে পা বাড়াল। লেস্টার জানত মহিলা তার কাছে আসবেই।

'গুড মর্নিং' গলার স্বরে আন্তরিকতা ফোটাল লেস্টার। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?' কাশ্মিরি সুয়েটার মহিলার উন্নত স্তনের বাঁধ মানতে চাইছে না, বোঁটা জোড়ার

আভাস বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'আমি একটা ঝামেলায় পড়েছি,' মৃদু গলায় বলল মহিলা।

চমৎকার দক্ষিণী অ্যাকসেন্টের উচ্চারণ।

'আমি তো ঝামেলা মেটানোর জন্যেই রয়েছি,' বলল লেস্টার উষ্ণ সুরে।

'ও, আচ্ছা। আমি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছি।'

'তুমি আমার উপর ভরসা রাখতে পারো' ধরনের হাসিতে উদ্ভাসিত হলো লেস্টার। আপনার মতো সুন্দরী নারী কোনো মারাত্মক ভুল করতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু কাজটা করেছি আমি,' নরম বাদামী চোখ জোড়া বিস্ফারিত হলো ভয়ে। 'আমি জোসেফ রোমানোর সেক্রেটারি। তিনি হপ্তাখানেক আগে তার চেকিং অ্যাকাউন্টের জন্য আমাকে কিছু ব্লাংক চেকের অর্ডার দিয়েছিলেন। আমি কথাটা একদমই ভুলে গেছিলাম। আমাদের সমস্ত চেক ফুরিয়ে গেছে এখন উনি যদি জানতে পারেন আমি ব্লাংক চেক জোগাড় করে রাখিনি আমার যে কী দশা হবে কল্পনাও করতে পারছি না।'

জোসেফ রোমানো নামটার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত লেস্টার। রোমানো তাদের ব্যাংকের অত্যন্ত সম্মানিত একজন গ্রাহক, যদিও অ্যাকাউন্টে খুব কম টাকা-পয়সা রাখে সে। সবাই জানে তার আসল টাকা-পয়সা অন্য কোথাও লুকানো।

সেক্রেটারি নির্বাচনে লোকটির রুচি আছে বলতে হবে, মনে মনে বলল লেস্টার। হাসিমুখে বলল, 'কিন্তু এটা খুব সিরিয়াস কোনো সমস্যা নয়, মিসেস–?'

'মিস। হার্টফোর্ড। লরিন হার্টফোর্ড।'

মিস। উহ, আজ তার 'লাকি ডে' বলতেই হবে। এ মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে বেশি সময় লাগবে না। 'এক্ষুনি আপনার জন্য নতুন চেকের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। দুই/তিন হপ্তার মধ্যে ওগুলো পেয়ে যাবেন এবং–'

গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি। 'সর্বনাশ, তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মি. রোমানো ইতিমধ্যে একচোট নিয়েছেন আমার ওপরে। আমি কাজে মন বসাতে পারছি না এজন্য, জানেন?'

সামনে ঝুঁকল সে, ভরাট বক্ষদ্বয় স্পর্শ করল লেস্টারের খাঁচা। 'আপনি যদি এক্ষুনি চেকগুলো আনিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন আমি এজন্য এক্সট্রা যে টাকা লাগে দিতে রাজি আছি।'

বিষণ্ন গলায় লেস্টার বলল, 'আমি দুঃখিত, লরিন, আমার পক্ষে অসম্ভব–' মেয়েটির চোখে জল দেখে থেমে গেল।

'চেক না পেলে আমার চাকরি চলে যাবে। প্লিজ... বিনিময়ে যা বলবেন আমি করতে রাজি।'

কথাগুলো মধুবর্ষণ করল লেস্টারের কানে।

'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়,' বলল লেস্টার।

'আপনার চেক যাতে জরুরি ভিত্তিতে ইস্যু হয় সেজন্য বলে দেব। সোমবার নাগাদ

ওগুলো পেয়ে যাবেন। চলবে?'

'ওহ, আপনি যে কী ভালো!' লরিনের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা।

'আমি চেকগুলো অফিসে পাঠিয়ে দেব এবং–'

'আমি নিজেই নিতে আসব। চাইনা মি. রোমানো জানুন কী রকম বোকার মতো কাজ করেছি আমি।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসল লেস্টার। 'বোকার মতো নয়, লরিন। আমরা সবাই-ই মাঝেমধ্যে অনেক কিছু ভুলে যাই।'

মৃদু গলায় মেয়েটি বলল, 'আপনার কথা আমি কখনো ভুলব না। সোমবার দেখা হবে।'

'আমাকে এখানেই পাবেন।'

হাসিতে মুক্তো ছড়িয়ে মেয়েটি ধীর পায়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেল। উফ, হাঁটার স্টাইলটাও কী দারুণ! লেস্টার হাসতে হাসতে একটি ফাইল কেবিনেট খুলে জোসেফ রোমানোর অ্যাকাউন্ট নাম্বার বের করল তারপর জরুরি ভিত্তিতে চেক ইস্যু করার কথা বলে দিল ফোনে।

নিউ অর্লিন্সের আর দশটা হোটেলের মতোই দেখতে কারমেন স্ট্রিটের হোটেলটা। এজন্যেই এ হোটেলটা বাছাই করেছে ও। ছোট, সস্তা আসবাব দিয়ে সাজানো এ হোটেল কক্ষে সে গত সাতদিন ধরে আছে। জেলখানার সেলের তুলনায় এতো রাজপ্রাসাদ।

লেস্টারের সঙ্গে সাক্ষাত শেষে হোটেলে ফিরে মাথা থেকে কালো পরচুলাটি খুলে ফেলল ট্রেসি, চোখ থেকে বিযুক্ত করল নরম কন্ট্যাক্ট লেন্স এবং মুখ থেকে মেকআপ তুলে ফেলল। ঘরের পিঠখাড়া চেয়ারে বসে বার কয়েক গভীরভাবে দম নিল ও। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। জো রোমানোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেতে ওকে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হয়নি। মা'র এস্টেটেই ছিল রোমানোর ইস্যু করা কয়েকটি বাতিল চেক। 'জো রোমানো? ওকে তুমি স্পর্শ করতেও পারবে না।' বলেছিল আর্নিস্টিন।

ভুল বলেছে আর্নিস্টিন আর জো রোমানোকেই সবার আগে স্পর্শ করতে যাচ্ছে ট্রেসি। তারপরে আসবে বাকিদের পালা। ওদের কাউকে ছাড়বে না সে।

চোখ বুজল ট্রেসি, স্মরণ করছে সেই অলৌকিক ঘটনার কথা যার কারণে আজ সে এখানে...

বাইশ

ও টের পেল কনকনে ঠাণ্ডা, কালো জলরাশি ওকে চারদিক থেকে চেপে আসছে, ডুবে যাচ্ছে সে, আতংকে অস্থির হয়ে উঠল। ওর বাড়ানো হাত খুঁজে পেল বাচ্চাটিকে, আঁকড়ে ধরে টেনে তুলল পানির ওপর! অন্ধ আতংকে নিজেকে ছাড়াতে হাত-পা ছুঁড়ছে এমি, ধস্তাধস্তির চোটে দু'জনে আবার তলিয়ে যাচ্ছিল অতলে। বাতাসের অভাবে ট্রেসির ফুসফুস ফেটে যাওয়ার দশা, ছোট মেয়েটিকে জাপটে ধরে জলের থাবা থেকে ওপরে ভেসে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করল ও। টের পাচ্ছে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে শক্তি। *আমরা পারব না,* ভাবছিল ট্রেসি, *আমরা ডুবে মারা যাবো*। কারা যেন ডাকাডাকি করছে, ট্রেসি টের পেল ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো এমিকে। ও আর্তনাদ করে উঠল, 'ওহ গড, নো!' শক্তিশালী একজোড়া হাত চেপে ধরল ট্রেসির কোমর, একটি কণ্ঠ বলল, 'আর ভয় নেই। শান্ত হও। বিপদ কেটে গেছে।'

এমির খোঁজে উন্মাদের দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল ট্রেসি, দেখল একটি লোক ওকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। একটু পরেই দু'জনকেই টেনে তোলা হলো গভীর ভয়ংকর পানি থেকে...

সকালের খবরের কাগজে এ ঘটনা ভেতরের পাতায় বড়জোর এক প্যারায় জায়গা পেত কিন্তু সাঁতার না জানা একজন কয়েদী তার জীবন বাজি রেখে ওয়ার্ডেনের মেয়েকে পানিতে ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়েছে, এ খবর সবগুলো খবরের কাগজে প্রকাশ এবং টিভিতে প্রচার হবার সুবাদে রাতারাতি হিরোইনে পরিণত হলো ট্রেসি। গভর্নর হেবার নিজে এলেন ওয়ার্ডেন ব্রানিগানকে সঙ্গে নিয়ে ওকে দেখতে।

'দারুন সাহসের একটি কাজ করেছ তুমি', বলল ব্রানিগান। মিসেস ব্রানিগান এবং আমি তোমার কাছে যে কত কৃতজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার।

ভয়ংকর ওই অভিজ্ঞতার ধকল এখনো সামলে উঠতে পারেনি ট্রেসি, দুর্বল শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়নি। 'এমি কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

চোখ বুজল ট্রেসি, *ওর যদি কিছু হয়ে যেত সইতে পারতাম না আমি,* ভাবছে ও। এমির সঙ্গে ওর শীতল আচরণের কথা মনে পড়ে গেল। বাচ্চাটা ওর কাছে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চায়নি। অথচ ও সবসময় এমিকে দূরে ঠেলে রেখেছে। ভীষণ লজ্জা হলো ট্রেসির। এ ঘটনার জন্য পালাবার সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেল তবে আবার চেষ্টা করবে ট্রেসি এবং একইভাবে।

দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত ব্রিফ ইনকুয়ারি হলো।

'দোষটা আমারই', বলল এমি তার বাবাকে। 'আমরা বল খেলছিলাম, ট্রেসি আপু বল আনতে ছুটছিল। আমাকে বলেছিল দাঁড়িয়ে থাকতে। কিন্তু আমি আপুকে দেখার জন্য দেয়ালে উঠতে গিয়ে পড়ে যাই। ট্রেসি আপু আমার জীবন বাঁচিয়েছে, বাবা।'

সে রাতে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকল ট্রেসি, পরদিন সকালে ওকে ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের অফিসে নিয়ে আসা হলো। মিডিয়ার লোকজন অপেক্ষা করছিল তার জন্য। এ ঘটনায় তারা একটি মানবিক গল্প খুঁজে পেয়েছে, সাংবাদিক এসেছে *ইউআই* এবং *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস* থেকে। স্থানীয় টিভি স্টেশন থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে একটি নিউজ টিম।

সেদিন সন্ধ্যায় ট্রেসির বীরত্ব গাথার রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, জাতীয় টেলিভিশনে খবরটি ফলাও করে প্রচার করল, *টাইম*, *নিউজইউক*, *পিপলসহ* দেশের শতাধিক পত্রিকায় ছাপা হলো এ খবর। প্রেস নিয়মিত কাভারেজ দিয়ে যাচ্ছিল, চিঠি আর টেলিগ্রামের স্রোত বয়ে গেল জেলখানায়। সবার দাবি ট্রেসি হুইটনির শাস্তি মওকুফ করা হোক।

গভর্নর হেবার বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের সঙ্গে।

'ট্রেসি হুইটনির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে' জানালো ওয়ার্ডেন ব্রানিগান।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে গভর্নর বললেন, 'কিন্তু এর আগে তো ও আর কোনো অপরাধ করেনি, তাই না, জর্জ?'

'জ্বী, স্যার।'

'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই মেয়েটির জন্য কিছু করার জন্য প্রচুর চাপ আসছে আমার ওপর।'

'আমারও একই দশা, গভর্নর।'

'কিন্তু আমাদের জেলখানা আমরা কীভাবে চালাবো তা পাবলিকের কাছ থেকে নিশ্চয় শুনব না?

'নিশ্চয় নয়।'

'তবে', বিচক্ষণ ভঙ্গিতে বললেন গভর্নর, 'হুইটনি মেয়েটি চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। হিরোইন বনে গেছে সে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' সায় দিল ওয়ার্ডেন।

সিগার ধরানোর জন্য সামান্য বিরতি নিলেন গভর্নর, 'তোমার কী মত, জর্জ?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করল ব্রানিগান। 'আপনি তো জানেনই, গভর্নর, এ বিষয়টিতে আমার ব্যক্তিগত আবেগ জড়িত। ও আমার মেয়ের জীবন রক্ষা করেছে। ও কথা বাদ দিলেও ট্রেসি হুইটনিকে আমার কখনোই ঠিক ক্রিমিনাল টাইপ মনে হয়নি এবং আমার মনে হয় না ওকে মুক্তি দিলে ও সমাজের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ওকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আমি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি।'

গভর্নর আবার নতুন টার্মের জন্য ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছেন। ট্রেসির মুক্তির

বিষয়টি তার নির্বাচনী প্রচারণায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে তাঁর ধারণা। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, দেখি আরো ক'টা দিন যাক।' রাজনীতিতে সময় হচ্ছে সবকিছু।

স্বামীর সঙ্গে কথা বলে সু ইলেন ট্রেসিকে বলল, 'তুমি যদি আমাদের কটেজে এসে থাকো তাহলে ওয়ার্ডেন ব্রানিগান এবং আমি খুব খুশি হবো। আমাদের অতিরিক্ত একটি বেডরুম আছে। এখানে থাকলে তুমি সর্বক্ষণ এমির দেখাশোনা করতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল ট্রেসি, 'আপনাদের এখানে থাকতে পারলে সেটা হবে আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্য।'

ট্রেসির এখন আর রাতের বেলা কারা প্রকোষ্ঠে আটকা থাকতে হয় না, এমির সঙ্গে তার সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এমি খুবই পছন্দ করে তার ট্রেসি আপুকে, ট্রেসিও সাড়া দেয়। এই বুদ্ধিমতী, ঝলমলে ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে সময় কাটাতে বেশ ভালো লাগে ওর। ওরা দু'জনে মিলে পুরানো খেলাগুলো খেলে, টিভিতে ওয়াল্ট ডিজনির সিনেমা দেখে, বই পড়ে। ট্রেসি যেন এখন পরিবারের একটা অংশ হয়ে গেছে।

তবে ট্রেসিকে মাঝে মাঝে রিপোর্ট করতে সেল ব্লকে ফিরতে হয়, তখন অনিবার্যভাবে দেখা হয়ে যায় বিগ বার্থার সঙ্গে।

'তুমি সৌভাগ্যবতী কুত্তি,' ঘোঁত ঘোঁত করে বিগ বার্থা। 'কিন্তু এখানে তোমাকে একদিন অন্যদের মতো ফিরে আসতেই হবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি, littbarn.

এমিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর পরে হপ্তা তিনেক কেটে গেছে, একদিন ওকে নিয়ে উঠোনে খেলছে ট্রেসি, হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সু ইলেন ব্রানিগান। বারান্দায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকে লক্ষ্য করল সে। তারপর বলল, 'ট্রেসি, ওয়ার্ডেন এইমাত্র ফোন করেছেন, তিনি তোমাকে এক্ষুনি তাঁর অফিসে যেতে বলেছেন।'

ভয় পেল ট্রেসি। *ওকে কি আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হবে?* বিগ বার্থা কি তার প্রভাব খাটিয়ে সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে? নাকি মিসেস ব্রানিগান ভাবছে সে এমির সঙ্গে খুব বেশি মাখামাখি করছে?

'যাচ্ছি, মিসেস ব্রানিগান।'

ট্রেসি ওয়ার্ডেনের অফিসে এসে দেখল সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। 'এসো, ভেতরে এসে বসো।'

ওয়ার্ডেনের গলার স্বরে নিজের নিয়তি বুঝবার চেষ্টা করল ট্রেসি।

'তোমার জন্য একটা খবর আছে,' বিরতি দিল ওয়ার্ডেন, *ঠেলে* আসা আবেগ কবর দিল সে ট্রেসিকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। 'এইমাত্র লুইজিয়ানার গভর্নরের কাছ থেকে একটি অর্ডার এসেছে।' বলে চলল ব্রানিগান, 'তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এক্ষুনি মুক্তি দিতে বলা হয়েছে।'

ঈশ্বর, যা শুনলাম ভুল শুনলাম না তো! কথা বলতে সাহস পেল না ট্রেসি।

একটা কথা তোমার জানা দরকার, 'বলল ওয়ার্ডেন।' তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে

এ জন্য নয় যে তুমি আমার মেয়ের জীবন রক্ষা করেছ। তুমি তাৎক্ষণিকভাবে যে কাজটি করেছিলে তা যে কোনো সুনাগরিকই করত। আমার সুদূরতম কল্পনাতেও আসে না যে তুমি সমাজের জন্য কখনো হুমকি হয়ে উঠবে।' হাসল সে, যোগ করল, 'আমি তোমাকে খুব মিস করবো। আমরাও।'

ট্রেসির মুখে রা নেই। ওয়ার্ডেন যদি সত্যি কথাটা জানত, ওই দুর্ঘটনাটা যদি না ঘটত তাহলে ওয়ার্ডেনের লোকেরা তাকে ফেরারী হিসেবে খুঁজে বেড়াত।

'তোমাকে পরশুদিন মুক্তি দেয়া হবে।'

'আ-আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না। এখানকার সকলে তোমাকে নিয়ে গর্বিত। মিসেস ব্রানিগান এবং আমার ধারণা বাইরে গিয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ তুমি করতে পারবে।'

তাহলে ঘটনা সত্যি ঘটছে; ও মুক্ত। এমন দুর্বল লাগল শরীর যে চেয়ারের হাতল ধরে রক্ষা করতে হলো ভারসাম্য। নইলে ঠিক পড়ে যেত ট্রেসি। যখন ভাষা ফুটল ওর মুখে, দৃঢ় শোনাল কণ্ঠ। 'আমি অনেক কিছুই করতে চাই, ওয়ার্ডেন ব্রানিগান।'

তেইশ

কারাগারে ট্রেসির শেষ দিনটিতে ওর সেল ব্লকের একজন পুরনো সঙ্গী এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। 'তাহলে তুমি চলে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ।'

মহিলা কয়েদীটি, বেটি ফ্রান্সিসকাসের বয়স ৪১/৪২, এখনো আকর্ষণীয় চেহারা, নিজেকে নিয়ে অহংকার রয়েছে।

'বাইরে যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়, নিউইয়র্কে এক লোক আছে, কনরাড মরগান নাম, সে এক টুকরো কাগজ দিল ট্রেসিকে। 'ক্রিমিনাল রিফর্মে আছে সে। জেলখানা থেকে যারা মুক্তি পায় তাদেরকে সে সাহায্য করে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু মনে হয় না আমার কোনো—'

'কখন কে কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। ঠিকানাটা রেখে দাও।'

দুই ঘণ্টা বাদে, জেলখানার ফটক দিয়ে হাঁটছে ট্রেসি, পাশ কাটাল টেলিভিশন ক্যামেরা। সে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা না বললেও এমি তার মায়ের হাতের বন্ধন ছিন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রেসির কোলে, ক্যামেরা ওদের ছবি তুলল। এ ছবিই সান্ধ্যকালীন খবরে প্রচার হলো।

স্বাধীনতা এখন আর ট্রেসির কাছে বিমূর্ত কোনো শব্দ নয়। এটি এখন স্পর্শ করা যায়, এটির যেন শরীর আছে, একে উপভোগ করা যায়। স্বাধীনতা মানে তাজা বাতাসে দম নেয়া, প্রাইভেসি, খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে না, ঘণ্টার শব্দ শোনার প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতা মানে গরম পানিতে গোসল, সুগন্ধী সাবান, নরম অন্তর্বাস, সুন্দর সুন্দর ড্রেস এবং হাইহিল জুতো। স্বাধীনতা মানে বিগ বার্থার কাছ থেকে পলায়ন, গণধর্ষণ এবং কারাগারের ভয়ংকর একঘেয়ে রুটিনভীতি থেকে মুক্তি।

স্বাধীনতা মানে নিজের প্ল্যানগুলো একান্তভাবে ভাবার সুযোগ।

ফিলাডেলফিয়ায় টেলিভিশনে ট্রেসির কারাগার ত্যাগের দৃশ্য দেখল তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ। *ও এখনো আগের মতোই সুন্দরী* রয়েছে, ভাবছে সে। ওকে দেখে মনেই হতে চায় না সে কোনো অপরাধের দায়ে জেল খেটেছে। ঘরের বিপরীত দিকে বসা, সুয়েটার বুনতে ব্যস্ত নিজের আদর্শ স্ত্রীটির দিকে তাকাল চার্লস। *আমি কোনো ভুল করে ফেলিনি তো!*

নিউইয়র্কে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ট্রেসিকে টিভিতে দেখছিল ডেনিয়েল কুপার। কারাগার থেকে মেয়েটির ছাড়া পাবার দৃশ্য সে দেখল ভাবলেশহীন চেহারায়। টিভির সুইচ অফ করে ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

টিভি নিউজ দেখে উঁচু গলায় হেসে উঠল জো রোমানো। হুইটনি মেয়েটি সত্যি ভাগ্যবতী। *কারাগারে নিশ্চয় ওর সময়টা ভালো কেটেছে। এখন ও নিশ্চয় কামুকী নারীতে পরিণত হয়েছে। হয়তো একদিন আবার ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে।*

খুশির মুডে আছে রোমানো। সে রেনোয়ার ছবিটি ইতিমধ্যে এক দালালের হাতে তুলে দিয়েছে, ছবিটি জুরিখের একজন প্রাইভেট কালেক্টর কিনে নিয়েছেন। রোমানো পাঁচ লাখ ডলার পেয়েছে ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে, আরও দু'লাখ ডলার ওকে দিয়েছে দালালটা। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই এ টাকার ভাগ দিতে হয়েছে অ্যান্থনি ওরসাত্তিকে। রোমানো এই লোকের সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী। কারণ অতীতে দেখেছে যারা ওরসাত্তিকে ঠিকমতো টাকার ভাগ দেয়নি তাদেরকে নৃশংস পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে।

সোমবার সকালে লরিন হার্টফোর্ড সেজে ফার্স্ট মার্চেন্টস ব্যাংক অব নিউ অর্লিন্সে ফিরে এল ট্রেসি। ওই সময় গ্রাহকদের ভিড়ে গিজগিজ করছে ব্যাংক। লেস্টার টরেন্সের খাঁচার জানালার সামনে লম্বা সারি। লাইনে যোগ দিল ট্রেসি। ওকে দেখতে পেয়ে হাসি ফুটল লেস্টারের ঠোঁটে, মাথা ঝাঁকিয়ে নড্ করল। মেয়েটাকে সেদিনের চেয়ে আরো বেশি সুন্দর লাগছে দেখতে।'

ট্রেসি জানালার সামনে পৌঁছানোর পরে লেস্টার কাকের মতো কাকা করে উঠল, 'কাজটা খুব সহজ ছিল না, তবু আমি আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি, লরিন।'

উষ্ণ প্রশংসার হাসি ফুটল লরিনের ওষ্ঠে। 'আপনি আসলেই খুব ভালো।'

'এই যে আপনার জিনিস', লেস্টার একটা ড্রয়ার খুলে চেকের বাক্সটা বের করে লরিনকে দিল। 'এখানে চারশো ব্ল্যাংক চেক আছে। এতে চলবে তো?'

'নিশ্চয় চলবে যদি না মি. রোমানো ঝড়ের গতিতে চেক লিখতে শুরু করেন।' লেস্টারের চোখে চোখ রাখল ও।' আপনি আমার জীবন বাঁচালেন।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কুচকির কাছটা শিরশির করে উঠল লেস্টারের। 'আমি মানুষ মানুষের জন্য কথাটায় বিশ্বাস করি, আপনি করেন না, লরিন?'

'অবশ্যই করি, লেস্টার।'

'আপনি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলুন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

'সে আমি জানি,' মৃদু গলায় বলল ট্রেসি।

'চলুন না নিরিবিলিতে গিয়ে কোথাও ডিনার করি?'

'নিশ্চয় করা যায়।'

'আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব, লরিন?'

‘ওহ্‌, আমিই আপনাকে ফোন করবখন।’ চলে গেল ও।

‘অ্যাই, দাঁড়ান দাঁড়ান–’ পরের গ্রাহকটি এসে একমুঠো কয়েন গুঁজে দিল হতাশ লেস্টারের হাতে।

ব্যাংকের মাঝখানে চারটা টেবিল আছে, ওখানে কন্টেইনারে ব্ল্যাঙ্ক ডিপোজিট আর উইথড্রয়াল স্লিপ পাওয়া যায়। মানুষজন এ টেবিলগুলো দখল করে রাখে ফর্ম পূরণ করার জন্য। ট্রেসি লেস্টারের চোখের আড়াল হতেই চলে এল এখানে। এক লোক একটি টেবিল ছাড়তেই ওখানে বসে পড়ল ট্রেসি। লেস্টারের দেয়া বাক্সে আটটি প্যাকেটে রয়েছে ব্ল্যাংক চেকগুলো। তবে এসব চেকের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই ট্রেসির, প্যাকেটের পেছনের ডিপোজিট স্লিপের প্রতি তার আগ্রহ।

চেক থেকে সাবধানে ডিপোজিট স্লিপগুলো আলাদা করতে লাগল ট্রেসি। তিন মিনিটের মধ্যে ওর হাতে আশিটা ডিপোজিট স্লিপ চলে এল। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই নিশ্চিত হয়ে কুড়িটি স্লিপ ধাতব কন্টেইনারে চুপিসারে ফেলে দিল।

এরপর পরের টেবিলে গেল ট্রেসি, ওখানে আরো কুড়িটি ডিপোজিট স্লিপ রাখল। অল্পক্ষণের মধ্যে নানান টেবিলে ছড়িয়ে গেল ওগুলো। ডিপোজিট স্লিপগুলো ব্ল্যাংক তবে প্রতিটির তলায় রয়েছে একটি করে ম্যাগনেটাইজড কোড, যার সাহায্যে কম্পিউটার নানান অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করে ক্রেডিট। কে টাকা জমা রাখল তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ ম্যাগনেটিক কোডের দৌলতে কম্পিউটার প্রতিটি ডিপোজিটের সাহায্যে জো রোমানোর অ্যাকাউন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রেডিট রাখবে। ব্যাংকে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ট্রেসি জানে দু’দিনের মধ্যে সকল ম্যাগনেটাইজড ডিপোজিট স্লিপগুলো ব্যবহৃত হয়ে যাবে এবং হযবরল অবস্থাটি ধরা পড়তে কমপক্ষে পাঁচদিন সময় লাগবে। ট্রেসির নিজের প্ল্যানমাফিক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট সময়।

হোটেলে ফেরার পথে ব্ল্যাংক চেকগুলো একটি আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করল ট্রেসি। মি. জো রোমানোর এগুলো দরকার হবে না।

ট্রেসির পরবর্তী পদক্ষেপ নিউঅর্লিন্স। হলিউড ট্রাভেল এজেন্সির ডেস্কের পেছনে বসা মহিলাটি জানতে চাইল, ‘আপনার জন্য কী করতে পারি?’

‘আমি জোসেফ রোমানোর সেক্রেটারি। মি. রোমানো রিও ডি জেনেরিও ভ্রমণের জন্য একটি রিজার্ভেশন চাইছেন। উনি এই শুক্রবার যাবেন।’

‘একটি টিকেটেই চলবে?’

‘জ্বী। ফার্স্টক্লাস। আইলের ধারে আসন দেবেন। যেন ধূমপান করার সুবিধে থাকে, প্লিজ।’

‘রাউন্ড ট্রিপ?

‘ওয়ান ওয়ে।’

ট্রাভেল এজেন্টটি ফিরে গেল তার ডেস্ক কম্পিউটারে। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল, ‘হয়ে গেছে। প্যান আমেরিকানের সেভেন টুয়েন্টি এইট ফ্লাইটে প্রথম শ্রেণীর আসন, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় ছাড়বে, মিয়ামিতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি করবে।’

‘উনি খুব খুশি হবেন,’ মহিলাকে বলল ট্রেসি।

'আপনার টিকেটের দাম উনিশশো উনত্রিশ ডলার। টাকাটা নগদ দেবেন নাকি চার্জে?

'মি. রোমানো সবসময় নগদে অর্থ পরিশোধ করেন। আপনি কি বৃহস্পতিবার ওনার অফিসে টিকেটটি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'চাইলে আগামীকালও ডেলিভারি দিতে পারি।'

'না। মি. রোমানো কাল থাকবেন না। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ পাঠানো যাবে?'

'যাবে। ঠিকানাটা বলুন?'

'মি. জোসেফ রোমানো, টু-সেভেনটিন পয়ড্রাস স্ট্রিট, সুইট ৪০৮।'

মহিলাটি ঠিকানা টুকে নিল। 'বেশ। বৃহস্পতিবার সকালে আমি টিকেট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব।'

'কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় যেন পৌঁছে।' বলল ট্রেসি।

'ধন্যবাদ।'

রাস্তা থেকে আধাব্লক দূরে অ্যাকমি লাগেজ স্টোর। ভেতরে ঢোকার আগে উইন্ডোতে রাখা ডিসপ্লেতে চোখ বুলিয়ে নিল ট্রেসি।

ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখে এক দোকানী এগিয়ে এল। 'গুড মর্নিং। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি আমার স্বামীর জন্য কিছু লাগেজ কিনবো।'

'আপনি সঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আমরা রিডাকশন দিচ্ছি। আমাদের কাছে চমৎকার দেখতে কমদামী কিছু–'

'না,' বাধা দিল ট্রেসি। 'কমদামী চলবে না। দামী কিছু দেখান।'

দেয়ালে ঝোলানো একটি ভুইটেন স্যুটকেসের ডিসপ্লেতে ওর নজর আটকে গেল। 'আমি এরকম জিনিস চাই। আমরা ঘুরতে যাবো।'

'উনি এরকম একটা জিনিস পেলে নিশ্চয় খুশি হবেন। আমাদের কাছে তিন রকমের মাল আছে। আপনি কোনটি–?'

'আমি প্রতিটি থেকে একটি করে নেবো।'

'বেশতো। আপনি দাম পরিশোধ করবেন কীভাবে? চার্জে নাকি ক্যাশে?'

'COD (ক্যাশ অন ডেলিভারি –অনুবাদক)। আমার স্বামীর নাম জোসেফ রোমানো। আপনি কি জিনিসগুলো বৃহস্পতিবার সকালে আমার স্বামীর অফিসে পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়, মিসেস রোমানো।'

'কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময়?'

'আমি নিজে পৌঁছে দেবো।'

একটু ভেবে যোগ করল ট্রেসি। 'আচ্ছা.... ওর নামের আদ্যক্ষর দুটি J.R সোনার পাতে খোদাই করে দেয়া যাবে?

'অবশ্যই। সানন্দে কাজটা করব, মিসেস রোমানো।'

ট্রেসি মৃদু হেসে রোমানোর অফিসের ঠিকানা দিল।

ট্রেসি কাছের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিসে ঢুকে রিওডি জেনেরিওর কোপাকাবানা বীচে রিও অথন প্যালেসের উদ্দেশে একটি পেইড ক্যাবল পাঠালো। তাতে লেখা REQUEST YOUR BEST SUITE COMMENCING THIS FRIDAY FOR TWO MONTHS. PLEASE CONFIRM BY COLLECT CABLE JOSEPH ROMANO, POYDRAS STREET, SUITE 408, NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA.

চব্বিশ

তিনদিন পরে ব্যাংকে ফোন করে লেস্টার টরেন্সকে চাইল ট্রেসি। সাড়া পেতে মৃদু গলায় বলল, 'আমাকে হয়তো আপনার মনে নেই, লেস্টার, আমি লরিন হার্টফোর্ড বলছি। মি. রোমানোর সেক্রেটারি–'

ওকে আবার মনে নেই! আগ্রহী শোনাল লেস্টারের কণ্ঠ। 'অবশ্যই আপনার কথা আমার মনে আছে, লরিন। আমি–'

মনে আছে? জেনে গর্ববোধ করছি। 'আপনার সঙ্গে তো বহু লোকের নিত্যদিন পরিচয় হয়।'

'কিন্তু তোমার মতো কারও সঙ্গে পরিচয় হয় না', চট করে আপনি থেকে তুমিতে চলে এল লেস্টার। 'ডিনার করার কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি?'

'সে দিনটির জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। মঙ্গলবার ফ্রি আছো, লেস্টার?' ট্রেসিও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিল।

'একশোবার।'

'তাহলে ওই কথাই রইল। এই যা, দ্যাখো আমি কী ভুলোমন! তোমার সঙ্গে কথা বলার উত্তেজনায় ভুলেই গেছিলাম কী জন্য ফোন করেছি। মি. রোমানো জানতে চেয়েছেন তাঁর ব্যাংকে কত টাকা আছে। টাকার অঙ্কটা বলা যাবে?'

'নিশ্চয়।'

অন্য সময় হলে যে ফোন করেছে তার জন্মতারিখ কিংবা অন্য কোনো আইডেন্টিফিকেশন চাইত লেস্টার। তবে এবারে চাইবার প্রয়োজন বোধ করল না। 'একটু ধরো, লরিন।'

ফাইল কেবিনেট খুলে জোসেফ রোমানোর কাগজপত্রে চোখ বুলাল লেস্টার। রীতিমতো অবাক হয়ে দেখল রোমানোর অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা পড়েছে। রোমানো এর আগে তার অ্যাকাউন্টে এতো টাকা কখনো জমা রাখেনি। ঘটছে কী ভেবে বিস্মিত লেস্টার টরেন্স। নিশ্চয় বড় কোনো দাঁও মেরেছে রোমানো। লরিন হার্টফোর্ডের সঙ্গে ডিনার করার সময় তাকে এ তথ্যটা দেবে ঠিক করল লেস্টার। ছোটখাটো তথ্য পাচারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ফোনে ফিরে এল সে।

'তোমার বস আমাদেরকে ব্যস্ত রাখছে,' বলল সে ট্রেসিকে। 'সে তার চেকিং অ্যাকাউন্টে তিন লাখ ডলারেরও বেশি অর্থ জমা রেখেছে।'

'বাহ্ বেশ। আমার ফিগারও একই অংক বলছে।'

'মি. রোমানো কি তাঁর টাকা মার্কেট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবেন? এ অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে তো কোনো সুদ পাবেন না। চাইলে আমি–'

'না। না। উনি ওখানেই টাকাটা জমা রাখতে বলেছেন।'

'আচ্ছা।'

'অনেক ধন্যবাদ, লেস্টার। তুমি সত্যি একটা সোনামনি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও! মঙ্গলবারের ডেটের কথা কি তোমার অফিসে ফোন করে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব?'

'তার দরকার হবে না, হানি। আমিই বরং তোমাকে ফোন করব।'

কেটে গেল কানেকশন।

পয়ড্রাস স্ট্রিটে, রিভারমন্ট এবং দানবাকৃতির লুইজিয়ানা সুপারডমকে দু'পাশে রেখে মাঝখানে গড়ে উঠেছে অ্যান্থনি ওরসাত্তির আকাশ ছোঁয়া আধুনিক অফিস ভবন। তার প্যাসিফিক ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানিটি অফিস ভবনের পুরো চারতলা দখল করে রেখেছে। সুইটের এক মাথায় ওরসাত্তির অফিস, অপরপ্রান্তে জো রোমানোর ঘর। অফিস দুটির মাঝখানের জায়গায় যে চার সুন্দরী, তরুণী রিসেপশনিস্ট বসে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনেই শুধু দক্ষ নয়, সন্ধ্যাবেলায় বা রাতে ওরসাত্তির বন্ধুদের বিনোদন সঙ্গিনীর অভাব পূরণেও তারা সমান পটু। ওরসাত্তির সুইটটার সামনে পাহাড় সমান বিশাল শরীর নিয়ে যে লোক দুটি দিন-রাত পাহারা দিচ্ছে তারা প্রয়োজনে তাদের কর্তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। এরা দেহরক্ষীর ভূমিকার পাশাপাশি শোফার, মেসিয়ার এবং সংবাদ বাহকের কাজও করে।

আজ, বৃহস্পতিবার সকাল, ওরসাত্তি নিজের অফিসে বসে নানান ফাইলপত্তর দেখছিলেন। বুক মেকিং, বেশ্যাবৃত্তিসহ আরও ডজনখানেক লাভজনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে প্যাসিফিক ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানি। এসবের কাগজপত্রেই চোখ বুলাচ্ছিলেন মাফিয়া সর্দার।

অ্যান্থনি ওরসাত্তির বয়স ষাটের শেষ ঘর ছুঁতে চলেছে। তাঁর শারীরিক গড়নটি বড়ই অদ্ভুত। শরীরের উর্ধাংশ শক্তপোক্ত, প্রশস্ত এবং ভারী কিন্তু পা জোড়া হাড্ডিসার এবং ক্ষুদ্রকায়, যেন ছোটখাটো কোনো মানুষের জন্য ওগুলো তৈরি। তিনি সিধে হলেও মনে হয় বসে আছে একটা ব্যাঙ। তাঁর মুখে কাটাকুটির দাগ ভর্তি, যেন মাতাল কোনো মাকড়শা যাচ্ছেতাইভাবে নকশা এঁকেছে, অতিরিক্ত বড় মুখমণ্ডল, কন্দসদৃশ কালো একজোড়া চোখ। ইন্দ্রলুপ্তি রোগে পনেরো বছর বয়সেই মাথার সমস্ত চুল ঝরে গিয়ে গজিয়েছিল মস্ত এক টাক। তারপর থেকে তিনি পরচুলা ব্যবহার করছেন। তবে পরচুলায় তাঁকে একেবারেই মানায়নি, যদিও আজতক কেউ কথাটা তাঁর মুখের ওপরে বলার সাহস করেনি। ওরসাত্তির শীতল চক্ষু জুয়াড়ির চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়, কাউকে ছেড়ে কথা কয় না ও চোখের চাউনি। আর তার মুখখানা প্রিয় পঞ্চকন্যার সঙ্গে থাকার সময়টুকু বাদে সবসময় ভাবলেশহীন। ওরসাত্তির আবেগ অনুভূতি শুধু ফুটে ওঠে তাঁর কণ্ঠে। তাঁর গলার স্বর কর্কশ, শুনলে মনে হয় উখা চালানো হচ্ছে, এমন

ঘ্যাসঘেঁসে। এরকম গলার স্বর আগে ছিল না। পঁচিশ বছর বয়সে ওরসাত্তিকে দুই লোক গলায় লোহার তার বেঁধে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। ভুলের মাশুল তাদেরকে দিতে হয়েছে পরের হপ্তায় লাশ হয়ে মর্গে গিয়ে। ওরসাত্তি যখন প্রচণ্ড রেগে ওঠেন কিংবা বেজায় বিরক্ত হন তাঁর গলার স্বর একদম নিচুলয়ে নেমে আসে, মনে হয় কেউ তাঁর গলা টিপে ধরেছে। রুদ্ধশ্বাস সেই কণ্ঠ বোঝা দায়।

অ্যান্থনি ওরসাত্তি তাঁর রাজ্যের রাজা, যে সাম্রাজ্য তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন ঘুষ, অস্ত্র এবং ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে। গোটা নিউ অর্লিন্সের হর্তাকর্তা বিধাতা হবার ফলে তিনি অবিশ্বাস্য রকম ধনী হয়ে উঠেছেন। তাকে সবাই সমঝে চলে। দেশের অন্যান্য পরিবারের কাপু বা গডফাদাররা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করে চলেন এবং প্রায়ই তাঁর কাছে পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা করেন।

এ মুহূর্তে বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি। তিনি সকালের নাশতা সেরেছেন তাঁর রক্ষিতার সঙ্গে, লেক ভিস্তায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এর বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন কাপু। হপ্তায় তিনদিন রক্ষিতাটির কাছে গমণ করেন তিনি, আজ সকালেও গিয়েছিলেন এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে এসেছেন। রক্ষিতাটি বিছানায় কাপুকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড ঘটায় যা অন্য নারীদের কল্পনাতেও আসে না। আর ওরসাত্তি বিশ্বাস করেন রক্ষিতাটি তাঁকে ভালোবাসে বলেই এসব ক্রিয়াকলাপ করে। ওরসাত্তির প্রতিষ্ঠান মসৃণ গতিতে চলছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই কারণ ওরসাত্তি জানেন সমস্যা আসার আগেই কীভাবে সেগুলো সমাধান করতে হয়। নিজের দর্শন একবার জো রোমানোর কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি, 'ছোট ছোট সমস্যাগুলোকে কখনো বড় হয়ে উঠতে দেবে না, জো, তাহলে ওগুলো এক সময় বিরাটাকার ধারণ করবে।'

অ্যান্থনি ওরসাত্তি ভালোবাসেন রোমানোকে। সে তাঁর কাছে নিজের সন্তানের মতো। রোমানো গলি ঘুঁপচিতে পাঙ্ক হয়ে ঘুরছিল, সেই আবর্জনা থেকে ওকে তুলে এনেছেন তিনি। নিজে ট্রেনিং দিয়েছেন রোমানোকে, এখন রোমানোর মতো দক্ষ লোক আর হয় না। রোমানো দ্রুতগতিসম্পন্ন, চালাকচতুর এবং সৎ। দশ বছরের মধ্যে রোমানো উঠে এসেছে অ্যান্থনি ওরসাত্তির চিফ লেফটেন্যান্টের পদে। সে পরিবারের সমস্ত অপারেশন দেখভাল করে এবং রিপোর্ট করে শুধুমাত্র ওরসাত্তির কাছে।

ওরসাত্তির প্রাইভেট সেক্রেটারি লুসি দরজায় নক করে ঢুকে পড়ল কামরায়। তার বয়স চব্বিশ, একজন কলেজ গ্র্যাজুয়েট, চেহারা এবং ফিগার দেখিয়ে সে জিতে নিয়েছে অসংখ্য স্থানীয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা। সুন্দরী, তরুণী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে খুব পছন্দ করেন ওরসাত্তি।

ডেস্কে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। সকাল ১০.৪৫। তিনি লুসিকে বলেছিলেন দুপুরের আগে যেন তাঁকে বিরক্ত করা না হয়। সেক্রেটারির দিকে মুখ তুলে ঘেউ করে উঠলেন, 'কী?'

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মি. ওরসাত্তি। জনৈক মিস গিগি ডুপ্রে ফোন করেছেন। হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আচরণ তাঁর, কিন্তু কী জন্য ফোন করেছেন তা

আমাকে বলতে নারাজ। তিনি শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চান। বোধহয় খুব জরুরি কিছু।'

মস্তিষ্কের কম্পিউটার চালিয়ে দিলেন ওরসাত্তি। *গি গি ডুপ্রে* শেষবার যে ভেগাস গিয়েছিলেন সেখানকার কোনো বেশ্যাদের কেউ? *গি গি ডুপ্রে?* উহু, মনে পড়ছে না। যদিও নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে তিনি যথেষ্ট অহংকার করেন। কৌতূহলী ওরসাত্তি ফোন তুলে নিলেন, ইশারায় চলে যেতে বললেন লুসিকে।

'কে বলছেন?'

'মি. অ্যান্থনি ওরসাত্তি বলছেন?' উচ্চারণে ফরাসি টান।

'বলছি।'

'ওহ, থ্যাংক গড, আপনাকে পেয়ে গেছি মি. ওরসাত্তি!'

লুসি ঠিকই বলেছে। পাগলের মতো আচরণ করছে মহিলা। আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন ওরসাত্তি, ফোন ছেড়ে দিতে যাচ্ছেন, মহিলা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে থামান, প্লিজ।'

'লেডি, আমি জানি না আপনি কে বলছেন তবে আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি–

'আমার জো, জো রোমানো। ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিল। comprence-vous?

'এই যে শুনুন, জো'র সঙ্গে আপনার কোনো সমস্যা হলে সেটা নিজেরাই মিটিয়ে নিন। আমি তার চাকর নই।'

'ও আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে! আমাকে ছাড়াই ব্রাজিলে যাচ্ছে সে। ওর তিন লাখ ডলারের অর্ধেকে আমার ভাগ আছে।'

হঠাৎ আবার আগ্রহ ফিরে পেলেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি।

'কিসের তিনলাখ ডলারের কথা বলছেন আপনি?'

যে টাকাটা জো ওর চেকিং অ্যাকাউন্টে লুকিয়ে রেখেছে। যে টাকাটা ও- ওর ভাষায় সরিয়ে রেখেছে।

অ্যান্থনি ওরসাত্তি এবারে আরো বেশি আগ্রহ বোধ করলেন।

'প্লিজ, জোকে বলুন না আমাকে যেন ওর সঙ্গে ব্রাজিলে নিয়ে যায়। 'প্লিজ! বলবেন তো?'

'বলবো', প্রতিশ্রুতি দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন ওরসাত্তি। 'দেখছি কী করা যায়।'

পঁচিশ

জো রোমানোর অফিসটি আধুনিক, ধবধবে সাদা, ক্রোম ধাতু দিয়ে তৈরি, দেশের সবচেয়ে নামী-দামী ডেকোরেটরের ডেকোরেশনে সজ্জিত। দুধ সাদা দেয়ালে রঙ বলতে কেবল তিনটি বহুমূল্য ফরাসি চিত্রকর্ম। নিজের সুরুচি নিয়ে গর্ব রয়েছে রোমানোর। নিউ অর্লিন্সের বস্তি থেকে উঠে এসেছে সে, স্বশিক্ষিত একজন মানুষ। পেইন্টিং খুব ভালো বোঝে রোমানো আর ভালো গানেরও চমৎকার সমঝদার। ভালো মদ, মন্দ মদ খেতেও তার জুড়ি নেই। ডাইনিং টেবিলে এ নিয়ে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেয় রোমানো। হ্যাঁ, অহংকার করার মতো কারণ রয়েছে তার। তার সতীর্থরা যখন টিকে থাকার জন্য মুষ্টি ব্যবহার করে, রোমানো তখন ব্যবহার করে মস্তিষ্ক। একথা যেমন সত্যি যে নিউ অর্লিন্সের নিয়ন্ত্রক অ্যান্থনি ওরসাত্তি, তেমনি এটাও সবাই জানে তার হয়ে রোমানোই শহরটি চালায়।

রোমানোর সেক্রেটারি ঢুকল তার কক্ষে। 'মি. রোমানো, রিওডি জেনেরিও বিমানের টিকেট নিয়ে একজন মেসেঞ্জার এসেছে। আমি কি একটা চেক লিখে দেব? এটা ক্যাশ অন ডেলিভারি?'

'রিও ডি জেনেরিও?' ডানেবামে মাথা নাড়ল রোমানো। 'ওকে বলে দাও ওর কোনো ভুল হয়েছে।'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ইউনিফর্ম পরা মেসেঞ্জার। 'আমাকে এ ঠিকানায় জোসেফ রোমানোর কাছে এটা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে।'

'তোমাকে ভুল বলা হয়েছে। এটা কি নতুন এয়ারলাইন প্রোমোশনের কোনো গিমিক নাকি?'

'না, স্যার। আমি–'

'দেখি তো', রোমানো মেসেঞ্জারের হাত থেকে টিকেটটি নিয়ে দেখল। 'শুক্রবারের টিকেট। আমি শুক্রবারে কেন রিও যাবো?'

'আমারও তাই প্রশ্ন' বললেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি। মেসেঞ্জারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। 'কেন যাবে, জো?'

'এটা কোনো নিবোর্ধের ভুল, টনি,' রোমানো টিকেটটা দিল মেসেঞ্জারকে। 'যেখান থেকে পাঠানো হয়েছে সেখানে এটা ফেরত দিয়ে দাও এবং–'

'এত তাড়া কীসের?' ওরসাত্তি টিকেটটা নিয়ে ওতে চোখ বুলালেন। 'প্রথম শ্রেণীর টিকেট। আইল সীট, স্মোকিং জোন, শুক্রবার, রিওডি জেনেরিও। ওয়ানওয়ে।'

হেসে উঠল জো রোমানো। 'কেউ ভুল করেছে।' সে তার সেক্রেটারির দিকে ফিরল, 'ম্যাজ, ট্রাভেল এজেন্সিকে ফোন করে বলে দাও তারা তালগোল পাকিয়ে

ফেলেছে। কোন বেচারার টিকেট মিসিং হতে যাচ্ছে কে জানে।'

সহকারী সেক্রেটারি জোলিন অফিসে ঢুকল। 'এক্সকিউজ মি, মি. রোমানো। লাগেজ চলে এসেছে। আমি কি দস্তখত করে ওটা রেখে দেব?'

অবাক চোখে তার দিকে তাকাল রোমানো। 'কিসের লাগেজ? আমি তো কোনো লাগেজের অর্ডার দিই নি?'

'ওগুলো নিয়ে আসতে বলো,' হুকুম করলেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি।

'যিশাস!' বলল জো রোমানো। 'সবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

এক মেসেঞ্জার তিনটে ভুইত্তো সুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'এসব কী? আমি তো এগুলোর অর্ডার দিইনি।'

ডেলিভারি স্লিপে চোখ বুলাল মেসেঞ্জার। 'এতে ঠিকানা লেখা মি. জোসেফ রোমানো, টু-সেভেনটি পয়ড্রাস স্ট্রিট, সুইট ফোর-জিরো এইট।'

মেজাজ হারিয়ে ফেলছে জো রোমানো। 'ওতে কী লেখা আছে তার গুষ্টি মারি। আমি ওগুলোর অর্ডার দিইনি। এগুলো নিয়ে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও।'

ওরসাত্তি লাগেজে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ওতে তোমার নামের আদ্যক্ষর আছে, জো।'

'কী? ওহ্, এক মিনিট! সম্ভবত এটা কোনো উপহার।'

'আজ তোমার জন্মদিন নাকি?'

'না। কিন্তু মেয়েরা কেমন হয় জানোইতো।' টনি। 'সবসময় তোমাকে উপহার দিতে চাইবে।'

'ব্রাজিলে কি কোনো কাজে যাচ্ছ নাকি?' জানতে চাইলেন ওরসাত্তি।

'ব্রাজিল?' হেসে উঠল জো রোমানো। 'কেউ আমার সঙ্গে মশকরা করছে, টনি।'

ওরসাত্তি মৃদু হাসলেন, তারপর সেক্রেটারিদ্বয় এবং মেসেঞ্জার দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা বেরোও।'

ওরা দরজা বন্ধ করে চলে গেলে অ্যান্থনি ওরসাত্তি বললেন, 'তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, জো?'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জো রোমানো। 'ঠিক জানি না। পনেরো ডলার হবে হয়তো কিংবা দু'তিন হাজার। কেন?'

'এমনি বললাম। তোমার ব্যাংকে ফোন করে একবার খোঁজ নাও না?'

'কীসের জন্য? আমি–'

'খোঁজ নাও, জো।'

'আচ্ছা। তোমার কৌতূহল যদি এতে মেটে তো খোঁজ নিচ্ছি।' নাম্বার টিপে সেক্রেটারিকে ডাকল সে। 'ফার্স্ট মার্চেন্টস ব্যাংকের হেড বুক কিপারকে দাও।'

এক মিনিট পরে লাইন পেয়ে গেল সেক্রেটারি।

'হ্যালো, হানি। জোসেফ রোমানো বলছি। আমার চেকিং অ্যাকাউন্টের বর্তমান ব্যালান্সটা কত বলবে? আমার জন্মতারিখ হলো চৌদ্দ অক্টোবর।

অ্যান্থনি ওরসাত্তি এক্সটেনশন ফোনটি তুললেন। একটু পরেই লাইনে ফিরল বুককিপার।

'আপনাকে অপেক্ষায় রাখার জন্য দুঃখিত, মি. রোমানো। আপনার চেকিং অ্যাকাউন্টে এ মুহূর্তে রয়েছে তিন লাখ দশ হাজার নয়শো পাঁচ ডলার পঁয়ত্রিশ সেন্ট।'

রোমানোর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল। 'কত?'

'তিন লাখ দশ হাজার নয়শো পাঁচ–'

'আরে গাধী মাগী!' চেঁচিয়ে উঠল রোমানো। 'আমার অ্যাকাউন্টে অত টাকা থাকতেই পারে না। তুমি ভুল করেছ। আমাকে–'

রোমানোর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নেয়া হলো, যথাস্থানে ওটা রেখে দিলেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি। 'ওই টাকাটা কোথায় পেলে, জো?'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল রোমানোর চেহারা। 'ঈশ্বরের দিব্যি, টনি। এ টাকার কথা আমি কিছু জানতাম না।'

'জানতে না?'

'আরে, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? কেন বুঝতে পারছ না কেউ আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।'

'সে হয়তো তোমাকে খুব পছন্দ করে। এজন্য তোমাকে তিন লাখ দশ হাজার ডলার উপহার দিয়েছে।' সিল্ক দিয়ে মোড়া স্কালামান্ডার আর্মচেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন ওরসাত্তি, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রোমানোর দিকে। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'সবকিছু আগেই গুছিয়ে রেখেছিলে, না? রিও যাবার জন্য ওয়ানওয়ে টিকেট, নতুন লাগেজ...নতুন জীবন শুরু করার পরিকল্পনা।'

'না!' আতংক জো রোমানোর কণ্ঠে। 'যিশাস, আমাকে তো তুমি খুব ভালো চেনো, টনি। আমি কোনোদিন তোমার সঙ্গে বেঈমানি করিনি। তুমি আমার কাছে বাবার মতো।'

সে ঘামতে শুরু করেছে। দরজায় নক হলো, উঁকি দিল ম্যাজ। হাতে একখানা খাম।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মি. রোমানো। আপনার জন্য একটি তারবার্তা এসেছে, আপনার সই লাগবে।'

ফাঁদে পড়া জন্তু যেমন বিপদ টের পেয়ে যায় রোমানোও নতুন বিপদ টের পেয়ে বলল, 'এখন সইটই করতে পারব না। এখন আমি ব্যস্ত আছি।'

'আমি দেখছি,' বললেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি। মেয়েটি দরজা বন্ধ করার আগেই তিনি চেয়ার ছাড়লেন। সময় নিয়ে পড়লেন তারবার্তাটি। তারপর চোখ রাখলেন জো রোমানোর ওপর।

এমন আস্তে কথা বললেন যে প্রায় শুনতেই পেল না রোমানো। 'আমি পড়ে শোনাচ্ছি, জো। 'সেপ্টেম্বরের এক তারিখ, এই শুক্রবার থেকে আগামী দু'মাসের জন্য আমাদের প্রিন্সেস সুইটটা আনন্দের সঙ্গে আপনার জন্য রিজার্ভেশন করা হলো। নিচে সই করা এস. মন্টালব্যান্ড, ম্যানেজার, রিও অথন প্যালেস, কোপাকাবানা বিচ, রিওডি জেনেরিও।' এটি তোমার রিজার্ভেশন জো। কিন্তু এটা তোমার আর দরকার হবে না, হবে কি?'

ছাব্বিশ

রান্না ঘরে দাঁড়িয়ে ইটালিয়ান সালাদ *Spaghetti allad carbonara* এবং *Pear Torte* বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল ফরাসি বাবুর্চি আন্দ্রে গিলিয়ান, হঠাৎ বিকট এবং বিদঘুটে 'ফট' করে একটা শব্দ হলো, তার পরপর সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনারের ছন্দময় গুঞ্জনধ্বনি ডুবে গেল নীরবতার মাঝে।

পায়ে পা ঠুকল আন্দ্রে। ফরাসি ভাষায় বলে উঠল, 'খাইছে আমারে!'

সে দ্রুত ইউটিলিটি ক্লজিটে ছুটল ব্রেকার বক্স দেখতে। এক এক করে সবগুলো বৈদ্যুতিক সুইচ টিপল। কিন্তু ঘটল না কিছুই।

ওহ্, মি. পোপ রেগে আগুন হবেন। ভীষণ রাগ করবেন তিনি। আন্দ্রে জানে তার মনিব প্রতি শুক্রবার রাতের পোকার খেলাটির জন্য কী অধীর আগ্রহ নিয়েই না অপেক্ষা করেন। এ ঐতিহ্যটা চলে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে, খেলার সঙ্গী সেই একই অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ছাড়া এ বাড়ি নরক হয়ে উঠবে। *স্রেফ দোজখ!* নিউ অর্লিন্স সেপ্টেম্বর মাসে অসভ্যদের বসবাসের শহর হয়ে ওঠে, এখানে ভদ্দরলোক বাস করতে পারেন না। সূর্য অস্ত যাবার পরেও গরম যদি একটু কমেছে!

রান্নাঘরে ফিরে এল আন্দ্রে, তাকাল ঘড়ির দিকে। চারটা বাজে। রাত আটটা নাগাদ মেহমানরা এসে পৌঁছাবেন। আন্দ্রে একবার ভাবল মি. পোপকে ফোন করে সমস্যাটির কথা জানিয়ে দেয় কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল আইনজীবীটি বলে গেছেন আজ সারাদিন আদালতে ব্যস্ত থাকবেন। *মানুষটা সারাক্ষণ এত পরিশ্রম করেন। তাঁর একটু রিল্যাক্স দরকার।* আর এখন কিনা এই অবস্থা!

আন্দ্রে কিচেন ড্রয়ার থেকে ছোট, কালো একটি ফোনবুক বের করে একটি নাম্বার খুঁজে নিয়ে ডায়াল করল।

তিনবার রিং হবার পরে ভেসে এলো একটি খনখনে ধাতব কণ্ঠ, 'এক্সিমো এয়ার কন্ডিশনিং সার্ভিস থেকে বলছি। এ মুহূর্তে আমাদের টেকনিশিয়ানরা কেউ অফিসে নেই। আপনার নাম, ফোন নাম্বার এবং সংক্ষিপ্ত মেসেজ রেখে দিলে যথাশীঘ্র সম্ভব আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। প্লিজ সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন।'

দূর শালা! আমেরিকাই একমাত্র দেশ যেখানে যন্ত্রের সঙ্গে লোকে কথা বলতে বাধ্য।

তীক্ষ্ণ, বিরক্তিকর একটি সংকেত ধ্বনি আন্দ্রের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার জোগাড় করল। সে মাউথপিসে বলল, 'ফোর্টি টু চার্লস স্ট্রিট মশিউ পেরির বাড়ি থেকে

বলছি। আমাদের এয়ার কুলারগুলো কাজ করছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিন। *Vite!*'

দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখল আন্দ্রে। কাউকে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। *হয়তো এ মরার শহরের সবগুলো এয়ারকুলার একসঙ্গে কেতরে গেছে। প্রচণ্ড গরমে এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া চলার কথা ভাবাই যায় না। কেউ এখন তাড়াতাড়ি চলে এলেই বাঁচোয়া।* মি. পোপ খুব মেজাজ গরম মানুষ। ভয়ানক মেজাজী।

আন্দ্রে গত তিন বছর ধরে আইনজীবীটির বাবুর্চি হিসেবে কাজ করছে, জানে তার মনিব কতটা প্রভাবশালী। *এই তরুণ বয়সে একজন মানুষের এমন প্রতিভা, ভাবা যায়?* দেশের এমন কেউ নেই যাকে পেরি পোপ চেনেন না। তাঁর আঙুল ফোটানোর শব্দেই লোকে লাফিয়ে ওঠে।

আন্দ্রে গিলিয়ান টের পেল ঘরের তাপমাত্রা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। খাইছেরে!

আন্দ্রে সালাদের জন্য কাগজের মতো পাতলা করে সালামি ফালি করার কাজে ফিরে গেল। প্রভোলোন চিজও কাটতে হবে। এয়ারকুলার ঠিক না হলে আজকের রাতটা যে কী বিপর্যয়ের রাত হবে ভেবে শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল তার।

ত্রিশ মিনিট পরে যখন বেজে উঠল ডোরবেল ততক্ষণে ঘামে ভিজে জবজবা আন্দ্রে। রান্নাঘর পরিণত হয়েছে জ্বলন্ত চুল্লিতে। সে ছুটে গিয়ে খুলে দিল খিড়কির দুয়ার।

ওভারঅল পরা, হাতে টুলবক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন শ্রমিক। এদের একজন লম্বা, কালো। তার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীটি উচ্চতায় তার চেয়ে ইঞ্চি কয়েক খাটো, চেহারায় ঘুমঘুম, বিরক্তির ভাব। পেছনে ড্রাইভওয়েতে দাঁড়ানো তাদের সার্ভিস ট্রাক।

'এয়ারকন্ডিশনিং নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন শুনলাম?' জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণাঙ্গ।

'oui!' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনারা এসে পড়েছেন। এক্ষুনি কাজে লেগে যান। কয়েকজন গেস্ট আসছেন শীঘ্রি।'

ওভেনের দিকে হেঁটে গেল কালো লোকটা, বেকিং টোস্টের গন্ধ শুঁকল নাক টেনে। 'বাহ, দারুণ খুশবু ছড়িয়েছে তো!'

'প্লিজ!' অনুনয়ের সুরে বলল গিলিয়ান। 'কিছু একটা করুন।'

'ফারনেস রুমে একবার ঢুঁ মেরে দেখা দরকার,' বলল খর্বকায়। 'কোথায় ওটা?'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

আন্দ্রে করিডর ধরে ওদেরকে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলে এল একটি ইউটিলিটি রুমে, এখানে দাঁড়িয়ে আছে এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিটটা।

'যন্ত্রটা দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে, র‍্যালফ,' কৃষ্ণাঙ্গ বলল তার সঙ্গীকে।

'হ্যাঁ, আল। আজকাল আর ওরা এরকম যন্ত্র বানাচ্ছে না।'

'এতোই যদি ভালো হবে তাহলে ওটা কাজ করছে না কেন?' কাতরে উঠল গিলিয়ান।

ওরা দু'জন কটমট করে তাকাল বাবুর্চির দিকে।

'মাত্রই তো এলাম,' ভর্ৎসনা র‍্যালফের কণ্ঠে। উবু হয়ে ইউনিটটার তলার দিকের একটি ছোট দরজা খুলল সে, একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে মেঝেয় পেট দিয়ে শুয়ে পড়ল, উঁকি দিল ভেতরে। একটু পরে সিধে হলো সে। 'সমস্যাটা এখানে নয়।'

'তাহলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল গিলিয়ান।

'কোনো আউটলেটে নিশ্চয় শর্ট-সার্কিট হয়েছে। হয়তো পুরো সিস্টেমটাই শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে। আপনাদের বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনিং ভেন্ট ক'টা?'

'প্রতিটা রুমে একটি করে। কমপক্ষে ন'টা তো হবেই।'

'সম্ভবত ওটাই সমস্যা। ট্রান্সডাকশন ওভারলোড। দেখিতো।

তিনজন ফিরে এল হলঘরে। লিভিংরুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় মন্তব্য করল আল, 'মি. পোপ দারুণ সাজিয়েছেন গো!'

লিভিংরুমটি অত্যন্ত দামী আসবাবে সজ্জিত। বহু মূল্যবান অ্যান্টিকস রয়েছে সারা ঘরজুড়ে। মেঝেয় পার্শিয়ান কার্পেট। লিভিং রুমের বামে একটি বৃহদায়তন ফর্মাল ডাইনিং রুম, ডান পাশে একটি ডেন, মাঝখানে সবুজ রঙের একটি খেলার টেবিল। ঘরের এক কোণে গোল একটি টেবিল, সাপারের খাবার-দাবার রাখা হবে ওতে। দুই সার্ভিসম্যান হেঁটে গেল ডেন-এ। আল দেয়ালের উঁচুতে এয়ারকন্ডিশনিং ভেন্টে টর্চের আলো ফেলল।

'হুমম।' বিড়বিড় করল সে। পোকার খেলার টেবিলের ঠিক ওপরের ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল। 'এ ঘরের ওপরে কী?'

'চিলেকোঠা।'

'দেখিতো একবার।'

ওরা দু'জন আন্দ্রের পিছু পিছু লম্বা, নিচু ছাদের, ধুলো এবং মাকড়সার জালে বোঝাই চিলেকোঠায় চলে এল।

আল দেয়ালে আটকানো একটি ইলেকট্রিক্যাল বক্সের দিকে এগিয়ে গেল। তারের জাল পরীক্ষা করে বলে উঠল, 'হা!'

'পেলেন কিছু?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল আন্দ্রে।

'কনডেন্সার প্রবলেম। গরমের জন্য এমন হয়েছে। এরকম সমস্যার কথা বলে কমপক্ষে একশোজন ফোন করেছে আমাদেরকে। আপনাদের কনডেন্সার শর্ট-সার্কিক হয়ে গেছে। কনডেন্সার বদলাতে হবে?'

'খাইছে আমারে! অনেক সময় লাগবে?'

'নাহ, ট্রাকে নতুন কনডেন্সার আছে।'

'প্লিজ, জলদি করুন', আকুতি করল আন্দ্রে। 'মি. পোপ শীঘ্রি বাড়ি ফিরবেন।'

'কোনো চিন্তা করবেন না। সব ঠিক করে দিচ্ছি।' বলল আল।

কিচেনে ফিরে এসে আন্দ্রে বলল, 'আমার সালাদ ড্রেসিংটা এখনো করা হয়নি। আপনারা কি একা একা চিলেকোঠায় যেতে পারবেন?'

একটা হাত তুলল আল। 'ও নিয়ে একদম ভাববেন না। আপনি আপনার কাজ করুন। আমরা আমাদের কাজ করি।'

'ওহ্, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।'

ওরা ট্রাকে গেল, ফিরে এল ক্যানভাসের দুটো বড় ব্যাগ হাতে। 'যদি কিছুর প্রয়োজন হয়', ওদেরকে বলল আন্দ্রে, 'আমাকে ডাক দেবেন।'

'নিশ্চয়।'

দুই শ্রমিক সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে, আন্দ্রে ফিরল রান্নাঘরে।

চিলেকোঠায় এসে র‍্যালফ এবং আল তাদের ক্যানভাস ব্যাগ খুলে একটি ছোট ফোল্ডিং ক্যাম্প চেয়ার, স্টিল বিটের একটি ড্রিল মেশিন, কয়েকটি স্যান্ডউইচ, দুই ক্যান বিয়ার স্বল্প আলোয় দূরের জিনিসও দেখা যায় এরকম শক্তিশালী একজোড়া ১২ বাই ৪০যিস বাইনোকিউলার এবং দুটি জ্যান্ত হ্যামস্টার (ইঁদুর জাতীয় প্রাণী) বের করল। হ্যামস্টার দুটোকে তিন মিলিগ্রাম অ্যাসেটিল প্রোমাজিন ইনস্যুলেশন দিয়ে এ মুহূর্তে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

ওরা দু'জন নেমে পড়ল কাজে।

'আমার আর্নিস্টিন যদি এখন এখানে থাকত তাহলে আমার কাজ দেখে খুব গর্ববোধ করত,' মুচকি হেসে মন্তব্য করল আল।

সাতাশ

শুরুতে কিছুতেই রাজি হতে চায়নি আল।

'তোমার আসলে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, মেয়ে। পেরি পোপের ছায়া মাড়াতেও আমি রাজি নই। একবার টের পেলে ও আমার পাছার ছাল ছাড়াবে।'

'ওকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ও কোনোদিনই তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

আর্নিস্টিনের অ্যাপার্টমেন্টে, ওয়াটার বেডে দু'জনে নগ্ন হয়ে শুয়েছিল।

'এসব করে তোমার কী লাভ, হানি?' জিজ্ঞেস করল আল।

'ও একটা হারামী।'

'হেই বেবী, পৃথিবীটাই তো বোঝাই হারামী লোকে তাই বলে তাদের সবার পেছনে লেগে তোমার সাধের জীবন বরবাদ করে দেয়ার কোনো মানে হয় না।'

'আমি কাজটা করছি আমার এক বন্ধুর জন্য।'

'ট্রেসি?'

'হুঁ।'

আল ট্রেসিকে পছন্দ করে। মেয়েটা জেলখানা থেকে ছাড়া পাবার পরপরই ওরা একসঙ্গে ডিনার করেছিল।

'ওই মেয়েটা অবশ্য খুব ভালো,' স্বীকার করল আল। 'কিন্তু ওর জন্য আমরা লাইফ রিস্ক নিতে যাবো কেন?'

'কারণ আমরা যদি ওকে সাহায্য না করি ও অন্য কারও কাছে যাবে কাজটির জন্য কিন্তু সে লোক হয়তো তোমার মতো কাজ করতে পারবে না। আর তার ভুলের কারণে ট্রেসি যদি ধরা পড়ে ওরা ওকে আবার জেলখানায় পাঠিয়ে দেবে।'

বিছানায় উঠে বসল আল। কৌতূহল নিয়ে হাসতে চাইল, 'তুমি মেয়েটির জন্য অনেক ভাবো, না?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

আর্নিস্টিন ওকে হয়তো কোনোদিনই বোঝাতে সমর্থ হবে না তবে সত্য এটাই ট্রেসি আবার জেলে গিয়ে বিগ বার্থার খপ্পরে পড়ার কথা ও ভাবতেই পারে না। ট্রেসির প্রটেক্টের আসনে নিজেকে বসিয়েছে আর্নিস্টিন তাই বিগ বার্থা যদি কোনোভাবে ট্রেসিকে কব্জা করতে পারে তাহলে সেটা হবে আর্নিস্টিনের মস্ত পরাজয়। আর এটা সে হতে দেবে না।

আর্নিস্টিন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি ওকে নিয়ে অনেক চিন্তা করি। তুমি কাজটা করে দেবে তো?'

'কিন্তু একা একা এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না,' আপত্তি জানাল আল।

আর্নিস্টিন জানে সে জিতে গেছে। সে তার লম্বা, সুগঠিত শরীর নিয়ে সক্রিয় হতে শুরু করল। বিড়বিড় করে বলল, 'র‍্যালফ না কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়া পাচ্ছে জেল থেকে...?'

সাড়ে ছ'টার একটু আগে ওরা দু'জন ঘর্মাক্ত এবং ধুলোমাখা শরীর নিয়ে হাজির হলো আন্দ্রের রান্নাঘরে।

'কাজ হয়েছে?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইল আন্দ্রে।

'হুঁ। তবে ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে শালা', জবাব দিল আল। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নতুনের মতো কাজ শুরু করে দেবে যন্ত্র।'

'দারুণ! আপনাদের পারিশ্রমিক কত হয়েছে সেটি যদি বলেন–'

মাথা নাড়ল র‍্যালফ। 'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। কোম্পানি পাঠিয়ে দেবে বিল।'

'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। Avoir.'

ওরা দু'জন হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ নিয়ে খিড়কির দুয়ার থেকে বেরিয়ে গেল। আন্দ্রের চোখের আড়াল হতেই ওরা উঠোনে চলে গেল। এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিটের বাইরের কনডেন্সারের কেসিং খুলে ফেলল। র‍্যালফ ফ্ল্যাশ লাইট ধরে রইল, আল ঘণ্টা কয়েক আগে আলগা করে রাখা তার আবার জোড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবন ফিরে পেল এয়াকন্ডিশনিং ইউনিটে।

কনডেন্সারের সার্ভিস ব্যাগে লেখা ফোন নাম্বারটা টুকে নিল আল। ফোন করতেই এস্কিমো এয়ারকন্ডিশনিং কোম্পানির রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আল বলল, 'ফোর্টি টু চার্লস স্ট্রীটে, পেরি পোপের বাড়ি থেকে বলছি। আমাদের এয়ার কন্ডিশনিং এখন ঠিকঠাক চলছে। কাউকে পাঠাতে হবে না। হ্যাভ এ নাইস ডে।'

প্রতি শুক্রবার রাতে পেরি পোপের বাড়িতে পোকার খেলতে আসার জন্য মুখিয়ে থাকেন খেলোয়াড়রা। তবে নির্ধারিত দলটিই শুধু এখানে খেলেন; অ্যান্থনি ওরসাত্তি, জো রোমানো, বিচারপতি হেনরী লরেন্স, একজন ঊর্ধ্বতন পৌর কর্মকর্তা, একজন সিনেটর এবং অবশ্যই তাদের হোস্ট। বাজির অঙ্কটি বেশ উঁচু, পরিবেশিত খাবার চমৎকার সুস্বাদু আর এখানে কাঁচা ক্ষমতার সাহচর্যও মেলে।

পেরি পোপ তার বেডরুমে বসে ড্রেস বদলাচ্ছিল। গায়ে চড়ালো সাদা সিল্ক স্ল্যাক, সঙ্গে ম্যাচ করা স্পোর্টস শার্ট। খুশি মনে শিস দিচ্ছে সে আসন্ন সন্ধ্যাটির কথা ভেবে। ইদানিং সে পোকার খেলায় জিততে শুরু করেছে। *আসলে সারাজীবন ধরে তো আমি জিতেই আসছি*, ভাবছে পোপ।

নিউ অর্লিন্সে কারও আইনী কোনো সহায়তার প্রয়োজন হলে তাকে পেরি পোপের

কাছে আসতেই হয়। তার ক্ষমতার উৎস ওরসাত্তি পরিবার। তাকে সবাই চেনে অ্যারেঞ্জার বা আয়োজক হিসেবে। ট্রাফিক জরিমানা থেকে শুরু করে মাদকের অভিযোগ কিংবা খুন-খারাপী সব রকম আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে পেরি। তার জীবন বেশ মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে।

অ্যান্থনি ওরসাত্তি একজন অতিথি নিয়ে হাজির হলেন।

'জো রোমানো আর খেলবে না,' ঘোষণা করলেন তিনি। 'আর ইন্সপেক্টর নিউহাউসকে তো আপনারা চেনেনই।'

পেরি পোপসহ অভ্যাগতদের সকলে নতুন অতিথির সঙ্গে হাত মেলাল।

'সাইড বোর্ডে ড্রিংকের ব্যবস্থা আছে, ভদ্রমহোদয়গণ,' বলল পেরি পোপ। 'কিছুক্ষণ পরে আমরা সাপার খাবো। তার আগে একদান খেলে নিই না কেন?'

ডেন-এ সবুজ ফেল্ট টেবিল ঘেরা নির্ধারিত আসনে উপবিষ্ট হলেন অতিথিগণ। ওরসাত্তি জো রোমানোর শূন্য চেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত করে ইন্সপেক্টর নিউ হাউসকে বললেন, 'আজ থেকে ওটা তোমার আসন, মেল।'

একজন নতুন কার্ডের প্যাকেট খুলতে ব্যস্ত, পোপ অতিথিদের মাঝে পোকার চিপস বিতরণ করল। ইন্সপেক্টর নিউহাউসকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কালো চিপগুলোর মূল্যমান পাঁচ ডলার, লালগুলো দশ, নীল পঞ্চাশ আর সাদাগুলো একশো ডলারের। আমরা টেব্‌ল স্টেক খেলি, থ্রি রেইজেস, ডিলার'স চয়েস।'

'বাহ, চমৎকার' মন্তব্য করল নতুন অতিথি।

অ্যান্থনি ওরসাত্তির মন মেজাজ আজ মোটেই ভালো নেই। 'এসো খেলা শুরু করি। তার কণ্ঠস্বর ফাঁসিতে ঝোলানো লোকের মতো ফ্যাঁসফেঁসে। খুবই অশুভ লক্ষণ।

জো রোমানোর কী হয়েছে জানার আগ্রহ থাকলেও এ মুহূর্তে চুপ করে থাকাই সমীচীন মনে করছে পেরি পোপ। ওরসাত্তি যখন প্রয়োজনবোধ করবেন, নিজেই জানাবেন।

ওরসাত্তি গোমড়া মুখে ভাবছিলেন; *আমি জো রোমানোর কাছে ওর বাবার মতো ছিলাম। ওকে বিশ্বাস করতাম, আমার চিফ লেফটেন্যান্ট বানিয়েছিলাম। আর হারামজাদা আমাকে ছুরি মারল! ওই ফরাসি পাগলীটা যদি ফোন না করত এতক্ষণে অতগুলো টাকা নিয়ে পগারপার হতো জো রোমানো। তবে আর কোনোদিন কোথাও যেতে পারছে না সে। অন্তত এ মুহূর্তে যেখানে আছে সেখান থেকে কোথাও যাবার সুযোগ নেই। এতক্ষণে হয়তো মাছের খোরাকে পরিণত হয়েছে জো রোমানো।*

'টনি, তুমি কি খেলবে নাকি খেলবে না?'

খেলায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনলেন অ্যান্থনি ওরসাত্তি। এ টেবিলে প্রচুর টাকা জেতা এবং হারার ঘটনা ঘটেছে। হারতে মোটেই পছন্দ করেন না ওরসাত্তি। শুধু টাকা নয়, কোনোকিছুতেই হারতে চান না তিনি। নিজেকে তিনি ন্যাচারাল বর্ন উইনার মনে করেন। শুধুমাত্র বিজয়ীদের পক্ষেই আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছা সম্ভব। কিন্তু গত ছয় হপ্তা জুড়ে পেরি পোপ প্রতিটি খেলায় জিতে চলেছে, অ্যান্থনি ওরসাত্তি প্রতিজ্ঞা করেছেন আজ তিনি জিতবেনই।

কিন্তু মাঝরাতে, ডিনার খাওয়ার জন্য যখন বিরতি দেয়া হলো খেলায় ততক্ষণে পঞ্চাশ হাজার ডলার হেরে গেছেন ওরসাত্তি এবং বিপুল টাকা জিতে নিয়েছে পেরি পোপ।

রান্না খুব ভালো হয়েছে। মাঝরাতের খাবার এমনিতে বেশ উপভোগ করেন ওরসাত্তি কিন্তু আজ তিনি টেবিলে গিয়ে আবার খেলতে বসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন।

'তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না, টনি,' বলল পেরি পোপ।

'আমার ক্ষিদে নেই,' রূপোর কফি পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন ওরসাত্তি, ভিক্টোরিয়ান আদলে তৈরি হেরেন্ডচিন কাপে কফি ঢেলে নিয়ে পোকার টেবিলে এসে বসলেন। অন্যদের খাওয়া দেখছেন তিনি আর মনে মনে বলছেন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কর, ব্যাটারা! খেলায় হেরে যাওয়া টাকাটা আবার জিতে নিতে মরিয়া তিনি। কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছেন ছোট্ট কী একটা জিনিস টপ করে খসে পড়ল কাপের মধ্যে। মুখ বাঁকিয়ে চামচ দিয়ে জিনিসটা কাপ থেকে তুলে আনলেন ওরসাত্তি। প্লাস্টারের টুকরো। ছাদের দিকে তাকালেন তিনি, কপালে ঠাস করে কী যেন বাড়ি খেল। মাথার ওপরের খচমচ আওয়াজ সম্পর্কে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন।

'ওখানে হচ্ছেটা কী?' জিজ্ঞেস করলেন ওরসাত্তি।

পেরি পোপ জোকস শোনাচ্ছিল ইন্সপেক্টর নিউহাউসকে, বাধা পেয়ে থেমে গেল। 'দুঃখিত, টনি। কী বললে শুনতে পাইনি।'

খচরমচর আওয়াজটা এখন আরো স্পষ্ট। সবুজ টেবিলে প্লাস্টারের ছোট ছোট টুকরো খসে পড়তে লাগল।

'মনে হচ্ছে ইঁদুর,' বললেন সিনেটর।

'এ বাড়িতে ইঁদুর নেই,' বলল পেরি পোপ।

'অবশ্যই আছে,' ঘোঁত ঘোঁত করলেন ওরসাত্তি।

সবুজ ফেল্ট টেবিলে প্লাস্টারের বড়সড় একটা আস্তরণ এবারে খসে পড়ল।

'আন্দ্রেকে ডাকছি ও দেখুক গিয়ে ঘটনা কী,' বলল পোপ। 'আমাদের খাওয়াতো শেষ। চলুন আবার খেলা শুরু করি।'

মাথার ঠিক ওপরে, সিলিংয়ে গোল একটা ফুটোর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন ওরসাত্তি। 'দাঁড়াও। কাউকে ডাকতে হবে না। চলো, নিজেরাই গিয়ে দেখবো।'

'দরকার কী, টনি? আন্দ্রে–'

ওরসাত্তি ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন, রওনা দিয়েছেন সিড়ি অভিমুখে। অন্যরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দ্রুত তাঁর পিছু নিল।

'কোনো কাঠবেড়ালি হয়তো চিলেকোঠায় ঢুকে পড়েছে' বলল পেরি পোপ। 'বছরের এ সময় ওদের যন্ত্রণায় তো ঘরে থাকাই দায়। হয়তো চিলেকোঠায় এখনই শীতকালের জন্য খাবার জোগাড় করে রাখছে,' যেন খুব মজার একটা কথা বলেছে ভেবে হে হে করে হাসল সে।

চিলেকোঠার দরজায় পৌঁছে ঠেলা মেরে কবাট খুললেন ওরসাত্তি। বাতি জ্বেলে দিল

পেরি পোপ। দেখল ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে একজোড়া হ্যামস্টার।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল পোপ। 'আমার বাড়িতে ইঁদুর ঢুকেছে।'

অ্যান্থনি ওরসাত্তি ওর কথা শোনেননি। তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঘরে। চিলেকোঠার মাঝখানে একটি ক্যাম্প চেয়ার বসানো, তার ওপরে এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ এবং দুটো খোলা বিয়ারের ক্যান। চেয়ারের পাশে, মেঝেতে রাখা একটি বাইনোকিউলার।

ওদিকে হেঁটে গেলেন ওরসাত্তি, এক এক করে তুলে নিলেন জিনিসগুলো, পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর ধুলোভরা মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসলেন তিনি, কাঠের ছোট একটা সিলিন্ডার সরালেন। এটার ঠিক নিচেই একটি পিপ হোল বেরিয়ে পড়ল। ছাদ ফুটো করে ছিদ্রটি তৈরি করা হয়েছে। ওরসাত্তি মেঝের ফুটোয় তাকালেন। ঠিক তাঁর নিচে কার্ড খেলার টেবিলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

চিলেকোঠার মাঝখানে বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে পেরি পোপ। 'এখানে এসব হাবিজাবি জিনিস কে রেখেছে? আন্দ্রেকে আজ আমি কাঁচা খেয়ে ফেলবো।'

ধীর গতিতে সিধে হলেন ওরসাত্তি, ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়লেন।

পেরি পোপ মেঝেয় তাকাল। 'এই দ্যাখো!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সিলিংয়ে কে আবার একটা ফুটোও করে রেখেছে। নাহ্, কাজের লোকগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

উঁচু হলো সে, গর্তে চোখ রাখল এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তশূন্য হয়ে গেল তার চেহারা। খাড়া হলো সে, উন্মাদের মতো তাকাল চারপাশে, দেখল তার দিকে সবাই নিষ্পলক চেয়ে আছে।

'হেই!' বলল পেরি পোপ।' তোমরা নিশ্চয় ভাবছ না আমি– আরে, তোমরা আমাকে এভাবে দেখছ কেন? তোমরা তো আমাকে চেনোই। আমি এসবের কিছু জানি না। তোমাদের সঙ্গে চিট করার কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না।

মাই গড, আমরা তো বন্ধু? মুখে হাত এনে আঙুলের গাঁট কামড়াতে লাগল সে পাগলের মতো।

ওরসাত্তি তার হাতে মৃদু চাপড় দিলেন, 'হুঁ, তাতো বটেই', তাঁর কণ্ঠ ভীষণ আবছা শোনাল।

পেরি পোপ তার ডান হাত কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল।

আটাশ

'দু'জন গেল, ট্রেসি', খিলখিল করে হাসল আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ।

'খবর ছড়িয়ে গেছে তোমার আইনজীবী বন্ধু পেরি পোপ আইন প্র্যাকটিসের জগত থেকে বিদায় নিয়েছে। সে নাকি ভয়ানক এক দুর্ঘটনায় নিহত।'

রয়াল স্ট্রিটের ফুটপাতে ছোট একটি ক্যাফেতে বসে ওরা দু'জনে *Cafe au loit* এবং *beignets* খেতে খেতে গল্প করছে।

এবারে উচ্চকিত গলায় হেসে উঠল আর্নিস্টিন। 'তোমার সত্যি মাথা আছে, মেয়ে। আমার সঙ্গে ব্যবসায় নামবে?'

'ধন্যবাদ, আর্নিস্টিন। আমার অন্য প্ল্যান আছে।'

আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল আর্নিস্টিন। 'এরপরে কে?'

'লরেন্স। বিচারপতি হেনরী লরেন্স।'

লুইজিয়ানার লেসভিলে একটি ছোট শহরে ক্যারিয়ার শুরু হেনরী লরেন্সের। আইন খুব একটা ভালো বুঝতেন না তিনি, তবে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁর চেহারা এবং নীতিগতভাবে খুবই নমনীয় স্বভাবের মানুষ তিনি। তাঁর মতে আইন হলো একটি নরম দণ্ড যাকে মক্কেলের প্রয়োজন অনুসারে বাঁকানো যায়। যার মনোভাব এরকম তিনি যে নিউ অর্লিন্সে আসার কিছুদিন পরে একদল বিশেষ মক্কেলকে নিয়ে তাঁর প্র্যাকটিস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। তিনি লঘু অপরাধ, ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে শুরু করে, চুরি-ডাকাতি, ক্যাপিটাল ক্রাইম ইত্যাদি সবরকমের অপরাধ কর্মেরই বিচার করে থাকেন। যখন রুই-কাতলাদের সঙ্গে তাঁর সখ্য হলো ততদিনে তিনি নিজের মামলা জিততে জুরিদের বেআইনি কর্মে প্ররোচনা, সঙ্গীদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন, যে কাউকে ঘুষ প্রদান ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে রীতিমতো এক্সপার্ট হয়ে উঠেছেন। সংক্ষেপে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অ্যান্থনি ওরসাত্তির পছন্দের মানুষ এবং দু'জনের পথ যে এক বিন্দুতে এসে মিলবে তা বলাবাহুল্য। লরেন্স হয়ে উঠলেন ওরসাত্তি পরিবারের মুখপাত্র আর যখন সময় হলো, ওরসাত্তি লরেন্সকে বিচারকের পদে বসিয়ে দিলেন।

'তুমি বিচারপতিকে কীভাবে শায়েস্তা করবে বুঝতে পারছি না,' বলল আর্নিস্টিন। 'সে খুবই ধনী, প্রভাবশালী এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে'।

'সে ধনী এবং প্রভাবশালী মানছি,' ওকে শুধরে দিল ট্রেসি, 'তবে ধরাছোঁয়ার বাইরে

নয়।'

ট্রেসি একটা বুদ্ধি করে রেখেছিল বটে তবে বিচারপতি লরেন্সের চেম্বারে ফোন করা মাত্র বুঝে ফেলল এ পরিকল্পনায় কাজ হবে না, বদলাতে হবে প্ল্যান।

'আমি বিচারপতি লরেন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

একজন সেক্রেটারি জানাল, 'দুঃখিত, বিচারপতি লরেন্স চেম্বারে নেই।'

'উনি কখন আসবেন?'

'ঠিক বলতে পারছি না।'

'ওনাকে খুব জরুরি দরকার। কাল সকালে পাওয়া যাবে কি?'

'না। বিচারপতি লরেন্স শহরেই নেই।'

'ওহ্, তাহলে ওনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব?'

'বোধহয় যোগাযোগ করতে পারবেন না। হিজ অনার দেশের বাইরে গেছেন।'

ট্রেসি নিখুঁতভাবে কণ্ঠে হতাশা ফোটাল। 'ও, আচ্ছা। কোথায় গেছেন জানতে পারি?'

'হিজ অনার ইউরোপে গেছেন একটি আন্তর্জাতিক জুডিশিয়াল সিম্পোজিয়ামে যোগ দিতে।'

'আহা, তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল', বলল ট্রেসি।

'আপনি কে বলছেন, প্লিজ?'

দ্রুত চিন্তা করে জবাব দিল ট্রেসি। 'আমি এলিজাবেথ রোয়ান ডাস্টিন, অ্যামেরিকান ট্রায়াল লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ বিভাগীয় চেয়ারউওম্যান। এ মাসের কুড়ি তারিখে, নিউ অর্লিন্সে আমাদের বাৎসরিক পুরস্কারের ভোজসভা অনুষ্ঠিত হবে। আমরা জাজ হেনরী লরেন্সকে ম্যান অব দ্য ইয়ার হিসেবে নির্বাচন করেছি।'

'বাহ, খুব ভালো খবর,' বলল জাজের সেক্রেটারি। 'কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি হিজ অনার ওই সময়ের মধ্যে দেশে ফিরতে পারছেন না।'

'ইস্‌স! আমরা কোথায় সেদিন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুনব বলে অপেক্ষা করছি আর ওনাকে তখন পাবো না। আমাদের নির্বাচন কমিটির প্রধান পছন্দই ছিল বিচারক লরেন্স।'

'অনুষ্ঠানটি মিস করতে হবে জেনে তিনি নিশ্চয় দুঃখ পাবেন।'

'হুঁ। আপনি নিশ্চয় জানেন এটি কতবড় একটি সম্মান। আমাদের দেশের সেরা সেরা বিচারকদের অতীতে এ সম্মান দেয়া হয়েছে। দাঁড়ান দাঁড়ান! আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বিচারপতি যদি তাঁর বক্তৃতা রেকর্ড করে পাঠান তাহলেও তো দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে, কী বলেন?'

'আমি আর কী বলব? উনি বক্তৃতা রেকর্ড করে পাঠানোর সময় পাবেন কিনা জানি না ওনার যা ব্যস্ত শিডিউল—'

'অনুষ্ঠানটি কিন্তু জাতীয় টিভি এবং খবরের কাগজে কভারেজ পেতে যাচ্ছে, ভেবে দেখুন।'

ও প্রান্তে নীরবতা। বিচারপতি লরেন্সের সেক্রেটারি জানে হিজ অনার মিডিয়া

কভারেজ পেতে কী রকম পছন্দ করেন। সত্যি বলতে কী, তিনি ইউরোপে গেছেনই এ উদ্দেশ্যে।

সেক্রেটারি বলল, 'হয়তো উনি আপনার জন্য তার বক্তৃতা রেকর্ড করে পাঠাতেও পারেন। আমি জিজ্ঞেস করে দেখি।'

'ওহ, তাহলে তো খুবই ভালো হয়,' কল্লোলিত হয়ে উঠল ট্রেসি।

'সন্ধ্যাটি তাহলে দারুণ তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে।'

'কোনো বিশেষ বিষয়ে কি হিজ অনারকে বক্তৃতা দিতে হবে?'

'জ্বী। আমরা চাই তিনি বলবেন– ইতস্তত করছে ট্রেসি। 'আসলে বিষয়টি একটু জটিলই। ওনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কথা বলতে পারলে ভালো হতো।'

মুহূর্তখানেকের নীরবতা আবার। দোদুল্যমান সেক্রেটারি। তাকে নির্দেশ দেয়া আছে তাঁর বস কোথায় থাকবেন সে বিষয়ে যেন কাউকে কিছু জনানো না হয়। এদিকে পুরস্কার বিতরণীর মতো এরকম একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানের সুযোগ হারালে বিচারক নিশ্চয় ওকে দোষারোপ করবেন।

সেক্রেটারি বলল, 'যদিও তথ্য দিতে মানা করা হয়েছে আমাকে, তবে আমার ধারণা এরকম সম্মানজনক একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ তিনি হারাতে চাইবেন না। উনি মস্কোতে আছেন, রোসিয়া হোটেলে। আগামী পাঁচদিন ওখানে থাকবেন তারপর–'

'ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ, মিস ডাসটিন।'

তারবার্তাগুলো পাঠানো হলো মস্কোয়, রোশিয়া হোটেল, বিচারপতি হেনরী লরেন্সের কাছে। প্রথম তারবার্তায় লেখা

NEXT JUDICIARY COUNCIL MEETING CAN NOW BE ARRANGED. CONFIRM CONVENIENT DATE AS SPACE MUST BE REQUESTED. BORIS

দ্বিতীয় তারবার্তাটি পৌঁছাল পরেরদিন। তাতে লেখা

ADVICE PROBLEM TRAVEL PLANS. YOUR SISTER'S PLANE ARRIVED LATE BUT LANDED SAFELY. LOST PASSPORT AND MONEY. SHE WILL BE PLACED IN FIRST CLASS SWISS HOTEL. WILL SETTLE ACCOUNT LATER. BORIS

শেষ তারবার্তাটিতে লেখা

YOUR SISTER WILL TRY AMERICAN EMBASSY TO OBTAIN TEMPORARY PASSPORT. NO INFORMATION AVAILABLE YET ON NEW VISA SWISS MAKE RUSSIANS SEEM SAINTES. WILL SHIP SISTER TO YOU SOONEST. BORIS

উনত্রিশ

NKVD অপেক্ষা করছিল আর কোনো তারবার্তা আসে কিনা দেখতে। আর তারবার্তা এলো না। তারা গ্রেফতার করল বিচারপতি লরেন্সকে।

টানা দশদিন দশরাত চলল ইন্টারোগেশন।

'আপনি কাকে ইনফরমেশন পাঠিয়েছেন?'

'কীসের ইনফরমেশন? আপনারা কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'প্ল্যানের কথা বলছি। আপনাকে প্ল্যান দিয়েছে কে?'

'কীসের প্ল্যান?'

'সোভিয়েত পারমাণবিক সাবমেরিন বিষয়ক প্ল্যান।'

'পাগল নাকি! আমি সোভিয়েত সাবমেরিনের কী জানি?'

'সেটাইতো আমরা জানতে চাই। আপনার গোপন মিটিংয়ে কে কে ছিল?'

'কীসের গোপন মিটিং? আমি কোনো গোপনীয়তার ধার ধারি না।'

'বেশ। তাহলে এবারে বলুন বরিসটা কে?'

'বরিস, কে?'

'যে লোকটি আপনার সুইস অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়েছে।'

'কীসের সুইস অ্যাকাউন্ট?'

ইন্টারোগেশন কর্তারা রেগে আগুন হলেন। 'ওরে বোকা জিদ্দি বুড়ো,' বললেন তাঁরা লরেন্সকে, 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। আমাদের মহান মাতৃভূমিকে অবমাননা করার ফল তোমার মতো আমেরিকান গুপ্তচরদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবো।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইতিমধ্যে লরেন্সের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছেন।

বিচারপতি হেনরী লরেন্স পনেরো পাউণ্ড ওজন হারিয়েছেন। গত দশদিনে জেরাকারীরা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে দেয়নি। ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি, থরথর করে কাঁপছিলেন।

'ওরা আমার সঙ্গে এরকম করছে কেন?' গলা দিয়ে ব্যাঙের আওয়াজ বেরিয়ে এল বিচারপতির। 'আমি একজন আমেরিকান নাগরিক। একজন বিচারপতি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যান।'

'আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব করছি,' তাঁকে আশ্বস্ত করলেন রাষ্ট্রদূত। লরেন্সের চেহারা দেখে তিনি রীতিমতো চমকে গেছেন। দুই হপ্তা আগে, মস্কো পৌঁছালে জাজ লরেন্স এবং জুডিসিয়ারি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত। কিন্তু সেই অহংকারী মানুষটির সঙ্গে ভয়ে সংকুচিত, মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে

যাওয়া এ লোকটির কোনো মিলই নেই।

রাশানরা এবারে আবার কী মতলব করল? ভাবছিলেন রাষ্ট্রদূত। *বিচারক ভদ্রলোক গুপ্তচর হতেই পারেন না। অবশ্য মানুষ চেনা বড় দায়।*

রাষ্ট্রদূত পলিটব্যুরোর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু অনুরোধ প্রত্যাখিত হলে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন তিনি।

'আমি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাতে চাই,' রাগত কণ্ঠে বললেন রাষ্ট্রদূত। 'আপনার দেশ বিচারপতি হেনরী লরেন্সের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। তাঁর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলে অভিহিত করা খুবই হাস্যকর

'আপনার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে,' শীতল গলায় বললেন মন্ত্রী মহোদয়, 'তাহলে এতে একবার দয়া করে চোখ বুলিয়ে নিন।'

তিনি রাষ্ট্রদূতকে তারবার্তার কপিগুলো দিলেন।

রাষ্ট্রদূত তারবার্তা পড়ে মুখ তুলে চাইলেন, চেহারায় বিহ্বলভাব। 'এতে সমস্যাটা কোথায়? এতো স্রেফ নিরীহ কয়েকটি কেব্ল।'

'তাই মনে হয় আপনার? তাহলে আরেকবার পড়ুন ওগুলো। ডিকোডেড।' মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে তারবার্তার অন্য আরেকটি কপি ধরিয়ে দিলেন। এ তারবার্তার প্রতিটি চতুর্থ শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা।

NEXT JUDICIARY COUNCIL MEETING CAN NOW BE ARRANGED. CONFIRM CONVENIENT DATE AS SPACE MUST BE REQUESTED. ADVICE PROBLEM TRAVEL PLANS. YOUR SISTER'S PLANE ARRIVED LATE BUT LANDED SAFELY. LOST PASSPORT AND MONEY. SHE WILL BE PLACED IN FIRST CLASS SWISS HOTEL. WILL SETTLE ACCOUNT LATER. YOUR SISTER WILL TRY AMERICAN EMBASSY TO OBTAIN TEMPORARY PASSPORT. NO INFORMATION AVAILABLE YET ON NEW VISA SWISS MAKE RUSSIANS SEEM SAINTES. WILL SHIP SISTER TO YOU SOONEST. BORIS

আর কোনো আশা নেই, মনে মনে বললেন মার্কিনি রাষ্ট্রদূত।

ট্রায়াল থেকে সযত্নে দূরে রাখা হলো প্রেস এবং পাবলিক। কয়েদীকে কোনোমতেই তাঁর বক্তব্য থেকে টলানো গেল না, সোভিয়েত ইউনিয়নে গুপ্তচরবৃত্তি করতে আসার অভিযোগ তিনি বারবার অস্বীকার করলেন। প্রসিকিউশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তিনি যদি স্বীকার করেন তাঁর কর্তা ব্যক্তিদের কারা এর সঙ্গে জড়িত, তাহলে তাঁর শাস্তির বিষয়ে খানিকটা দয়া দেখানো হবে। কাজটি করতে পারলে বিনিময়ে নিজের আত্মাও দিতে রাজি ছিলেন লরেন্স, কিন্তু হায়, তিনি তা পারলেন না।

ট্রায়ালের পরদিন প্রাভদা প্রত্রিকায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হলো যে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কুখ্যাত আমেরিকান স্পাই হেনরী লরেন্সকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে সাইবেরিয়া পাঠানো হয়েছে।

লরেন্সের ঘটনা আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোকে রীতিমতো হতভম্ব করে

দিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল **সিআইএ, এফবিআই, সিক্রেট সার্ভিস** এবং **ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে**।

'ওতো আমাদের লোক নয়,' বলল *সিআইএ*। 'সে সম্ভবত ট্রেজারির লোক।'

লরেন্স বিষয়ক কিছু জানে না বলে পরিস্কার জানিয়ে দিল *ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট* 'নো, স্যার, লরেন্স ইজ নট আওয়ার বেবী। সম্ভবত **এফবিআই'**র হারামজাদারা আমাদের এলাকায় নাক গলাতে চাইছে।'

'ওর নামইতো জীবনে শুনিনি,' বলল *এফবিআই*। 'সম্ভবত স্টেট কিংবা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির হয়ে কাজ করত লোকটা।'

এ বিষয়ে অন্যদের মতো অন্ধকারে থাকা *ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স* চতুর স্বরে বলল, 'নো কমেন্ট।'

প্রতিটি এজেন্সি নিশ্চিত জাজ হেনরী লরেন্সকে অপর কেউ দেশের বাইরে পাঠিয়েছে।

'তবে লোকটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়,' বললেন **সিআইএ** প্রধান। 'খুবই কঠিন প্রকৃতির। সে স্বীকার তো করেইনি এবং কারও নামও বলেনি। সত্যি বলতে কী, আমাদের ডিপার্টমেন্টে যদি এরকম আরও কিছু লোক থাকতো!'

অ্যান্থনি ওরসাত্তির দিনকাল ভালো যাচ্ছে না মোটেই, কাপু বুঝে উঠতে পারছেন না কেন এমন হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম ভাগ্য তার সঙ্গে সহায়তা করছে না। জো রোমানোর স্বদেশ ত্যাগ থেকে দুর্ভাগ্যের শুরু, তারপর গেল পেরি পোপ, এখন আবার জাজ লরেন্সের জেল হয়ে গেল গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। এ লোকগুলোর ওপরে তিনি নির্ভর করতেন, তাঁর যন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি ছিল এরাই। আর এদের কেউই এখন তাঁর সঙ্গে নেই।

পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ ছিল জো রোমানো, তার জায়গায় বসানোর মতো এখনো কাউকে খুঁজে পাননি ওরসাত্তি। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, যেসব মানুষ কোনোদিন কোনো অভিযোগ করার সাহস পায়নি আজ তারা গলা উঁচিয়ে কথা বলছে। এরকম একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে টনি ওরসাত্তি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, তিনি আর তাঁর লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠান।

শেষ আঘাতটা ছিল নিউজার্সি থেকে আসা একটি ফোন।

'শুনলাম ওখানে নাকি তুমি ঝামেলায় পড়েছ, টনি। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'আমি কোনো ঝামেলায় নেই,' রাগত স্বরে বললেন ওরসাত্তি। 'হ্যাঁ, সম্প্রতি কিছু সমস্যা হয়েছিল বটে তবে সেগুলো সামাল দেয়া গেছে।'

'কিন্তু আমরা তো উল্টাপাল্টা শুনছি, টনি। শুনেছি তোমার শহরে নাকি সবাই অশান্ত হয়ে উঠেছে, কেউ কাউকে মানতে চাইছে না। শহর নাকি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে।'

'আমি আমার শহর নিয়ন্ত্রণ করছি।'

'হয়তো তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল যাচ্ছে, টনি। হয়তো খুব বেশি পরিশ্রম করছ। তোমার এখন একটু বিশ্রাম দরকার।'

'এটা আমার শহর। আমার শহর আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'আরে, টনি, তোমার শহর তোমার কাছ থেকে কেউ নেয়ার কথা কে বলল? আমরা শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি। পুবের পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের ক'জন লোক যাবে তোমাকে সামান্য সাহায্যের হাত বাড়াতে। বন্ধু বন্ধুকে সাহায্য করতেই পারে, তাই না? এতে দোষের কিছু নেই।'

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল অ্যান্থনি ওরসাত্তির। দোষ আছে একটাই সামান্য সাহায্যের হাত এক সময় বড় হয়ে উঠবে এবং তারপর তাঁকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইবে।

ডিনারের জন্য চিংড়ির মালাইকারি রান্না করছে আর্নিস্টিন, খুশবু ছড়াচ্ছে মাছগুলো। সে আর ট্রেসি অপেক্ষা করছে আলের জন্য। সেপ্টেম্বরের তীব্র গরমে সবারই মেজাজ খচড়ানো। আল প্রথম বাসায় এল, ততক্ষণে গরম খইয়ের মতো ফুটতে শুরু করেছে আর্নিস্টিনের মেজাজ। বয়ফ্রেন্ডকে দেখে সে খেঁকিয়ে উঠল, 'এতক্ষণ কোন চুলোয় ছিলে শুনি? ফাকিং ডিনার তেতে আছে, সেই সঙ্গে আমিও।'

কিন্তু আর্নিস্টিনের গরম স্পর্শ করল না উৎফুল্ল আলকে।

'দারুণ খবর আছে গো, মেয়ে!' সে ট্রেসির দিকে ফিরল। 'মাফিয়া এবার টনি ওরসাত্তির খবর করে দেবে। নিউজার্সির পরিবার আসছে ওর সাম্রাজ্য দখল করতে।' চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তার মুখ। 'তুমি হারামজাদাকে দেখিয়ে দিলে বটে একহাত।' ট্রেসির চোখে চোখ পড়তে মুছে গেল হাসি। 'তুমি সুখি হওনি, ট্রেসি?'

কী অদ্ভুত একটা শব্দ, ভাবছে ট্রেসি। *'সুখি।'* এ শব্দটির অর্থই তো সে ভুলে গিয়েছিল। ও জানে না ও আর কোনোদিন সুখি হতে পারবে কিনা, জানা নেই স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতিগুলোয় সিক্ত হতে পারবে কিনা। তার মা এবং তার যে দশা করা হয়েছে সেই প্রতিশোধ নিতেই ও এতদিন ব্যস্ত ছিল। এখন প্রতিশোধ পর্ব প্রায় শেষ, বুকের ভেতর যেনো একটা শূন্যতা অনুভব করছে সে।

পরদিন সকালে একটি ফুলের দোকানে গেল ট্রেসি। 'অ্যান্থনি ওরসাত্তির জন্য কিছু ফুল পাঠাবো আমি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঢঙে সাজানো থাকবে ফুলগুলো। একটি স্ট্যান্ডের ওপরে সাদা কার্নেশন থাকবে, চওড়া একটি ফিতেসহ। ফিতেয় লেখা থাকবে 'শান্তিতে বিশ্রাম নিন।' একটা কার্ড লিখল ও **'ডরিস হুইটনির মেয়ের তরফ থেকে।'**

তৃতীয় খণ্ড

ত্রিশ

ফিলাডেলফিয়া

মঙ্গলবার, ৭ অক্টোবর-বিকেল ৪:০০

এখন তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার পালা। বাকি লোকগুলো ছিল অচেনা, অপরিচিত। কিন্তু চার্লস ছিল ওর প্রেমিক, ওর অকালে মৃত্যুবরণ করা সন্তানের পিতা আর সে কিনা ওদের দু'জনেরই দিকেই মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল।

আর্নিস্টিন এবং আল এসেছিল নিউ অর্লিন্স এয়ারপোর্টে ট্রেসিকে বিদায় দিতে।

'তোমাকে আমি খুব মিস করব,' বলেছিল আর্নিস্টিন। 'তুমি এ শহরটিতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছ। ওদের উচিত তোমাকে জনগণের মেয়র বানানো।'

'ফিল্লিতে (ফিলাডেলফিয়া) গিয়ে কী করবে?' জানতে চেয়েছিল আল।

ওদেরকে অর্ধেকটা সত্য বলেছে ট্রেসি। 'ব্যাংকে নিজের কাজে ফিরে যাবো আবার।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে আর্নিস্টিন এবং আল। 'ওরা– ইয়ে কি জানে তুমি আসছ?'

'না। তবে ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে পছন্দ করেন। কোনো সমস্যা হবে না। ভালো কম্পিউটার অপারেটর পাওয়া খুব মুশকিল।'

'বেশতো, গুডলাক।' আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, কেমন? আর ঝামেলা থেকে দূরে থেকো, মেয়ে।'

ত্রিশ মিনিট পরে শূন্যে উড়াল দিয়েছে ট্রেসি, গন্তব্য ফিলাডেলফিয়া।

হিলটন হোটেলে উঠল ট্রেসি, গরম পানিতে গোসল সেরে নিল। পরদিন সকাল এগারোটায় হাজির হয়ে গেল পুরানো কর্মস্থলে। পা বাড়াল ক্লারেন্স ডেসমন্ডের সেক্রেটারির দিকে।

'হ্যালো, মে।'

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল ট্রেসির দিকে যেন ভূত দেখছে। 'ট্রেসি!' বুঝতে পারছে না কী বলবে। 'আ– কেমন আছো?'

'ভালো। মি. ডেসমন্ড কি ভেতরে আছেন?'

'ঠি-ঠিক জানি না। দাঁড়াও দেখছি।' চেয়ার ছাড়ল মেয়েটি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দ্রুত পদক্ষেপে প্রবেশ করল ভাইস প্রেসিডেন্টের কামরায়।

একটু পরেই ফিরে এল সে। 'তুমি যাও।' ট্রেসি দরজার দিকে এগোচ্ছে, সেক্রেটারি ওকে এমনভাবে পাশ কাটাল যেন ও একটা অচ্ছুত।

এ মেয়েটা এমন করছে কেন? অবাক হলো ট্রেসি।

ক্লারেন্স ডেসমন্ড তাঁর ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

'হ্যালো, মি. ডেসমন্ড। ওয়েল, আমি আবার ফিরে এসেছি।' হাসিমুখে বলল ট্রেসি।

'কেন এসেছ?' ডেসমন্ডের গলার স্বরে মিষ্টতার ছিটেফোঁটা নেই।

বিস্মিত হলো ট্রেসি। তবু বলে চলল। 'আপনি তো বলেছিলেন আমি আপনার অফিসের সবচেয়ে ভালো কম্পিউটার অপারেটর। তাই ভাবলাম–'

'তাই ভাবলে আমি তোমাকে তোমার পুরানো চাকরিটা ফিরিয়ে দেব?'

'জ্বী, স্যার। আমি আমার কাজ কিছুই ভুলিনি। আমি এখনো দক্ষতার সঙ্গে–'

'মিস হুইটনি,' ভাইস-চেয়ারম্যান আর ওর নাম ধরে ডাকলেন না। 'আমি দুঃখিত, তবে আপনি যা চাইছেন তা দেয়ার প্রশ্নই নেই। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সন্ত্রাস, ডাকাতি এবং খুনের প্রচেষ্টায় সাজাপ্রাপ্ত একজন দাগী আসামীর সঙ্গে আমাদের গ্রাহকরা কাজ করতে চাইবেন না। আমাদের যে মানসম্মান এবং ইমেজ আছে তার সঙ্গে এটি মোটেই যায় না। আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে কোনো ব্যাংক আপনাকে চাকরি দেবে কিনা সন্দেহ। আপনি বরং আপনার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খায় এমন কোনো কাজ খুঁজে পান কিনা দেখুন। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন বিষয় জড়িত নেই।'

ট্রেসি ক্লারেন্স ডেসমন্ডের কথা শুনল। প্রথমে সে হতভম্ব হয়ে গেল তারপর রাগ উঠল। এমনভাবে উনি কথাগুলো বলেছেন যেন ট্রেসি একটা অচ্ছুত, কুষ্ঠরোগী। অথচ এই লোকই একদিন ওকে বলেছিলেন, 'আমরা তোমাকে হারাতে চাই না। আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান কর্মচারীদের তুমি একজন।'

'আপনি আর কিছু বলবেন, মিস হুইটনি?' ভাইস-প্রেসিডেন্টের ইঙ্গিত পরিষ্কার– 'কথা শেষ এখন তুমি ফোটো।'

বলার মতো অনেক কিছুই ছিল। বলতেও চাইছিল ট্রেসি কিন্তু ভেবে দেখল বলে কোনো ফায়দা হবে না। 'না, আমার আর কিছু বলার নেই।' ঘুরল ট্রেসি, হেঁটে বেরিয়ে গেল অফিসের থেকে, তেতে আছে মুখ। ব্যাংকের সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে।' মে'র কাণ্ড এটা। সে সবাইকে বলেছে আসামী ফিরে এসেছে। মাথা উঁচু করে রেখে ভেতরে প্রবল হতাশা নিয়ে এক্সিটের দিকে এগোল ট্রেসি। *আমার আত্মসম্মান, আমার অহংকার আমার কাছে সবকিছু। এগুলো আমার কাছ থেকে কাউকে কেড়ে নিতে দেব না।*

সারাদিন মন খারাপ নিয়ে ঘরে বসে রইল ট্রেসি। ও এমন বোকার মতো কী করে ভাবল ও ফিরে এসেছে বলে ওরা ওকে দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাবে? ও তো এখন কুখ্যাত এক নারী। ফিলাডেলফিয়া ডেইলি নিউজের হেডলাইনে তোমার নাম। জাহান্নামে যাক

ফিলাডেলফিয়া। ওর অর্ধসমাপ্ত কিছু কাজ আছে সেটা শেষ করেই এ শহর ত্যাগ করবে ট্রেসি। চলে যাবে নিউইয়র্ক, ওখানে কেউ তাকে চেনে না। সিদ্ধান্তটা নিয়ে মন খারাপ অনেকটা কমে গেল ওর।

সেদিন সন্ধ্যায় ডিনার করতে ক্যাফে রয়্যালে গেল ট্রেসি। ক্লারেন্স ডেসমন্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে আসার পর থেকে খিঁচড়ে ছিল মেজাজ। খিচড়ানো মেজাজ ভালো করতে প্রয়োজন নরম আলোর পরিবেশ, অভিজাতদের সান্নিধ্য আর মিষ্টি মিউজিক। ভদকা মার্টিনির অর্ডার দিল ট্রেসি, ওয়েটার মদ নিয়ে টেবিলে এলে ট্রেসি মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। ওর টেবিলের বিপরীত দিকে, একটি বুথে বসেছে চার্লস এবং তার স্ত্রী। ওরা এখনো লক্ষ্য করেনি ট্রেসিকে। ট্রেসির প্রথমেই যে ইচ্ছেটা হলো উঠে গিয়ে পালিয়ে যায়। চার্লসের মুখোমুখি হতে এ মুহূর্তে সে প্রস্তুত নয়, অন্তত পরিকল্পনা নিয়ে কাজে না নামা পর্যন্ত।

'আপনি কি এখন অর্ডার দেবেন?' জানতে চাইল ওয়েটার।

'আ–একটু পরে, কেমন?' ট্রেসি এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এখানে বসবে নাকি চলে যাবে?

চার্লসের দিকে আবার তাকাল সে। তখন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর। মনে হলো অপরিচিত কাউকে দেখছে ট্রেসি। দেখছে গালভাঙা, হতাশ চেহারা, মাঝবয়সী, টাক মাথা এক লোককে যার কাঁধজোড়া ক্লান্তিতে নুয়ে গেছে সামনের দিকে, গোটা অবয়বজুড়ে অবসাদ আর একঘেয়েমীর ছাপ। বিশ্বাস করা মুশকিল এই লোকটিকে একদা ভালোবাসত ট্রেসি, তার সঙ্গে ঘুমিয়েছে, বাকি জীবনটা তার সঙ্গে কাটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে। ট্রেসি তাকাল চার্লসের স্ত্রীর দিকে। এ মহিলার চেহারাতেও তার স্বামীর মতো অভিব্যক্তি। দু'জনকে দেখে মনে হয় তারা অনন্তকালের জন্য একসঙ্গে একটা ফাঁদে পড়ে গেছে। তারা স্রেফ বসে আছে টেবিলে, কেউ কারও সঙ্গে একটি বাক্যালাপ পর্যন্ত করছে না। ট্রেসি কল্পনায় দেখল ওই দু'জনের সামনে অপেক্ষা করছে বিরক্তিকর, সীমাহীন কতগুলো বছর। ওদের মধ্যে কোনো প্রেম নেই, নেই ভালোবাসা কিংবা আনন্দ। এটাই চার্লসের শাস্তি, ভাবছে ট্রেসি, অকস্মাৎ স্বস্তির ফল্গুধারা বইল শরীরে, গভীর, অন্ধকার এক আবেগের শিকল থেকে মুক্তির আনন্দে যেন শিহরিত হলো ও।

ওয়েটারকে ইশারায় ডেকে বলল, 'এখন আমি অর্ডার দেবো।'

অবশেষে এ পাট চুকেছে। অতীত শেষতক কবর হয়েছে।

ট্রেসি হোটেল রুমে ফিরে এল। হঠাৎ মনে পড়ল ওর তো ব্যাংকের এমপ্লয়ি ফান্ডে কিছু টাকা পাওনা আছে। হিসেব করে দেখল ওর সাবেক ব্যাংকের কাছে ১,৩৭৫.৬৫ ডলার পাওনা আছে।

ক্লারেন্স ডেসমন্ডকে চিঠি লিখল ট্রেসি। দু'দিন পরে ক্লারেন্সের সেক্রেটারি মে'র কাছ থেকে জবাব এল।

'প্রিয় মিস হুইটনি,

আপনার অনুরোধের জবাবে মি. ডেসমন্ড আমাকে বলেছেন আমি যেন আপনাকে

জানিয়ে দিই যে এমপ্লয়িজ ফিন্যান্সিয়াল প্ল্যান-এর মরাল পলিসি অনুযায়ী আপনার শেয়ার জেনারেল ফান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি নিশ্চিত করে বলেছেন আপনার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই।

আপনার মে ট্রেনটন
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি।

চিঠি পড়ে বিশ্বাস হতে চাইল না ট্রেসির। ওরা ওর টাকাটা আত্মসাৎ করেছে অথচ ভান করছে ব্যাংক মরালের পলিসির। রাগে জ্বলতে লাগল ট্রেসি। 'আমার সঙ্গে কাউকে প্রতারণা করতে দেব না, প্রতিজ্ঞা করল ও। 'আর কেউ আমাকে প্রতারিত করতে পারবে না।'

একত্রিশ

ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট অ্যান্ড ফিডালিটি ব্যাংকের চিরচেনা প্রবেশমুখের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি। তার মাথায় লম্বা, কালো পরচুলা, মুখে ভারী, গাঢ় মেকআপ, গালে দগদগে লাল কাঁচা ঘা। কোনোরকম সমস্যা বা ঝামেলা হলে ব্যাংকের লোকেরা কাঁচা ঘা'র কথাই শুধু মনে রাখবে। ছদ্মবেশ নেয়া সত্ত্বেও নিজেকে কেমন নগ্ন লাগছে ওর। কারণ ও এ ব্যাংকে পাঁচ বছর কাজ করেছে, এখানকার মানুষজন ওকে খুব ভালো চেনে। পরিচয় যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সে ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে ট্রেসিকে।

পার্স থেকে বোতলের ছিপি বের করে ওটা জুতোয় ঢোকাল ও তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল ব্যাংকে। কাস্টমার গিজগিজ করছে ব্যাংকে, ট্রেসি ব্যাংকের তুচ্ছ ব্যস্ততার এ সময়টিই ভেবেচিন্তে বাছাই করেছে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একটি কাস্টমার-সার্ভিস ডেস্কে এগুলো ট্রেসি, টেবিলে বসা লোকটি ফোনে কথা বলছিল। কাজ শেষ করে ওর দিকে তাকাল। 'বলুন?'

এর নাম জন ক্রিগটন, চরম ধর্মান্ধ এবং গোড়া। সে ইহুদি, কৃষ্ণাঙ্গ এবং পুয়ার্তোরিকানদের ভয়ানক ঘেন্না করে। ট্রেসিকে জ্বালিয়ে মারত লোকটি। তবে চেহারা দেখে মনে হলো না চিনতে পেরেছে সে ট্রেসিকে।

'*Buenoj dias, senor,* আমি একটি চেকিং অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই ahora;' বলল ট্রেসি মেক্সিকান উচ্চারণে। এ অ্যাকসেন্ট সে শিখেছে তার জেলখানার বাসিন্দা পলিটার কাছ থেকে।

ক্রিগটনের চেহারায় ফুটল বিবমিষা। 'নাম?'

'রিটা গঞ্জালেস।'

'আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা রাখবেন?'

'দশ ডলার।'

খেঁকিয়ে উঠল জন ক্রিগটন, 'চেক নাকি ক্যাশ?'

'ক্যাশ।'

পার্স থেকে সযত্নে আধছেঁড়া, দলা-মোচড়া দশ ডলারের একটি নোট বের করে লোকটাকে দিল ট্রেসি। সে ট্রেসির দিকে একটি সাদা ফরম ঠেলে দিল।

'এটি পূরণ করুন–'

হাতের লেখার ছাপ রেখে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই ট্রেসির নেই। কপালে ভাঁজ ফেলল ও। 'আমি দুঃখিত, সেনর। আমার *mimono* মানে অ্যাক্সিডেন্টে হাতে ব্যথা পেয়েছি। আপনি কি দয়া করে আমার হয়ে ফরমটা পূরণ করে দেবেন? *Si se puede?*'

নাক সিঁটকাল ক্রিগটন। *এই অশিক্ষিত মহিলাগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।* 'নামটা যেন কী বললেন রিটা গঞ্জালেস?'

'si'

'ঠিকানা?'

নিজের হোটেলের ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিল ট্রেসি।

'মা'র পদবী?'

'গঞ্জালেস। আমার মা তার চাচাকে বিয়ে করেছিলেন।'

'আপনার জন্মতারিখ?'

'২০ ডিসেম্বর ১৯৫৮।'

'জন্মস্থান?'

'সিউডাড ডি মেক্সিকো।'

'মেক্সিকান সিটি। নিন এখানে সই করুন।'

'তাহলে বাঁ হাতে সই করতে হবে।' বলল ট্রেসি। কলম দিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটল কাগজে। একটা ডিপোজিট স্লিপ লিখে ফেলল জন ক্রিগটন।

'আপনাকে একটি টেম্পোরারি চেকবুক দিচ্ছি। প্রিন্টেড চেকবই তিন/চার সপ্তাহের মধ্যে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।'

'Bueno. Muchas gracias, senor.'

'হুঁ।'

ক্রিগটন মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। মনে মনে কুৎসিত একটা গালি দিল সে।

কম্পিউটারে প্রবেশের অসংখ্য অবৈধ উপায় রয়েছে। আর ট্রেসি একজন এক্সপার্ট। সে ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট অ্যান্ড ফিডালিটি ব্যাংকের সিকিউরিটি সিস্টেম-এর সেটআপের সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন ওই নিরাপত্তা দেয়াল ভাঙবে সে।

ওর প্রথম কাজ হলো একটি কম্পিউটার স্টোর খুঁজে বের করা, যেখানে বসে কোনো টার্মিনাল ব্যবহার করে ও ব্যাংকের কম্পিউটারে ঢুকতে পারবে। ব্যাংক থেকে বেশ অনেক দূরে কম্পিউটার স্টোর, প্রায় খালি।

এক সেলসম্যান ট্রেসিকে দেখে তড়িঘড়ি এগিয়ে এল।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

Eso si que no, senor 'একটু ঘুরেফিরে দেখি কোনো কম্পিউটার পছন্দ হয় কিনা।'

কম্পিউটার গেম খেলছিল এক কিশোর, ওদিকে দৃষ্টি আটকে গেল লোকটার। 'এক্সকিউজ মি,' বলে দ্রুত কদম বাড়াল সে ওদিকে।

ট্রেসির সামনেই রয়েছে একটি ডেস্ক-মডেল কম্পিউটার।

ওটা একটি টেলিফোনের সঙ্গে সংযুক্ত। সিস্টেমে ঢোকা কঠিন কিছু নয় তবে আসল অ্যাকসেস কোড ছাড়া ঢোকা সম্ভব নয়। আর ব্যাংকের অ্যাকসেস কোড প্রতিদিন বদলে

যাচ্ছে। অরিজিনাল অথরাইজেশন কোড নির্বাচনের সভায় ট্রেসি উপস্থিত ছিল।

'আমরা আমাদের অ্যাকসেস কোড প্রতিদিন বদলে ফেলব', বলেছিলেন ক্লারেন্স ডেসমন্ড। যাতে কেউ কোড ভাঙতে না পারে। তবে কোড ব্যবহার করার অধিকার যাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের জন্য বিষয়টি আমরা সহজ করে রাখব।'

টার্মিনাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ট্রেসি। ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট অ্যান্ড ফিডালিটি ব্যাংক-এর কোড টাইপ করল। একটি তীক্ষ্ণ নিনাদ শোনা গেল, ট্রেসি ফোন রিসিভার রাখল টার্মিনাল মডেমে। ছোট পর্দায় ঝলসে উঠল একটি কথা

YOUR AUTHORIZATION CODE PLEASE?

আজ দশ তারিখ।

FALL 10, টাইপ করল ট্রেসি।

THAT IS AN IMPROPER AUTHORIZATION CODE কালো হয়ে গেল কম্পিউটারের পর্দা।

ওরা কি কোড বদলে ফেলেছে? চোখের কোন দিয়ে ট্রেসি দেখতে পেল সেলসম্যান এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ও আরেকটি কম্পিউটারের সামনে হেঁটে গেল। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে যন্ত্রটি এক ঝলক দেখে নিয়ে মসৃণ গতিতে আইল ধরে পা বাড়াল। সেলসম্যান ওর নিতম্বের দুলুনী দেখছে। আহ্, পাছা কী! মনে মনে বলল সেলসম্যান। পরক্ষণে ছুটে গেল দরজা দিয়ে মালদার চেহারার এক দম্পতিকে ঢুকতে দেখে। ট্রেসি ফিরে গেল আগের ডেস্ক-মডেল কম্পিউটারে।

ক্লারেন্স ডেসমন্ডের চিন্তাভাবনাগুলো পড়ার চেষ্টা করল ট্রেসি। ডেসমন্ড হলেন বাতিকগ্রস্ত মানুষ। যেটাতে একবার লেগে থাকেন, সহজে সেটি ছাড়তে চান না। তাই ট্রেসির দৃঢ় ধারণা ক্লারেন্স কোডের খুব বেশি পরিবর্তন করেননি। সম্ভবত তিনি চার ঋতু আর সংখ্যাতত্ত্বের মূল কনসেপ্টটা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু বদলটা করেছেন কীভাবে? সবগুলো সংখ্যা উল্টে দিলে বিষয়টি খুব জটিল হয়ে পড়বে তাই হয়তো শুধু ঋতুর নাম পাল্টেছেন।

আবার চেষ্টা করল ট্রেসি।

YOUR AUTHORIZATION CODE PLEASE?

আজ দশ তারিখ।

WINTER 10

THAT IS AN IMPROPER AUTHORIZATION CODE কালো হয়ে গেল পর্দা।

না, কাজ হচ্ছে না, হতাশ হয়ে ভাবল ট্রেসি। *তবু আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।*

YOUR AUTHORIZATION CODE PLEASE?

আজ দশ তারিখ।

SPRING 10

স্ক্রীন মুহূর্তখানেকের জন্য ব্ল্যাংক রইল, তারপর ফুটে উঠল একটি মেসেজ PLEASE PROCEED.

য্যাক কাজ হয়েছে তাহলে। দ্রুত টাইপ করল ট্রেসি

DOMESTIC MONEY TRANSACTION

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক মেন্যু, ট্রানজেকশনের ক্যাটাগরি ভেসে উঠল পর্দায়

DO YOU WISH TO

A. DEPOSIT MONEY

B. TRANSFER MONEY

C WITHDRAW MONEY FROM SAVINGS ACCOUNT

D. INTERBRANCH TRANSFER

E. WITHDRAW MONEY FROM CHECKING ACCOUNT

PLEASE ENTER YOUR CHOICE

ট্রেসি 'ডি' নির্বাচন করল। পর্দা ফাঁকা হয়ে গিয়ে আবার নতুন মেনু হাজির করল।

AMOUNT OF TRANSFER?

WHERE TO?

WHERE FROM?

ট্রেসি টাইপ করল FROM GENERAL RESERVE FUND TO RITA GONZALES. টাকার পরিমাণ লেখার সময় একটু ইতস্তত করল। ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন টাকাগুলো। যেহেতু ওর প্রবেশাধিকার ঘটেছে কাজেই যে কোনো পরিমাণ টাকা ও নিজের নতুন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবে। চাইলে ও কোটি কোটি টাকা সরাতে পারে। কিন্তু ওতো চোর নয়। ও শুধু নিজের পাওনাটা বুঝে নেবে।

ট্রেসি লিখল ১,৩৭৫.৬৫ ডলার। সঙ্গে রিটা গঞ্জালেসের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিল।

আলোকিত হলো স্ক্রিন TRANSACTION COMPLETED. DO YOU WISH OTHER TRANSACTIONS?

NO.

SESSION COMPLETED. THNAK YOU.

CHIPS (Clearing House Interbank Payment System)-এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকাটা পৌঁছে যাবে ওর অ্যাকাউন্টে। প্রতিদিন এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে ২২০ বিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করে চলেছে CHIPS.

সেলসম্যান কপালে ভাঁজ ফেলে আবার এগিয়ে আসছে ট্রেসির দিকে। ট্রেসি দ্রুত একটি চাবি টিপতেই ফাঁকা হয়ে গেল পর্দা।

'আপনি কি এ মেশিনটি কিনবেন, মিস?'

'না, gracias.' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ট্রেসি, 'আমি এ যন্ত্রগুলোকে ঠিক বুঝতে পারি না।'

ও এক ওষুধের দোকান থেকে ব্যাংকে ফোন করে হেড ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাইল

'Hol. রিটা গনজালেস বলছি। আমি আমার চেকিং অ্যাকাউন্ট ফার্স্ট হ্যানোভার ব্যাংক অব নিউইয়র্ক সিটির মূল শাখায় ট্রান্সফার করতে চাই।'

'আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার কত, মিস গঞ্জালেস?'

ট্রেসি নাম্বারটা দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে হিলটন থেকে বেরিয়ে নিউইয়র্ক সিটি অভিমুখে চলল ট্রেসি।

পরদিন সকাল দশটায়, যখন খুলল ফার্স্ট হ্যানোভার ব্যাংক অব নিউইয়র্ক সিটি, রিটা গঞ্জালেস তার অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নিতে ওখানে হাজির হল।

'কত টাকা আছে?' জানতে চাইল সে।

চেক করে দেখল টেলার। 'তেরোশ পঁচাশি ডলার পয়ষট্টি সেন্ট।'

'হুঁ, ঠিকই আছে।'

'আপনাকে এ জন্য কী সার্টিফায়েড চেক দেব, মিস গঞ্জালেস?'

'না, gracias. (ধন্যবাদ)' জবাব দিল ট্রেসি। 'ব্যাংকের ওপর আমার আস্থা নেই। আমি নগদ নেবো।'

জেল থেকে মুক্তি পাবার সময় আর্নিস্টিন দুশো ডলার দিয়েছিল ট্রেসিকে, সেসঙ্গে এমির গভর্নেস হিসেবে কাজ করার সামান্য বেতন। কিন্তু ব্যাংকের টাকার সঙ্গে এ অল্প অর্থ যোগ করার পরেও আর্থিক দুশ্চিন্তা রয়েই গেল ওর। জানে এ টাকায় খুব বেশি দিন চলতে পারবে না। কাজেই যতদ্রুত সম্ভব একটি চাকরি খুঁজে নিতে হবে।

লেসিনটন এভিন্যুর একটি সস্তা হোটেলে উঠে এল ট্রেসি। নিউইয়র্কের ব্যাংকগুলোতে কম্পিউটার এক্সপার্টের চাকরির জন্য আবেদনপত্র পাঠাতে শুরু করল। ট্রেসি আবিষ্কার করল কম্পিউটার অকস্মাৎ পরিণত হয়েছে তার শত্রুতে। ওর জীবনে ব্যক্তিগত বিষয় বলে কিছু নেই। সবকিছু ফাঁস করে দিয়েছে এ যন্ত্রটি। কম্পিউটার ধারণ করে রেখেছে তার জীবনের গল্প, কেউ সঠিক বোতামে চাপ দেয়া মাত্র জেনে যাচ্ছে সে কাহিনী। ট্রেসির ক্রিমিনাল রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ামাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে তার অ্যাপ্লিকেশনগুলো।

ক্লারেন্স ডেসমন্ড ঠিকই বলেছিলেন *তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানার পরে কোনো ব্যাংকই আর তোমাকে চাকরি দেবে না।*

ইনসিওরেন্স কোম্পানিসহ কম্পিউটার সম্পর্কিত ডজনখানেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র পাঠালো ট্রেসি। সবজায়গা থেকে একই জবাব এল নেতিবাচক।

তবে হাল ছাড়ল না ট্রেসি। সে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা কিনে এনে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোতে চোখ বুলাল।

রপ্তানিমুখী একটি ফার্মে একজন সেক্রেটারির পদ খালি আছে।

ট্রেসি ওই অফিসে মাত্র ঢুকেছে, পার্সোনাল ম্যানেজার বলে উঠল, 'আরি, আপনাকে তো আমি টেলিভিশনে দেখেছি। জেলখানায় একটা বাচ্চাকে আপনি প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, তাই না?'

ট্রেসি পালিয়ে বাঁচল।

পরদিন স্যাকস ফিফথ এভিন্যুতে চিলড্রেন ডিপার্টমেন্টে সেলসওম্যানের চাকরি হলো ওর। বেতন আগের চাকরির তুলনায় খুবই কম তবে এতেই মোটামুটি চলে যাবে।

দ্বিতীয় দিনে এক পাগল টাইপের মহিলা খদ্দের ওকে দেখে ফ্লোর ম্যানেজারকে বলল যে খুনি মেয়ে একটি ছোট শিশুকে পানিতে চুবিয়ে মেরেছে সে এখানে থাকলে জীবনেও আর এদিকে পা মাড়াবে না মহিলা। নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করার আগেই চাকরি হারাল ট্রেসি।

এখন চলবে কী করে ট্রেসির? এই প্রথম হতাশায় নিমজ্জিত হলো সে। সে রাতে পার্স খুলে গুণে দেখল আর কত টাকা আছে। পার্সের এক কোনায় এক টুকরো কাগজ ওর নজর কাড়ল। একটি ঠিকানা। বেটি ফ্রান্সিসকাস ঠিকানাটি দিয়েছিল। ওতে লেখা *কনরাড মরগান জুয়েলার, ৬৪০ ফিফথ এভিন্যু, নিউইয়র্ক সিটি।* বেটি বলেছিল *এ লোক ক্রিমিনাল রিফর্মের সঙ্গে জড়িত। জেলখাটা আসামীদের সে সাহায্য করে।*

বত্রিশ

Conrad Morgan et cie Jewelers চাকচিক্যময় একটি প্রতিষ্ঠান। ইউনিফর্ম পরা একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, ভেতরে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র একজন প্রহরী। দোকানের গহনাগুলো অনন্যসাধারণ এবং অত্যন্ত দামী।

ট্রেসি ভেতরে ঢুকে রিসেপশনিস্টকে বলল, 'আমি মি. কনরাডের সঙ্গে দেখা করতে চাই, প্লিজ।'

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

'না,– একজন বন্ধু ওনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছিল।'

'আপনার নাম?'

'ট্রেসি হুইটনি।'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

রিসেপশনিস্ট ফোন তুলে বিড়বিড় করে কী বলল ঠিক বুঝতে পারল না ট্রেসি। রিসিভার রেখে দিল সে। 'মি. কনরাড এ মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন। আপনি কি ছ'টার দিকে একবার আসতে পারবেন?'

'আচ্ছা, দেখি। ধন্যবাদ।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ট্রেসি, দাঁড়াল ফুটপাতে। অনিশ্চয়তার দোলাচলে মন। নিউইয়র্কে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে। কনরাড মরগান হয়তো ওর জন্য কিছুই করবে না। আর করতে যাবেই বা কেন? ট্রেসিকে তো সে চেনেই না। *হয়তো সে আমাকে একটা ভাষণ শুনিয়ে কিছু টাকা ধরিয়ে দেবে হাতে। কোনোটারই আমার দরকার নেই। সে কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা চাই না আমি। আমি সংগ্রামী মানুষ। যেভাবেই হোক টিকে থাকবো আমি। জাহান্নামে যাক কনরাড মরগান। আমি আর ওই লোকের কাছে যাচ্ছি না।*

ট্রেসি রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফিফথ এভিন্যুর ঝলমলে সেলুন, পার্ক এভিন্যুর প্রহরারত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং লেক্সিনটনের মধ্যবিত্ত দোকানপাট ইত্যাদি উদাসভাবে দেখে চলল ও। অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়াল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, বুকের ভেতর প্রবল নিরাশা।

ছ'টার দিকে ফিফথ এভিন্যুতে, কনরাড মরগানের গহনার দোকানের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করল ট্রেসি। দোকানের দারোয়ান নেই, দরজা বন্ধ। ট্রেসি রাগ করে দরজায় দুমদুম ঘুষি মারল, তারপর চলে যাবার জন্য ঘুরছে, ওকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল কপাট।

ভারিক্কি চেহারার এক লোক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। লোকটার মাথায় মস্ত টাক, কানের ওপরে ধূসর চুলের গোছা, তবে লালচে মুখখানা হাসি হাসি, নীল চোখ জোড়ায় ঝিকিমিকি চাউনি। তাকে দেখতে লাগছে হাস্যোজ্জ্বল এক বামনভূতের মতো। 'আপনি নিশ্চয়, মিস হুইটনি?'

'জ্বী...

'আমি কনরাড মরগান। দয়া করে ভেতরে আসুন।'

জনশূন্য দোকানে প্রবেশ করল ট্রেসি।

'আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম' বলল কনরাড মরগান। 'আসুন আমার অফিসে বসে কথা বলি।'

ট্রেসিকে নিয়ে দোকান পার হয়ে একটি বন্ধ দরজার সামনে চলে এল কনরাড মরগান। চাবি দিয়ে তালা খুলল। তার গোছানো অফিসে আভিজাত্যের ছোঁয়া, দেখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বলেই মনে হয়। কোনো ডেস্কের বালাই নেই শুধু খানকয়েক কাউচ, চেয়ার এবং টেবিল সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে পুরানো আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রকর্ম শোভা পাচ্ছে।

'ড্রিংক দিই?' অফার করল মরগান। 'কী নেবেন? হুইসকি, কনিয়াক নাকি শেরি?'

'না, না। কিছুই লাগবে না। ধন্যবাদ।'

হঠাৎ নার্ভাসবোধ করছে ট্রেসি। এ লোক তার জন্য কিছুই করতে পারবে না ভেবেছিল ও কিন্তু এখন মনে মনে চাইছে লোকটি যেন তার জন্য কিছু করে।

'বেটি ফ্রান্সিসকাস আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছিল, মি. মরগান। বলেছিল আপনি– আপনি নাকি যারা বিপদে পড়েছে তাদেরকে সাহায্য করেন।' 'যারা জেলখানা থেকে বেরিয়েছে, কথাটি মুখ থেকে বেরুল না ট্রেসির।

দু'হাত একত্রিত করল কনরাড মরগান, ট্রেসি লক্ষ্য করল লোকটির হাতের নখ খুব সুন্দরভাবে কাটা।

'বেচারী বেটি। খুব ভালো মেয়ে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবতী, জানেন নিশ্চয়?'

'দুর্ভাগ্যবতী?'

'তা নয়তো কী? ও ধরা পড়ে গিয়েছিল।'

'ঠি-ঠিক বুঝলাম না।'

'বিষয়টি খুব সরল, মিস হুইটনি। বেটি আমার সঙ্গে কাজ করত। কোনোদিক থেকেই নিরাপত্তার অভাব ছিল না। তারপর একদিন বেচারী নিউ অর্লিন্সের এক শেফারের প্রেমে পড়ল এবং নিজে নিজে কাজ করতে গেল। তারপর আর কী... ওরা ওকে ধরে ফেলল।'

ট্রেসির বিভ্রান্তি এখনো কাটেনি। 'ও আপনার এখানে সেলসলেডির কাজ করত?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কনরাড মরগান। হাসতে হাসতে পানি চলে এল চোখে। 'নো, মাইডিয়ার', চোখ মুছে বলল সে, 'বুঝতে পারছি বেটি আপনার কাছে তার কাজের ধরন সম্পর্কে কিছুই বলেনি।' মট মট করে হাতের আঙুল ফোটাল মরগান। 'আমার খুব লাভজনক একটি সাইড বিজনেস আছে, মিস হুইটনি।

আর ওই ব্যবসা থেকে পাওয়া লাভের বখরা আমি সানন্দে তুলে দিই আমার সহকর্মীদের হাতে। আপনার মতো যারা জেলখাটা আসামী, তাদেরকেই আমি বিশেষ করে চাকরি দিয়ে থাকি।'

ট্রেসির মুখভাব আরও বিমূঢ় দেখাল।

'আমি খুব ভালো একটা অবস্থানে আছি দেখতেই পাচ্ছেন। আমার খদ্দেররা খুবই ধনী। আমার খদ্দেররা আমার বন্ধু হয়ে যান। আমার ওপরে তাঁরা আস্থা রাখেন।'

আঙুলগুলো একত্র করে টপাটপ তবলা বাজাল সে। 'আমার খদ্দেররা দেশের বাইরে কখন ঘুরতে যায় সে খবরও আমার কাছে চলে আসে। আজকালকার বিপদসংকুল দিনে খুব কম মানুষই গহনা নিয়ে ঘুরতে যায়। তাই বাড়িতে ওগুলো তালাবন্ধ করে রাখে তারা। আমি তাদেরকে বলে দিই কীভাবে গহনা নিরাপদে রাখতে হবে। তাদের কাছে কী পরিমাণ গহনা আছে তাও আমার জানা কারণ ওসব জিনিসতো তারা আমার কাছ থেকেই কেনে। তারা–'

চেয়ার ছাড়ল ট্রেসি, 'আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মি. মরগান।'

'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'আপনি যা বলতে চাইছেন সত্যি যদি তা-ই ইঙ্গিত করে থাকেন–'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি সেরকম ইঙ্গিতই করছি।'

গাল ঘষতে লাগল ট্রেসি। 'আমি ক্রিমিনাল নই। আমি এখানে এসেছিলাম একটা কাজের জন্য।'

'আমি তো আপনাকে কাজ দিতেই চাইছি। কাজ সারতে আপনার বড়জোর দু'এক ঘণ্টা সময় লাগবে। বিনিময়ে পেয়ে যাবেন নগদ পঁচিশ হাজার ডলার।' দুষ্ট হাসি মরগানের মুখে। 'আয়কর মুক্ত, অবশ্যই।'

রাগ সামলাতে কষ্ট হলো ট্রেসির। 'আমি কোনো আগ্রহবোধ করছি না। আমি কি যেতে পারি?'

'যেতে চাইলে নিশ্চয় যাবেন।' সিধে হলো মরগান, ট্রেসিকে দরজায় এগিয়ে দিল। 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, মিস হুইটনি, যদি কারও ধরা খাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও থাকত, এরমধ্যে নিজেকে জড়াতাম না আমি। কারণ আমার একটা মান-সম্মান আছে।'

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু বলব না,' শীতল গলায় বলল ট্রেসি।

মুচকি হাসল মরগান। 'আসলে আপনার বলার মুখ থাকলে তো বলবেন। বললেও আপনার কথা কেইবা বিশ্বাস করবে? কারণ আমি যে কনরাড মরগান।'

দোকানের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে এসে মরগান বলল, 'সিদ্ধান্ত বদলালে আমাকে জানাবেন, কেমন? সন্ধ্যা ছ'টার পরে ফোন করলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

'থাকা উচিত হবে না,' রুক্ষ গলায় বলল ট্রেসি, বেরিয়ে এল দোকান থেকে। যখন নিজের হোটেল ঘরে পৌঁছাল তখনো সে রাগে কাঁপছে।

হোটেলের বেলবয়কে স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে পাঠালো ট্রেসি। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কনরাড মরগানের সাথে সাক্ষাতটা ওকে যেন অশুচি করেছে। লোকটা ওকে সাউদার্ন লুইসিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উইমেন-এর দাগী আসামীগুলোর সঙ্গে এক করে দেখেছে। কিন্তু ও তো তাদের একজন নয়। সে ট্রেসি হুইটনি, একজন কম্পিউটার এক্সপার্ট, আইন মেনে চলা একজন সুনাগরিক।

যাকে কিনা কেউ কাজ দিতে চায় না।

সামনে কী করে চলবে সে দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুম হলো না ট্রেসির। ওর চাকরি নেই, টাকা-পয়সা ফুরিয়ে এসেছে। দুটো সিদ্ধান্ত নিল ও, কাল সকালে ও সস্তা কোনো জায়গায় চলে যাবে এবং চাকরি খুঁজে নেবে। যে কোনো ধরনের চাকরি।

তেত্রিশ

সস্তা জায়গাটি হলো ফ্লোরার ইস্ট সাইডে, জীর্ণ দশার চারতলা ভবনের এক কক্ষের একটি অ্যাপার্টমেন্ট। নিজের ঘরে বসে, কাগজ-পাতলা দেয়াল ভেদ হয়ে আসা প্রতিবেশীর খিস্তি খেউড় শোনে ও। তারা বিদেশি ভাষায় ঝগড়া করে, একে অন্যকে গালি-গালাজ করে। তার পড়শিদের মধ্যে রয়েছে মাতাল, বেশ্যা আর ঝগড়াটে মহিলা। রাস্তায় সার বাঁধা ছোট ছোট ঘরে এরা থাকে। বাজার করতে যাবার পথে অন্তত তিনবার এরা গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল ট্রেসির সঙ্গে। দু'বার এসেছিল পুরুষ, অন্যবার এক মহিলা।

আপাতত এ পরিবেশ আমি সহ্য করে যাবো। কারণ এখানে আমি বেশিদিন থাকব না, নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ট্রেসি।

নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটি ছোট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিতে গেল ট্রেসি। মিসেস মাফি নামে এক জাঁদরেল চেহারার মহিলা এর মালিক। সে ট্রেসির বায়োডাটায় চোখ বুলিয়ে ওটা টেবিলে রেখে দিয়ে ওর দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল।

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন। আপনার মতো কাউকে কাজ দিতে পারলে অনেক কোম্পানিই বর্তে যাবে।'

বুক ভরে দম নিল ট্রেসি। 'আমার একটি সমস্যা আছে।' তারপর পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করল মিসেস মাফিকে। সে চুপচাপ শুনে গেল সব। ট্রেসির কথা শেষ হলে ভাবলেশশূন্য গলায় মন্তব্য করল, 'কম্পিউটারের চাকরির কথা ভুলে যান।'

'কিন্তু আপনি না বললেন-'

'কম্পিউটার ক্রাইমের বিষয়ে কোম্পানিগুলো আজকাল খুব বেশি স্পর্শকাতর। জেনেশুনে কোনো অপরাধীকে তারা চাকরি দেবে না।'

'কিন্তু আমার একটা কাজ খুব দরকার। আমি...

'আরও নানা রকম কাজ আছে। সেলস লেডির চাকরি করবেন?'

ডিপার্টমেন্ট স্টোরের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল ট্রেসির। আবার ওই কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'অন্য কোনো কাজ নেই?'

মহিলা উসখুস করছে। মিসেস মাফি যে কাজ ট্রেসিকে দিতে চায় তার তুলনায় ওর যোগ্যতা অনেক বেশি।

'দেখুন,' বলল সে। 'জানি এটা আপনার লাইন নয়, তবু যদি করতে চান তো জ্যাকসন হোল-এ ওয়েট্রেসের একটা পদ খালি আছে। আপার ইস্ট সাইডে ওটা একটা হ্যামবার্গারের দোকান।'

'ওয়েট্রেসের চাকরি?'

'হুঁ। কাজটা নিতে চাইলে এজন্য আমি আপনার কাছে কোনো কমিশন চাইব না। শুনেছিলাম এরকম একটা কাজ খালি আছে তাই আপনাকে বললাম।'

ট্রেসি বসে বসে দোটানায় ভুগছিল। সে কলেজে পড়াকালীন ওয়েট্রেসের কাজ করেছে। কিন্তু ওটা তো ছিল স্রেফ মজা করার জন্য। এখন ওকে কাজ করতে হবে পেট চালাতে।

'ঠিক আছে। আমি নেবো কাজটা।' বলল সে।

জ্যাকসন হোল মহা হৈচৈয়ের একটি জায়গা। এখানকার খাবার স্বাদে ভালো এবং দামে সস্তা বলে সারাক্ষণ ভিড় লেগে থাকে। ওয়েট্রেসের কাজের চাপে হিমশিম অবস্থা, একদণ্ড ফুরসত নেই। প্রথম দিন কাজ করেই বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ট্রেসি। তবু তো পয়সা পাচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন দুপুর বেলা ও সেলসম্যানদের একটি টেবিলে খাবার পরিবেশন করছে, এক লোক ওর স্কার্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। এক বাটি তরকারি লোকটার মাথায় খালি করল ট্রেসি। সঙ্গে সঙ্গে ওর চাকরি খতম।

মিসেস মাফির কাছে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা বয়ান করল ট্রেসি।

'একটা ভালো খবর অবশ্য আছে,' জানালো মিসেস মাফি। 'ওয়েলিংটন আর্মসের একজন সহকারী হাউসকিপার দরকার। তুমি ওখানে কাজ করবে?'

পার্ক এভিন্যুতে একটি ছোট, অভিজাত হোটেলের নাম ওয়েলিংটন আর্মস। এখানে শুধু ধনী এবং বিখ্যাত মানুষরাই ঘর ভাড়া করেন। হাউসকিপার ট্রেসির ইন্টারভিউ নিল আগে তারপর ওকে চাকরি দিল। কাজটা কঠিন নয়, কর্মচারীদের ব্যবহার ভদ্র আর খুব বেশি সময়ও দিতে হয় না।

কাজে যোগদানের হপ্তাখানেক বাদে ট্রেসির ডাক পড়ল হাউসকিপারের অফিসে। সহকারী ম্যানেজারও সেখানে আছে।

'তুমি কি আজ ৮২৭ নম্বর সুইটে গিয়েছিলে?' ট্রেসিকে জিজ্ঞেস করল হাউসকিপার। সুইটটি হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার মার্গোর। ট্রেসির অন্যতম দায়িত্ব হলো প্রতিটি সুইট চেক করে দেখা কাজের বুয়ারা তাদের কাজ ঠিকঠাক করেছে কিনা।

'জ্বী, গিয়েছিলাম।' জবাব দিল ট্রেসি।

'ক'টার সময়?'

'বেলা দুটোর দিকে। কেন কোনো সমস্যা হয়েছে?'

বলে উঠল সহকারী ম্যানেজার। 'বেলা তিনটায় মিস মার্গো ঘরে ফিরে দেখেন তাঁর মূল্যবান একটি হীরের আংটি পাওয়া যাচ্ছে না।'

শক্ত হয়ে গেল ট্রেসি।

'তুমি কি বেডরুমে ঢুকেছিলে, ট্রেসি?'

'হ্যাঁ, প্রতিটি রুম চেক করেছি।'

'বেডরুমে গিয়ে কোনো গহনা চোখে পড়েনি?'

'কেন... কই কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

সহকারী ম্যানেজার চট করে ওর কথার পিঠে কথা চালিয়ে দিল।

'দেখেছি বলে মনে পড়ছে না' মানে কী? দেখেছ কি দেখনি বলো?'

'আমি কোনো গহনার খোঁজ করছিলাম না,' জবাব দিল ট্রেসি। 'আমি বিছানা আর তোয়ালে ঠিকঠাক আছে কিনা চেক করছিলাম।'

'মিস মার্গো বলছেন তিনি সুইট থেকে বেরুবার সময়ে তাঁর ডায়মন্ড রিংটি নাকি ড্রেসিং টেবিলের ওপরে ছিল।'

'আমি এসবের কিছু জানি না।'

'ওই ঘরে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। আর আমাদের কাজের বুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। তারা খুবই বিশ্বস্ত।'

'আমি আংটি নিই নি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সহাকরী ম্যানেজার। 'তদন্ত করার জন্য আমরা পুলিশ ডাকবো।'

'ওটা অন্য কেউ চুরি করেছে,' চেঁচিয়ে উঠল ট্রেসি। 'কিংবা মিস মার্গো হয়তো নিজেই জিনিসটা অন্য কোথাও রেখেছেন।'

'তোমার যে রেকর্ড–' বলে থেমে গেল সহকারী ম্যানেজার।

আবার সেই পুরানো কাসুন্দি *তোমার যে রেকর্ড–*

'পুলিশ না আসা পর্যন্ত তুমি সিকিউরিটি অফিসে থাকবে।'

অপমানে মুখ লাল হয়ে গেল ট্রেসির। 'জ্বী, স্যার।'

একজন নিরাপত্তা প্রহরী ওকে সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে গেল। ট্রেসির মনে হচ্ছিল ওকে আবার জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। সে কাগজে পড়েছে আসামীদের প্রিজন রেকর্ড রয়েছে বলে তাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়। কিন্তু ট্রেসি কল্পনাও করেনি এরকম পরিস্থিতিতে সে পড়বে। ওরা ওর গায়ে একটা তকমা এঁটে দিয়েছে এবং ওরা চায় এ তকমা গায়ে নিয়েই সারাজীবন বেঁচে থাকবে ট্রেসি।

ত্রিশ মিনিট পরে হাসতে হাসতে অফিসে ঢুকল সহকারী ম্যানেজার। 'মিস মার্গো তাঁর আংটি খুঁজে পেয়েছেন। ভুল করে আরেক জায়গায় রেখেছিলেন। ছোট্ট একটা ভুল হয়ে গেল আমাদের।'

'হুঁ,' ছোট্ট করে বলল ট্রেসি।

অফিস থেকে বেরিয়েই সে সোজা রওনা দিল কনরাড মরগানের জুয়েলারি দোকান অভিমুখে।

'কাজটা হাস্যকররকম সহজ,' বলল কনরাড মরগান। 'আমার এক ক্লায়েন্ট, লরেন্স বেলামি, গেছেন ইউরোপ। তাঁর বাড়ি লং আইল্যান্ডের সি ক্লিফ-এ। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তাঁর বাড়ির চাকর-বাকরেরও ছুটি। কাজেই এখন ওখানে কেউ নেই। একটি প্রাইভেট পেট্রল প্রতি চারঘণ্টা অন্তর একবার টহল দেয় বাড়ি। ওখানে ঢুকে এবং কাজ সেরে বেরুতে তোমার মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে।'

কনরাড মরগানের অফিসে বসে কথা বলছিল ওরা।

'অ্যালার্ম সিস্টেম কীভাবে কাজ করে জানি আমি, সিন্দুকের কম্বিনেশনও জানা

আছে আমার। তোমাকে শুধু যা করতে হবে, মাই ডিয়ার, ঘরে ঢুকে গহনাগুলো হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। গহনাগুলো এনে আমাকে দেবে, আমি দামী পাথরগুলো সেটিং থেকে খুলে নেবো, বড়গুলো নতুন করে কাটবো এবং আবার ওগুলো বিক্রি করে দেবো।'

'কাজটা যদি এতোই সহজ তাহলে আপনি নিজে করছেন না কেন?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

মরগানের নীল চোখ ঝিকিয়ে উঠল। 'কারণ, আমি তখন ব্যবসার কাজে শহরের বাইরে থাকবো। যখনই এসব ছোটখাটো 'ঘটনা' ঘটে, আমি সবসময় ব্যবসার কাজে বাইরে থাকি।'

'ও আচ্ছা।'

'মিসেস বেলামির বাড়িতে চুরি করবে ভেবে যদি তোমার মধ্যে বিবেকের দংশন থাকে, আমি বলছি, কোনো অপরাধবোধে তোমাকে ভুগতে হবে না। মহিলা খুবই ভয়ংকর প্রকৃতির, সারা পৃথিবীজুড়ে ওর বাড়ি আছে, আর সেসব বাড়িতে রয়েছে দামী দামী জিনিস। তাছাড়া গহনার দামের দ্বিগুণ পরিমাণ ইনসিওরেন্স পলিসি করা আছে তাঁর। বলাবাহুল্য সবগুলোর মূল্য আমারই নির্ধারণ করা।'

ট্রেসি কনরাড মরগানের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল *আমার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি কিনা এখানে বসে এ লোকটির সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় গহনা চুরির পরিকল্পনা করছি।*

'আমি আবার কারাগারে ফিরে যেতে চাই না, মি. মরগান।'

'আরে এতে কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই। আমার কোনো লোক কোনোদিন ধরাও পড়েনি। অন্তত আমার কাজ করার সময়। ওয়েল... তুমি কী বলো?'

ট্রেসি কী বলবে তাতো ঠিক করেই ফেলেছে। ও জাস্ট 'না' বলে দেবে। পুরো পরিকল্পনাটিই তো পাগলামি।

'আপনি এ কাজের জন্য পঁচিশ হাজার ডলার দেবেন?'

'মাল পাওয়ামাত্র হাতে হাতে।'

বেশ বড় অংকের টাকা। ভবিষ্যতে কী করবে তা নিয়ে ভাবার যথেষ্ট সময় পাবে ট্রেসি টাকাটা হাতে পেলে। নিজের নোংরা, ঘিঞ্জি বাসস্থান, ঝগড়াটে পড়শি আর সারাক্ষণ হল্লারত লোকজনের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল হোটেলের সহকারী ম্যানেজারের কথা, *'তদন্ত করার জন্য আমরা পুলিশ ডাকবো।'*

তবু 'হ্যাঁ' বলার সাহস পাচ্ছে না ট্রেসি।

'এ শনিবার রাতেই কাজটা করতে পারো,' বলল কনরাড মরগান। 'শনিবার দুপুরে বাড়ির কর্মচারীরা সবাই চলে যায়। আমি তোমার জন্য ছদ্মনামে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ক্রেডিট কার্ড জোগাড় করে রাখবো। তুমি ম্যানহাটনে একটি গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যাবে লং আইল্যান্ডে। ওখানে রাত এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাবে। গহনা নিয়ে ফিরে আসবে নিউইয়র্ক, ফিরিয়ে দেবে গাড়ি... তুমি তো গাড়ি চালাতে পারো, নাকি?'

'পারি।'

'বাহ, চমৎকার। সকাল পোনে আটটায় সেন্ট লুইসের উদ্দেশে একটি ট্রেন ছাড়বে। আমি ওতে তোমার জন্য একটি কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করে রাখবো। সেন্ট লুইসের স্টেশনে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি আমাকে গহনা দেবে, আমি তোমাকে পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে দেবো।'

মরগানের কথা শুনে মনে হয় এরচেয়ে সহজ কাজ বুঝি পৃথিবীতে নেই।

এখন না বলার সময় উপস্থিত, বলে চলে গেলেই হলো। কিন্তু ট্রেসি যাবে কোথায়?

'আমার একটি সোনালী পরচুলা লাগবে,' ধীর গলায় বলল ও।

ট্রেসি চলে যাবার পর অন্ধকার অফিসে চুপচাপ বসে রইল কনরাড মরগান, মেয়েটির কথা ভাবছিল। সুন্দরী একটি মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী। একটা ভুল হয়ে গেছে। ওর আসলে মেয়েটিকে এই বলে সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল যে বার্গলার অ্যালার্ম সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট নয়।

চৌত্রিশ

কনরাড মরগানের আগাম হিসেবে দেয়া এক হাজার ডলার দিয়ে দুটো পরচুলা কিনল ট্রেসি– একটি সোনালী অপরটি ছোট ছোট বিনুনীসহ কালো রঙের উইগ। সে সঙ্গে কিনল গাঢ় নীল রঙের প্যান্ট সুট, কালো কভারঅল, লেক্সিনটন এভিন্যুর ফেরিঅলার কাছ থেকে গুচ্চির নকল চামড়ার ব্যাগ। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। মরগান তাকে ইলেন ব্রাঙ্কের ছদ্মনামে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাঠিয়ে দিয়েছে, বেলামি হাউসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি ডায়াগ্রামও পেয়েছে ট্রেসি। তাছাড়াও বেডরুমের সিন্দুকের কম্বিনেশন এবং সেন্ট লুইস যাবার জন্য আমট্রাক ট্রেনে একটি প্রাইভেট কম্পার্টমেন্টের টিকেট। ট্রেসি অল্প জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। *ওরকম জায়গায় আর জীবনেও থাকব না আমি*, মনে মনে শপথ নিল ও। একটা গাড়ি ভাড়া করে চলল লং আইল্যান্ডে। চুরি করতে।

ও যা করতে যাচ্ছে তা দুঃস্বপ্নের মতো। ভয় পাচ্ছে ট্রেসি। যদি ধরা পড়ে যায়? এতটা ঝুঁকি নেয়া কী ঠিক হচ্ছে?

কাজটা হাস্যকররকম সহজ, বলেছিল কনরাড মরগান।

এ ধরনের কাজ উদ্ধার হবার বিষয়ে নিশ্চিত না হলে এতে নিজেকে জড়াত না মরগান। কারণ তার মান-সম্মানের ভয় আছে। *আমারও সম্মানের ভয় আছে।*

তেতো মন নিয়ে ভাবছে ট্রেসি। *তবে সে সম্মানের কেউ দাম দেয় না। কোনো গহনা হারিয়ে গেলে, ওটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত লোকে আমাকে চোর ভাবে।*

ট্রেসি জানে সে কী করছে। নিজেকে রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, অপরাধ করার জন্য মনে সাহস যোগাতে চাইছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। সি-ক্লিফ-এ যখন পৌঁছাল, ততক্ষণে মানসিকভাবে প্রায় ভেঙে পড়ার দশা হয়েছে ওর। দু'বার বেলাইনে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করেছিল ট্রেসি। ভেবেছিল বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অপরাধে পুলিশ ওকে গ্রেফতার করবে এবং তখন মরগানকে চুরি করতে না পারার একটা ছুতো দেয়া যাবে।

কিন্তু কাছে পিঠে পুলিশের কোনো গাড়িই নেই। তাতো থাকবেই না, বেজায় বিরক্ত ট্রেসি। *কাজের সময় ওদেরকে কখনোই পাওয়া যায় না।*

কনরাড মরগানের দিক নির্দেশনা মাথায় রেখে লং আইল্যান্ড সাইডের দিকে এগিয়ে চলল ট্রেসি। *পানির ঠিক ধারে বাড়িটি। নাম দ্য এম্বারস। একটি প্রাচীন ভিক্টোরিয়ান ম্যানসন। চোখ এড়াবে না।*

কিন্তু আমার যেন চোখ এড়িয়ে যায়, প্রার্থনা করল ট্রেসি।

কিন্তু প্রাসাদটিকে পরিষ্কার দেখা গেল। অন্ধকারে, দুঃস্বপ্নে দেখা দৈত্যের আস্তানার মতো মাথা খাড়া করে আছে। দেখে মনে হয় জনশূন্য বাড়ি।

চাকরগুলোর সাহস তো কম নয় ছুটির দিনে বাড়ি খালি রেখে ছুটি কাটাতে যায়, ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবছে ট্রেসি। *ওদের সবক'টার চাকরি খতম করে দেয়া উচিত।*

কয়েকটি পাহাড়প্রমাণ উইলো গাছের পেছনে গাড়ি এনে দাঁড়া করাল ট্রেসি। এখানে গাড়ি রাখলে কেউ দেখতে পাবে না। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। কান পেতে শুনল পোকা-মাকড়ের ঐকতান। এই শব্দ ছাড়া আর কিছু নৈঃশব্দে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না। মেইন রোড ছাড়িয়ে বাড়িটি এবং রাতের এ সময়ে রাস্তায় কোনো গাড়িও চোখে পড়ছে না।

গাছপালা দিয়ে ঘেরা বাড়িটি, মাই ডিয়ার, লোকচক্ষুর আড়ালে। সবচেয়ে কাছের পড়শির বাড়িও বহু দূরে, কারও চোখে পড়ে যাওয়ার আশংকা নেই। সিকিউরিটি পেট্রল টহল দিতে আসে রাত দশটার সময়, দ্বিতীয় টহল দেয় রাত দুটোয়। তার বহু আগেই তুমি কাজ সেরে বেরিয়ে পড়তে পারবে, বিশ্বাস করো।

ঘড়ি দেখল ট্রেসি। রাত এগারোটা। প্রথম নিরাপত্তা টহল দল চলে গেছে। দ্বিতীয় দল আসার আগে তিন ঘণ্টা সময় পাবে ও। নাকি গাড়ি ঘুরিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে যাবে এসব পাগলামীর কথা ভুলে গিয়ে? কিন্তু ফিরে ও যাবে কোথায়? কার কাছে যাবে? ও যেখানেই গেছে, কোথাও টিকতে পারে নি। আসলে ওকে টিকতে দেয়া হয়নি।

আমি কী করছি? ভাবছে ট্রেসি। *আমি তো চোর নই। আমার উচিত এখান থেকে এক্ষুনি কেটে পড়া। নইলে SWAT টিম এসে আমাকে ধরে ফেলবে এবং গুলি করে মেরে ফেলবে।* পরের দিনের পত্রিকার হেডলাইন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি **চুরি করতে গিয়ে বিপজ্জনক অপরাধী নিহত।**

ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসে কে ফেলবে দুফোঁটা চোখের জল? আর্নিস্টিন এবং এমি। আবার ঘড়ির দিকে চোখ চলে গেল ট্রেসির। 'ওহ, মাই গড!' ও ওখানে বসে গত কুড়ি মিনিট ধরে আগড়ম বাগড়ম চিন্তা করছে। *কাজটা যদি করতেই হয়, এখনই উঠে পড়া উচিত।*

কিন্তু উঠতে পারল না ট্রেসি। ভয়ে অসাড় সমস্ত শরীর। *এখানে সারাক্ষণ বসে থাকতে পারব না আমি,* ভাবছে ও। তারচেয়ে বরং একবার বাড়িটিতে গিয়ে চট করে উঁকি মেরে আসি না কেন?

বুক ভরে দম নিল ট্রেসি, নেমে এল গাড়ি থেকে। ওর পরনে কালো কভার অল; হাঁটু কাঁপছে থরথর করে। মন্থর গতিতে পা বাড়াল বাড়ির দিকে, ঘুটঘুটে আঁধারে ঢেকে আছে চারপাশ।

অবশ্য করেই হাতে গ্লাভস পরে নিও।

পকেট হাতড়ে একজোড়া গ্লাভস বের করল ট্রেসি, হাতে গলালো। বুকে ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খেতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড।

অ্যালার্ম দেখতে পাবে সদর দরজার বাম পাশে। পাঁচটা বোতাম আছে। লাল আলোটা জ্বলতে থাকবে, তার মানে সক্রিয় রয়েছে অ্যালার্ম। ওটা বন্ধ করার কোড হলো তিন-দুই-চার-এক-এক। লাল বাতি নিভে গেলে বুঝবে অ্যালার্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। সদর দরজার চাবিটা নাও। ভেতরে ঢোকার পরে অবশ্যই দরজা বন্ধ করতে ভুলো না। এই ফ্ল্যাশ লাইটটা ব্যবহার কোরো। ঘরের কোনো বাতি জ্বালাবে না কারণ যদি কেউ

ঘটনাক্রমে ওদিক দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায় তো দেখে ফেলতে পারে। মাস্টার বেডরুমটি দোতলায়। তোমার বামে, উপসাগরের দিকে মুখ ফেরানো। লয়েস বেলামির একটি ছবির পেছনে লুকানো আছে সিন্দুক। সিন্দুক খোলা খুবই সহজ। শুধু কম্বিনেশন দেখে নাম্বার মিলিয়ে নিলেই হলো।

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, কাঁপছে গা, সামান্যতম শব্দ হলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। ধীরে হাত বাড়িয়ে দিল ও, অ্যালার্ম বোতামগুলো টিপতে লাগল, প্রার্থনা করল ওগুলো যেন কাজ না করে। কিন্তু নিভে গেল লাল বাতি।

তালায় চাবি ঢোকাল ট্রেসি, খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢোকার আগে ঝাড়া এক মিনিট ও দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। হলওয়েতে ঢোকার পরে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু দপদপ করতে লাগল। সামনে বাড়তে ভয় লাগছিল ট্রেসির। কবরের নীরবতা বাড়িতে। ফ্লাশলাইট বের করে আলো জ্বালাল ও। দেখতে পেল সিড়ি। কদম বাড়াল ট্রেসি, ধাপ বেয়ে উঠতে লাগল। এখন যত দ্রুত সম্ভব কাজটা সেরে নিয়ে ও পালাতে পারলেই বাঁচে।

ফ্লাশ লাইটের আলোয় কেমন ভৌতিক লাগল ওপরতলার হলওয়ে। কম্পমান আলোক রেখায় ঘরের দেয়াল যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে আগুপিছু করছে। ঘরগুলো পাশ কাটানোর সময় উঁকি দিয়ে দেখল ট্রেসি। সবগুলো খালি।

হলওয়ের শেষ মাথায় মাস্টার বেডরুম। সাগরের দিকে ফিরিয়ে আছে মুখ। বেডরুমটি ভারী সুন্দর, হালকা গোলাপী রঙে রাঙানো, সামিয়ানা টাঙানো বিছানা, গোলাপী গোলাপ আঁকা একটি কমোড। ঘরে আরও রয়েছে দুটো লাভ সিট (দক্ষিণমুখী আসন), একটি ফায়ার প্লেস এবং ওটির সামনে ডাইনিং হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটি টেবিল। *এরকম একটি বাড়িতেই তো চার্লস আর আমার সন্তানকে নিয়ে থাকার কথা ছিল*, ভাবল ট্রেসি।

পিকচার উইন্ডোর সামনে হেঁটে গেল ট্রেসি, সাগরে নোঙর করা দূরের বোটগুলোর দিকে তাকাল। *আমাকে বলো ঈশ্বর তোমার কোনো বিবেচনায় লরেন্স বেলামি এ বাড়িতে থাকছে আর আমাকে কেন তার ঘরে চুরি করতে আসতে হলো? এই মেয়ে, এসব কী হচ্ছেরে? নিজেকে চোখ রাঙাল ট্রেসি। ওসব দার্শনিক কথাবার্তা ছেড়ে কাজে লেগে পড়ো, বাছা। এতো অল্প সময়ের ব্যাপার মাত্র, অবশ্য এখানে প্রস্তরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে জীবনেও এ কাজ শেষ হবে না।*

ঘুরল ট্রেসি, মরগানের বর্ণিত ছবির সামনে এসে দাঁড়াল। লয়েস বেলামির চেহারায় পাথরের কাঠিন্য, উদ্ধত চাউনি। মরগান ঠিকই বলেছিল মহিলা সত্যি ভয়ংকর দেখতে। ছবিটা একপাশে ঠেলে সরাতেই পেছন থেকে আত্মপ্রকাশ করল একটি ক্ষুদ্রাকৃতির সিন্দুক। কম্বিনেশনের মুখস্ত করা নাম্বার মনে মনে আওড়াল ট্রেসি। *ডানে তিনবার ঘোরাতে হবে, থামবে বিয়াল্লিশে। বামে দু'বার ঘোরাবে, থামবে দশ-এ। আরেকবার ঘোরাবে ডানে, ত্রিশ-এ থামবে।* ওর হাত এমন কাঁপছিল যে দু'বার করতে হলো কাজটা। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল সিন্দুকের দরজা।

সিন্দুক বোঝাই মোটা মোটা খাম আর কাগজপত্র। ওগুলো অগ্রাহ্য করল ট্রেসি। সিন্দুকের পেছন দিকে একটি ছোট্ট তাকের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে কৃষ্ণসার হরিণের চামড়ার একটি ব্যাগ। হাত বাড়িয়ে তাক থেকে ওটা তুলে নিল ট্রেসি। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অ্যালার্ম। এরকম বিকট নিনাদ জীবনে শোনেনি ট্রেসি। যেন ঘরের প্রতিটি কোনো থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে অ্যালার্ম, গলা ফাটিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে। জায়গা দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, জমে বরফ হয়ে গেছে।

সমস্যাটা কোথায় হলো? কনরাড মরগান কি জানতনা যে সিন্দুক থেকে গহনা সরানোমাত্র ভেতরের অ্যালার্ম সক্রিয় হয়ে ওঠে?

জলদি ভাগতে হবে ট্রেসিকে। সে হরিণের চামড়ার ব্যাগটা পকেটে পুরে ছুটল সিড়ি অভিমুখে। এমন সময় অ্যালার্মের আওয়াজ ছাপিয়ে আরেকটি শব্দ ভেসে এল কানে, সাইরেনের অ্যালার্ম। এগিয়ে আসছে এদিকেই। সিড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেসি, মহা আতংকিত, বুকে হাতুড়ির বাড়ি, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। এক ছুটে একটা জানালায় চলে এল ও, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। দেখল ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ দৌড়ে যাচ্ছে বাড়ির পেছন দিকে, দ্বিতীয় আরেকজন পা বাড়িয়েছে সদর দোরে। পালাবার পথ নেই। অ্যালার্ম বেল এখনো ফাটিয়ে চলেছে কান, অকস্মাৎ শব্দটা পরিণত হলো ট্রেসির সেই জেলখানার করিডোরের ভয়ংকর ঘণ্টাধ্বনিতে।

না! মনে মনে বলল ট্রেসি। আমি কিছুতেই ওখানে আর ফিরে যাব না।

তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠল সদর দরজার কলিংবেল।

সি ক্লিফ পুলিশ ফোর্সে দশ বছর ধরে চাকরি করছে লেফটেন্যান্ট মেলভিন ডারকিন। সি ক্লিফ শান্ত, নিরুপদ্রব একটি শহর, পুলিশের কাজ বলতে গুন্ডা ঠেঙানো, দু'একটা গাড়ি চোর ধরা আর শনিবার রাতে মাঝে মাঝে মাতালদের মারামারি ঠেকানো। তবে বেলামি অ্যালার্মের বিষয়টি অন্যরকম। এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতেই ফোর্সে যোগ দিয়েছে লেফটেন্যান্ট ডারকিন। লয়েস বেলামিকে সে চেনে এবং জানে মহিলার কাছে কী পরিমাণ দামী পেইন্টিং আর গহনার সংগ্রহ রয়েছে। মহিলা এখন দেশের বাইরে বলে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর বাড়ি পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ডারকিন। কারণ বাড়িটা চোর-ছ্যাচ্চোরদের জন্য বড়ই লোভনীয় টার্গেট। *এখন মনে হচ্ছে একজন ধরা খেতে যাচ্ছে আমার হাতে*, ভাবছে লেফটেন্যান্ট ডারকিন। সে বাড়ি থেকে মাত্র দু'ব্লক দূরে, এমন সময় সিকিউরিটি কোম্পানি থেকে তার রেডিওতে খবর চলে আসে। *চোরটাকে ধরতে পারলে আমার রেকর্ডের জন্য খুবই ভালো হবে।*

লেফটেন্যান্ট ডারকিন আবার চেপে ধরল সদর দরজার কলিং বেল, সে রিপোর্টে লিখবে পরপর তিনবার ঘণ্টা বাজানোর পরেও কেউ দরজা খুলে দেয়নি বলে সে বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে। তার সঙ্গী বাড়ির পেছন দিকটা পাহারা দিচ্ছে, কাজেই চোর কোনোদিক থেকেই পালাতে পারবে না।

তৃতীয়বার ঘণ্টা বাজানোর জন্য হাত বাড়িয়েছে ডারকিন, হঠাৎ খুলে গেল সদর দরজা। পুলিশ অফিসার বিস্মিত হয়ে দেখল ফিনফিনে এবং অতি সংক্ষিপ্ত নাইটগাউন

পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। মহিলার মুখে ম্যাডপ্যাক লাগানো, চুল আটকানো কার্লার ক্যাপে।

মহিলা রাগত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হচ্ছেটা কী?'

ঢোক গিলল লেফটেন্যান্ট ডারকিন। 'আমি... আপনি কে?'

'আমি ইলেন ব্রাঞ্চ। লয়েস বেলামির মেহমান। উনি ইউরোপে গেছেন বেড়াতে।'

'সে জানি,' বোকা বনে গেছে ডারকিন। 'উনি তো বলেন নি তাঁর মেহমান আছে বাড়িতে।'

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মহিলা সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'লয়েস ওইরকমই। কাউকে কিছু বলে না। উহ্, শব্দটা আর সহ্য হয় না। ঝালাপালা করে দিল কান।'

লেফটেন্যান্ট ডারকিন দেখল লয়েস বেলামি'র মেহমান হাত বাড়িয়ে টপাটপ ক'টা বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল অ্যালার্ম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'যাক বাবা বাঁচলাম। আপনাকে দেখে যে কী খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।' আড়ষ্ট হাসল সে। 'আমি ঘুমাতে যাবো এমন সময় বেজে উঠল অ্যালার্ম। আমি নিশ্চিত বাড়িতে চোর-টোর ঢোকার চেষ্টা করছিল। চাকরগুলো আবার দুপুরবেলা চলে গেছে।'

'আমি কি একবার চারপাশটা ঘুরে দেখব?'

'নিশ্চয়, প্লিজ!'

বাড়ির কোথাও কেউ লুকিয়ে নেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে অল্প সময় নিল লেফটেন্যান্ট ডারকিন এবং তার সঙ্গী।

'অল ক্লিয়ার' ঘোষণার সুরে বলল সে। 'ফলস অ্যালার্ম। কোনো কিছু বোধহয় হঠাৎ নিজে নিজে চালু হয়ে গিয়েছিল। আসলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ওপরে সবসময় নির্ভর করা যায় না। আমি সিকিউরিটি কোম্পানিকে ফোন করে বলে দেব যাতে ওরা যন্ত্রপাতিগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

'তো, আমরা এখন চলি,' বলল লেফটেন্যান্ট।

'আসবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন একটু নিরাপদ বোধ করছি।'

মহিলার ফিগার কী! মনে মনে বলল লেফটেন্যান্ট ডারকিন। ম্যাডপ্যাক আর কার্লার ক্লিপ ছাড়া এ নারীকে দেখতে না জানি কত সুন্দর লাগবে। 'আপনি কি এখানে বেশ কিছুদিন আছেন, মিস ব্রাঞ্চ?'

'আর সপ্তাহখানেক বড়জোর। মানে লয়েস না ফেরা পর্যন্ত আছি আর কী।'

'আপনার জন্য যদি কিছু করতে পারি, জানাবেন কিন্তু দয়া করে।'

'প্রয়োজন হলে নিশ্চয় জানাবো। ধন্যবাদ।'

পুলিশের গাড়িটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখল ট্রেসি। স্বস্তির আবেশে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায় আর কী। গাড়ি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল ট্রেসি। খুলে ফেলল ম্যাডপ্যাক। এ জিনিসটা বাথরুমে পেয়েছিল ও। লয়েস

বেলামির কার্লার ক্যাপ এবং নাইট গাউন খুলে নিজের কালো কভারঅল পরে নিল। অ্যালার্ম আবার রিসেট করে সাবধানে বেরিয়ে পড়ল সদর দরজা দিয়ে।

ম্যানহাটনের পথে অর্ধেক রাস্তা পার হয়েছে ট্রেসি, কিছুক্ষণ আগের দুঃসাহসী কাজটির কথা মনে পড়ে যেতে প্রথমে ও খিলখিল হাসল, তারপর সে হাসি রূপ নিল অনিয়ন্ত্রিত অট্টহাসিতে, হাসির দমক সামলাতে না পেরে বাধ্য হলো রাস্তার এক কোনে গাড়ি দাঁড়া করাতে। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। গত এক বছরে এই প্রথম এমন প্রাণখুলে হাসছে ট্রেসি। দারুণ লাগছে ওর।

পঁয়ত্রিশ

আমট্রাক ট্রেনটি পেনসিলভানিয়া স্টেশন থেকে বেরুবার পরেই কেবল পেশীতে ঢিল পড়ল ট্রেসি হুইটনির। এর আগে প্রতিটি সেকেন্ড একটা ভয় কাজ করেছে ওর মনে, ভেবেছে এই বুঝি কাঁধের ওপর চেপে বসল একটি ভারী হাত এবং ওকে বলল, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

অন্যান্য যেসব যাত্রী ট্রেনে উঠেছে তাদেরকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করেছে ট্রেসি। কাউকে সন্দেহ করার মতো কিছু দেখেনি। তবু টেনশনের বোঝা ট্রেসির কাঁধে। ও বারবারই নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইছে এত তাড়াতাড়ি চুরির ঘটনাটা ফাঁস হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই আর ঘটনা জানাজানি হলেই বা কী এর সঙ্গে ওরা ওকে জড়াতে পারবে না। সেন্টলুইসে ওর জন্য ২৫,০০০ ডলার নিয়ে অপেক্ষা করবে কনরাড মরগান। এ পরিমাণ টাকা আয় করতে ট্রেসিকে এক বছর পরিশ্রম করতে হতো। *আমি ইউরোপ ভ্রমণে যাবো,* ভাবল ট্রেসি। *প্যারিস*। না, প্যারিস নয়। *চার্লসের সঙ্গে ওখানে আমার হানিমুন করতে যাওয়ার কথা ছিল। আমি লন্ডনে যাবো। ওখানে কেউ আমাকে জেলখাটা আসামী হিসেবে চিনবে না।* অদ্ভুত ব্যাপার, কিছুক্ষণ আগের এ অভিজ্ঞতায় নিজেকে কেমন পরিবর্তিত মানুষ মনে হচ্ছে ট্রেসির। যেন পুনর্জন্ম হয়েছে ওর।

কম্পার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে হরিণের চামড়ার ব্যাগটি খুলল ও। ওর হাতে বর্ণালী রঙের একটা জলপ্রপাত যেন গড়িয়ে নামল। তিনটা বড় বড় হীরের আংটি, একটি এমারেল্ড পিন, একটি স্যাফায়ার ব্রেসলেট, তিনজোড়া কানের দুল এবং দুটো গলার হার, একটি পদ্মরাগমনি অপরটি মুক্তোর।

এ গহনার দাম এক মিলিয়ন ডলারের বেশি। হিসেব করল ট্রেসি। ট্রেন গ্রামাঞ্চলের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, নিজের আসনে হেলান দিয়ে সন্ধ্যার ঘটনার স্মৃতিচারণ করল ট্রেসি। গাড়ি ভাড়া করা... ড্রাইভ করে সি ক্লিফে চলে আসা... ঘুঁটঘুটে অন্ধকার রাত... অ্যালার্ম বন্ধ করে গৃহপ্রবেশ... সিন্দুক খোলা...আকস্মিক অ্যালার্ম বেজে ওঠা...এবং পুলিশের আবির্ভাব। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি মুখে মাডপ্যাক, মাথায় কার্লার ক্যাপ আর নাইটগাউন পরা মহিলাটিই সেই চোর যাকে ওরা খুঁজছে।

সেন্টলুইসের প্রতি ধাবমান ট্রেনের কামরায় বসে মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটতে দিল ট্রেসি। পুলিশগুলোকে বোকা বানানোর বিষয়টি ও খুব উপভোগ করেছে। বিপদের ধারালো কিনারে থাকার মধ্যে অন্যরকম উত্তেজনা আছে। নিজেকে ওর দুঃসাহসী, চতুর ও অপরাজেয় মনে হচ্ছে। সত্যি দারুণ লাগছিল ট্রেসির।

কম্পার্টমেন্টের দরজায় নক হলো। রত্নগুলো দ্রুত হরিণ চামড়ার ব্যাগে পুরে ওটা

নিজের সুটকেসে ঢুকিয়ে রাখল ট্রেসি। ট্রেনের টিকেট নিয়ে কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলল কনডাকটরের জন্য। ধূসর স্যুট পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে করিডোরে। একজনের বয়স ৩০/৩২, অপরজন তার চেয়ে অন্তত দশবছরের বড়। তরুণটি বেশ সুদর্শন, অ্যাথলেটদের মতো শরীরের গঠন। তার চিবুক দৃঢ়, ঠোঁটের ওপরে ছোট, পাতলা গোঁফ, শিংয়ের চশমার আড়ালে একজোড়া নীল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বয়সী লোকটির মাথা ভর্তি কালো ঘন কেশ, গাট্টাগোট্টা। তার বাদামী চোখ শীতল।

'ক্যান আই হেল্প য়ু?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'ইয়েস, ম্যাম।' জবাব দিল পৌঢ়জন। একটা ওয়ালেট বের করে ট্রেসির দিকে বাড়িয়ে দিল একটি পরিচয় পত্র

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

'আমি স্পেশাল এজেন্ট ডেনিস ট্রেভর। আর এ হলো স্পেশাল এজেন্ট টমাস বোয়ার্স।'

হঠাৎ ট্রেসির মুখের ভেতরটা শুকিয়ে মরুভূমি। জোর করে হাসি ফোটাল। 'আ-আমি ঠিক বুঝলাম না। কোনো সমস্যা?'

'জ্বী, ম্যাম।' বলল তরুণ এজেন্ট। তার নরম গলার স্বরে দক্ষিনী টান। অল্পক্ষণ আগে এ ট্রেনটি নিউজার্সিতে প্রবেশ করেছে। চুরি করা জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর একটা ফেডারেল অফেন্স।'

ট্রেসির মনে হলো ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। লাল একটা পর্দা হাজির হলো চোখের সামনে, সবকিছু ঝাপসা করে দিল।

পৌঢ় লোকটি, ডেনিস ট্রেভর বলল, 'আপনার লাগেজ একটু খুলে দেখাবেন, প্লিজ?' প্রশ্ন নয়, আদেশ।

ট্রেসির একটাই উপায় আছে এদেরকে ঘাবড়ে দেয়া। 'অবশ্যই আমি খুলে দেখাব না। আপনাদের সাহস কত এভাবে আমার কম্পার্টমেন্টে এসে হানা দেন।' তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল ও। 'নিরীহ নাগরিকদের হয়রানি করা ছাড়া আপনাদের আর কোনো কাজ নেই? আমি কনডাক্টরকে ডাকবো।'

'আমরা আগেই কনডাক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি,' জানাল ট্রেভর।

ট্রেসির হুমকি ধামকিতে কাজ হলো না। 'আপ-আপনাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?'

তরুণটি ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'আমাদের সার্চ ওয়ারেন্টের প্রয়োজন হয় না, মিস হুইটনি। আমাদের সন্দেহ, আপনি একটি ক্রাইম করেছেন।' ওরা এমনকী ওর নামও জানে। ও ফাঁদে পড়ে গেছে। এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না। কোনো উপায় নেই।

ট্রেসির সুটকেস খুলছে ট্রেভর। ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। ট্রেসি দেখছে ট্রেভর সুটকেসে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনছে কৃষ্ণসার হরিণের চামড়ার তৈরি দামী ব্যাগটা। খুলল। তার পার্টনারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। শরীর এমন দুর্বল

ঠেকল ট্রেসির যে ধপ করে বসে পড়ল ও সিটে।

ট্রেভর পকেট থেকে একটি লিস্ট বের করে তালিকা-মাফিক মিলিয়ে নিল ব্যাগের জিনিসপত্র তারপর ওটা পকেটে পুরল। 'সবগুলোই আছে, কি?'

'কী-কীভাবে আপনারা খোঁজ পেলেন?' করুণ গলায় জানতে চাইল ট্রেসি।

'তা আপনাকে জানাবার অনুমতি আমাদের নেই,' জবাব দিল ট্রেভর। 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো। নীরব থাকার অধিকার আপনার রয়েছে, আপনি একজন অ্যার্টনিও পেতে পারেন তাকে আপনার বক্তব্য বলার জন্য। এখন আপনি যা-ই করুন না কেন তা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। আমার কথা কি বোঝাতে পেরেছি?'

ট্রেসির জবাব ভেসে এল ফিসফিসানির সুরে। 'জ্বী।'

টম বোয়ার্স বলল, 'আমি এসবের জন্য দুঃখিত। মানে আমি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড জানি তা-ই আপনার জন্য আমার সত্যি খারাপ লাগছে।'

'ফর ক্রাইস্ট শেক,' বলল বয়সী জন, 'এটা কোনো সোশাল ভিজিট নয়।'

'জানি আমি।' তবু–'

পৌঢ় লোকটি একজোড়া হ্যান্ডকাফ নিয়ে এগোল ট্রেসির দিকে। 'হাত বাড়ান।'

তীব্র ব্যথায় মোচড় খেল ট্রেসির বুক। নিউ অর্লিন্সের বিমানবন্দরের কথা মনে পড়ে গেল। ওখানে ওরা ওকে হাতকড়া পরিয়েছিল। সবাই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল ওকে। 'প্লিজ। আপনি আপনাদেরকে কি কাজটা করতেই হবে?

'জ্বী, ম্যাম।'

তরুণ বলল, 'তোমার সঙ্গে এক মিনিট নিরিবিলি কথা বলতে পারি, ডেনিস?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনিস ট্রেভর। 'আচ্ছা।'

ওরা দু'জন বাইরে করিডোরে চলে গেল। হতাশায় নিমজ্জিত ট্রেসি নিজের জায়গায় প্রস্তর হয়ে বসে রইল। ওদের কথা শুনতে পেল ও।

'ফর গডস শেক, ডেনিস, ওর হাতে হাতকড়া পরানোর কোনো দরকার নেই। ও তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না...'

'বয়স্কাউটের মতো আচরণ কোরো না তো! তুমি আমার সঙ্গে ব্যুরোতে এতদিন ধরে আছ অথচ...

'কাম অন। ওকে এটুকু স্বস্তি অন্তত দাও। বেচারী এমনিতেই অনেক অপদস্থ হয়েছে এবং...;'

'ওর কপালে যা আছে...

বাকি কথাগুলো আর শুনতে পেল না ট্রেসি। শোনার ইচ্ছেও হলো না।

একটু পরেই ওরা ফিরে এল কম্পার্টমেন্টে। পৌঢ়কে রাগান্বিত লাগছে। 'ঠিক আছে,' বলল সে, 'আমরা আপনাকে হাতকড়া পরাবো না। আপনাকে নিয়ে পরের স্টেশনে নামবো। ব্যুরো কার পাঠাতে বলছি রেডিওতে। আপনি কিন্তু এ কম্পার্টমেন্ট থেকে একপা-ও বাইরে যাবেন না। ঠিক আছে?'

বেদনায় বিদীর্ণ ট্রেসি শুধু সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে পারল।

তরুণ টম বোয়ার্স ওর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির ভঙ্গিতে একবার কাঁধ ঝাঁকাল। যেন বলতে চাইল, 'তোমার জন্য কিছু করতে পারলে ঠিকই করতাম আমি।'

এখন কেউই কিছু করতে পারবে না। ও হাতে নাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ যেভাবেই হোক বিষয়টি জেনে গিয়ে খবর দিয়েছে এফবিআইকে।

দুই এজেন্ট করিডোরে গেল কন্ডাক্টারের সঙ্গে কথা বলতে। বোয়ার্স ট্রেসির দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন বলল বুঝতে পারল না ও। কনডাক্টরকে ও মাথা ঝাঁকাতে দেখল। বোয়ার্স বন্ধ করে দিল অ্যাপার্টমেন্টের দরজা। ট্রেসির মনে হলো যেন জেলখানার দরজা বন্ধ করা হলো।

গ্রামগুলোকে ঝড়ের গতিতে পাশে ফেলে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন, কিন্তু নৈসর্গিক ওই সৌন্দর্য সম্পর্কে এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ অসচেতন ট্রেসি। ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে ও। কানের ভেতরে একটা গর্জন হচ্ছে, তবে তা ট্রেনের শব্দ নয়। ও আর কোনো সুযোগ পাবে না। কারণ ও চিহ্নিত আসামী। ওরা ওকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেবে। এবারে আর ওয়ার্ডেনের কোনো মেয়ে থাকবে না উদ্ধার পাবার জন্য, শুধু থাকবে ভয়ংকর সীমাহীন জেলখানার বছরগুলো আর সেই বিগ বার্থা। *কিন্তু ওরা ওকে ধরল কী করে?* চুরির বিষয়টি কনরাড মরগান ছাড়া কেউ জানে না, সে নিশ্চয় ওকে ধরিয়ে দিয়ে গহনাগুলো এফবিআই'র হাতে তুলে দেবে না? হয়তো মরগানের দোকানের কোনো কর্মচারী চুরির বিষয়টি জেনে ফেলেছিল এবং পুলিশকে বলে দিয়েছে। ঘটনা কীভাবে ঘটল তাতে এখন কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হলো ও ধরা খেয়েছে। পরের স্টেশনে নেমেই ওকে আবার কারাগারে যেতে হবে। প্রাথমিক একটা শুনানী হবে, তারপর ট্রায়াল, তারপর....

শক্ত করে চোখ বন্ধ করল ট্রেসি, এসব নিয়ে আর ভাবতে চায় না। টের পেল গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর উত্তপ্তধারা।

ছত্রিশ

গতি হারাতে শুরু করেছে ট্রেন। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ট্রেসির। এফবিআই'র ওই দুই এজেন্ট যে কোনো মুহূর্তে এসে হাজির হবে। একটি স্টেশন দৃশ্যমান হলো চোখের সামনে। কয়েক সেকেন্ড বাদে ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল রেলগাড়ি। এবারে যেতে হবে। সুটকেস বন্ধ করল ট্রেসি, গায়ে চড়াল কোট, বসে রইল।

কম্পার্টমেন্টের বন্ধ দরজার দিকে দৃষ্টি, অপেক্ষা করছে কখন ওটা খুলবে। পার হয়ে গেল মিনিট। লোক দু'জন এলো না। ওরা করছেটা কী? ওদের কথাগুলো মনে পড়ছে ট্রেসির, 'আপনাকে নিয়ে পরের স্টেশনে নামবো। ব্যুরো কার পাঠাতে বলছি রেডিওতে। আপনি কিন্তু এ কম্পার্টমেন্ট থেকে এক পা-ও বাইরে যাবেন না।'

কন্ডাক্টরের গলা শুনতে পেল ট্রেসি। 'যাত্রীসকল যারা আছেন...

আতঙ্ক পেয়ে বসল ট্রেসিকে। হয়তো ওরা ওর জন্য প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় তা-ই হবে। এখন ট্রেসি যদি ট্রেনে বসে থাকে, ওরা অভিযোগ করবে সে ওদের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। সুটকেসের হাতল মুঠোয় চেপে সিধে হলো ট্রেসি, খুলে ফেলল কম্পার্টমেন্টের দরজা, দ্রুত বেরিয়ে এলো করিডোরে।

ওকে দেখে এগিয়ে এল কন্ডাক্টর। 'আপনি কি এখানে নামবেন, মিস? তাহলে জলদি করুন। দেখি, সুটকেসটা আমার হাতে দিন। আপনার এরকম শারীরিক অবস্থায় ওজনদার জিনিসপত্র বহন করা উচিত হবে না।'

অবাক হলো ট্রেসি। 'আমার শারীরিক অবস্থা মানে?'

'লজ্জা পাবার কিছু নেই। আপনার ভাইয়েরা আমাকে বলেছেন আপনি মা হতে চলেছেন এবং আপনার ওপর তাঁরা আমাকে একটু খেয়াল রাখতে বলেছেন।'

'আমার ভাইয়েরা–?'

'চমৎকার মানুষ তাঁরা। আপনাকে খুব ভালোবাসেন।'

দুনিয়াটা ঘুরতে শুরু করল ট্রেসির চারপাশে। সব কেমন ওলোট-পালট লাগছে।

কনডাক্টর সুটকেস হাতে ট্রেনের শেষ মাথায় চলে এল, ট্রেসিকে সিড়ি বেয়ে নামতে সাহায্য করল। নড়ে উঠল ট্রেন।

'আমার ভাইয়েরা কোথায় গেছেন জানেন?'

'না, ম্যাম। ট্রেন থামা মাত্র একটি ট্যাক্সিতে ওদেরকে লাফ মেরে উঠে বসতে দেখেছি শুধু।'

মিলিয়ন ডলার দামের গহনাসহ।

এয়ারপোর্টে রওনা হলো ট্রেসি। এই একটি জায়গায় যাওয়ার কথাই মনে এসেছে ওর। লোকগুলো ট্যাক্সি নিয়েছে, তার মানে ওদের নিজেদের কোনো বাহন নেই এবং ওরা যত দ্রুত সম্ভব শহর থেকে কেটে পড়ার তাল করেছে। ট্যাক্সি ক্যাবের আসনে হেলান দিল ট্রেসি। রাগে জ্বলে যাচ্ছে ভেতরটা। রাগ লাগছে লোকগুলোর ওপর ওরা ওর এ দশা করেছে বলে, রাগ লাগছে নিজের ওপর কত সহজে ওরা ওকে বোকা বানিয়েছে ভেবে। নাহ্, লোকগুলো দারুণ দেখিয়েছে। সত্যি দারুণ। এমন নিখুঁত অভিনয়! ওদেরকে সত্যিকারের পুলিশ মনে করেছিল ভেবে এখন লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে ট্রেসির গাল।

'ফর গডস শেক, ডেনিস, 'ওর হাতে হাতকড়া পরানোর কোনো দরকার নেই। ওতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না...

বয়স্কাউটদের মতো আচরণ কোরোনা তো। তুমি আমার সঙ্গে ব্যুরোতে এতদিন ধরে আছ অথচ....

ব্যুরো? ওরা সম্ভবত দু'জনেই পলাতক আসামী। বেশ, ট্রেসি ওই গহনা যেভাবেই হোক উদ্ধার করবে। দুই প্রতারক ওকে টেক্কা দিয়ে ওর পরিশ্রমের জিনিসগুলো হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে তা হতে দেবে না ট্রেসি। ওকে দ্রুত পৌঁছাতে হবে এয়ারপোর্ট।

সিটের সামনে ঝুঁকে এসে ড্রাইভারকে তাগাদা দিল ট্রেসি, 'আরেকটু জোরে চালান না, ভাই!'

ডিপারচার গেটের বোর্ডিং লাইনে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। তবে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে চিনতে পারেনি ট্রেসি। তরুণ, নিজের পরিচয় দিয়েছিল যে টমাস বোয়ার্স বলে, চোখে এখন চশমা নেই, নীল চোখের রঙ ধূসরে পরিণত হয়েছে এবং ঠোঁটের ওপরে গোঁফখানাও অদৃশ্য। ঘন কালো কেশ শোভিত অপর ব্যক্তিটি, ডেনিস ট্রেভর, তার মাথায় এখন চকচক করছে টাক। তবে এরাই যে সেই নকল গোয়েন্দা তাতে কোনো সন্দেহ নেই ট্রেসির। ড্রেস বদলানোর সময় পায়নি। ওরা বোর্ডিং জেটির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় ওদের ঘাড়ে হামলে পড়ল ট্রেসি।

'আপনারা একটা জিনিস ভুলে গেছেন,' বলল ও।

ওরা ঘুরে দাঁড়াল এবং ট্রেসিকে দেখে আঁতকে উঠল। তরুণের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আপনি এখানে কী করছেন? ব্যুরো থেকে গাড়ি এসে স্টেশন থেকে আপনাকে তুলে নেয়ার কথা।' যুবকের বলার ভঙ্গি থেকে দক্ষিণী উচ্চারণ অদৃশ্য।

'তাহলে চলুন গাড়ি এসেছে কিনা গিয়ে দেখি?' প্রস্তাব দিল ট্রেসি।

'সম্ভব না। আমাদের অন্য কাজ আছে।' জানালো ট্রেভর। 'এ প্লেনটা ধরতে হবে।'

'তাহলে আগে আমার গহনাগুলো ফেরত দিন।' গর্জে উঠল ট্রেসি।

'পারব না,' বলল টমাস বোয়ার্স। 'এটাই প্রমাণ। আমরা এর একটি রশিদ লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।'

'আমার রশিদ-ফসিদ দরকার নেই। আমি আমার গহনা ফেরত চাই।'

'দুঃখিত,' বলল ট্রেভর। 'তা দিতে পারবো না।'

গেটে পৌঁছে গেছে ওরা। অ্যাটেনডেন্টকে নিজের বোর্ডিং পাস দিল ট্রেভর। মরিয়ার মতো চারদিকে তাকাল ট্রেসি, বিমানবন্দরের এক পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কাছেই। ও হাঁক ছাড়ল, 'অফিসার! অফিসার!'

দুই পুরুষ চমকে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'তুমি করছ কী?' হিসিয়ে উঠল ট্রেভর। 'আমাদের সবাইকে জেলখানার ভাত খাওয়াতে চাও?'

পুলিশের লোকটি এগিয়ে এল ওদের কাছে। 'জ্বী, বলুন, মিস? কোনো সমস্যা?'

'না, না, কোনো সমস্যা নয়, মিস্টি হাসল ট্রেসি। 'এই দুই চমৎকার ভদ্রলোক আমার হারানো কিছু মূল্যবান গহনা খুঁজে পেয়েছেন। ওগুলো আমাকে আবার ফেরত দিচ্ছেন। ভাবছি এ বিষয়টা এফবিআইকে জানাবো কিনা।'

ওই দু'জনের চোখে ভয়ের ছাপ ফুটল।

'ওরা চাইছেন আপনি আমার জন্য একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন। আপনার কোনো সমস্যা নেই তো?'

'না, না। সমস্যা কীসের'

ট্রেসি ওদের দিকে ফিরল। 'গহনাগুলো এখন আমাকে দিয়ে দিন। এই চমৎকার অফিসারটি আমার খেয়াল রাখবেন।'

আপত্তির সুরে টম বোয়ার্স বলে উঠল, 'না, না, তারচেয়ে বরং আমরাই–'

'না, না, আমি কিন্তু জেদ ধরছি,' বলল ট্রেসি। 'প্লেন ধরাটা আপনাদের জন্য কতটা জরুরি সে তো আমি জানি।'

ওরা দু'জন পুলিশের লোকটির দিকে তাকাল একবার, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। ওদের আর কিছুই করার নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও টম বোয়ার্স পকেট থেকে হরিণের চামড়ার ব্যাগটি বের করল।

'এইতো আমার জিনিস!' চেঁচিয়ে উঠল ট্রেসি। বোয়ার্সের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে খুলল সে। চোখ বুলাল ভেতরে। 'থ্যাংক গুডনেস। সবই আছে। খোয়া যায়নি কিছু।'

শেষ চেষ্টা করল মি বোয়ার্স। 'এটা আমাদের হেফাজতেই নিরাপদে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি–'

'কোনো প্রয়োজন নেই।' হাসিহাসি গলায় বলল ট্রেসি। পার্স খুলে গহনাগুলো একপাশে রাখল, দুটি পাঁচ ডলারের নোট বের করে ওদের দু'জনের হাতে ধরিয়ে দিল।' 'আপনারা আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমার পক্ষ থেকে এ সামান্য টোকেন।'

অন্যান্য যাত্রীরা সবাই গেট পার হয়ে ভেতরে গেছে। এয়ারলাইন অ্যাটেনডেন্ট বলল, 'ওটা ছিল লাস্ট কল। আপনাদের এখন প্লেনে উঠতে হবে।'

'আবারও ধন্যবাদ।' পুলিশের লোকটির সঙ্গে হাঁটা দিল ট্রেসি। বলল, 'আজকালকার যুগে সৎলোক পাওয়া বড়ই কষ্টকর।'

সাঁইত্রিশ

টমাস বোয়ার্স ওরফে জেফ স্টিভেন্স প্লেনের জানালার ধারে বসে বিমানের উড্ডয়নপর্ব দেখছে। রুমাল তুলে চোখ মুছল সে, তার কাঁধ বার কয়েক উঁচু নিচু হলো।

তার পাশে বসা ডেনিস ট্রেভর ওরফে ব্রানডন হিগিন্স তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'অ্যাই', বলল সে, 'স্রেফ ক'টি টাকা হাতছাড়া হয়েছে এজন্য কান্নাকাটির কী আছে?

তার দিকে অশ্রুসজল চোখে ফিরল জেফ স্টিভেন্স, হিগিন্সের বিস্ময় আরো হেলে গেল দেখে হাসির দমকে কাঁপছে জেফ।

'তোমার হয়েছে কী?' বিরক্ত হলো হিগিন্স। 'হাসির কোনো ঘটনা তো ঘটেনি।'

কিন্তু জেফের কাছে পুরো ঘটনাটাই যেন মজার মনে হচ্ছে। বিমানবন্দরে ওদেরকে যেভাবে ঘোল খাইয়েছে ট্রেসি হুইটনি, এরকম অদ্ভুতভাবে কাউকে ধোঁকা দিতে জীবনেও দেখেনি সে। ট্রেসি হলো ধোঁকাবাজদের রানী। অথচ কনরাড মরগান বলেছিল মহিলা একজন অ্যামেচার। *মাই গড*, ভাবছে জেফ, *এ নারী প্রফেশনাল হলে না জানি কী খেল দেখাতো।*

ট্রেসি হুইটনির মতো রূপসীও দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি জেফের। এবং চতুর। জেফ গর্ব করত মানুষ ঠকানো বা প্রতারণার ব্যবসায় সে-ই সেরা, এখন দেখছি এ মেয়ে তাকে ল্যাং মেরে দিয়েছে। *উইলি চাচা বেঁচে থাকলে মেয়েটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো*, ভাবল জেফ।

জেফকে যে মানুষটি হাতে-কলমে শিখিয়ে বড় করেছিলেন তিনি উইলি চাচা। জেফের মা ছিলেন একটি বিরাট খামারের উত্তরাধিকারী। তিনি অদূরদর্শী এক যুবককে বিয়ে করেন যার দ্রুত বড়লোক হয়ে ওঠার একটি পরিকল্পনাও সফল হয়নি। জেফের বাবা ছিলেন আমুদে স্বভাবের, দারুণ হ্যান্ডসাম, কথার জাদু দিয়ে লোক পটিয়ে ফেলতেন। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় তিনি তাঁর স্ত্রীর সমস্ত টাকা-পয়সা বেহিসেবী খরচ করে উড়িয়ে দেন। জেফের শৈশবের স্মৃতির মধ্যে রয়েছে বাবার পরকীয়া প্রেম এবং টাকা-পয়সা অমিতব্যয়ীর মতো খরচ করা নিয়ে মা প্রায়ই ঝগড়া করতেন। দু'জনের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল খুবই তিক্ত এবং কিশোর ছেলেটি তখনই সিদ্ধান্ত নেয় *আমি কোনোদিন বিয়ে করব না। কোনোদিন না।*

তার বাবার ভাই, উইলি চাচার ছিল একটি ছোটখাটো ভ্রাম্যমাণ কার্নিভাল। ওহায়োর মেরিয়নে, যেখানে বাস করত স্টিভেন্স পরিবার, ওখানে এলেই তিনি ভাইপো'র সঙ্গে

দেখা করতে আসতেন। ওরকম হাসিখুশি আর আমুদে স্বভাবের মানুষ হয় না। চাচা ছিলেন অসম্ভব আশাবাদী, আগামীকাল সুন্দর হবে এ ছিল তাঁর সকল সময়ের প্রত্যাশা। তিনি ভাইপোর জন্য সর্বদা মজার মজার উপহার নিয়ে আসতেন, জেফকে জাদুর নানান কৌশল শেখাতেন। উইলি চাচা একটি কার্নিভালে জাদু দেখাতেন, ওটা ভেঙে গেলে তিনি ওটার দায়িত্ব নেন।

জেফের চোদ্দ বছর বয়সে তার মা মারা যান সড়ক দুর্ঘটনায়। দু'মাস পরে জেফের বাবা উনিশ বছরের এক ওয়েট্রেসকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। 'একজন পুরুষ মানুষ একা একা বাস করতে পারে না', ব্যাখ্যা ছিল জেফের বাবার। 'তা স্বাভাবিকও নয়।' বাবার ব্যাখ্যা কিশোর ছেলেটি মেনে নিতে পারেনি। সে অপমানবোধ করছিল এবং বাবার ঔদাসীন্য ছিল তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

জেফের বাবা ওই সময় সেলসম্যানের চাকরি পেয়েছেন, হপ্তায় তিনদিন তাঁকে রাস্তায় থাকতে হয়। এক রাতে জেফ বাড়িতে তার সৎমায়ের সঙ্গে একা, বেডরুমের দরজা খোলার শব্দে তার ঘুম ছুটে গেল, একটু পরেই টের পেল তার গা ঘেঁষে বসেছে নরম, নগ্ন একটি শরীর। লাফ মেরে বিছানায় উঠে বসল জেফ।

'আমাকে জড়িয়ে ধরো, জেফি', ফিসফিস করে বলল তার সৎ মা। 'বজ্রপাত আমি খুব ভয় পাই।'

'কি-কিন্তু কোনো বজ্রপাত তো হচ্ছে না।' বিড়বিড় করল জেফ।

'কিন্তু হতে কতক্ষণ। কাগজে লিখেছে বৃষ্টি হবে।' মেয়েটি নিজের শরীর চেপে ধরল জেফের গায়ে। 'আমাকে আদর করো, বেবী। আমার সঙ্গে প্রেম করো।'

ভয়ে ছেলেটির আত্মা খাঁচা ছাড়া। 'নিশ্চয়। বাবার বিছানায় শুয়ে করলে হয় না?'

'আচ্ছা', হেসে উঠল সৎ মা। 'এ বয়সেই খুব পেকে গেছ, না?'

'তুমি যাও। আমি আসছি।' বলল জেফ।

মেয়েটি বিছানা থেকে নেমে আরেকটি বেডরুমে চলে গেল। জীবনেও অমন দ্রুত পোশাক পরেনি জেফ। জানালা গলে লাফিয়ে নেমে সে ছুট দিল কানসাসের সিমারোনে ওখানে উইলি চাচার কার্নিভাল খেলা চলছিল। আর কোনোদিন বাড়িমুখো হয়নি জেফ।

উইলি চাচা যখন জানতে চেয়েছিলেন জেফ কেন বাড়ি থেকে পালিয়েছে, ও জবাবে বলেছিল, 'সৎমায়ের সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছিল না।'

উইলি চাচা ফোন করেন জেফের বাবাকে, দীর্ঘ কথপোকথন শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ছেলেটা এখন থেকে কার্নিভালের সঙ্গে থাকবে। 'যে কোনো স্কুলের চেয়ে ও এখানে ভালো শিক্ষা পাবে।' বলেছিলেন উইলি চাচা।

কার্নিভাল নিজেই যেন একটি দুনিয়া। 'আমরা রোববারের স্কুল শো চালাই না', জেফকে বললেন উইলি চাচা। 'আমাদের কাজ লোককে ধাপ্পা দিয়ে দু'পয়সা কামানো। তবে একটা কথা মনে রেখো, খোকা, যদি কেউ ধোঁকা খাওয়ার জন্য নিজে থেকে আগ্রহী না হয়ে ওঠে তুমি কিন্তু তাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না। সৎ মানুষকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়।'

কার্নিভালের সদস্যরা শীঘ্রি জেফের বন্ধু হয়ে উঠল। একেক জনের একেক কাজ।

কিছু কমবয়সী সুন্দরী আছে, তাদেরকে রাখা হয়েছে তরুণদেরকে প্রলুব্ধ করতে। জেফ জন্মসূত্রে তার মা'র সংবেদনশীলতা আর বাপের সুদর্শন চেহারা পেয়েছে। ফলে কার্নিভালের মহিলারা কে আগে জেফের কৌমার্য হরণ করবে সে নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। জেফের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হলো এক সুন্দরী বাজিকরের সঙ্গে। এবং দীর্ঘদিন সে অন্য মহিলাদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি যৌনসুখ আদায় করেছিল জেফের কাছে।

উইলি চাচা কার্নিভালের নানান কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন ভ্রাতুষ্পুত্রকে।

'একদিন এসব তোমার হবে', তিনি ছেলেটিকে বললেন, 'আর এ ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে অন্য যে কারও চেয়ে এটিকে তোমার অনেক বেশি ভালো বুঝতে এবং জানতে হবে।'

দর্শকদেরকে ধাপ্পাবাজির বিচিত্র সব খেলার কলা কৌশল শিখে নিতে লাগল জেফ। পরবর্তী চার বছরের মধ্যে সে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে গেল। সে এখন জানে কত দ্রুত মানুষের মনে লোভ জাগিয়ে তুলে তার সঙ্গে প্রতারণা করা যায়। এসব মানুষ অবিশ্বাস্য গল্পে বিশ্বাস করে কারণ তাদের লোভ এসব গল্প তাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। আঠেরো বছর বয়সে জেফ হয়ে উঠল অসাধারণ পৌরুষদীপ্ত। এমনকী পুরুষ সম্পর্কে চরম নিরাসক্ত নারীগণও জেফের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠল। ওর ধূসর, বড়বড় চোখ, লম্বা, সুগঠিত শরীর এবং কোঁকড়ানো কুচকুচে কালো চুল প্রতিটি মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এমনকী বাচ্চারাও জেফকে খুব পছন্দ করে সে শিশুদের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে বলে। সুন্দরী নারীসকল জেফকে দেখলেই গলে যায় লক্ষ করে উইলি চাচা একদিন ওকে সাবধান করে দিয়ে বললো, 'শহুরে মেয়েদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকবে। কারণ ওদের বাপেরা পেশায় শেরিফ।'

নাইফ থ্রোয়ারের স্ত্রীর কারণে কার্নিভাল ছাড়তে হলো জেফকে। কেবল মাত্র জর্জিয়ার মিলজভিলে পৌঁছেছে, তাঁবুটাবু টাঙ্গানো হয়ে গেছে। নতুন একটি খেলা দেখানোর চুক্তিপত্র করা হয়েছে। নতুন খেলাটি দেখাবে গ্রেট যোরবিনি নামে এক সিসিলিয়ান নাইফ থ্রোয়ার এবং তার স্বর্ণকেশী সুন্দরী স্ত্রী। গ্রেট যোরবিনি তখন কার্নিভালে নিজের জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত, তার বউ জেফকে শহরে, হোটেলে আসার নিমন্ত্রণ জানালো।

'যোরবিনি আজ সারাদিন ব্যস্ত থাকবে', জেফকে জানালো সে। 'এসো, মজা করি।'

কথাটা শুনে পুলক বোধ করল জেফ।

'আমাকে এক ঘণ্টা সময় দাও। তারপর আমার ঘরে এসো।' বলল যোরবিনির বউ।

'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে কেন?' প্রশ্ন করল জেফ।

প্রত্যুত্তরে হাসল মহিলা। 'সবকিছু রেডি করতে হবে যে!'

অপেক্ষা করতে লাগল জেফ, তার কৌতূহল বেড়েই চলল। ঘণ্টাখানেক পরে ও

যখন হোটেলে ঢুকল, যোরবিনির বউ ওকে দোরগোড়ায় স্বাগত জানালো। গায়ে একগাছাও সুতো নেই। জেফ হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে, ওর হাতটা ধরে মহিলা বলল, 'এখানে এসো।'

হেঁটে বাথরুমে ঢুকল জেফ, দৃষ্টিতে ফুটল অবিশ্বাস। যোরবিনির বউ গরম পানির সঙ্গে ছয় রকম ফ্লেভারের Jell-o মিশিয়েছে।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'ডেজার্ট। কাপড় খোলো, খোকা।'

ন্যাংটো হলো জেফ।

'এখন টাবে নেমে পড়ো।'

টাবে নেমে বসে পড়ল জেফ। এরকম অভিজ্ঞতা ওর জীবনে এই প্রথম। নরম পিচ্ছিল Jell-o যেন ওর শরীরের প্রতিটি কোষে মিশে গেছে, ওর সমস্ত গা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। স্বর্ণকেশী এবারে যোগ দিল জেফের সঙ্গে।

'এসো', বলল সে, 'লাঞ্চ খাই।'

জেফের বুক থেকে Jell-o চাটতে শুরু করল মহিলা। চাটতে চাটতে নেমে আসছে দু'উরুর মাঝখানে, সে সঙ্গে মাদকতাময় কণ্ঠে বলে চলেছে, 'উমম, তোমার স্বাদটা দারুণ। সবচেয়ে ভালো স্ট্রবেরি নাইক...

স্বর্ণকেশীর জিভের অনবরত স্পর্শ আর Jell-o'র উষ্ণ ছোঁয়া বর্ণনাতীত যৌন উত্তেজনায় অধীর করে তুলল জেফকে। এ কাণ্ড চলেছে, হঠাৎ ঠাস করে খুলে গেল বাথরুমের দরজা, লাফ মেরে ভেতরে ঢুকল গ্রেট যোরবিনি। সিসিলিয়ানটি এক পলক দেখল তার স্ত্রী এবং ভয়ানক চমকে যাওয়া জেফকে। তারপর হুংকার ছাড়ল, *'Tu sei auna puttana! vi ammazzo tutti edue! dove sono i mici coltelli?'*

একটা শব্দেরও মর্মোদ্ধার করতে পারল না জেফ তবে গলার স্বরে যা বোঝার বুঝে নিল। গ্রেট যোরবিনি তার ছুরিগুলো নিয়ে আসতে ঘরে গেছে, জেফ লাফ মেরে নামল টাব থেকে, বর্ণালী রঙের Jell-o শরীরে সেঁটে থেকে তৈরি করেছে বিচিত্র রংধনু। খপ করে জামাকাপড়গুলো মুঠোয় চেপেই দে ছুট। উদোম গায়েই জানালা গলে লাফিয়ে নামল ও, গলি ধরে দৌড় দিল জান বাজি রেখে। পেছনে একটা চেঁচামেচি শুনল ও তারপরই মাথার পাশ ঘেঁষে উড়ে গেল একখানা ছুরি। ঠং! রাস্তায় ছিটকে পড়েছে ছুরিটি। তারপর আরেকটি। ততক্ষণে জেফ ছুরিওয়ালার ছুরির নাগালের বাইরে। ছুটতে ছুটতেই চটচটে, আঠালো Jell-o মাখা গায়ে শার্ট-প্যান্ট চড়িয়ে নিল। বাস টার্মিনালে পৌঁছেই প্রথম বাসটিতে চেপে ত্যাগ করল শহর।

ছয় মাস পরে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দিল জেফ।

প্রতিটি সৈন্যের লড়াইয়ের ধরণ আলাদা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা জেফকে ব্যুরোক্রেসি আর কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এনে দিল। সে দুটো বছর একটা যুদ্ধ করেছে যে যুদ্ধে তারা জিততে পারেনি, জীবন, সম্পদ ও অর্থের কী বিপুল অপচয়! জেনারেল আর রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামি এবং হাতের ভেলকিবাজি দেখে চরম বীতশ্রদ্ধ

জেফ। *আমাদেরকে এমন একটা যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে যা কেউ চায় না,* ভাবে সে। *এ হলো ধোঁকাবাজির খেলা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির খেলা।*

ডিসচার্জ হবার হপ্তাখানেক আগে জেফ খবর পেল তার উইলি চাচা মারা গেছেন। গুটিয়ে গেছে কার্নিভাল। অতীত খতম। এখন ভবিষ্যতকে উপভোগ করার সময়।

আটত্রিশ

জেফের কাছে গোটা পৃথিবীই একটি কার্নিভাল। আর মানুষগুলো তার টার্গেট। ও লোক ঠকানোর ব্যবসায় নেমে পড়ল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল আমেরিকান প্রেসিডেন্টের রঙিন ছবি মিলবে মাত্র এক ডলারে। বোকা কিসিমের কিছু লোক প্রেসিডেন্টের রঙিন ছবি পাবার লোভে এক ডলার করে পাঠিয়ে দিলে জেফের ঠিকানায়। জেফ তার শিকারদেরকে বিনিময়ে প্রেসিডেন্টের ছবিঅলা ডাকটিকেট পাঠালো।

সে পত্রিকার পাতায় ঘোষণা দিল পাঁচ ডলার পাঠানোর জন্য আর মাত্র ষাট দিন বাকি, এরপরে টাকা পাঠালেও কোনো লাভ হবে না। পাঁচ ডলার দিয়ে কী কেনা যাবে তার কোনো বিবরণ কিংবা ইঙ্গিত কিন্তু বিজ্ঞাপনে নেই, তবে স্রোতের মতো ওর কাছে টাকা আসতে লাগল।

তিন মাস একটা বয়লার রুমে কাজ করল জেফ, টেলিফোনে ভুয়া অয়েল স্টক বিক্রি করল।

জাহাজ এবং নৌকা খুব পছন্দ করে জেফ। ওর এক বন্ধু তাহিতিগামী একটি স্কুনারে ওর জন্য কাজের প্রস্তাব নিয়ে এলো। সাধারণ নাবিক হিসেবে ওই স্কুনারে চাকরি নিল জেফ।

জাহাজটি দেখতে ভারী সুন্দর, ১৬৫ ফুট লম্বা সাদা রঙের একটি স্কুনার, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, সবগুলো পাল তোলা। জাহাজের ডেক সেলুন কাঠের, ওরিগন ফার দিয়ে তৈরি জাহাজের কাঠামো, মূল সেলুনে বারোজন বসতে পারে, রান্না ঘরে ইলেকট্রিক ওভেনের ব্যবস্থা রয়েছে। জাহাজে ক্যাপ্টেন, স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি ছাড়াও আরও পাঁচজন ডেকহ্যান্ড আছে। জেফের কাজ হলো পাল তোলা, পেতলের পোর্টহোল ঘষেমেজে চকচকে রাখা এবং র‍্যাটললাইনে উঠে পাল গোটাতে সাহায্য করা। স্কুনারে যাত্রী সংখ্যা আটজন।

'ওর মালিকের নাম হলান্ডার', জেফের বন্ধু জানাল তাকে।

হলান্ডারের পুরো নাম লুইজি হলান্ডার, পঁচিশ বসন্তের সোনালী চুলের এক সুন্দরী যার বাবা মধ্য আমেরিকার অর্ধেক দখল করে রেখেছেন। আটজন যাত্রীর মধ্যে লুইজি ছাড়া বাকি সাতজন তার বন্ধু। তাদের সম্পর্কে জেফের বন্ধুদের নাক সিঁটকানো মন্তব্য ছিল 'ওরা সব ভাঁড়ের দল।'

চাকরিতে যোগদানের প্রথম দিন তপ্ত সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে ডেকের পেতল ঘঁষামাজা করছিল জেফ, তার পাশে এসে দাঁড়াল লুইজি হলান্ডার।

'তুমি নতুন এসেছ?'

মুখ তুলে চাইল জেফ 'জ্বী।'

'তোমার নাম কী?'

'জেফ স্টিভেন্স।'

'সুন্দর নাম।' কোনো মন্তব্য করল না জেফ। 'তুমি জানো আমি কে?'

'না।'

'আমি লুইজি হলান্ডার। এই বোটের মালিক।'

'ও আচ্ছা। আমি আপনার চাকরি করছি।'

ধীর হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'হুঁ।'

'বেতনের পয়সাটা যদি হালাল করতে চান তাহলে আমাকে আমার কাজ করতে দিন।' বলে পাশের স্ট্যানচনের দিকে এগিয়ে গেল জেফ।

তাহিতি পৌঁছার আগের রাতে জেফের তলব পড়ল লুইজি হলান্ডের গেস্টরুমে। তার পরনে পাতলা ফিনফিনে সিল্ক রোব।

'আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, ম্যাম?'

'তুমি সমকামী নাকি, জেফ?'

'সে আপনার না জানলেও চলবে, মিস হলান্ডার, তবে জবাব হলো না। আমি নারী নির্বাচনে একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের।'

মুখের ভাব শক্ত হলো লুইজি হলান্ডারের। 'কী ধরনের নারী তোমার পছন্দ? বেশ্যা, অনুমান করি।'

'মাঝে মাঝে', সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালো জেফ। 'আর কিছু, মিস হলান্ডার?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে আমি ডিনার পার্টি দিচ্ছি। তুমি আসতে পারবে?'

জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল জেফ। 'কেন পারব না?'

এভাবেই শুরু হলো ঘটনা।

একুশে পা দেয়ার আগেই দুইবার স্বামী বদল করেছে লুইজি হলান্ডার। তার আইনজীবী তৃতীয় স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছে, এমন সময় জেফের সঙ্গে লুইজির পরিচয়। পাপিটির জেটিতে নোঙর করার দ্বিতীয় রাতে যাত্রী আর ক্রুরা যখন তীরে যাচ্ছে, লুইজি হলান্ডারের কামরায় আসার আবার তলব পেল জেফ। ঘরে ঢুকে সে দেখে উরু পর্যন্ত কাটা সিল্কের একটি পোশাক পরে আছে লুইজি।

'এটা খোলার চেষ্টা করছিলাম', বলল লুইজি। 'কিন্তু জিপারটা কিছুতেই খুলতে পারছি না।'

জেফ ওর পাশে হেঁটে গিয়ে চোখ বুলাল ড্রেসে।

'এতে তো কোনো জিপার নেই।'

জেফের দিকে ফিরল লুইজি। হাসল। 'জানি আমি। আর সেটাও তো সমস্যা।'

নরম, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাতাসের আদর গায়ে মেখে ওরা প্রেম করল ডেকে। তারপর

একে অন্যের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। কনুইতে ভর দিয়ে লুইজির দিকে মাথা উঁচু করে তাকাল জেফ। 'তোমার বাবা নিশ্চয় শেরিফ নন, কী?'

বিস্মিত হয়ে উঠে বসল লুইজি, 'মানে?'

'কোনো শহুরে মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম প্রেম করলাম আমি। উইলি চাচা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল শহুরে মেয়েদের বাবারা সবসময় শেরিফ হয়।'

এরপর থেকে প্রতি রাতে ওরা মিলিত হতে লাগল। শুরুতে লুইজির বন্ধুরা এ ঘটনায় মজাই পেয়েছিল। ভেবেছে লোকটা লুইজির আরেকটি খেলার পুতুল। কিন্তু লুইজি যখন জানালো সে জেফকে বিয়ে করবে, ওরা আঁতকে উঠল।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, লুইজি? ওতো একটা অপদার্থ। কার্নিভালে কাজ করত। ওর চেয়ে আস্তাবলের সহিসকে বিয়ে করাও ভালো। মানছি ও দেখতে হ্যান্ডসাম, শরীরটাও ব্যায়ামপুষ্ট, কিন্তু সেক্সের বাইরে ওর আর কোনো গুণ নেই, ডার্লিং।'

'লুইজি, জেফ ব্রেকফাস্টের জন্য ভালো, ডিনারের জন্য নয়।'

'তোমার একটা সামাজিক মান-মর্যাদা আছে।'

'সত্যি বলতে কী, অ্যাঞ্জেল, তোমার সঙ্গে ওকে একদমই মানাবে না।'

কিন্তু বন্ধুদের কোনো মানাই শুনল না লুইজি। জেফের মতো দারুণ পুরুষ ওর জীবনে আসেনি। ও দেখেছে খুব সুদর্শন যুবকরা হয় মস্ত বোকা না হয় বিশ্রীরকম পানসে। জেফ বুদ্ধিমান এবং মজার মানুষ, দুটো গুণের সমন্বয় তাকে করে তুলেছে অদ্ভুত আকর্ষণীয়।

লুইজি যখন জেফকে বলল ও ওকে বিয়ে করতে চায়, ওর বন্ধুদের মতোই বিস্মিত হলো জেফ।

'বিয়ের দরকার কী? তুমি আমার শরীর চেয়েছ, পেয়েছ। তোমাকে দেয়ার মতো কিছুই আমার নেই।'

'আমি অন্য কারণে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি, জেফ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাকি জীবনটা আমি তোমার সঙ্গে কাটিয়ে দিতে চাই।'

বিয়ে-শাদীর কথা জীবনেও ভাবেনি জেফ। লুইজিকে যেন হঠাৎ করে নতুনভাবে চিনল ও। মেয়েটা বাইরে যতোই ড্যাম কেয়ার ভাব দেখাক, ভেতরে আসলে খুব দুর্বল ও নমনীয়, ভাবল জেফ। ঘর-সংসার, পরিবার ইত্যাদি অবশ্য ওকে খুব আকর্ষণ করতে লাগল। মনে পড়ল ও এতোদিন শুধু দৌড়ের ওপরে থেকেছে এবারে থামার সময় উপস্থিত।

তিনদিন পরে তাহিতির টাউন হলে ওরা বিয়ে করল।

বউসহ নিউইয়র্কে ফেরার পরে জেফের ডাক পড়ল লুইজি হলান্ডারের আইনজীবীর অফিসে। অ্যাটর্নি স্কট ফোগার্টি বেঁটে খাটো, ভঙ্গুর চেহারার মানুষ তবে খুবই কাঠখোট্টা ধরনের।

'আমি আপনার জন্য কিছু কাগজপত্র রেডি করেছি', জানাল সে। 'সই করতে হবে।'

‘কীসের কাগজপত্র?’

‘ওতে লেখা আছে যদি আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটে লুইজি হলান্ডারের–’

‘লুইজি স্টিভেন্স’।

‘–লুইজি স্টিভেন্সের, তাহলে আপনি তার কাছে কোনো টাকা-পয়সা দাবি করতে পারবেন না–’

চোয়াল শক্ত হলো জেফের। ‘কোথায় সই করতে হবে?’

‘পড়া এখনো শেষ হয়নি।’

‘দরকার নেই। আপনি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। আমি ওর বাপের টাকার জন্য ওকে বিয়ে করিনি।’

‘আচ্ছা, মি. স্টিভেন্স! আমি শুধু–’

‘আমি সই করব নাকি করব না?’

জেফকে কাগজটা দিল আইনজীবী। হিজিবিজি একটা দস্তখত দিয়ে ঝড়ের গতিতে অফিস ত্যাগ করল জেফ। নিচতলায় লুইজির লিমোজিন এবং ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। গাড়িতে উঠে মৃদু হাসল সে একটা কথা ভেবে। *সারাজীবন আমি মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে চলেছি। আর এখন ভালো হতে চাইছি অথচ লোকে ভাবছে আমি তাদের টাকা-পয়সা মেরে দেব। আমি আসলে রোববারের স্কুল শিক্ষকের মতো আচরণ করছি।*

ম্যানহাটনের সেরা দর্জির কাছে জেফকে নিয়ে গেল লুইজি। ‘ডিনার জ্যাকেটে তোমাকে দারুণ লাগবে’, কলকল করে বলল সে। এবং সত্যি লাগল। বিয়ে হবার দ্বিতীয় মাসেই লুইজির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পাঁচ বান্ধবী জেফকে পটানোর চেষ্টা করল, তবে জেফ এদের কাউকেই পাত্তা দিল না। সে সুখী সংসার চায়।

লুইজির ভাই বাজ হলান্ডার জেফকে নামীদামী নিউইয়র্ক পিলগ্রিম ক্লাবের সদস্য করল। বাজ সবল চেহারার মধ্যবয়স্ক পুরুষ। সে হার্ভার্ড ফুটবল টিমে খেলত। প্রতিপক্ষরা তার সঙ্গে খেলায় পারত না। বাজ একটি শিপিং লাইন, একটি কলার প্ল্যানটেশন, গরুর খামার, মিট-প্যাকিং কোম্পানিসহ আরো বেশ কয়েকটি কর্পোরেশনের মালিক। সে যে জেফ স্টিভেন্সকে পছন্দ করে না তা তার কথাতেই বোঝা যায়।

‘তুমি ঠিক আমাদের শ্রেণীভুক্ত নও, তাই না, ওল্ড বয়?’

বলে সে জেফকে। ‘তবে আমার বোনকে যতদিন বিছানায় সুখ দিতে পারবে ততদিন পর্যন্ত সব ঠিক থাকবে। আমি আবার আমার বোনকে খুব ভালোবাসি কিনা?’

নিজেকে সামলে নিতে ইচ্ছে শক্তির প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করতে হলো জেফকে। *আমি তো আর এ হারামজাদাকে বিয়ে করিনি। বিয়ে করেছি লুইজিকে।*

জেফ এবং লুইজি পুব ম্যানহাটনের কুড়ি কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়িতে বাস করে প্রচুর চাকর-বাকরসহ। লং আইল্যান্ড এবং বাহামায় লুইজির জমি-জমা আছে, সার্ডিনিয়ায়

রয়েছে একটি ভিলা এবং প্যারি এভিন্যু ফচ-এ একটি বৃহদায়তন অ্যাপার্টমেন্ট। একটি ইয়ট ছাড়াও লুইজি একটি মাগেসরাটি, একটি রোলস কর্নিশ, একটি ল্যাম্বারঘিনি এবং একটি ডেইমলারের মালিক।

প্রথম প্রথম এসব বিষয়গুলো উপভোগ করত জেফ। পরে ওর বিরক্তি ধরে গেল।

একদিন সকালে অষ্টাদশ শতকের প্রকাণ্ড খাট থেকে নেমে, গায়ে সুলকা রোব চড়িয়ে লুইজির কাছে গেল জেফ। লুইজি তখন ব্রেকফাস্ট রুমে নাশতা করছে।

'আমার একটা চাকরি দরকার', জেফ বলল ওকে।

'ফর হেভেনস সেক, ডার্লিং, কেন? আমাদের তো টাকা-পয়সার কোনো অভাব নেই।'

'টাকার জন্য নয়। আমি শুধু শুধু বাসায় বসে থাকতে পারব না। আমি কাজ করতে চাই।'

লুইজি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, অ্যাঞ্জেল। আমি ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলব। ওর একটি স্টক ব্রোকারেজ ফার্ম আছে। স্টকব্রোকারের কাজ করতে আপত্তি নেই তো, ডার্লিং?

'যে কোনো একটা কাজ পেলেই হলো। বসে থাকতে থাকতে আমার শরীরে জং ধরে গেছে।'

বাজের সঙ্গে কাজ করতে গেল জেফ। নয়টা-পাঁচটা অফিস ডিউটির কাজ জীবনে করেনি সে। *কাজটা নিশ্চয় উপভোগ করব আমি,* ভাবল জেফ।

কিন্তু কাজটা মোটেই উপভোগ করতে পারল না সে। তবু লেগে রইল কারণ বউকে সে বেতনের টাকা হাতে তুলে দিতে চায়।

'আমরা বাচ্চা নেবো কবে?' এক অলস রোববারে সঙ্গম শেষে লুইজিকে জিজ্ঞেস করল জেফ।

'শীঘ্রি, ডার্লিং। আমি চেষ্টা করছি।'

'তাহলে এসো আবার চেষ্টা করি।'

উনচল্লিশ

পিলগ্রিম ক্লাবে সম্বন্ধীর জন্য সংরক্ষিত লাঞ্চ টেবিলে বসে বাজ এবং তার আধডজন সহকর্মীর সঙ্গে লাঞ্চ করছিল জেফ। বাজ ঘোষণা করল, 'বন্ধুগণ, আমাদের মিট-প্যাকিং কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট মাত্রই হাতে পেলাম। এ বছরে আমরা চল্লিশ শতাংশ লাভ করেছি।'

'লাভ তো করবেই।' হেসে উঠল টেবিলে বসা একজন। 'তুমি তো হারামী ইন্সপেক্টরগুলোকে ঘুষ দাও।' সে টেবিলের অন্যান্যদের দিকে ঘুরল। 'বুড়ো চতুর বাজ নিম্নমানের মাংস কিনে তাতে উন্নত মানের মাংসের ট্যাগ লাগিয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রি করছে।'

শুনে চমকে গেল জেফ। 'লোকে মাংস খায়। তাদের বাচ্চাদের খাওয়ায়। ও ফাজলামি করে কথাটা বলেছে, তাই না, বাজ?

মুচকি হাসল বাজ। 'দ্যাখো, কার মুখ থেকে নীতিবাক্য বেরুচ্ছে।'

তিন মাসের মধ্যে জেফ তার সহকর্মীদের কাজকর্মের ধরণ খুব ভালোভাবে জেনে গেল। লিবিয়ায় একটি কারখানা খুলতে মিলিয়ন ডলার ঘুষ দিয়েছে এড হোলার। একটি বৃহৎ কর্পোরেশন প্রধান মাইক কুইন্সি একজন রেইডার। তার কাজ হলো যারা কোম্পানি করে তাদের ওপর হামলা করা। কখন স্টক কিনতে হবে এবং বিক্রি করতে হবে সে জন্য সে তার বন্ধুদেরকে অবৈধভাবে আভাস বা ইঙ্গিত দেয়। জেফের টেবিলের সহকর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনবান হলো অ্যালান থম্পসন। সে নিজের কোম্পানির পলিসি নিয়ে বড়াই করে। 'বুড়োগুলো অবসরে যাবার এক বছর আগেই ওদেরকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিই। ফলে আর পেনশন দিতে হয় না বলে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যায়।'

এ টেবিলের প্রতিটি মানুষ আয়কর ফাঁকি দেয়, ইন্সিওরেন্সের টাকা আদায় করে প্রতারণার মাধ্যমে, ভুয়া খরচের অংক দেখিয়ে রক্ষিতাদেরকে টাকা দেয় নিজেদের সেক্রেটারি বা সহকারী সাজিয়ে বেতনের মাধ্যমে।

ঈশ্বর! ভাবে জেফ। *এরা দেখছি পোশাক পরা শহুরে প্রতারকের দল।*

এদের স্ত্রীরাও দুই নম্বর। স্বামীদেরকে ঠকিয়ে, প্রতারণা করে যে যেভাবে পারে নিজেদের লোভ চরিতার্থ করছে। এরাই আসল খেলাটা খেলছে, ভাবে জেফ।

নিজের অনুভূতির কথা স্ত্রীকে বলতে গিয়েছিল ও, হেসে উঠেছে লুইজি। 'তোমাকে এত বেশি সরল হতে হবে না, জেফ। তুমি তো জীবনটা উপভোগ করছ। করছ না?'

সত্য হলো জেফ জীবন উপভোগ করছে না। সে লুইজিকে বিয়ে করেছিল এ

বিশ্বাসে যে ওকে ওর প্রয়োজন। জেফের ধারণা ওদের সন্তান হলে সবকিছু বদলে যাবে।

'আমাদের বিয়ের তো একবছর হয়ে গেল। এখন সন্তান নেয়া উচিত।'

'ধৈর্য ধরো, অ্যাঞ্জেল। আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। সে বলেছে আমার কোনো সমস্যা নেই। তুমি বরং একবার চেকআপ করিয়ে নাও। দ্যাখো তোমার কোনো সমস্যা আছে কিনা।'

জেফ ডাক্তারের কাছে গেল।

'স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম দিতে আপনার কোনো সমস্যা নেই', ডাক্তার ওকে নিশ্চিত করল।

কিন্তু তারপরও কিছু ঘটল না।

ব্ল্যাক মানডে'র দিন টুকরো টুকরো হয়ে গেল জেফের পৃথিবী। শুরুটা হলো সকালবেলা, ও লুইজির মেডিসিন চেষ্টে অ্যাসপিরিন খুঁজতে গিয়েছিল। সেখানে এক তাক বোঝাই জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি পেল। একটা কেস প্রায় খালি। ওটার পাশে নিরীহ ভঙ্গিতে বসে আছে সাদা পাউডারের একটি শিশি এবং ছোট সোনালী একটি চামচ।

দুপুরবেলা পিলগ্রিম ক্লাবে আরামদায়ক আর্মচেয়ারে শরীর ডুবিয়ে বসে বাজের জন্য অপেক্ষা করছে জেফ, ওর পেছন থেকে ভেসে এল দু'জন মানুষের আলাপচারিতা।

'ও শপথ করে বলেছে ওর ইটালিয়ান গায়কটির লিঙ্গ দশ ইঞ্চিরও বেশি লম্বা।'

চাপা হাসি হাসল অপরজন। 'লুইজির তো সবসময়ই বড় সাইজ পছন্দ।'

ওরা অন্য কোনো লুইজির কথা বলছে, ভাবল জেফ।

'এ জন্যেই বোধহয় ও কার্নিভালের লোকটাকে বিয়ে করেছে। লোকটাকে নিয়ে দারুণ দারুণ গল্প বলে লুইজি। বলে, 'বললে বিশ্বাস করবে না সেদিন কী হয়েছিল।'

জেফ উঠে দাঁড়াল, অন্ধের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ক্লাব থেকে।

প্রচণ্ড ক্রোধ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এমন রাগ জীবনে হয়নি। ওর খুন করতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে অজানা ইটালিয়ানটাকে হত্যা করতে। মেরে ফেলতে মন চাইছে লুইজিকে। গত এক বছরে লুইজি কতজন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় গেছে কে জানে? ওরা সব জানে আর ওকে নিয়ে সবসময় হাসাহাসি করেছে। অথচ এই মেয়েকে কিনা বুকে চেপে ধরে আগলে রাখতে চেয়েছে জেফ। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জিনিসপত্র বেঁধেছেদে চলে যাবে ভেবেছিল ও। কিন্তু তা ঠিক হবে না। বাজসহ অন্যান্য হারামজাদারা যারা ওকে নিয়ে এতদিন ধরে ঠাট্টা-মশকরা করে এসেছে তাদেরকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে তবেই যাবে জেফ।

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে ও দেখল বাসায় নেই লুইজি। 'ম্যাডাম সকালে বেরিয়েছেন', জানালো বাটলার পিকেন্স। 'ওনার নাকি কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

তাতো থাকবেই, মনে মনে বলল জেফ। *ও গেছে ওই দশইঞ্চি লম্বা লিঙ্গঅলা ইটালিয়ানের কাছে।* যিশাস ক্রাইস্ট!

লুইজি বাড়ি ফেরার পরে জেফ নিজেকে বহু কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, 'দিনটা নিশ্চয়

ভালো কেটেছে?'

'আরে ধুর, সেই গতানুগতিক বিরক্তিকর সব কাজ, ডার্লিং। বিউটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, শপিং... তোমার কী খবর, অ্যাঞ্জেল?

'ভালো', জবাব দিল জেফ। 'আজ অনেক কিছুই শিখলাম।'

'ভাইয়া বলেছে তুমি নাকি খুব ভালো কাজ দেখাচ্ছ।'

'হুঁ', বলল জেফ। 'খুব শীঘ্রি আরও ভালো কাজ দেখাবো।'

লুইজি জেফের হাতে আদর করতে করতে বলল, 'আমার বুদ্ধিমান স্বামী। চলো আজ একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় যাই।'

'আজ থাক', বলল জেফ। 'আজ আমার মাথা ধরেছে।'

পরবর্তী সপ্তাহটা জেফ ব্যয় করল প্ল্যানিং করে।

ও ক্লাবে লাঞ্চ করতে শুরু করল। 'তোমাদের কেউ কি কম্পিউটার প্রতারণা সম্পর্কে কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'কেন?' জানতে চাইল এড হেলার। 'তুমি প্রতারণা করার প্ল্যান করছ নাকি?'

সবাই হেসে উঠল।

'না, আমি সিরিয়াস', বলল জেফ। 'এটা একটা উৎকট সমস্যা। লোকে কম্পিউটারে ঢুকে ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানিসহ অন্যান্য ব্যবসা থেকে কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। দিনদিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে।'

'ওটাতো তোমারই রাস্তা', বিড়বিড় করল বাজ।

'এক লোকের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হলো। সে একটা কম্পিউটার নিয়ে এসেছিল। বলল তার কম্পিউটার নাকি ট্যাম্পার করা যায় না।'

'আর তুমি ওকে ল্যাং মারতে চাইছ,' ঠাট্টা করল মাইক কুইন্সি।

'আসলে আমি টাকা জোগাড় করে লোকটির সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে চাই। তাই জানতে চাইছিলাম তোমরা কেউ কম্পিউটার সম্পর্কে কিছু জানো কিনা।'

'না', হাসল বাজ। 'তবে আমরা আবিষ্কর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে জানি, কী বলো, বন্ধুরা?'

আবার সম্মিলিত অট্টহাসির অট্টরোল।

দিন দুই পরে ক্লাবে এসে জেফ বাজকে বলল, 'আজ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। আজ আমার এক গেস্টের সঙ্গে লাঞ্চ করব।'

জেফ আরেকটি টেবিলে চলে গেলে হাসতে হাসতে। অ্যালান থম্পসন মন্তব্য করল, 'ও বোধহয় সার্কাসের দাড়িঅলা মহিলার সঙ্গে লাঞ্চ করবে।'

ধূসর চুলের, সামনের দিকে ঝুঁকে চলা এক লোক প্রবেশ করলেন ডাইনিং রুমে, কদম বাড়ালেন জেফের টেবিলে।

'আরি!' বলল মাইক কুইন্সি। 'উনি প্রফেসর একারম্যান না?'

'প্রফেসর একারম্যানটা আবার কে?'

'তুমি ওনার লেখা অর্থনৈতিক রিপোর্টগুলো পড়োনি, বাজ? গত মাসে টাইম পত্রিকা

ভারনন একারম্যানকে নিয়ে প্রচ্ছদ করেছে। উনি প্রেসিডেন্ট'স ন্যাশনাল সায়েন্টিক বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।'

'কিন্তু ওই লোক আমার বোন-জামাইয়ের সঙ্গে কী করছে?'

লাঞ্চের পুরোটা সময় জুড়ে জেফ এবং প্রফেসর গভীর আলোচনায় মগ্ন রইল। আর বাজ এবং তার বন্ধুদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। প্রফেসর বিদায় নেয়ার পরে বাজ জেফকে নিজের টেবিলে আসতে হাত ইশারায় ডাকল।

'এই, জেফ। উনি কে?'

জেফের চেহারায় অপরাধ করে ধরা পড়ে যাবার ছাপ। 'ওহ... ভারননের কথা বলছ?'

'হুঁ।' তোমরা কী নিয়ে কথা বলছিলে?'

'আমরা... ইয়ে...' সবাই বুঝতে পারল বাড়িয়ে জবাব দেয়ার চেষ্টা করছে জেফ। 'আমি... মানে... ওঁকে নিয়ে একটি বই লেখার কথা ভাবছিলাম। উনি তো খুব নামকরা মানুষ।'

'তুমি লেখক জানতাম নাতো!'

'সবাইকেই কোনো না কোনো সময় লেখালেখি শুরু করতে হয়।'

তিন দিন পরে জেফ আরেকজন অতিথির সঙ্গে লাঞ্চ করল। এবারের মেহমানকে দেখেই চিনতে পারল বাজ। 'হেই! উনিতো সিমুর জ্যারেট। জ্যারেট ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার বোর্ডের চেয়ারম্যান। জেফের সঙ্গে ওনার কী কাজ?'

আবারও গেস্টের সঙ্গে দীর্ঘ, অন্তরঙ্গ আলাপনে মগ্ন হয়ে থাকতে দেখা গেল জেফকে। লাঞ্চ শেষে বাজ কথা বলল জেফের সঙ্গে।

'জেফরি, বয়, তোমার সঙ্গে সিমুর জ্যারেটের সম্পর্কটা কী?'

'কিছুই না।' চটজলদি জবাব জেফের। 'এমনি আড্ডা।' চলে যাচ্ছিল, ওকে বাধা দিল বাজ।

'কথা শেষ না করেই কোথায় চললে, ওল্ড বাডি। সিমুর জ্যারেট খুব ব্যস্ত মানুষ। তোমার সঙ্গে তিনি এমনি আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।'

জেফ সরল গলায় বলল, 'তা ঠিক। তবে সত্যি বলছি বাজ, সিমুর স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন আর আমি তাঁকে একটি স্ট্যাম্প জোগাড় করে দেব বলেছি।'

তোমার সত্যি কথার খ্যাতাপুরি। মনে মনে বলল বাজ।

পরের হপ্তায় জেফ লাঞ্চ করল চার্লস বার্টেলটকে নিয়ে, ইনি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাইভেট ক্যাপিটাল ভেঞ্চার গ্রুপ বার্টলেট অ্যান্ড বার্টলেট-এর সভাপতি। জেফ এবং বার্টলেটকে মাথায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে কথা বলার দৃশ্যটি রুদ্ধশ্বাসে দেখল বাজ, এড হেলার, অ্যালান থম্পসন এবং মাইক কুইন্সি।

'তোমার বোন-জামাই দেখছি বড়বড় কোম্পানির মাথাদের সঙ্গে খাতির করে ফেলছে।' মন্তব্য করল বেলার। 'ওর মতলবটা আসলে কী, বাজ?'

খিটখিটে গলায় জবাব দিল বাজ। 'কী জানি কী মতলব। তবে আসল রহস্য ভেদ

করবোই। জ্যারেট আর বার্টলেট যেখানে জড়িত তার মধ্যে বড় অংকের টাকার গন্ধ না থেকে পারেই না।'

ওরা দেখল বার্টলেট চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, জেফের হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছেন উৎসাহের সঙ্গে, তারপর চলে গেলেন। জেফ ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, বাজ চট করে ওর হাত চেপে ধরল। 'বসো, জেফ। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'আমার অফিসে যাওয়া দরকার', আপত্তি জানাল জেফ। 'আমি–'

'ভুলে যেয়োনা তুমি আমার চাকরি করো। বসো।' বসল জেফ। 'কার সঙ্গে লাঞ্চ করলে?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল জেফ। 'বিশেষ কারো সঙ্গে নয়। একজন পুরানো বন্ধু।'

'চার্লি বার্টলেট তোমার পুরনো বন্ধু?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'তুমি আর তোমার পুরনো বন্ধু চার্লি কী নিয়ে আলোচনা করছিলে, জেফ?'

'আহ... গাড়ি নিয়ে। বুড়ো চার্লি অ্যান্টিক কার খুব পছন্দ করেন। আর আমি ১৯৩৭ সালের মডেলের চার দরজার একটি কনভার্টিবল প্যাকার্ডের সন্ধান জানি–'

'ফালতু বাত ছোড়ো।' খেঁকিয়ে উঠল বাজ্ 'তুমি ডাকটিকেট সংগ্রহ করছ না কিংবা গাড়ি বিক্রি করছ না অথবা বইও লিখছ না। আসলে তোমার মতলবটা কী?

'কিছুই না। আমি–'

'তুমি কিছুর জন্য টাকা জোগাড়ের ধান্ধা করছ, তাই না, জেফ?' জিজ্ঞেস করল এড বেলার।

'না!' বলল বটে জেফ তবে শব্দটা মোটেই জোরালো শোনাল না।

জেফের কাঁধে মাংসল একটা হাত রাখল বাজ। 'হেই, বাডি, আমি তোমার সম্বন্ধী। আমরা একই পরিবারের মানুষ, ভুলে যাচ্ছ?' ভাল্লুকের মতো সে জড়িয়ে ধরল জেফকে। 'বিষয়টি নিশ্চয় তোমার সেই টেম্পারপ্রুফ কম্পিউটার নিয়ে না?'

জেফের চেহারায় এমন ভাব ফুটল, সবাই বুঝতে পারল এবারে ফেঁসে গেছে সে।

'আ, হ্যাঁ।'

'প্রফেসর একারম্যান এর সঙ্গে আছেন আমাদেরকে বললে না কেন?'

'ভাবলাম তোমরা বোধহয় এ বিষয়ে ইন্টারেস্টেড হবে না।'

'ভুল ভেবেছ। তোমার পুঁজির দরকার হলে তুমি তো বন্ধুদের কাছে সবার আগে আসবে।'

'প্রফেসর এবং আমার পুঁজির দরকার নেই।' বলল জেফ। 'জ্যারেট এবং বার্টলেট–'

'জ্যারেট এবং বার্টলেট হলো হাঙর। ওরা তোমাকে আস্ত খেয়ে ফেলবে', চেঁচিয়ে উঠল অ্যালান থম্পসন।

এড যেলার বলল, 'জেফ, বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবসা করলে তুমি চাপমুক্ত থাকতে পারবে।'

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে', বলল জেফ। 'চার্লি বার্টলেট–'

‘তুমি কি সই করে ফেলেছ?’

‘না। তবে ওদেরকে কথা দিয়েছি–’

‘তাহলে কিছুই ব্যবস্থা হয়নি। জেফ খোকা, ব্যবসায় লোকে প্রতি ঘণ্টায় তাদের মত বদলায়।’

‘তোমাদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলাই আমার উচিত হয়নি’; প্রতিবাদের সুরে বলল জেফ। ‘প্রফেসর একারম্যানের নাম কোনোভাবেই জানাজানি হওয়া চলবে না। তিনি একটি সরকারি সংস্থার হয়ে কাজ করছেন।’

‘তা জানি’, মাখন গলায় বলল থম্পসন। ‘প্রফেসরের কি ধারণা এ জিনিসটা দিয়ে কাজ হবে?’

‘হ্যাঁ, উনি জানেন ওটা কাজ করে।’

‘একারম্যান যদি বলেন ওটা দিয়ে কাজ হবে তাহলে আমরাও ওটা নিয়ে কাজ করতে পারবো, কী বলো বন্ধুরা?’

সবাই সম্মিলিত সম্মতিসূচক চিৎকার দিল।

‘শোনো, আমি বৈজ্ঞানিক নই’, বলল জেফ। ‘আমি কোনো কিছুর গ্যারান্টি দিতে পারব না। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি এ জিনিসটির কোনো মূল্য না-ও থাকতে পারে।’

‘সিওর। তোমার কথা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু ধরো, এটার একটা মূল্য আছে জেফ। সে ক্ষেত্রে এর মূল্য কত?’

‘বাজ, এ জিনিসের মার্কেট আছে বিশ্বজুড়ে। এর মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই এ জিনিস ব্যবহার করতে পারবে।’

‘প্রাথমিকভাবে তোমার কত টাকার দরকার?’

‘দুই মিলিয়ন ডলার। তবে ডাউন পেমেন্ট করতে হবে আড়াই লাখ ডলার। বার্টলেট কথা দিয়েছেন–’

‘বার্টলেটকে ভুলে যাও।

ওই টাকাটা তো মুরগির খাবার। আমরা সবাই মিলে টাকাটা দেবো। ঘরের টাকা ঘরে থাকুক। কী বলো, বন্ধুরা?’

‘ঠিক!’

বাজ মুখ তুলে চাইল, আঙুল মটমট করে ফোটাতেই টেবিলে দ্রুত ছুটে এল একজন কর্মচারী। ‘ডমিনিক, মি. স্টিভেন্সকে কাগজ-কলম এনে দাও।’

সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলো নিয়ে আসা হলো।

‘ছোট এই চুক্তিটি আমরা এখানে বসেই সেরে ফেলতে পারি। আমাদের নামে স্বত্ব থাকবে। আমরা সবাই এতে সই করব। তুমি কাল সকালে আড়াই লাখ ডলারের সার্টিফায়েড চেক পাবে। চলবে তো?’

নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে জেফ। ‘বাজ, আমি মি. বার্টলেটকে কথা দিয়েছি–’

‘জাহান্নামে যাক, বার্টলেট’, দাঁত খিঁচাল বাজ। ‘তুমি ওর বোনকে বিয়ে করেছ নাকি আমার বোনকে? এখন লেখো।’

‘এর তো কোনো পেমেন্ট করা হয়নি এবং–’

‘ধুরো, বাদ দাও তো, লেখো!’ বাজ কলম গুঁজে দিল জেফের হাতে।

‘অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিখতে শুরু করল বাজ This will transfer all my rights, title and interest to a mathematical computer called SUCABA, to the buyers, Donald ‘Budge Hollander, Ed Zeller, Alan Thompson and Mike Quincy, for the consideration of two million dollars, with a payment of Two Hundred and Fifty Thousand Dollars on signing. SUCABA has been extensivly tested, is inexpensive, trouble free and uses less power than any computer currently on the market. SUCABA will require no maintenance or parts for a minimum period of the years.

লেখার সময় সবাই জেফের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে রইল।

‘যিশাস!’ বলল এড যেলার। ‘দশ বছর! মার্কেটের কোনো কম্পিউটার এতোটা সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে না।’

জেফ লিখে চলল, ‘The buyers understand that neither professor vernon Ackerman nor I holds a patent on SUCABA’

‘ও সবের ব্যবস্থা আমরা করব’, অধৈর্য গলায় বাধা দিল অ্যালান থম্পসন। ‘আমার জানাশোনা খুব ভালো একজন পেটেন্ট অ্যাটর্নি আছে।’

জেফ লিখে চলল ‘I have explained to the buyers that SUCABA may have no value of any kind, and that neither professor vernon ackerman nor I makes any representations or warranties about SUCABA except as written above. সই করে কাগজটা তুলে দেখাল ও। ‘ঠিক আছে তো?’

‘গ্যারান্টেড। আমি এটার একটা কপি করে নিচ্ছি।’ বলল জেফ। ও সযত্নে ওর লেখার একটি কপি করল।

বাজ কাগজটা ছিনিয়ে নিল জেফের হাত থেকে। সই করল। তারপর একে একে ওতে সই দিল যেলার, কুইন্সি এবং থম্পসন।

খুশিতে জ্বলজ্বল করছে বাজের মুখ। ‘একটা কপি থাকবে আমাদের কাছে, আরেকটি তোমার কাছে। বুড়ো সিমুর জ্যারেট আর চার্লি বার্টলেট নির্ঘাত বোকা বনে যাবে, কী বলো, বন্ধুরা? ওরা আর এ চুক্তিতে নেই কথাটা শোনার পরে ওদের চেহারা কেমন হয় দেখার তর সইছে না আমার।’

পরদিন সকালে বাজ আড়াই লাখ ডলারের একটি সার্টিফায়েড চেক তুলে দিল জেফের হাতে।

‘কম্পিউটার কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল বাজ।

‘দুপুর নাগাদ ক্লাবে ওটা পৌঁছে যাবে। তোমরা তো সবাই তখন ক্লাবে আসবে, জিনিসটা একসঙ্গে দেখবে।’

জেফের কাঁধ চাপড়ে দিল বাজ। 'তুমি আসলে খুব স্মার্ট, জেফ। তাহলে লাঞ্চে দেখা হচ্ছে, কেমন?'

ঠিক দুপুর বারোটায় এক মেসেঞ্জার একটি বাক্স নিয়ে হাজির হলো পিলিগ্রিম ক্লাবের ডাইনিং রুমে, এগিয়ে গেল বাজের টেবিলে, ওখানে যেলার, থম্পসন এবং কুইন্সিকে নিয়ে বসেছে সে।

'এইতো জিনিস চলে এসেছে।' চেঁচিয়ে উঠল বাজ। 'যিশাস! এটা দেখছি হাতে করেও নেয়া যায়।'

'জেফের জন্য অপেক্ষা করব?' জিজ্ঞেস করল থম্পসন।

'জাহান্নামে যাক জেফ। এ মালের মালিক এখন আমরা।' বক্সের কাগজ ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল বাজ। ভেতরে খড় দিয়ে সাজানো একটি জিনিস। সাবধানে, প্রায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে বাক্সের তলা থেকে জিনিসটা তুলে আনল বাজ। ওরা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। কতগুলো তার পেঁচানো একফুট ব্যাসার্ধের চৌকোনা একটা ফ্রেম, তারের গায়ে ছোট ছোট পুঁতি বসানো। দীর্ঘক্ষণ কথা হারিয়ে চুপ করে রইল সকলে।

'কী এটা?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল কুইন্সি।

জবাব দিল অ্যালান থম্পসন, 'এটা একটা অ্যাবাকাস। এটা প্রাচীনকালে প্রাচ্যে গণনার কাজে ব্যবহার করা হতো– তার মুখের ভাব বদলে গেল। 'যিশাস!' SUCA-BA কে উল্টোভাবে বানান করলে ABACUS হয়! বাজের দিকে ফিরল সে। এটা কি কোনো ঠাট্টা?'

যেলার বিড়বিড় করছে, 'লো পাওয়ার, ট্রাবল ফ্রি, বাজারে প্রচলিত যে কোনো কম্পিউটারের চেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে... চেক! ওটা যাতে তুলতে না পারে সে ব্যবস্থা করো!'

সবাই মিলে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে।

'আপনাদের সার্টিফায়েড চেক?' বলল হেড বুককিপার। 'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। মি. স্টিভেন ওটা সকালেই ক্যাশ করে নিয়ে গেছেন।'

বার্টলার পিকেন্স দুঃখের সঙ্গে জানালো মি. স্টিভেন্স জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেছেন। 'বললেন কোথায় নাকি খুব জরুরি কাজ আছে তার।'

চল্লিশ

সেদিন বিকেলে উন্মাদপ্রায় বাজ বহুকষ্টে প্রফেসর ভারনন একারম্যানকে টেলিফোনে পেল।

'হ্যাঁ, জেফ স্টিভেন্স, চমৎকার একজন মানুষ। আপনার বোন-জামাই নাকি?'

'প্রফেসর, আপনি আর জেফ কী নিয়ে কথা বলছিলেন?'

'এর মধ্যে লুকোনোর কিছু নেই। জেফ আমাকে নিয়ে একটি বই লিখতে চায়। বলল পৃথিবী নাকি জানতে চায় বিজ্ঞানের পেছনে যে মানুষটি...

সিমুর জ্যারেট স্বল্পভাষী এবং গুরুগম্ভীর মানুষ। 'মি. স্টিভেন্স এবং আমি কী নিয়ে কথা বলেছি তা জেনে আপনার কী লাভ? আপনি কি রাইভাল স্ট্যাম্প কালেক্টর?'

'না। আমি–'

'আপনি যতই ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা করেন লাভ হবে না। এরকম স্ট্যাম্প পৃথিবীতে একটিই আছে আর মি. স্টিভেন্স ওটা হাতে পেলেই আমার কাছে বিক্রি করবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

তিনি ঠকাশ করে নামিয়ে রাখলেন ফোন।

চার্লি বার্টলেট কী বলবেন আগেই অনুমান করেছে বাজ। 'জেফ স্টিভেন্স? ও, হ্যাঁ। আমি অ্যান্টিক কার সংগ্রহ করি। জেফ জানে ১৯৩৭ মডেলের ফোর ডোরের কনভার্টেবল আনকোরা অবস্থায় কোথায় আছে–'

'চিন্তা কোরো না', বাজ বলল তার পার্টনারদেরকে। 'আমরা ঠিকই আমাদের টাকা ফেরত পাবো আর এই কুত্তার বাচ্চাকে বাকি জীবন জেলের ঘানি টানাবো। প্রতারণার বিরুদ্ধে আইন আছে না দেশে?'

দলটি এরপরে মিলিত হলো স্কট ফগার্টির অফিসে।

'ও আমাদের আড়াই লাখ ডলার মেরে দিয়েছে', আইনজীবীকে বলল বাজ। 'আমি চাই বাকি জীবনটা ও জেলখানার ঝোলভাত খাবে। ওর জন্য একটা ওয়ারেন্ট–'

'চুক্তিপত্রটি কি এনেছ, বাজ?'

'এই যে', জেফের হাতে লেখা কাগজটি ফগার্টিকে দিল বাজ।

দ্রুত ওতে চোখ বুলিয়ে নিল আইনজীবী, তারপর আবার পড়ল, ধীরে ধীরে। 'সে কি চুক্তিপত্রে তোমাদের সই জাল করেছে?'

'তা কেন করবে?' বলল মাইক কুইন্সি। 'আমরা সবাই সই করেছি।'

'সই করার আগে পড়ে নিয়েছিলে?'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এড যেলার বলল, 'অবশ্যই পড়েছি। আমরা বোকা নাকি?'

'ওর বিচারের ভার আপনাদের ওপরেই তুলে দিলাম, ভদ্রমহোদয়গণ। আপনারা এমন একটি চুক্তিপত্রে সই করেছেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে আপনারা জানেন যে আড়াই লাখ ডলার ডাউনপেমেন্ট দিয়ে আপনারা এমন একটি জিনিস কিনেছেন যার কোনো পেটেন্ট করা হয়নি এবং যা সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলে বিবেচিত হতে পারে। আমার এক পুরানো প্রফেসরের উদ্ধৃতি ধার করে বলছি, 'ইউ হ্যাভ বিন রিয়ালি ফাকড।'

রেনোতে বসে ডিভোর্সের সমস্ত ঝামেলা সেরে ফেলল জেফ। এখানে বসবাসের চিন্তাভাবনা করছিল, এমন একদিনে কনরাড মরগানের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। মরগান এক সময় উইলি চাচার সঙ্গে কাজ করত। 'আমার ছোট্ট একটা কাজ করে দেবে, জেফ?' জিজ্ঞেস করেছিল কনরাড মরগান।

'নিউইয়র্ক থেকে সেন্ট লুইসে এক তরুণী কিছু গহনা নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছে...

জেফ প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ভাবছে ট্রেসির কথা। তার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটল।

নিউইয়র্কে ফিরে ট্রেসি প্রথমেই চলে এল কনরাড মরগানের গহনার দোকানে। মরগান ওকে দ্রুত নিজের অফিসে নিয়ে এসে বন্ধ করে দিল দরজা। হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'তোমার জন্য আমি খুব চিন্তা করছিলাম, মাই ডিয়ার। তোমার জন্য আমি সেন্ট লুইসে অপেক্ষা করছিলাম–'

'আপনি সেন্ট লুইসে ছিলেন না।'

'কী? বলছ কী তুমি?' মরগানের নীল চোখ ঝিকঝিক করছে।

'বলছি আপনি সেন্ট লুইসে যান নি। আমার সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছেই আপনার ছিল না।'

'অবশ্যই আমি গেছি। তোমার কাছে গহনা আর আমি–'

'আপনি দু'জন লোক পাঠিয়েছিলেন গহনাগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার জন্য।'

মরগানের চেহারায় বিমূঢ় ভাব। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'প্রথমে ভেবেছি আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে হয়তো কোনো ছিদ্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু ওখানে কোনো ছিদ্র ছিল না, তাই না? নাটের গুরু আসলে আপনি। আমাকে বলেছিলেন আপনি নিজে আমার জন্য ট্রেনের টিকেট কিনেছেন। কাজেই আপনি ছাড়া অন্য কারো আমার কম্পার্টমেন্টের নাম্বার জানার কথা নয়। আমি ভিন্ন নাম নিয়েছিলাম, ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলাম, কিন্তু আপনার লোকেরা ঠিকই জানত কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে।'

মরগানের শিশুর মতো সরল চেহারায় এবারে বিস্ময়।

'তুমি বলতে চাইছ কেউ তোমার কাছ থেকে গহনা কেড়ে নিয়ে গেছে?'

হাসল ট্রেসি। 'আমি আসলে বলতে চাইছি তারা তা পারে নি।'

এবারে মরগানের চেহারায় সত্যিকারের বিস্ময় ফুটল।

'তোমার কাছে গহনাগুলো আছে?'

'হ্যাঁ। আপনার বন্ধুরা প্লেন ধরতে এমন ব্যস্ত ছিল যে গহনা ফেলেই চলে গেছে।'

মরগান এক মুহূর্ত দেখল ট্রেসিকে তারপর বলল, 'আচ্ছা আমি একটু আসছি।'

একটি প্রাইভেট ডোরের ভেতরে সেঁধিয়ে গেল সে, ট্রেসি কাউচে বসে রইল আরাম করে, রিল্যাক্সড মুডে।

মিনিট পরে যখন অফিসে ফিরল কনরাড মরগান, তার চেহারায় দারুণ হতাশা। একটা ভুল হয়ে গেছে। মস্ত ভুল। তুমি খুব বুদ্ধিমতী, মিস হুইটনি। তোমার পঁচিশ হাজার ডলার তুমি ঠিকই পেয়ে যাবে।'

প্রশংসার ভঙ্গিতে হাসল সে। 'আমাকে গহনাগুলো দাও এবং–'

'পঞ্চাশ হাজার।'

'কী?'

'গহনাগুলো দু'বার চুরি করতে হয়েছে আমাকে। তাই আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে, মি. মরগান।'

'না,' মরাটে গলায় বলল মরগান। তার চোখ থেকে ঝিকিমিকি উধাও। 'এতো টাকা আমি তোমাকে দিতে পারব না।'

আসন ছাড়ল ট্রেসি। 'ঠিক আছে। লাস ভেগাসে গিয়ে এমন কাউকে খুঁজে বের করব যে এই দামে গহনাগুলো কিনবে।' দরজায় পা বাড়াল ও।

'পঞ্চাশ হাজার ডলার?' জিজ্ঞেস করল কনরাড মরগান।

মাথা ঝাঁকাল ট্রেসি।

'গহনাগুলো কোথায়?'

'পেন স্টেশনের একটি লকারে। আমাকে ক্যাশ টাকা দিন এবং আমার জন্য একটি ট্যাক্সি ভাড়া করুন। আমি আপনাকে লকারের চাবি দিয়ে দিচ্ছি।'

পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কনরাড মরগান। 'ঠিক আছে। তোমার কথাই রইল।'

'ধন্যবাদ', খুশি গলায় বলল ট্রেসি। 'আপনার সঙ্গে কাজ করে মজা পেলাম, মি. মরগান।'

একচল্লিশ

আজ সকালে জে জে রেনল্ডসের অফিসে কী নিয়ে মিটিং হবে আগেই অনুমান করেছিল ডেনিয়েল কুপার। কারণ গতকালই কোম্পানির সকল তদন্তকারীর কাছে লরেন্স বেলামির বাড়িতে হপ্তাখানেক আগে সংঘটিত চুরির ঘটনা জানিয়ে একটি করে চিঠি পাঠানো হয়। এসব মিটিং ফিটিং একদমই পছন্দ করে না ডেনিয়েল কুপার। বোকার মতো বকবকানি শোনার ধৈর্যই তার নেই।

মিটিং শুরু হবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অফিসে হাজির হলো কুপার, রেনল্ডস তখন তাঁর বক্তৃতার মাঝপথে।

'তুমি আসতে পেরেছ বলে কৃতার্থ বোধ করছি', শ্লেষের সুরে বললেন জে. জে. রেনল্ডস। অপরপক্ষ থেকে কোনো সাড়া নেই। *এ স্রেফ সময়ের অপচয়,* মনে মনে বললেন রেনল্ডস। কুপার শ্লেষ বা ঠাট্টা-কিংবা অন্য কোনো কিছুই বোজে না। সে শুধু অপরাধীদের পাকড়াও করতে জানে। আর এ কাজে, রেনল্ডসকে স্বীকার করতেই হয় যে কুপার এক অসামান্য প্রতিভা।

অফিস এজেন্সির তিন প্রধান গোয়েন্দা বসে আছে ডেভিড সুইফট, রবার্ট শিফার এবং জেরি ডেভিস।

আপনারা সবাই বেলামির বাড়িতে চুরির ঘটনার কথা পড়েছেন', বললেন রেনল্ডস, 'তবে এর সঙ্গে নতুন একটি বিষয় যোগ হয়েছে। জানা গেছে লরেন্স বেলামি পুলিশ কমিশনারের কাজিন। আর এ লোকটি তর্জন গর্জন করে নরক নামিয়ে ফেলছেন।'

'পুলিশ কী বলছে?' জিজ্ঞেস করল ডেভিস।

'প্রেসের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকছে। এ জন্য তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। যারা চুরির খবর পেয়ে অকুস্থলে গিয়েছিল, সেই অফিসাররা চোরের সঙ্গে কথা বলার পরেও তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে।'

'তাহলে তো চোর দেখতে কেমন তার ভালো বর্ণনা দিতে পারবে তারা।'

'তারা চোরের পরনের নাইটগাউনের ভালো বর্ণনা দিয়েছে', শুষ্ক কণ্ঠে বললেন রেনল্ডস। 'মহিলার ফিগার দেখে তারা এমনই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে যে তাদের মগজ জট পাকিয়ে যায়। মহিলার চুলের রঙ পর্যন্ত তাদের মনে নেই। বলছে তার মাথায় ছিল কার্লার ক্যাপ, মুখে মাডপ্যাক। তাদের বর্ণনা অনুসারে মহিলার বয়স ২৪/২৫, দারুন পাছা, অসাধারণ দুই বক্ষ। এ চুরির বিষয়ে কোনো ক্লুই নেই। কোনো তথ্য নেই যার ওপর ভিত্তি করে এগোনো যায়। নাথিং।'

এই প্রথম কথা বলল ডেনিয়েল কুপার। 'আছে, তথ্য আছে।'

সবাই একযোগে ফিরে তাকাল কুপারের দিকে, একেকজনের চেহারায় একেক রকম বিতৃষ্ণা এবং অপছন্দের ভাব।

'কী বলছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন রেনল্ডস।

'আমি জানি কে চোর।'

গতকাল সকালে চিঠিটা পড়ার পরে কুপার সিদ্ধান্ত নেয় সে বেলামি হাউজে একবার ঢুঁ মেরে আসবে। এ হলো প্রথম যৌক্তিক পদক্ষেপ। ডেনিয়েল কুপারের মতে যুক্তি হলো ঈশ্বরের মনের অর্ডারলাইন্সে প্রতিটি সমস্যার মূল সমাধান এবং যুক্তি প্রয়োগের জন্য সবার উচিত প্রথম থেকে শুরু করা। কুপার গাড়ি চালিয়ে লং আইল্যান্ডে বেলামির বাড়ি গেল, গাড়িতে বসেই দেখল বাড়ি, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ফিরে এল ম্যানহাটনে। তার যা জানার জানা হয়ে গেছে। বাড়িটি ছিল জনশূন্য, আশপাশে কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন নেই, তার মানে গাড়ি চড়ে ও বাড়িতে গিয়েছিল চোর।

রেনল্ডসের অফিসের অভ্যাগতদেরকে তার যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিল কুপার, 'মহিলা নিশ্চয় নিজের গাড়ি ব্যবহার করতে চাইবে না যদি কেউ তার গাড়ি দেখে ফেলে সে ভয়ে, কাজেই তার বাহনটি হতে হবে হয় চুরি করা নয়তো ভাড়া করা। প্রথমে আমি রেন্টাল এজেন্সিগুলোতে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। অনুমান করি সে হয়তো ম্যানহাটন থেকে গাড়ি ভাড়া করবে কারণ এতে তার ট্রেইল মুছে ফেলা সহজ হবে।'

কুপারের ব্যাখ্যা মনঃপূত হলো না জেরি ডেভিসের। 'তুমি অর্থহীন কথা বলছ, কুপার। ম্যানহাটনে প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি ভাড়া হয়।'

ডেভিসকে অগ্রাহ্য করল কুপার। 'সকল কার-রেন্টাল অপারেশনগুলো কম্পিউটারাইজড। আর খুব কম মহিলাই গাড়ি ভাড়া করেন। আমি সবগুলো চেক করে দেখেছি। আমাদের সন্দেহভাজন মহিলাটি ওয়েস্ট টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটের পিয়ের সিক্সটি ওয়ানে কমেট রেন্ট এ কার-এ গিয়ে চুরির দিন রাত আটটার সময় একটি শেভি ক্যাপ্রিস ভাড়া করে।'

'তুমি কী করে জানো ওই গাড়ি নিয়েই সে চুরি করতে গিয়েছিল?' সংশয় নিয়ে জানতে চাইলেন রেনল্ডস।

নির্বোধ এ প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করল কুপার।' আমি চেক করে দেখেছি গাড়িটি কত মাইল চলেছে। লরেন্স বেলামি এস্টেট যেতে বত্রিশ, আসতে বত্রিশ মাইল রাস্তা। ক্যাপ্রিসের ওডোমিটারে ঠিক ওই রাস্তাটুকুর মাইলেজই ছিল। গাড়িটা ভাড়া করা হয় ইলেন ব্রাঞ্চের নামে।'

'ভুয়া নাম', মন্তব্য করল ডেভিড সুইফট।

'ঠিক। তার আসল নাম ট্রেসি হুইটনি।'

সবাই চোখ গোল গোল করে তাকাল কুপারের দিকে।

'তুমি কী করে জানলে?' শিফারের প্রশ্ন।

'মেয়েটি ভুয়া নাম-ঠিকানা দিয়েছিল তবে গাড়ি ভাড়ার রশিদে তাকে সই করতে

হয়েছে। আমি ওয়ান পুলিশ প্লাজায় মূল রশিদটি নিয়ে গিয়ে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করি। ওই আঙুলের ছাপ ট্রেসি হুইটনির আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে যায়। সে বেশ কিছুদিন সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উওম্যান-এ জেল খেটেছিল। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, রেনোয়ার একটি চুরি যাওয়া ছবির বিষয়ে এ মেয়েটির কথা আমি বলেছিলাম।'

'মনে আছে', মাথা ঝাঁকালেন রেনল্ডস। 'বলেছিলে মেয়েটি নিরপরাধ।'

'তখন ছিল। কিন্তু এখন আর সে নিরপরাধ নয়। সে বেলামির গহনা চুরি করেছে।'

বাঁটকুল হারামজাদাটা আবার দেখিয়ে দিল! আর কত সহজে প্রমাণ করে দিল কীভাবে চুরিটা হয়েছে। রেনল্ডস বললেন, 'বেশ, বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছ তুমি, কুপার। সত্যি দারুণ। এখন ওকে ধরো। পুলিশকে খবর দিলেই–'

কীসের অভিযোগে?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল কুপার। 'গাড়ি ভাড়া করার অপরাধে? পুলিশ তো ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, ওর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই।'

'তাহলে আমরা করব কী?' জিজ্ঞেস করল শিফার। 'এভাবে ছেড়ে দেব?'

'এবারে তাই দিতে হবে', জবাব দিল কুপার। 'কিন্তু আমি এখন জানি সে কে। ও আবার কোনো অপরাধ করার চেষ্টা করবে। যখন কাজটা করবে, আমি ওকে পাকড়াও করবো।'

অবশেষে সমাপ্ত হলো অধিবেশন। গোসলের জন্য মন আইঢাঁই করছে কুপারের। সে ছোট, কালো একটি নোট বইতে খুব যত্নে লিখল **ট্রেসি হুইটনি।**

বিয়াল্লিশ

এবারে আমার নতুন জীবন শুরু করার সময়, সিদ্ধান্ত নিল ট্রেসি। কিন্তু কীরকম জীবন? সহজ-সরল একটি মেয়ে থেকে আমি হয়ে গেছি.... কী? একটা চোর। ওর মনে পড়ল জো রোমানো, অ্যান্থনি ওরসাত্তি, পেরি পোপ এবং জাজ লরেন্সের কথা। না। আমি আসলে একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ নারীতে রূপান্তরিত হয়েছি। সম্ভবত একজন ফটকাবাজও। ও পুলিশ, দুই পেশাদার ধোঁকাবাজ আর এক দু'মুখো জুয়েলারকে ঘোল খাইয়েছে! আর্নিস্টিন এবং এমির কথা মনে পড়তে বুকে একটা খোঁচা খেল ট্রেসি। তাৎক্ষণিক আবেগের বশে ও চলে গেল FAO জোয়ার্জে, আধ ডজন কার্টুন চরিত্র সমন্বিত একটি পাপেট থিয়েটার কিনল, পাঠিয়ে দিল এমির ঠিকানায়। কার্ডে লিখল **তোমার জন্য কয়েক্জন নতুন বন্ধু। তোমাকে খুব মনে পড়ে। ট্রেসি।**

এরপরে সে মেডিসন এভিন্যুতে একটি পশমের দোকানে গিয়ে আর্নিস্টিনের জন্য নীল ফল্স বোয়া কিনে দুশো ডলার মানি অর্ডারসহ পাঠিয়ে দিল। কার্ডে শুধু দুটি শব্দ লিখল **ধন্যবাদ, আর্নি, ট্রেসি।**

আমার সকল ঋণ এখন পরিশোধ হয়ে গেল, ভাবছে ট্রেসি। ভারমুক্ত লাগছে নিজেকে। এখন সে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, যা খুশি করতে পারে।

স্বাধীনতা উপভোগ করতে ও দ্য হেলেমসলি প্যালেস হোটেলে একটি টাওয়ার সুইট ভাড়া করল। সাতচল্লিশ তলার লিভিং রুম থেকে নিচের সেন্ট প্যাট্রিক'স ক্যাথেড্রাল এবং দূরের জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ গোচরে আসে। অন্যদিকে, কয়েক মাইল দূরে সেই বিশ্রী জায়গাটা যেখানে সম্প্রতি বসবাস করেছে ও। *আর কোনোদিন ওসব জায়গায় থাকব না আমি,* শপথ নিল ট্রেসি।

ম্যানেজমেন্টের পাঠানো শ্যাম্পেনের বোতল খুলল ও, মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করল ম্যানহাটনের আকাশ ছোঁয়া ভবনগুলোর পেছনে সূর্যের বিদায় দৃশ্য। যখন চাঁদ উঠেছে আকাশে ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে ট্রেসি। ও লণ্ডন যাবে। সুন্দর জীবনের কাছ থেকে মনোরম উপহারগুলো পাবার জন্য ও এখন প্রস্তুত। *আমার সকল দেনা শোধ করেছি,* মনে মনে বলল ট্রেসি। *এখন কিছু সুখ আমি উপভোগ করতেই পারি।*

বিছানায় শুয়ে টিভির সুইচ অন করল ট্রেসি। দু'জন লোকের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। বরিস মেলনিকভ খর্বকায়, গাট্টাগোট্টা গড়নের একজন রুশ, পরনের সুটটা ঢলঢল করছে গায়ে, আর পিয়েতের নেগুলেস্কো তার বিপরীত। লম্বা, রোগা-পাতলা, চেহারায় ফুটে আছে আভিজাত্য। ট্রেসি ভাবছিল এদের মধ্যে মিলটা কোথায়।

'দাবা প্রতিযোগিতাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে?' সংবাদ উপস্থাপক জিজ্ঞেস করল।

'অপূর্ব কৃষ্ণসাগরের তীরে, সোচিতে', জবাব দিল মেলনিকভ।

'আপনরা দু'জনেই ইন্টারন্যাশনাল গ্রান্ড মাস্টার, আর এ ম্যাচটি বেশ একটি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, ভদ্রমহোদয়গণ। এর আগের ম্যাচগুলোতে আপনারা একে অন্যের কাছ থেকে টাইটেল ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, শেষ প্রতিযোগিতাটি ছিল ড্র। মি. নেগুলেস্কো, বর্তমান টাইটেলটা ধারণ করে আছেন মি. মেলনিকভ। আপনি কি ওনার কাছ থেকে টাইটেলটি আবার ছিনিয়ে নিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়', জবাব দিল রোমানিয়ান।

'ওর কোনো সুযোগই নেই', হুংকার ছাড়ল রাশান।

দাবা খেলার বিষয়ে কিছুই জানে না ট্রেসি তবে লোক দুটোর হামবড়া ভাব ওর মোটেই পছন্দ হয়নি। ও রিমোটের সুইচ টিপে বন্ধ করল টিভি তারপর চোখ বুজল। ঘুমাবে।

পরদিন সকাল সকাল একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে চলে এল ট্রেসি, কুইন এলিজাবেথ-২ জাহাজে সিগনাল ডেকের একটি সুইট রিজার্ভ করল। জীবনে এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করছে ও, বাচ্চাদের মতো আনন্দ লাগছে, পরবর্তী তিন ঘণ্টা ব্যয় করল কাপড়চোপড় আর লাগেজ কিনতে।

জাহাজ ছাড়ার দিন জেটিতে যেতে একটি লিমোজিন ভাড়া করল ট্রেসি। জেটিতে এসে দেখল কুইন এলিজাবেথ-২ তে গিজগিজ করছে ফটোগ্রাফার আর টিভি রিপোর্টার। এক মুহূর্তের জন্য নিরাশ বোধ করল ট্রেসি, ধড়াশ করে উঠল কলজে। পরক্ষণে বুঝতে পারল সাংবাদিকরা গ্যাংপ্লাঙ্কের পাদদেশে দাঁড়ানো দুই ইন্টারন্যাশনাল গ্রান্ড মাস্টার মেলনিকভ এবং নেগুলেস্কোর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। এদেরকে পাশ কাটাল ট্রেসি, গ্যাংপ্লাঙ্কের শিপ অফিসারকে নিজের পাসপোর্ট দেখিয়ে হেঁটে উঠে এল জাহাজে। ডেকের এক স্টুয়ার্ড ট্রেসির টিকেট দেখে ওকে ওর ঘরে পৌঁছে দিল। চমৎকার একটি সুইট, আলাদা টেরেসও রয়েছে। অনেক ভাড়া তবে ট্রেসির ধারণা ভ্রমণটা আনন্দময় হবে। তাই খরচটা ও গায়ে মাখছে না।

জিনিসপত্র খুলে রেখে করিডোরে হাঁটতে বেরুল ও। প্রায় প্রতিটি কেবিনে ফেয়ারওয়েল পার্টি চলছে, চলছে আনন্দ-ফূর্তি, শ্যাম্পেনের জোয়ার আর আড্ডা। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ একা লাগল ট্রেসির। ওকে বিদায় জানানোর কেউ নেই, ওর ভালো-মন্দ খবর নেয়ারও কেউ নেই।

কথাটা সত্য নয়, মনে মনে বলল ট্রেসি। *বিগ বার্থা তো আমাকে চায়।* গলা ছেড়ে হেসে উঠল ও।

ট্রেসি হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বোট ডেকে। লক্ষ করল না পুরুষরা সবাই ওর দিকে প্রশংসার চোখে আর মেয়েরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ গম্ভীর সুরে বেজে উঠল হুইসেল, সেই সঙ্গে হাঁক ডাক, 'যারা জাহাজের যাত্রী নন তাঁরা জলদি নেমে পড়ুন।' আকস্মিক উত্তেজনা অনুভব করল ট্রেসি। ও সম্পূর্ণ

অজানা এক ভবিষ্যতের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। টের পেল বিপুলদেহী জাহাজটা জেটি থেকে পিছনে সরে যাচ্ছে, কাঁপছে সারা গা। বোট ডেকের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেসি দেখল আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল স্ট্যাচু অব লিবার্টি। তারপর ও জাহাজ ঘুরে দেখতে বেরুল।

কুইন এলিজাবেথ-২ নিজেই একটি শহর, দৈর্ঘ্যে নয়শো ফুটেরও বেশি, তেরো তলা ভবনের সমান উঁচু। এ জাহাজে রয়েছে চারটে রেস্টুরেন্ট, ছ'টি বার, দুটো বলরুম, দুটো নাইটক্লাব এবং একটি গোল্ডেন ডোর স্পা অ্যাট সি, রয়েছে বেশ কিছু দোকান, চারটে সুইমিংপুল, একটি ব্যায়ামাগার, একটি গলফ ড্রাইভিং রেঞ্চ, একটি জগিং ট্র্যাক। এমন চমৎকার জাহাজ ছেড়ে হয়তো কোনোদিনও যেতে চাইব না আমি, আপন মনে বলল ট্রেসি।

ওপরতলায়, প্রিন্সেস গ্রিল-এ একটি টেবিল রিজার্ভ করেছিল ট্রেসি। মূল ডাইনিং রুমের চেয়ে কক্ষটি আকারে ছোট হলেও অনেক বেশি অভিজাত। আসনে মাত্র বসেছে ও, পরিচিত একটি কণ্ঠ ডাক দিল, 'এই যে!'

তাকাল ট্রেসি। সামনে দাঁড়িয়ে আছে মি. বোয়ার্স, সেই ভুয়া এফবিআই অফিসার। *ওহ, আমার কপালে কী এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি নেই*, তেতো মন নিয়ে ভাবল ট্রেসি।

'হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! আপনার টেবিলে বসলে আপত্তি নেই তো?'

'খুব আপত্তি আছে।'

মি. বোয়ার্স ওর বিপরীত দিকের একটি চেয়ারে আলগোছে বসে পড়ল, আকর্ষণীয় হাসি ফোটাল ঠোঁটে। 'আমরা বন্ধু হতে পারি। শত হলেও যখন একই কারণে দু'জনে এখানে হাজির হয়েছি।

লোকটা কী নিয়ে কথা বলছে বুঝতে পারল না ট্রেসি।

'দেখুন মি. বোয়ার্স–'

'স্টিভেন্স', সরল গলায় বলল সে। 'জেফ স্টিভেন্স।'

'সে যে নামই হোক', ট্রেসি চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ওই ঘটনাটার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি।'

'ব্যাখ্যা দেয়ার কিছু নেই', বলল ট্রেসি। 'একটা নির্বোধ বাচ্চাও আসল ব্যাপার বুঝে নিত এবং বুঝেও নিয়েছে।'

'কনরাড মরগানের কাছে আমার একটা দেনা ছিল,' অনুতাপের ভঙ্গিতে হাসল জেফ। 'উনি আমার ওপর খুব রেগে আছেন।'

সেই সরল, কিশোর সুলভ আচরণ যার ফাঁদে আগে পড়েছিল ট্রেসি। *ফর গডস শেক, লেডিস। ওর হাতে হাতকড়া পরানোর কোনো দরকার নেই। ও কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।*

রূঢ় কণ্ঠে ট্রেসি বলল, 'আমিও আপনার ওপর রেগে আছি। আপনি এ জাহাজে কী করছেন? আপনার তো রিভার বোটে যাবার কথা।'

হেসে উঠল জেফ। 'ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট এ জাহাজে আছেন, কাজেই এটি

একটি রিভারবোট।'

'কে?'

বিস্মিত দেখাল জেফকে। 'আপনি সত্যি ওনাকে চেনেন না?'

'কাকে চিনি না?'

'ম্যাক্স পিয়েরপন্ট বিশ্বের অন্যতম ধনী মানুষ। তার শখ হলো প্রতিযোগিতামূলক কোম্পানিগুলোর ব্যবসায় লালবাতি জ্বালানো। তিনি ধীর গতির ঘোড়া এবং দ্রুত গতির নারীদের পছন্দ করেন। আর দুটোর কোনোটাই তাঁর অভাব নেই। তাঁর খরচের হাত বিশাল।'

'আর আপনি তাঁর পকেট থেকে কিছু খসানোর পাঁয়তারা করছেন?'

'কিছু না, অনেক', ওকে লক্ষ করছে জেফ। 'আপনি কি জানেন আপনার এবং আমার কী করা উচিত?'

'আমারটা আমি জানি, মি. স্টিভেন্স। আমাদের পরস্পরকে বিদায় বলা উচিত।'

জেফ বসে বসে দেখল ট্রেসি সিধে হয়েছে এবং ডাইনিংরুম ছেড়ে চলে গেল।

নিজের কেবিনে বসে ডিনার সারল ট্রেসি। খেতে খেতে ভাবল জেফ স্টিভেন্স না জানি আবার কী অমঙ্গলের বার্তা নিয়ে এসেছে তার জন্য। ট্রেনে বসে গ্রেপ্তার হবার ভয়টা ও ভুলে যেতে চায়। *আমার এ ভ্রমণ ওকে কিছুতেই নষ্ট করতে দেব না আমি। ওকে পাত্তাই দেব না।*

ডিনার শেষ করে ডেকে চলে এল ট্রেসি। তারাজ্বলা ভারী সুন্দর একটি রাত। আকাশের সামিয়ানায় হীরকখণ্ড হয়ে জ্বলজ্বল করছে কোটি নক্ষত্ররাজি। রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে থেকে রূপালী জোছনায় অবগাহন করছিল ট্রেসি, দেখছিল ঢেউয়ের মাথায় নাচতে থাকা ফসফরাসের নরম আলো, কান পেতে শুনছিল রাতের বাতাসের শব্দাবলি এমন সময় জেফ এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, কী যে সুন্দর লাগছিল আপনাকে দূর থেকে দেখতে। জাহাজে ভ্রমণকালের রোমান্সে কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'অবশ্যই করি। তবে আপনাকে বিশ্বাস করি না।' চলে যাবার উপক্রম করল ট্রেসি।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার জন্য খবর আছে। মাত্রই জেনেছি ম্যাক্স পিয়েরপন্ট এ জাহাজে ওঠেননি। শেষ মুহূর্তে বাতিল করেছেন যাত্রা।'

'আহারে, কী আফসোস! আপনার জাহাজ ভাড়ার টাকাটাই জলে গেল।'

'আমি তা মনে করি না', ওকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে জেফ। 'এ ভ্রমণ থেকে কিছু পয়সাকড়ি কামাতে আপনার কেমন লাগবে?'

নাহ্, এ লোকটা দেখছি বড্ড নাছোড়বান্দা। 'আপনার পকেটে যদি সাবমেরিন কিংবা হেলিকপ্টার না থাকে, আমি মনে করি না যে এ জাহাজের কারও টাকা লুটে পালাতে পারবেন।'

'কে বলল আমি টাকা লুট করব? আপনি, বরিস মেলনিকভ কিংবা পিয়েতর নেগুলেস্কোর নাম শুনেছেন?

'শুনলেই বা কী?'

'মেলনিকভ এবং নেগুলেস্কো রাশিয়া যাচ্ছে একটি চ্যাম্পিয়নশীপ ম্যাচ খেলতে। আমি যদি ওদের দু'জনের সঙ্গে আপনার একটা খেলার ব্যবস্থা করে দিতে পারি', আগ্রহ নিয়ে বলল জেফ, 'আমরা অনেকগুলো টাকা জিতে নিতে পারবো। একটা দারুণ সেটআপ হবে।'

অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রেসি। 'ওদের দু'জনের সঙ্গে আমার খেলার একটা ব্যবস্থা করতে চান? আর সেটি আপনার দারুণ সেটআপ হবে?'

'আ–হ্যাঁ। প্ল্যানটা কেমন?'

'ভালোই। তবে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে।'

'কী সেটা?'

'আমি দাবা খেলতে পারি না।'

শিশুর মতো সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো জেফ। 'ওটা কোনো সমস্যাই নয়। ও আমি আপনাকে শিখিয়ে দেব।'

'আপনি আসলে একটা উন্মাদ' বলল ট্রেসি। 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিই– ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। গুড নাইট।

তেতাল্লিশ

পরদিন সকালে ট্রেসি আক্ষরিক অর্থেই বাড়ি খেল বরিস মেলনিকভের সঙ্গে। সে বোট ডেকে জগিং করছিল, ট্রেসি মোড় ঘুরেছে মেলনিকভ গিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে, ধাক্কার চোটে মেঝেয় ছিটকে গেল ট্রেসি।

'সামলে!' খেঁকিয়ে উঠল মেলনিকভ। 'চোখের মাথা খেয়েছেন?' বলে সে দৌড়াতে লাগল।

ডেকে উঠে বসল ট্রেসি, লোকটার দিকে তাকাল। 'আরে আপনি ওভাবে কথা–' সিধে হলো ও, হাত দিয়ে ধুলো ঝাড়ল শরীরের।

এক স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল। 'আপনার লেগেছে, মিস? দেখলাম উনি আপনার গায়ে–'

'না, আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।'

ট্রেসি নিজের কেবিনে ফিরে এসে দেখল ওর জন্য ছ'টি মেসেজ অপেক্ষা করছে। মেসেজগুলোতে লেখা মি. জেফ স্টিভেন্স ওকে ফোন করতে বলেছেন। ওগুলো অগ্রাহ্য করল ট্রেসি। বিকেলটা কাটিয়ে দিল সুইমিংপুলে সাঁতার কেটে আর বই পড়ে। সন্ধ্যায় ঢুকল বার-এ, ডিনারের আগে একটা ককটেল নেবে। বেশ আনন্দে আছে ও। তবে ওর স্ফূর্তি বেশিক্ষণ রইল না। রোমানিয়ান দাবাড়ু পিয়েতর নেগুলেস্কো বার-এ বসা ছিল। ট্রেসিকে দেখে সে সিধে হলো। 'আমি কি আপনাকে একটি ড্রিংক কিনে দিতে পারি, বিউটিফুল লেডি?'

ট্রেসি একটু ইতস্তত করে হাসল। 'আ, কেন, আচ্ছা। ধন্যবাদ।'

'কী খাবেন?'

'ভদকা এবং টনিক।'

নেগুলেস্কো বারম্যানকে অর্ডার দিয়ে ট্রেসির দিকে ফিরল। 'আমি পিয়েতর নেগুলেস্কো।'

'জানি আমি।'

'অবশ্যই জানবেন। সবাই আমাকে চেনে। আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু। আমার দেশে আমি ন্যাশনাল হিরো।' ট্রেসির দিকে ঝুঁকে এল সে, একটা হাত রাখল ওর হাঁটুতে। 'আমি একজন দারুণ রমণবাজও বটে।'

ট্রেসি ভাবল কথাটা ভুল শুনেছে। 'কী?'

'আমি মেয়েদেরকে বিছানায় দারুণ সুখ দিতে পারি।'

ট্রেসির ইচ্ছে করল হাতের ড্রিংকটা লোকটার মুখে ছুড়ে মারে, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ও। ওর মাথায় একটা মতলব এসেছে। 'মাফ করবেন', বলল ট্রেসি। 'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

ট্রেসি চলল জেফ স্টিভেন্সের খোঁজে। প্রিন্সেস গ্রিল-এ তাকে পাওয়া গেল। জেফের টেবিলের দিকে কদম বাড়িয়েছে, দেখল সে সুন্দরী, সুগঠিত শরীরের এক স্বর্ণকেশীর সঙ্গে ডিনার করছে। সুন্দরীর পরনের ইভনিং গাউন এমনভাবে শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে দেখলে মনে হয় মেয়েটির গায়ে আসলে কিছুই নেই, পেইন্ট করেছে। ট্রেসি ঘুরল, চলল করিডোরের দিকে। এক মুহূর্ত বাদে তার পাশে হাজির হলো জেফ।

'ট্রেসি...তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?'

'আমি চাইনি ডিনারে তোমাকে তোমার ইয়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে।'

'আরে ও আমার ইয়েটিয়ে কিছুই নয়', হাল্কা গলায় বলল জেফ। 'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'তুমি মেলনিকভ আর নেগুলেস্কোর ব্যাপারে কি সিরিয়াস?'

'একশো বার। কেন বলোতো?'

'ওদের দু'জনকেই আমি একটা শিক্ষা দিতে চাই।'

'আমিও চাই। আর ওদেরকে শিক্ষা দিয়ে কিছু টাকাও কামিয়ে নেবো।'

'বেশ। তোমার প্ল্যানটা কী?'

'তুমি ওদেরকে দাবা খেলায় হারিয়ে দেবে।'

'আমি কিন্তু সিরিয়াস।'

'আমিও।

'তোমাকে আগেই বলেছি আমি দাবা খেলতে পারি না। বড়ে কিংবা রাজা কিছুই আমি চিনি না। আমি–'

'ও নিয়ে ভেবো না', ট্রেসিকে আশ্বস্ত করল জেফ।

'আমি তোমাকে দাবা খেলা শিখিয়ে দেব।' তুমি ওদের দু'জনকেই জবাই করবে।'

'দু'জনকেই?'

'ওহ্, তোমাকে বলিনি বুঝি? তুমি ওদের সঙ্গে এক সাথে খেলবে।'

ডাবল ডাউন পিয়ানো বার-এ বরিস মেলনিকভ-এর পাশে বসল জেফ।

'মহিলাটি অসাধারণ দাবা খেলে', মেলনিকভকে বলল জেফ। 'যদিও এ মুহূর্তে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছেন। কাউকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন না।'

ঘোতঘোঁত করে উঠল রাশান। 'মহিলারা দাবার কিছু জানে না। ওদের চিন্তাশক্তিই নেই।'

'কিন্তু ওর আছে। উনি বলেছেন, আপনাকে নাকি উনি সহজেই হারিয়ে দিতে পারবেন।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বরিস মেলনিকভ। 'কেউ আমাকে হারাতে পারবে না– সহজ কিংবা অন্য কোনোভাবে।'

'উনি আপনার এবং পিয়েতর নেগুলেস্কোর সঙ্গে একসাথে খেলবেন বলেছেন এবং দশ হাজার ডলার বাজি ধরতে চাইছেন। বলেছেন আপনাদের যে কোনো একজনকে ড্র করতে তিনি বাধ্য করবেন।'

ড্রিংক করতে গিয়ে বিষম খেল বরিস মেলনিকভ।

'কী! এমন হাস্যকর কথা জীবনে শুনিনি। আমাদের দু'জনের সাথে একসঙ্গে খেলবে? এই– এই মহিলা অ্যামেচার?'

'জ্বী। প্রতিজনের সঙ্গে বাজি দশ হাজার ডলার।'

'গাধীটাকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্য হলেও কাজটা আমার করা উচিত।'

'আপনি যদি জেতেন, টাকাটা আপনার পছন্দের যেকোনো দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে।'

লোভ ফুটল রাশানের চেহারায়। 'আমি এই মহিলার কথা কস্মিনকালেও শুনিনি। আবার আমাদের দু'জনের সাথে একসঙ্গে খেলতে চাইছে! মাই গড, এ নির্ঘাৎ উন্মাদ।'

'তাঁর কাছে কুড়ি হাজার ডলার আছে। নগদ।'

'কোন দেশের মানুষ সে?'

'আমেরিকান।'

'ওহ্, তাই বলেন। সকল ধনী আমেরিকানই পাগল, বিশেষ করে মহিলারা।'

জেফ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল 'বেশ, বুঝতে পারছি ওনাকে শুধু পিয়েতর নেগুলেস্কোর সঙ্গেই খেলতে হবে।'

'নেগুলেস্কো ওই মহিলার সঙ্গে খেলবেন?'

'কেন, বলিনি বুঝি? উনি আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই খেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি যদি ভয় পান...

'ভয়! বরিস মেলনিকভ ভয় পায়?' হুংকার ছাড়ল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্র্যান্ডমাস্টার। 'আমি ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলব। এই হাস্যকর খেলাটি কবে হবে?'

'শুক্রবার রাতে।'

দ্রুত চিন্তা করছে বরিস মেলনিকভ। 'তিন দান থেকে সেরা দুই?'

'না, একদানই খেলা হবে।'

'দশ হাজার ডলার?'

'জ্বী।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রাশান। 'আমার কাছে অত টাকা ক্যাশ নেই।'

'কোনো সমস্যা নেই', তাকে আশ্বস্ত করল জেফ। 'মিস হুইটনি আসলে বিখ্যাত বরিস মেলনিকভের সঙ্গে খেলার গৌরবটিই শুধু অর্জন করতে চান। আপনি হারলে ওনাকে আপনার সই করা একটি ব্যক্তিগত ছবি দিলেই চলবে। আর জিতলে পেয়ে যাবেন দশ হাজার ডলার।'

'বাজির টাকা কার কাছে থাকবে?' রাশানের গলায় সন্দেহের সুর।

'জাহাজের পার্সারের কাছে।'

'বেশ' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মেলনিকভ। 'শুক্রবার রাত। আমরা দশটার সময় খেলা শুরু করব।'

'আপনি খেলতে রাজি হয়েছেন শুনলে উনি খুব খুশি হবেন', বলল জেফ।

পরদিন সকালে জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করতে গিয়ে পিয়েতর নেগুলেস্কোর সঙ্গে

কথা বলল জেফ।

'ও আমেরিকান তো?' বলল পিয়েতর নেগুলেস্কো। 'সে আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। সবগুলো আমেরিকানই বাচাল।'

'উনি খুব ভালো দাবাড়ু।'

মুখ বাঁকাল পিয়েতর নেগুলেস্কো। 'খুব ভালো হলেও কিছু এসে যায় না। সবচেয়ে সেরাটাই হলো আসল। আর আমি সবার সেরা।'

'এ জন্যেই উনি আপনার সঙ্গে খেলতে চান। আপনি হেরে গেলে ওনাকে আপনার অটোগ্রাফসহ একটি ছবি দেবেন। জিতলে দশ হাজার ডলার পাবেন নগদ...

'নেগুলেস্কো অ্যামেচারদের সঙ্গে খেলে না।'

...টাকাটা যে কোনো দেশের ব্যাংকে জমা রাখতে পারবেন।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'বেশ, তাহলে উনি শুধু বরিস মেলনিকভের সঙ্গেই খেলবেন।'

'কী? মেলনিকভ এই মহিলার সঙ্গে খেলতে রাজি হয়েছে?'

'অবশ্যই। তবে ওঁর ইচ্ছে ছিল আপনাদের দু'জনের সঙ্গে একসাথে খেলবেন।'

'আমি কোনোদিন এরকম এরকম–' নেগুলেস্কো শব্দ হাতড়ে না পেয়ে তো তো করতে লাগল। 'ঔদ্ধত্যের কথা শুনিনি। সে কে যে পৃথিবী সেরা দুই দাবাড়ু মাস্টারকে পরাজিত করার দুঃসাহস দেখায়? নিশ্চয় পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা কোনো পাগলী।'

'উনি একটু খেয়ালী স্বভাবের বটে' স্বীকার করার ভঙ্গিতে বলল জেফ, 'তবে মহিলার টাকার অভাব নেই।'

'আপনি বলছেন ওকে হারাতে পারলে দশহাজার ডলার দেবে?'

'জ্বী।'

'বরিস মেলনিকভও একই পরিমাণ টাকা পাবে?'

'যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারেন।'

মুচকি হাসল পিয়েতর নেগুলেস্কো। 'সে ওকে হারাতে তো পারবেই। আমিও পারবো।'

'তবে কথাটা যেন শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।'

'বাজির টাকাটা কার কাছে থাকবে?'

'জাহাজের পারসারের কাছে।'

মেলনিকভ শুধু একা কেন এ মহিলার কাছ থেকে টাকা জিতে নেবে? ঈর্ষা লাগল পিয়েতর নেগুলেস্কোর।

'মাই ফ্রেন্ড, তাহলে আপনার সঙ্গে রফা হয়ে গেল। কোথায় এবং কখন?'

'শুক্রবার রাতে। দশটার সময়। দ্য কুইনস রুম।'

নেকড়ের হাসি হাসল পিয়েতর নেগুলেস্কো। 'আমি ওখানে হাজির থাকবো।'

'ওরা রাজি হয়ে গেছে?' চেঁচিয়ে উঠল ট্রেসি।

'হ্যাঁ।'

ওরে বাবারে! আমার মাথা ঘুরছে।'

'তোমার জন্য ঠাণ্ডা তোয়ালে নিয়ে আসছি।'

জেফ দ্রুত ট্রেসি হুইটনির বাথরুমে ঢুকল, একটি তোয়ালে ভেজানো ঠাণ্ডা পানি দিয়ে, নিয়ে এল ওর কাছে। ট্রেসি chaise long-এ (শোবার জন্য ব্যবহৃত এক হাতওয়ালা নিচু, লম্বা চেয়ার) শুয়ে আছে। জেফ ওর কপালে চেপে ধরল শীতল তোয়ালে। 'এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো। আমাকে বোধহয় মাইগ্রেনে ধরেছে।'

'আগে কখনো মাইগ্রেনের ব্যথা হয়েছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে এটা মাইগ্রেন নয়। আকস্মিক শক।'

'এরকম কিছুর মুখোমুখি হবার আগে নার্ভাস হওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

লাফিয়ে উঠে বসল ট্রেসি, ছুড়ে ফেলে দিল তোয়ালে।

'এরকম কিছু মানে? এরকম কোনো ঘটনা এর আগে কোনোদিন ঘটতে শুনেছ? তোমার কাছ থেকে এক দান দাবা খেলা শিখে নিয়েই দু'জন আন্তর্জাতিক তুখোড় দাবাড়ুর সঙ্গে খেলতে যাচ্ছি–'

'দুইবার', ওকে শুধরে দিল জেফ। 'তুমি আমার কাছে তালিম নিয়েছ। দাবা বুঝতে পারার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা রয়েছে তোমার।'

'ঈশ্বর, কেন যে এ বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম!'

'কারণ আমরা দু'জনে মিলে প্রচুর টাকা কামাতে যাচ্ছি।'

'আমি প্রচুর টাকা কামাতে চাই না', গুঙিয়ে উঠল ট্রেসি। 'আমি চাই এ জাহাজটা ডুবে যাক। এটা কেন *টাইটানিক* জাহাজ হলো না?'

'শান্ত হও', মসৃণ গলায় বলল জেফ। 'সবকিছু–'

'সবকিছুর সর্বনাশ হবে। আর জাহাজের সবাই তা চেয়ে চেয়ে দেখবে।'

'আমরা তো তা-ই চাই, নয় কি?' হাসিতে উদ্ভাসিত হলো জেফ।

জাহাজের পার্সারের সঙ্গে কথা বলে খেলার ব্যবস্থা করে ফেলল জেফ। পার্সারকে ২০,০০০ ডলারের ট্রাভেলার্স চেক দিল। বলল শুক্রবার রাতের জন্য দুটো চেস টেবিল জোগাড় করে ফেলতে। কথাটা দ্রুত ছড়িয়ে গেল জাহাজে। যাত্রীরা একের পর এক জেফের কাছে এসে জানতে চাইল সত্যি সত্যি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা।

'একশোবার', যারাই জানতে চাইল তাদেরকে জবাব দিল জেফ। এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। বেচারী মিস হুইটনি বিশ্বাস করেন তিনি খেলায় জিততে পারবেন। তিনি এ নিয়ে বাজিও ধরে ফেলেছেন।'

'ভাবছি', বলল এক যাত্রী, 'আমিও ছোটখাটো একটি বাজি ধরে ফেলব কিনা।'

'নিশ্চয়। যত খুশি টাকার বাজি ধরুন না। মিস হুইটনির এ খেলায় জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

প্রথমে একজন বাজি ধরার পরে সবাই বাজি ধরার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। জাহাজের যাত্রীরা তো বটেই, ইঞ্জিন রুমের ক্রু, শিপের কর্মকর্তারাও বাজি ধরতে লাগল। বাজির অংক পাঁচ ডলার থেকে পাঁচ হাজার ডলারে পৌঁছে গেল। সবাই রাশান এবং রোমানিয়ানের ওপরে বাজি ধরেছে।

সন্দেহবাদী পার্সার গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'এমন ঘটনা জীবনে দেখিনি, স্যার। এ স্রেফ উন্মাদনা। প্রায় সকল যাত্রীই বাজি ধরেছে। দুইশো হাজার ডলারের বাজি ধরা হয়েছে।'

ক্যাপ্টেন পার্সারকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে লক্ষ করতে করতে বললেন, 'তুমি বলছ মেলনিকভ এবং নেগুলেস্কোর সঙ্গে মিস হুইটনি এক সাথে খেলবেন?'

'জ্বী, ক্যাপ্টেন।'

'ওরা দু'জন সত্যিই পিয়েতর নেগুলেস্কো এবং বরিস মেলনিকভ তো?'

'অবশ্যই, স্যার।'

'খেলাটা সাজানো নয় তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না। ওরা দু'জনেই প্রচণ্ড অহংকারী। সাজানো খেলা খেলার চেয়ে ওরা মৃত্যু শ্রেয় মনে করবেন। আর এ মহিলার কাছে যদি ওরা হেরে যান বাড়ি ফিরে হয়তো তাই করবেন।'

মাথার চুলে হাত চালিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, চেহারায় বিস্ময়।

'মিস হুইটনি কিংবা মি. স্টিভেন্স সম্পর্কে কিছু জানো?'

'কিছুই জানি না, স্যার। শুধু জানি ওরা আলাদাভাবে ভ্রমণ করছেন।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'মনে হচ্ছে এতে ধোঁকাবাজির একটা ব্যাপার থাকতে পারে। তবে আমি নিজেও দাবা খেলায় একজন এক্সপার্ট বলে জানি এতে প্রতারণা করার কোনো সুযোগ নেই। ঠিক আছে, খেলা চলুক।' নিজের ডেস্কে হেঁটে গেলেন তিনি, কালো চামড়ার একটা ওয়ালেট বের করলেন। 'আমার জন্য পঞ্চাশ পাউন্ডের বাজি ধরবে। গ্রান্ড মাস্টারদের ওপরে।'

চুয়াল্লিশ

শুক্রবার রাত ন'টার মধ্যেই কুইন্স রুম পূর্ণ হয়ে গেল ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস ও থার্ডক্লাসের যাত্রীসহ অফ ডিউটিতে থাকা জাহাজের কর্মকর্তা এবং ক্রুদের ভিড়ে। জেফ স্টিভেন্সের অনুরোধে টুর্নামেন্টের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে দুটি কক্ষ। একটি টেবিল পাতা হয়েছে কুইন্স রুমের মাঝখানে, অপরটি সংলগ্ন সেলুনে। পর্দা ফেলে আলাদা করা হয়েছে কামরা দুটি।

'ফলে খেলোয়াড়দের আর বিক্ষিপ্তচিত্ত হবার আশংকা রইল না', বলল জেফ। 'ওদিকে দর্শকও নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড় বেছে নিয়ে যে কোনো কামরায় খেলা দেখতে পারবে।'

দর্শকদের দূরে ঠেকিয়ে রাখতে দুই টেবিলের চারপাশে টাঙ্গানো হয়েছে ভেলভেটের রশি। দর্শক এসেছে একদম নতুন কিছু দেখার প্রত্যাশায়। অপূর্ব সুন্দরী আমেরিকান তরুণীটি সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, শুধু জানে সে কিংবা অন্য যে কারও পক্ষে বিখ্যাত নেগুলেস্কো এবং মেলেনিস্কভের সঙ্গে একত্রে খেলা এবং তাদেরকে পরাজিত করা অসম্ভব ব্যাপার।

খেলা শুরু হবার অল্পক্ষণ আগে জেফ দুই গ্রান্ড মাস্টারের সঙ্গে ট্রেসির পরিচয় করিয়ে দিল। এক কাঁধ অনাবৃত, সবুজ শিফন গ্যালানোস গাউনে ট্রেসিকে দেখাচ্ছিল গ্রেসিয়ান ছবির মতো। ফর্সা মুখে দারুণ লাগছিল চোখ জোড়া।

পিয়েতর নেগুলেস্কো ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপনি সবগুলো জাতীয় টুর্নামেন্ট জিতেছেন?'

'জ্বী', গলায় জোর দিয়ে জবাব দিল ট্রেসি।

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়েতর। 'আপনার নাম শুনিনি কোনোদিন।'

বরিস মেলনিকভও খুব কাঠখোট্টা। 'আপনারা, আমেরিকানরা টাকা কীভাবে খরচ করবেন বুঝতে পারেন না। আপনাকে আগেই ধন্যবাদ জানাই আমার জয়লাভ করার টাকাগুলো আমার পরিবারকে খুব খুশি করবে।

ট্রেসির চোখে যেন সবুজ জেড পাথর। 'আপনি এখনো জয়লাভ করেন নি, মি. মেলনিকভ।'

মেলনিকভের হাসি যেন বজ্রপাত ঘটাল ঘরে। 'মাই ডিয়ার লেডি, আমি জানি না আপনি কে, কিন্তু আমি জানি আমি কে। আমি দ্য গ্রেট বরিস মেলনিকভ।'

রাত দশটা বাজে। জেফ চারদিকে তাকিয়ে দেখল দুটি কামরাতেই 'তিল ঠাঁই আর নাহিরে' অবস্থা। 'এখন খেলা শুরু করতে পারি আমরা।'

মেলনিকভের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসল ট্রেসি। এ নিয়ে শতবারের জন্যে ভাবল কেন সে এ ঝামেলায় জড়াতে গিয়েছিল।

'ভয় পাবার কিছু নেই', ওকে নিশ্চিন্ত করার ভঙ্গিতে বলেছিল জেফ। 'আমার ওপরে বিশ্বাস রাখো।'

আর বোকার মতো ওকে বিশ্বাস করতে গিয়েছিল ট্রেসি। *নিশ্চয় আমার মাথায় গোলমাল হয়েছিল* ভাবছে ও। সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দু'জন দাবাড়ুর সঙ্গে খেলছে। অথচ খেলাটি সম্পর্কে কিছুই জানে না, জেফের কাছ থেকে চার ঘণ্টার তালিম নেয়া ছাড়া।

চরম মুহূর্ত এসে উপস্থিত। ট্রেসি টের পেল ওর পা কাঁপছে। মেলনিকভ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। স্টুয়ার্ডের দিকে ফিরে হিসিয়ে উঠল, 'আমার জন্য একটি ব্রান্ডি নিয়ে এসো, নেপোলিয়ান।'

'সবার প্রতি পক্ষপাতহীন থাকার জন্য', জেফ বলেছিল মেলনিকভকে, 'আমি প্রস্তাব দেব আপনি যেহেতু সাদা নিয়ে খেলবেন কাজেই প্রথম চালটি আপনিই দেবেন, আর মি. নেগুলেস্কোর সঙ্গে খেলার সময় মিস হুইটনি সাদা নিয়ে খেলবেন এবং তিনিই প্রথম চাল দেবেন।'

দুই গ্রান্ড মাস্টার এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছে।

ফিসফাস গুঞ্জন চলছে দর্শকদের মাঝে, বরিস মেলনিকভ শুরু করে দিল খেলা। রানীকে দুই ঘর সামনে এগিয়ে দিল সে। *আমি এই মহিলাকে শুধু পরাজিতই করব না. ওকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলব।*

চালটা চেলে ট্রেসির দিকে তাকাল সে। বোর্ডের ওপর চোখ বুলাল ট্রেসি, মাথা ঝাঁকিয়ে খাড়া হলো। কোনো চাল দিল না সে। দ্বিতীয় কামরা অভিমুখে রওনা হয়েছে ও, একজন স্টুয়ার্ড ভিড় ঠেলে ওর পথ করে দিল। দ্বিতীয় কক্ষে পিয়েতর নেগুলেস্কো একটি টেবিলে বসে ট্রেসির জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘরে কমপক্ষে শতাধিক লোক। ট্রেসি বসল নেগুলেস্কোর বিপরীত দিকে।

'আঃ, আমার ছোট্ট কবুতর। আপনি কি বরিসকে হারিয়ে এসেছেন?' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে সারা পিয়েতর।

'চেষ্টা করছি, মি. নেগুলেস্কো', শান্ত গলায় বলল ট্রেসি।

ও বোর্ডে হাত বাড়াল। সাদা রঙের রানীকে দুই ঘর ঠেলে দিল। নেগুলেস্কো ট্রেসির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ঘণ্টাখানেক পরে ওর শরীর দলাই মলাই করতে একজন আসবে। তার আগেই সে শেষ করে দিতে চায় খেলা। সে তার কালো রাণীকে দুই ঘর পেছনে ঠেলে দিল। ট্রেসি এক মুহূর্ত জরিপ করল বোর্ড, তারপর আসন ছাড়ল। স্টুয়ার্ড ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলে বরিস মেলনিকভের কাছে।

ট্রেসি টেবিলে বসে তার কালো রানীকে দুই ঘর পিছিয়ে নিল। আড়চোখে লক্ষ্য করল জেফ সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বরিস মেলনিকভ তার সাদা রাণীর বিশপকে দুই ঘর এগিয়ে দিল।

দুই মিনিট বাদে, নেগুলেস্কোর টেবিলে এসে ট্রেসি তার সাদা রানীর বিশপকে দুই ঘর চালল।

নেগুলেস্কো তার রাজার বোড়েকে নিয়ে চাল দিল।

ট্রেসি চেয়ার ছাড়ল, ফিরে এল ওর জন্য অপেক্ষমান বরিস মেলনিকভের সঙ্গে। ট্রেসি ওর সাদা রাজার বোড়েকে নিয়ে চাল দিল।

আঃ! ও তাহলে পুরোপুরি অ্যামেচার নয়, বিস্মিত হয়ে ভাবছে মেলনিকভ। *আচ্ছা দেখি এবারে সে কী করে।* সে তার রানীর নাইটকে ট্রেসির রানীর তিন নম্বর বিশপের দিকে ঠেলে দিল।

ট্রেসি রাশানের চাল দেয়া দেখল, তারপর নেগুলেস্কোর কাছে এসে মেলনিকভের চালটা হুবহু নকল করল।

নেগুলেস্কো রানীর বিশপ বোরকে দুই ঘর চাল দিল, ট্রেসি মেলনিকভের কাছে এসে নেগুলেস্কোর চালটাই আবার চালল।

ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ের সাথে দুই গ্রান্ড মাস্টার উপলব্ধি করল তারা এক প্রতিভাময়ী প্রতিযোগীর সঙ্গে খেলছে। তারা যতই কৌশলের সঙ্গে চাল দিক না কেন, এ অ্যামেচারটি পাল্টা সঠিক চাল দিতে মোটেই ভুল করছে না।

যেহেতু ওরা দু'জন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন তাই বরিস মেলনিকভ এবং পিয়েতর নেগুলেস্কোর ধারণাতেও নেই আসলে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলছে। মেলনিকভ ট্রেসিকে যে চালটা দিচ্ছে ওটাই আবার নেগুলেস্কোর সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করছে ট্রেসি। আবার নেগুলেস্কোর দেয়া চাল প্রয়োগ করছে মেলনিকভের বিরুদ্ধে।

খেলার মাঝামাঝি এসে দুই গ্রান্ড মাস্টারের কাছে এটা আর ছেলেখেলা রইল না। এখন তারা লড়াই করছে নিজেদের সুনাম বজায় রাখার জন্য। বিরতির সময়টুকুতে তারা মেঝেয় অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াল আর ঘনঘন সিগারেট টানল। শুধু ট্রেসিকে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল।

বিরতির পরে ট্রেসিকে আর থামিয়ে রাখা গেল না। দুই গ্রান্ডমাস্টারের চাল কৌশলে একে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে দু'জনের মাথা প্রায় খারাপ করে দেয়ার জোগাড় করল ও। মেলনিকভ এবং নেগুলেস্কো মনে মনে একে অন্যকে গালাগাল করছিল। মেলনিকভ ভাবছিল *মাগীটাকে নিশ্চয় নেগুলেস্কো পরামর্শ দিয়েছে।* আর নেগুলেস্কো ভাবছিল, *মহিলা দেখছি মেলনিকভের উত্তরসূরী। হারামজাদা নির্ঘাৎ ওর খেলাটা মহিলাকে শিখিয়ে দিয়েছে যাতে আমি কুপোকাৎ হই।*

ওরা দু'জন যত কঠিন করে তুলতে চাইল খেলা, ততই বুঝতে পারল ট্রেসিকে হারানোর ক্ষমতা তাদের নেই। এ খেলা নির্ঘাৎ ড্রতে রূপ নেবে।

টানা ছয় ঘণ্টা পরে, ভোর চারটার সময় শেষ হলো খেলা। খেলায় শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছেছে দুই খেলোয়াড় তখন প্রতিটি বোর্ডে রয়েছে তিনটে বোড়ে, একটি হাতি আর একটি রাজা। দু'জনের কারোই জেতার উপায় নেই। মেলানিকভ অনেকক্ষণ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে গভীর একটা দম নিয়ে ভাঙা গলায় ঘোষণা করল, 'আমি ড্র'র প্রস্তাব করছি।'

দর্শক হুল্লোড়ের মধ্যে ট্রেসি বলল, 'আমি প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।'

দর্শক রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

ট্রেসি ভিড় ঠেলে পাশের ঘরে এল। চেয়ারে বসতে যাচ্ছে, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে নেগুলেস্কো বলল, 'আমি ড্র'র প্রস্তাব করছি।'

এ ঘরের দর্শকও চেঁচাতে লাগল। যা দেখেছে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অচেনা, অজানা এক মহিলা কিনা একই সঙ্গে পৃথিবী-সেরা দুই গ্রান্ডমাস্টারকে পরাজিত করল।

জেফ চলে এল ট্রেসির পাশে। 'চলো', মৃদু হাসল সে, 'আমাদের দু'জনেরই এখন একটা ড্রিংক দরকার।'

ওরা যখন চলে গেল, বরিস মেলনিকভ এবং পিয়েতর নেগুলেস্কো তখনো বজ্রাহতের মতো বসে আছে চেয়ারে, শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে তাদের বোর্ডের দিকে।

ট্রেসি এবং জেফ আপার ডেক বার-এ একটি টেবিল দখল করল।

'তুমি দারুণ দেখিয়েছ', হেসে উঠল জেফ। 'মেলনিকভের চেহারাটা লক্ষ্য করেছ? ভাবছিলাম লোকটার হার্ট-অ্যাটাক হয়ে না যায়।'

'আমি ভেবেছি আমার বোধহয় হার্ট-অ্যাটাক হবে', বলল ট্রেসি। 'আমরা কত জিতলাম?'

'প্রায় দুই লাখ ডলার। সকালে সাউদাম্পটনে পৌছার পরে পার্সারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেবো। ডাইনিং রুমে নাস্তা খাওয়ার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'বেশ।'

'এখন একটু বিশ্রাম নেবো। চলো তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিই।'

'আমি এখুনি ঘুমাতে যাবো না, জেফ। আমার উত্তেজনা এখনো তুঙ্গে। তুমি যাও।'

'তুমি একজন চ্যাম্পিয়ন', জেফ ঝুঁকে হালকা চুমু খেল ট্রেসির গালে। 'গুড নাইট, ট্রেসি।'

'গুডনাইট, জেফ।'

চলে গেল জেফ। এখন বিছানায় গেলেও কি ঘুম আসবে? অসম্ভব! ট্রেসির জীবনে এরকম উত্তেজক রাত খুব কমই এসেছে। রাশান এবং রোমানিয়ান দু'জনেই নিজেদের ওপর খুব বেশি আস্থাশীল ছিল, ওরা খুব দুর্বিনীত। জেফ বলেছিল, 'আমার ওপর ভরসা রাখো।' এবং ট্রেসি ওকে ভরসা করেছে। ও কে, ওর কী পরিচয় সবই জানে ট্রেসি। জেফ সুদর্শন, রসজ্ঞ এবং চতুর। তার সঙ্গে সহজে মেশা যায়। কিন্তু ওর প্রতি সিরিয়াস-ভাবে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না কিছুতেই।

জেফ নিজের কামরায় ফিরছে, পথে দেখা হয়ে গেল জাহাজের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে।

'গুড মর্নিং, মি. স্টিভেন্স। এ খেলার সংবাদ ইতিমধ্যে সবজায়গায় চাউর হয়ে গেছে। কল্পনা করতে পারি সাউদাম্পটনে আপনাদের দু'জনের জন্যেই অপেক্ষা করছে সাংবাদিকরা। আপনি কি মিস হুইটনির ম্যানেজার?

'না, জাহাজেই পরিচয়।' জবাব দিল জেফ। তবে ওর মস্তিষ্কে তখন অন্য চিন্তা। ওকে আর ট্রেসিকে কেউ একত্রিত করলেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে। দু'জনে মিলে কোনো চাল চেলেছিল। অনুন্ধানও হতে পারে। কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক হবার আগেই টাকাটা হাতে পেতে চায় জেফ।

ও একটি চিঠি লিখল ট্রেসিকে।

টাকা তুলে নিয়েছি। স্যাভয় হোটেলে তোমার সঙ্গে মিলিত হব সেলিব্রেশন ব্রেকফাস্টের জন্য। তুমি সত্যি দারুণ দেখিয়েছ। জেফ।

চিরকুটটা একটি খামে ঢুকিয়ে একজন স্টুয়ার্ডকে দিল জেফ। 'কাল সকালে চিঠিটা মিস হুইটনিকে দিও।'

'আচ্ছা, স্যার।'

জেফ পা বাড়াল পার্সারের অফিসে।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত', ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল জেফ। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ঘাটে ভিড়বে। আমি জানি তখন আপনি প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবেন। টাকাটা কি এখন দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়', হাসল পার্সার। 'আপনার ইয়াং লেডিটি একজন জাদুকর, না?'

'তাতে আর সন্দেহ কী?'

'একটা কথা জানতে চাই, মি. স্টিভেন্স, উনি এরকম দাবা খেলতে শিখেছেন কোথায়?'

জেফ সামনে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলল, শুনেছি'ববি ফিশার ওকে খেলাটা শিখিয়েছেন।'

পার্সার সিন্দুক খুলে দুটি বড়সড় ম্যানিলা খাম বের করল। 'অনেকগুলো টাকা। আমি কি টাকাগুলোর বিপরীতে একটি চেক লিখে দেব?'

'না, না। তার দরকার নেই। নগদে কোনো সমস্যা হবে না।' বলল জেফ। 'আমার একটা উপকার করবেন? 'ঘাটে জাহাজ ভেড়ার আগে তো একটা মেইলবোট আসবে তাই না?'

'জ্বী, স্যার। সকাল ছ'টার দিকে আসার কথা।'

'আমাকে ওই মেইল বোটে নামিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন তো খুব ভালো হয়। আমার মা খুব অসুস্থ। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই–' গলা বুজে এল জেফের–' কোনো অঘটন ঘটার আগেই।'

'ওহ্, খবরটা শুনে আমি খুবই দুঃখিত, মি. স্টিভেন্স। অবশ্যই আমি আপনাকে মেইলবোটে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করব।'

সকাল সোয়া ছ'টায়, সুটকেসে যত্নের সঙ্গে রাখা ম্যানিলা খামজোড়াসহ জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে মেইলবোটে নেমে এল জেফ স্টিভেন্স। তার সামনে পাহাড়সম শরীর নিয়ে ভেসে থাকা জাহাজের দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টি বুলাল ও। জাহাজের যাত্রীরা এখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুইন এলিজাবেথ-২ নোঙর করার অনেক আগেই ঘাটে পৌঁছে যাবে


..::ShOpNoHiN::..
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Exclusive
স্ক্যানিং
এডিটিং
..:: ShOp No HiN ::..
S
Visit Us at ..::ShOpNoHiN::..
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

জেফ। 'যাত্রাটি খুব সুন্দর ছিল', মেইন বোটের এক ক্রুকে বলল জেফ।

'ঠিক তাই', ভেসে এল একটি কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল জেফ। রশির একটি কুণ্ডুলির ওপর বসে আছে ট্রেসি, মুখের পাশে উড়ে এসে পড়েছে চুল।

'ট্রেসি! তুমি এখানে কী করছ?'

'তোমার কী ধারণা আমি কী করছি?'

ট্রেসির মুখের ভাব লক্ষ্য করল জেফ। 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! তুমি নিশ্চয় ভাবছ না তোমার টাকা মেরে দিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম?'

'আমি কেন তা ভাবতে যাব?' ট্রেসির গলার স্বর রুক্ষ।

'ট্রেসি, তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি আমি। ওতে বলেছি তোমার সঙ্গে স্যাভয় হোটেলে দেখা করব এবং–'

'নিশ্চয়', শ্লেষ ট্রেসির গলায়। 'তুমি কিছুতেই হাল ছাড়ো না, তাই না?'

স্যাভয় হোটেলে, ট্রেসির সুইটে বসে ভাগ বাঁটোয়ারা হলো টাকা। 'তোমার ভাগে পড়েছে একলাখ এক হাজার ডলার', বলল জেফ।

'ধন্যবাদ' টেসির কণ্ঠস্বর বরফ-শীতল।

জেফ বলল, 'তুমি আসলে অযথা আমাকে ভুল বুঝেছ, ট্রেসি। আমাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার একটি সুযোগ দাও। আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করো?'

একটু ইতস্তত করে রাজি হলো ট্রেসি, 'আচ্ছা।'

'গুড। আমি তোমাকে আটটার সময় এসে নিয়ে যাবো।'

জেফ স্টিভেন্স সেদিন সন্ধ্যায় হোটেলে এসে ট্রেসির খোঁজ করলে রুম ক্লার্ক জানাল, 'আমি দুঃখিত, স্যার। মিস হুইটনি বিকেলেই হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন। কোথায় গেছেন বলে যাননি কিছু।'

পঁয়তাল্লিশ

হাতে লেখা আমন্ত্রণ পত্রটি ট্রেসির জীবনটাকেই বদলে দিল।

জেফ স্টিভেন্সের কাছ থেকে ভাগের টাকাটা নিয়ে সন্ধ্যায় হোটেল ছেড়ে ৪৭ পার্ক স্ট্রিটের নীরব, প্রায় অবহেলিত চেহারার একটি হোটেলে উঠে এসেছে ট্রেসি। এ হোটেলের বাথরুমগুলো সুন্দর, এদের সেবার মানও চমৎকার।

লন্ডনে আসার দ্বিতীয় দিনে, একজন হল পোর্টার দাওয়াত পত্রটি নিয়ে এল ট্রেসির কাছে। তাম্রফলকে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা 'আমাদের দু'জনেরই পরিচিত এক বন্ধুর মতে আমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই তাহলে তা উভয়ের জন্য লাভজনক হতে পারে। আসুন না আজ বিকেল চারটায় রিজ হোটেলে বসে চা পান করি? নিজেকে চেনাবার গতানুগতিক পদ্ধতিটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি– আমার কোটের ল্যাপেলে গোঁজা থাকবে একটি লাল কার্নেশন।' নিচে সই করা 'গুন্থার হারটগ।'

এ লোকের নাম কোনোদিন শোনেনি ট্রেসি। প্রাথমিক প্রবণতার বশে ইচ্ছে হলো চিঠিটি অগ্রাহ্য করবে তবে ওর কৌতূহল ইচ্ছেটাকে ছাপিয়ে গেল বলে বিকেল সোয়া চারটায় সে হাজির হলো রিজ হোটেলের রুচিশীল ডাইনিং হল-এ। লোকটি সাথে সাথে নজর কাড়ল ওর। বয়েস ষাটের কোঠায়, চিত্তাকর্ষক চেহারা, রোগা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। ভদ্রলোকের গায়ের ত্বক মসৃণ এবং ভীষণ স্বচ্ছ। পরনে দামী ছাঁটের গ্রে সুট, কোটের ল্যাপেলে শোভা পাচ্ছে লাল টকটকে একটি কার্নেশন।

ট্রেসিকে নিজের টেবিলের দিকে হেঁটে আসতে দেখে চেয়ার ছাড়লেন গুন্থার হারটগ, বো করলেন। 'আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ।'

ট্রেসিকে প্রাচীন কায়দায় যেভাবে তিনি অভ্যর্থনা করে টেবিলে বসালেন, আতিথেয়তাটুকু বেশ উপভোগ করল ও। লোকটিকে মনে হলো ভিন্ন কোনো পৃথিবীর। এ মানুষটির ওর কাছে কী কাজ শত ভেবেও বের করতে পারল না ট্রেসি।

'আমি আসলে স্রেফ কৌতূহলের কারণে এসেছি', স্বীকার করল ট্রেসি। 'কিন্তু আপনি অন্য কোনো ট্রেসি হুইটনির সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেননি তো?'

হাসলেন গুন্থার হারটগ। 'আমি যা শুনেছি তাতে এ পৃথিবীতে অমন ট্রেসি হুইটনি একজনই আছে।'

'ঠিক কী শুনেছেন?'

'চা খেতে খেতে বলি?'

চায়ের আয়োজনে রইল ফিঙ্গার স্যান্ডউইচ, ডিমের চপ, স্যামন, শসা, শালুক এবং

চিকেন। ক্রিম আর জ্যাম মাখানো গরম কেক, সদ্য তৈরি করা প্যাস্ট্রির সঙ্গে পরিবেশিত হলো পৃথিবী বিখ্যাত টুইনিংস চা। খেতে খেতে কথা বলল ওরা।

'আপনি চিঠিতে আমাদের দু'জনেরই পরিচিত একজন বন্ধুর কথা বলেছিলেন।' বলল ট্রেসি।

'কনরাড মরগান। আমি তারসঙ্গে প্রায়ই কাজ করি।'

আমিও তার সঙ্গে একবার কাজ করেছিলাম, গম্ভীর চেহারা নিয়ে ভাবল ট্রেসি। *এবং সে আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল।*

'সে আপনার খুব প্রশংসা করেছে', বললেন গুন্থার হারটগ।

হোস্টের দিকে এবারে আরও ভালো করে তাকাল ট্রেসি। ভদ্রলোকের চেহারায় রয়েছে আভিজাত্য, দেখলেই বোঝা যায় বড়লোক। *ইনি আমার কাছে কী চান? অবাক লাগছে ট্রেসির।* ও বিষয়টি নিয়ে কথা বলার সুযোগ দিলেও গুন্থার আর মরগানের কথা উল্লেখই করলেন না।

ওদের সাক্ষাতকার উপভোগ্য এবং মজাদার লাগল ট্রেসির কাছে। গুন্থার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড বয়ান করলেন।

'আমার জন্ম মিউনিকে। আমার বাবা ছিলেন ব্যাংকার। বেশ ধনী মানুষ ছিলেন তিনি। সুন্দর সুন্দর পেইন্টিং আর বহুমূল্যবান অ্যান্টিক দেখে আমি বড় হয়েছি। বড়লোক বাবার ছেলে বলে কিছুটা বখেও গিয়েছিলাম। আমার মা ছিলেন ইহুদি। হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে আমার বাবা আমার মাকে ত্যাগ করতে রাজি হননি বলে তাকে তার অর্জিত সমস্ত টাকা-পয়সা, সম্পত্তি খোয়াতে হয়। বোমা বর্ষণে দু'জনেই মারা যান। বন্ধুরা আমাকে জার্মানী থেকে গোপনে সুইটজারল্যান্ড নিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হবার পরে সিদ্ধান্ত নিই আমি আর জার্মানী ফিরে যাবো না। আমি লন্ডন চলে যাই এবং মাউন্ট স্ট্রিটে অ্যান্টিকের একটি ছোট দোকান খুলে বসি। আশাকরি একদিন আপনি আমার দোকানটি দেখতে আসবেন।'

'ব্যাপার তাহলে এই, বিস্ময় নিয়ে ভাবল ট্রেসি। *ইনি আমার কাছে কিছু মাল বিক্রির ধান্ধা করছেন!'*

কিন্তু একটু পরেই ট্রেসি বুঝতে পারল তার ধারণা ভুল।

খাবারের বিল মেটানোর সময় গুন্থার হারটগ মামুলি গলায় বললেন, 'হ্যাম্পশায়ারে আমার ছোটখাটো একটি খামার বাড়ি আছে। উইকএন্ডে আমার ক'জন বন্ধু যাবেন ওখানে বেড়াতে। আপনিও যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তো খুব খুশি হই।'

দ্বিধাগ্রস্ত ট্রেসি। এ লোকটিকে সে চেনে না, জানে না, ইনি তার কাছে কী চাইছেন তাও কোনো ধারণ করতে পারছে না। *কিন্তু আমার তো হারাবার কিছু নেই,* ভাবছিল ও। শেষতক রাজি হলো ট্রেসি।

উইকএন্ডটি মোড় নিল দারুণ চিত্তাকর্ষণে। গুন্থার হারটগের 'ছোটখাটো' খামার বাড়িটি ত্রিশ একর জমি নিয়ে, সপ্তদশ শতকের বিশাল একটি জমিদার বাড়ি। গুন্থার বিপত্নীক, কিছু গৃহভৃত্য ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ একা। ট্রেসিকে তিনি তাঁর বাড়ির চারপাশ ঘুরে

দেখালেন। একটি গোলাবাড়ি আছে গুন্থারের আস্তাবলে তার ছ'টি ঘোড়া দেখতে পেল ট্রেসি আর উঠোনে তিনি মুরগি এবং শূকর পোষেণ।

'এদের বদৌলতে আমাদেরকে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না', গম্ভীর গলায় বললেন তিনি, 'চলুন, এবারে আমার আসল শখের বিষয়টি দেখবেন।'

একটা ঘের-এ নিয়ে এলেন তিনি ট্রেসিকে। ঘের বা খোঁয়াড়টি বোঝাই কবুতর। 'এগুলো আমার হোমিং পিজন বা পোষা কবুতর', গুন্থারের কণ্ঠে গর্ব। 'সুন্দরীদেরকে দেখুন। ওই যে ওপাশে স্লেট-ধূসর রঙের কবুতরটি দেখতে পাচ্ছেন? ওর নাম মার্গো।' তিনি কবুতরটিকে হাতে তুলে নিলেন। 'তুমি খুব ভয়ংকর মেয়ে, তা কি তুমি জানো? ও অন্যদেরকে সবসময় দাপিয়ে বেড়ায়। তবে ওর মতো বুদ্ধি আর কারও নেই।' গুন্থার প্রিয় কবুতরটির ছোট্ট মাথার পালকে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর সাবধানে নামিয়ে রাখলেন মাটিতে।

পাখিগুলো নানা রঙের, দারুণ লাগছে দেখতে। কোনোটির গায়ের রঙ নীল-কালো, কোনটির গায়ে খাঁজকাটা নীলচে-ধূসর পালক, আবার কিছু আছে রূপোলি রঙের।

'কিন্তু সাদা কবুতরতো একটিও দেখছি না' মন্তব্য করল ট্রেসি।

'হোমিং পিজনরা সাদা রঙের হয় না', ব্যাখ্যা দিলেন গুন্থার, 'কারণ সাদা পালক খুব সহজে ঝরে যায় শরীর থেকে, আর কবুতররা যখন বাড়ি ফেরে, ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে তারা উড়তে থাকে।'

ট্রেসি লক্ষ করল গুন্থার পাখিগুলোকে ভিটামিনসমৃদ্ধ বিশেষ খাবার খাওয়াচ্ছেন।

'এরা সত্যি বিস্ময়কর একটি প্রজাতি', বললেন তিনি।

'আপনি কি জানেন এরা পাঁচশো মাইল দূর থেকেও বাড়ি চিনে চলে আসতে পারে?'

'বাহ্, দারুণ তো!'

গুন্থার হারটগের অতিথিরাও বেশ মুগ্ধ হবার মতো। উপস্থিত অভ্যাগতদের মাঝে রয়েছেন সস্ত্রীক একজন কেবিনেট মিনিস্টার; একজন আর্ল; গার্লফ্রেন্ডসহ একজন জেনারেল এবং মোরভির মহারানি, ইনি খুবই আকর্ষণীয় একজন তরুণী। 'আমাকে শুধু ভি.জে বলে ডাকবেন', বললেন তিনি। তার উচ্চারণে কোনো আঞ্চলিকতার টান নেই। তিনি লাল টকটকে একটি শাড়ি পরেছেন, গায়ে বহুমূল্য জড়োয়া গহনা। এত সুন্দর গহনা কোনোদিন দেখেনি ট্রেসি।

'আমার বেশিরভাগ গহনা একটি ভল্টে রাখি', জানালেন ভি. জে। 'আজকাল চুরি-ডাকাতি যা বেড়ে গেছে।'

রোববার বিকেলে, লন্ডনের পথে কিছুক্ষণ পরেই রওনা দেবে ট্রেসি, স্টাডিরুমে ওকে আমন্ত্রণ করলেন গুন্থার। চায়ের একটি ট্রে'র দু'পাশে, মুখোমুখি বসলেন দু'জন। ট্রেসি পাতলা ফিনফিনে রেপ্লিক কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আপনি কেন আমাকে এখানে দাওয়াত করেছিলেন জানি না, গুন্থার, তবে কারণ যাই হোক, সময়টা আমি বেশ উপভোগ করেছি।'

'শুনে খুশি হলাম, ট্রেসি', তারপর একটু বিরতি দিয়ে তিনি যোগ করলেন, 'আমি

আসলে তোমাকে অবজার্ভ করছিলাম।'

'আচ্ছা?'

'ভবিষ্যতে কী করবে ভেবেছ কিছু?'

ইতস্তত: গলায় জবাব দিল ট্রেসি। 'না, এখনো সেরকম কিছু ভাবি নি।'

'আমার মনে হয় আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।'

'আপনার অ্যান্টিক শপে?'

হেসে উঠলেন গুন্থার। 'নো, মাইডিয়ার। তোমার প্রতিভার তাহলে অবমূল্যায়ন করা হবে। কনরাড মরগানের হয়ে যে দুঃসাহসিক কাজটি তুমি করেছ তার সবই আমি জানি। তুমি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছ।'

'গুন্থার... ও সবই এখন আমার কাছে অতীত।'

'কিন্তু তোমার সামনে কী আছে? বললে কোনো পরিকল্পনা তোমার নেই। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্যই তোমার চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যত টাকাই তোমার থাকুক না কেন একদিন তা ফুরিয়ে যাবে। আমি তোমাকে আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি অত্যন্ত প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক একটি মহলের সঙ্গে চলাফেরা করি। আমি চ্যারিটি বল-এ যাই, বিভিন্ন পার্টিতে যাই। আমি ধনী মানুষদের সমস্ত খবরাখবর রাখি।'

'এসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না-'

'আমি তোমার সঙ্গে মস্ত ধনীদের গোল্ডেন সার্কেল টিমের পরিচয় করিয়ে দেব। আক্ষরিক অর্থেই গোল্ডেন, ট্রেসি। বহুমূল্য গহনা আর ছবির বিষয়ে তোমাকে আমি তথ্য দেবো, বলব কীভাবে নিরাপদে ওগুলো তুমি হাতিয়ে আনতে পারবে। ওগুলো আবার গোপনে বিক্রি করে দেবো আমি। অন্যদেরকে ঠকিয়ে যারা বড়লোক হয়েছে তুমি আবার তাদেরকে ঠকাবে। এতে অন্যায় কিছু নেই। যা পাবো দু'জনের মধ্যে সমান ভাগ হবে। তুমি কি রাজি?'

'না।'

গুন্থার ট্রেসির অপাঙ্গে চোখ বুলালেন। 'আই সি। মত বদলালে আমাকে ফোন কোরো?'

'আমি মত বদলাব না, গুন্থার।'

শেষ বিকেলে লন্ডনে ফিরে এল ট্রেসি।

ছেচল্লিশ

লন্ডন শহরটি বেশ পছন্দ হয়ে গেছে ট্রেসির। ও ডিনার করে লো গ্যাভরোস এবং বিল বেন্টলি এবং কয়েন দু ফিউতে, থিয়েটার দেখে আসল আমেরিকান হামবার্গার এবং হট চিলির স্বাদ নিতে যায় ড্রোনস-এ। ও ঘুরে দেখল ন্যাশনাল থিয়েটার, রয়াল অপেরা হাউস, ক্রিস্টি এবং সুদবি'র অকশনে অংশ নিল। ট্রেসি কেনাকাটা করে হ্যারডস, ফোর্টনাম ও ম্যাসন'স-এ, বই কেনে হ্যাচার্ডস, ফয়েলস ও ডব্লু এইচ স্মিথ থেকে। একটি গাড়ি এবং ড্রাইভার ভাড়া করে স্মরণীয় একটি উইকএন্ড কাটালো হ্যাম্পশায়ারের চিউটন গ্লেন হোটেলে, উপভোগ করল নিউফরেস্ট-এর নিখুঁত আতিথেয়তা।

কিন্তু এসবের প্রতিটি জায়গাই বড্ড খরুচে। *তোমার যতো টাকাই থাক না একদিন সব ফুরিয়ে যাবে।* গুন্থার হারটগ ঠিকই বলেছিলেন। ট্রেসির টাকা ফুরিয়ে আসছে। ভবিষ্যতের দিনগুলোর কথা এখনই ভাবতে হবে ওকে।

গুন্থারের খামার বাড়িতে আরও বারকয়েক আমন্ত্রণ পেল ট্রেসি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো চমৎকার কাটল ওর ওখানে। প্রতিটি সফর এবং গুন্থারের সঙ্গ উপভোগ করল সে।

এক রোববার সন্ধ্যায় পার্লামেন্টের একজন সদস্য ডিনার করার সময় ট্রেসিকে বললেন, 'আসল কোনো টেক্সানের সঙ্গে কোনোদিন আমার সাক্ষাৎ হয়নি, মিস হুইটনি। ওরা আসলে কেমন?'

ট্রেসি নব্যধনী এক বর্ষীয়সী মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাল।

অভ্যাগতরা সকলে হাসতে হাসতে খুন।

পরে, ট্রেসি এবং গুন্থার যখন একা, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওইভাবে নকল ধনী সেজে তুমি কি কিছু টাকা কামাতে চাও, ট্রেসি?'

'আমি অভিনেত্রী নই, গুন্থার।'

'তুমি নিজেকে ছোট করে দেখছ। লন্ডনে একটি জুয়েলারি ফার্ম আছে– পার্কার অ্যান্ড পার্কার– এরা তাদের কাস্টমারদেরকে চুষে খায়। এই অসৎ লোকগুলোকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে বুদ্ধি কিন্তু তুমিই আমাকে দিয়েছিলে, ট্রেসি,–' বুদ্ধিটা কী দিয়েছিল ট্রেসি গুন্থার বললেন ওকে।

'না', বলল ট্রেসি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যত ভাবছিল ও ততই উত্তেজনা বোধ করছিল। মনে পড়ছিল কীভাবে ও লং আইল্যান্ডের পুলিশদেরকে বোকা বানিয়ে কেটে

পড়েছিল, কীভাবে ধোঁকা দিয়েছিল, বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল জেফ স্টিভেন্সকে। ওসব কাজে যে রোমাঞ্চ পেয়েছে ট্রেসি তা তুলনাহীন। শুধু ওই অংশটা এখন অতীত।

'না, গুন্থার', আবার বলল ট্রেসি। তবে এবারে তেমন জোর ফুটল না গলায়।

অক্টোবর চলছে অথচ লন্ডন শহরে অযৌক্তিকভাবে তাপমাত্রা বেশি। অবশ্য ইংরেজ আর ট্যুরিস্টরা ঝকঝকে রোদের মজাটুকু বেশ লুটে নিচ্ছিল। এখন দুপুর। ট্রাফালগার স্কোয়ার, চেয়ারিং ক্রস এবং পিকাডেলি সার্কাসের রাস্তায় যানজট লেগে গেছে। একটি সাদা রঙের ডেইমলার অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে নিউবন্ড স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল। গাড়ির মিছিলের মধ্যে পথ করে চলতে লাগল। একে একে পাশ কাটাল রোলান্ড কার্টিয়ার, গেইগার্স এবং রয়্যাল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড। একটি গহনার দোকানের সামনে এসে থেমে গেল গাড়িটি। দোকানের দরজার একপাশে চকচক করছে সাইনবোর্ড **পার্কার অ্যান্ড পার্কার**। উর্দিধারী এক শোফার লিমোজিন থেকে বেরিয়ে চট করে পেছনের দরজা খুলে ধরল তার যাত্রীর জন্য। সোনালী চুলের এক তরুণী, মুখে কড়া মেকআপ, স্যাবল কোটের নিচে টাইট ফিটিং একটি ইটালিয়ান নিট ড্রেস পরা, যা এ আবহাওয়ার জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত, লাফ মেরে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

'দোকানটা কই, জুনিয়র', জিজ্ঞেস করল সে। তার গলার স্বর উচ্চকিত, খসখসে, খাঁটি টেক্সান উচ্চারণ।

প্রবেশপথের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিল শোফার, 'ওই যে, ম্যাডাম।'

'ওকে, হানি। তুমি এখানেই থাকো। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'আমি বরং গাড়ি নিয়ে আশপাশে টহল দিই, ম্যাডাম। এখানে পার্ক করতে দেবে না।'

শোফারের পিঠ চাপড়ে দিল স্বর্ণকেশী। 'যা ভালো বোঝো করো, চান্দু।'

চান্দু! চোখ পিটপিট করল শোফার। ভাড়াটে গাড়ির ড্রাইভারি করাটা আসলে এক ধরনের মানসিক শাস্তি। সে আমেরিকানদের পছন্দ করে না, বিশেষ করে টেক্সানরা তার দু'চক্ষের বিষ। এরা সবাই জংলী; তবে টাকাঅলা জংলী। সে শুনলে অবাক হয়ে যাবে তার যাত্রীটি লোন স্টার স্টেট দেখেনি পর্যন্ত।

ছদ্মবেশী ট্রেসি ডিসপ্লে উইন্ডোতে নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল, হেসে উঠল জোরে, সদর্পে এগিয়ে গেলো দরজায়, ইউনিফর্ম পরা দ্বারোয়ান খুলে দিল দোর।

'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম।'

'আফটারনুন, চান্দু। গহনা ছাড়া অন্য কোনো মাল তোমরা বিক্রি কর না তোমাদের দোকানে?' যেন খুব হাসির একটি কথা বলেছে এমন ভাব করে হাসল ট্রেসি। তারপর ক্লোয়িং সেন্টের কড়া গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সেলসম্যান আর্থার চিলটন এগিয়ে এল ওর দিকে।

'আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি, ম্যাডাম?'

'পারো আবার না-ও পারো। ওল্ড পি.জে আমাকে একটা ছোট্ট উপহার কিনতে বলেছে। তাই এলাম। তোমাদের কী আছে?'

'ম্যাডাম কি বিশেষ কিছু চাইছেন?'

'হেই, পার্টনার, তোমরা ইংরেজরা খুব দ্রুত সবকিছু বুঝে নিতে পারো, তাই না?' কর্কশ সুরে হেসে উঠল ও, সেলসম্যানের পিঠে চাপড় বসাল। কষ্ট করে চেহারা ভাবলেশশূন্য রাখল আর্থার।

'এমারেল্ডের কিছু একটা চাইছি আমি। ওল্ড পি.জে আমাকে এমারেল্ডের গহনা কিনে দিতে খুব পছন্দ করে।'

'এই পাশে আসুন, প্লিজ...

আর্থার চিলটন ওকে একটি শোকেসের সামনে নিয়ে এল। ভেতরে অনেকগুলো ট্রেতে পান্না সাজিয়ে রাখা।

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে পাথরগুলো দেখল স্বর্ণকেশী। 'এগুলো তো শিশু। ওদের বাবা-মা'রা কোথায়?'

চিলটন আড়ষ্ট গলায় বলল, 'এগুলোর একেকটার দাম ত্রিশ হাজার ডলার।'

'ধুর, ওই টাকাতো আমি আমার হেয়ারড্রেসারকে বকশিস দিই', বড়াই করল মহিলা। 'আমি যদি এরকম একটা নুড়িপাথর কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরি, ওল্ড পি.জে আমার ওপর খুব রাগ করবে।'

চিলটন কল্পনায় দেখতে পেল ওল্ড পি.জে হলেন মোটা ভুঁড়িঅলা আর এ মহিলার মতোই খেয়ালী এবং চিৎকারসর্বস্ব এক বুড়ো। দু'জনে মিলেছে ভালোই। যাদের টাকার দরকার নেই তাদের কাছেই কেন টাকার স্রোত ছোটে? ভাবল সে।

'ম্যাডাম কত টাকার মধ্যে জিনিস কিনতে আগ্রহী?'

'একশো জি দিয়েই শুরু করো না কেন?'

'চেহারায় বিমূঢ় ভাব ফুটল চিলটনের। 'একশো জি?'

'একশো জি মানে একশো গ্রান্ড। একশো হাজার ডলার।'

ঢোক গিলল চিলটন।' সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রেগরি হ্যালস্টন বড় অংকের মাল নিজেই বিক্রি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে পার্কার অ্যান্ড পার্কার কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তির কিছু দেখেনি যেহেতু সেলের ওপর এমপ্লয়িদের কোনো কমিশন দিতে হয় না। এরকম বিরক্তিকর একজন খদ্দেরকে হ্যালস্টনের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল চিলটন। সে কাউন্টারের নিচে একটি বোতাম টিপে দেয়ার এক মুহূর্ত পরেই শুকনো চেহারার, নলখাগড়ার মতো খাড়া, প্যাঁকাটি মার্কা এক লোক পেছনের একটি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। সে শরীর কামড়ে থাকা পোশাক পরা স্বর্ণকেশীর ওপর একনজর বুলিয়েই মনে মনে প্রার্থনা করল এ মহিলা নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যেন তার রেগুলার কাস্টমারদের কেউ এসে হাজির না হয়।

চিলটন বলল, 'মি. হ্যালস্টন, ইনি মিসেস... ইয়ে...? মহিলার দিকে ফিরল সে।

'বেনেকি, হানি। মেরি লু বেনেকি। ওল্ড পি.জে বেনেকির স্ত্রী। আপনারা নিশ্চয় পি.জে বেনেকির নাম শুনেছেন?'

'নিশ্চয়', গ্রেগরি হ্যালস্টন স্বর্ণকেশীকে একটি হাসি উপহার দিল যা তার ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছাল না।

'মিসেস বেনেকি একটি এমারেল্ড কিনতে চাইছেন, মি. হ্যালস্টন।'

গ্রেগরি হ্যালস্টন এমারেল্ডভর্তি ট্রেগুলোর দিকে ইশারা করে বলল, 'আমাদের কাছে বেশ কিছু ভালো এমারেল্ড–'

'উনি একশ হাজার ডলার দামের কিছু কিনবেন।'

এবারে গ্রেগরি হ্যালস্টনের মুখে আসল হাসি ফুটল। বাহ্, আজ বড়সড় একটি দাঁও মারা যাবে মনে হচ্ছে।

'সামনেই আমার জন্মদিন। ওল্ড পি.জে আমাকে সুন্দর কিছু একটা জিনিস উপহার দিতে চাইছে।'

'নিশ্চয়', বলল হ্যালস্টন। 'আমার সঙ্গে আসবেন, প্লিজ?'

'ওরে হারামজাদা, আপনার মতলবটা কী?' খিলখিল করে হাসল স্বর্ণকেশী।

হ্যালস্টন এবং চিলটন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। *ব্লাডি আমেরিকান।*

মহিলাকে নিয়ে একটি বন্ধ দরজার সামনে চলে এল হ্যালস্টন, চাবি দিয়ে খুলল। উজ্জ্বল আলোকিত, ছোট একটি ঘরে প্রবেশ করল ওরা। সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিল হ্যালস্টন।

'এখানে আমাদের বিশিষ্ট কাস্টমারদের জন্য আমরা পণ্য সাজিয়ে রাখি।' বলল সে।

ঘরের মাঝখানে, একটি শো কেসে সাজিয়ে রাখা হীরা, চুনি আর পান্না রকমারি আলোর বর্ণচ্ছটা ছড়াচ্ছে।

'হুম। এতে চলবে। ওল্ড পি.জে এখানে এখন থাকলে খুব খুশি হতো।'

'ম্যাডামকে কিছু দেখাবো?'

'দেখি কী আছে।' পান্না বোঝাই জুয়েলারি কেসের দিকে হেঁটে গেল ছদ্মবেশী ট্রেসি 'ওটা একটু দেখান তো।'

হ্যালস্টন পকেট থেকে আরেকটি ছোট চাবি বের করে কেস খুলল, পান্নাভর্তি ট্রেটি বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখল। মখমলের কেসটিতে দশটি পান্না ঝলমল করছে। প্লাটিনাম সেটিংয়ে বসানো সবচেয়ে বড় রত্নটি তুলে নিল হ্যালস্টনের খদ্দের।

'ওল্ড পি.জে বলত, 'এতে আমার নাম খোদাই করা থাকবে।'

'ম্যাডামের রুচি খুব সুন্দর। এ হলো দশ ক্যারেটের গ্রাসগ্রিন কলাম্বিয়ান। এটি সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং–'

'এমারেল্ড কখনো সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় না।'

একটি ছোটখাটো ধাক্কা খেল হ্যালস্টন। 'ম্যাডাম ঠিকই বলেছেন। আসলে আমি বলতে চাইছিলাম–' এই প্রথম সে লক্ষ করল মহিলার চোখজোড়া তার হাতে ধরা পান্নার মতোই সবুজ। সে রত্নখণ্ডটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

'আমাদের কাছে আরো আছে যদি এটি–'

'কোনো দরকার নেই, সুইটি। আমি এটাই নেবো।'

তিন মিনিটের মধ্যে বিক্রিবাট্টা হয়ে গেল।

'ডলারের হিসেবে এর দাম আসছে এক লাখ। ম্যাডাম দামটা কীভাবে পরিশোধ করতে চান?'

'ডোন্ট ওরি, হ্যালস্টন, বুড়ো চান্দু। লন্ডনের একটি ব্যাংকে আমার নামে ডলার অ্যাকাউন্ট আছে। আমি ছোট্ট একটি পার্সোনাল চেক লিখে দিচ্ছি। পি.জে টাকাটা শোধ করে দেবে।'

'চমৎকার। আমি স্টোনটি পরিষ্কার করে আপনার হোটেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

স্টোন পরিষ্কার করার কোনো দরকারই ছিল না, কিন্তু মহিলার চেক ভুয়া কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে এমারেল্ড হাতছাড়া করবে না হ্যালস্টন। অনেক গহনার দোকানদারই এভাবে প্রতারিত হয়েছে। কিন্তু আজতক কেউ তাকে একটা পাঁই পয়সাও ঠকাতে পারেনি বলে মনে মনে খুব গর্ব করে হ্যালস্টন।

'এমারেল্ডটি ডেলিভারি হবে কোথায়?'

'আমরা ডরচেস্টার হোটেলের অলিভার কেসেল সুইটে উঠেছি।'

লিখে নিল হ্যালস্টন। 'ডরচেস্টার।'

'আমি বলি অলিভার মেসি সুইট', হেসে উঠল মহিলা। 'হোটেলগুলো আরবদের ভিড়ে গিজগিজ করছে বলে অনেকেই হোটেলে উঠতে পছন্দ করে না। তবে ওল্ড পি.জে'র অনেক ব্যবসায়িক চুক্তি হয় হোটেলে বসে।'

চেকবই থেকে একটি চেক ছিড়ে নিয়ে খসখস করে লিখতে শুরু করল সে। হ্যালস্টন লক্ষ্য করল বার্কলেস ব্যাংকের চেক। ভালোই হলো। ওখানে ওর এক বন্ধু আছে যে খোঁজ দিতে পারবে বেনেকির অ্যাকাউন্ট ভুয়া নাকি ঠিক।

চেকটা তুলে নিল হ্যালস্টন। 'আমি কাল সকালে নিজে গিয়ে এমারেল্ডটি দিয়ে আসবো।'

'ওল্ড পি.জে জিনিসটা দেখে খুব খুশি হবে।'

'নিশ্চয় হবেন!' বিনীত গলায় বলল হ্যালস্টন।

মহিলাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে।

'হ্যালস্টন–'

হ্যালস্টন ভেবেছিল তাকে যেন 'মি. হ্যালস্টন' সম্বোধন করা হয়। পরক্ষণে ভাবল দরকার কী? এ মহিলার সঙ্গে তার আর জীবনেও দেখা হচ্ছে না। যাক বাঁচা গেল!

'জ্বী, ম্যাডাম?'

'একদিন বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে কিন্তু তোমাকে চা খেতে হবে। ওল্ড পি.জেকে তোমার খুব ভাল্লাগবে।'

'নিশ্চয় ভালো লাগবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিকেলেই আমার বেশি কাজ থাকে।'

'খুব খারাপ কথা।'

হ্যালস্টনের খদ্দের দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই একটি সাদা ডেইমলার তার সামনে এসে থামল, গাড়ি থেকে একজন শোফার বেরিয়ে এসে মনিনীর

জন্য খুলে ধরল দরজা। স্বর্ণকেশী ঘুরে হ্যালস্টনকে বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে 'থাম্বস আপ' ইঙ্গিত দেখিয়ে ঢুকে পড়ল গাড়িতে।

হ্যালস্টন নিজের অফিসে ফিরেই বার্কলেস ব্যাংকে তার বন্ধুকে ফোন করল। 'পিটার, আমার কাছে মিসেস মেরি লু বেনেকির নামে এক লাখ ডলারের একটা চেক এসেছে। একবার দেখবে তার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে কিনা?'

'ধরে থাকো, দেখছি।'

অপেক্ষা করতে লাগল হ্যালস্টন। আশা করল ওকে প্রতারিত হতে হবে না। ইদানিং মন্দা যাচ্ছে ব্যবসায়। দোকানের মালিক পার্কার ভ্রাতৃদ্বয় ক্রমাগত অভিযোগ করেই চলেছে, যেন অর্থনৈতিক মন্দার জন্য হ্যালস্টনই দায়ী। এটা ঠিক আগের মতো আর লাভ নেই ব্যবসায়। পার্কার অ্যান্ড পার্কারের একটি বিভাগ আছে যেখানে গহনা ক্লিনিং করা হয়। মাঝে মাঝেই কাস্টমার অভিযোগ করে তারা যে গহনাটি কিনেছিল, ক্লিনিং করার পরে সেই গহনার চেহারা আরও ম্লান হয়েছে, মনে হয়েছে এটা সেই আসল গহনা নয়। তবে এসব অভিযোগ-অনুযোগের কোনো প্রমাণ করা যায়নি।

পিটার ফিরে এল লাইনে। 'নো প্রবলেম, গ্রেগরি। তোমাকে দেয়া চেকের চেয়েও বেশি টাকা আছে অ্যাকাউন্টে।'

স্বস্তিবোধ করল হ্যালস্টন। 'ধন্যবাদ, পিটার।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই।'

'আগামী হপ্তায় তোমাকে আমি লাঞ্চ খাওয়াবো।'

সাতচল্লিশ

পরদিন সকালে চেক দিয়ে টাকা তোলার পরে কলাম্বিয়ান এমারেল্ডটি একজন মেসেঞ্জার ডরচেস্টার হোটেলে, মিসেস পি. জে বেনেকির কাছে পৌঁছে দিল।

সেদিন বিকেলে, দোকান বন্ধ হবার কিছুক্ষণ আগে, গ্রেগরি হ্যালস্টনের সেক্রেটারি তাকে বলল, 'জনৈক মিসেস বেনেকি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, মি. হ্যালস্টন।'

দমে গেল হ্যালস্টন। মহিলা হয়তো পাথরটা ফেরত দিতে এসেছে। আর তাকে হয়তো ফেরতও নিতে হবে। শালার আমেরিকান সবগুলো মাগীই একরকম, টেক্সানগুলোও। হ্যালস্টন মুখে হাসি ফুটিয়ে তার খদ্দেরকে অভ্যর্থনা জানাতে গেল।

'গুড আফটারনুন, মিসেস বেনেকি। আপনার স্বামীর বোধহয় স্টোনটা পছন্দ হয়নি।'

হাসল মহিলা, 'তোমার অনুমান ভুল, ভায়া। ওল্ড পি.জে'র জিনিসটা খুবই পছন্দ হয়েছে।'

হ্যালস্টনের দমে যাওয়া বুকে বাতাস লাগল। 'সত্যি?'

'জিনিসটা তার এতোই পছন্দ হয়েছে যে সে আরেকটা স্টোন কিনতে চাইছে দুটো পাথর দিয়ে আমাকে একজোড়া কানের দুল বানিয়ে দেবে বলে। যেটা কিনেছি ওটার জোড়াটা আমাকে দাও।'

গ্রেগরি হ্যালস্টনের মুখে অল্প ভাঁজ পড়ল। 'একটা ছোট্ট সমস্যা আছে, মিসেস বেনেকি।'

'কী সমস্যা, হানি?'

'আপনার পাথরটি একটি অসাধারণ পাথর। এর কোনো জোড়া নেই। আমার কাছে ভিন্ন আরেকটি সেট আছে যদি–'

'আমি ভিন্ন কোনো জিনিস চাই না। যে স্টোনটি কিনেছি ঠিক সেরকম আরেকটি স্টোন আমার চাই।'

'সত্যি বলতে কী, মিসেস বেনেকি, দশ ক্যারেটের নিখুঁত–'

মহিলার মুখের ভাব বদলে যেতে দেখে দ্রুত শুধরে নিল হ্যালস্টন– 'মানে প্রায় নিখুঁত কলাম্বিয়ান এমারেল্ড নেই বললেই চলে।'

'উঁহু আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, চান্দু। ওরকম আরেকটি জিনিস কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আছে।'

'বিশ্বাস করুন, ওই কোয়ালিটির স্টোন আমি খুব কমই দেখেছি, ওরকম পাথরের আকার এবং রং নকল করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।'

'টেক্সাসে একটা কথা আছে অসম্ভব শব্দটির আয়ু খুব বেশিদিন থাকে না। শনিবার আমার জন্মদিন। পি.জে আমাকে ওই কানের দুলজোড়া উপহার দিতে চাইছে। আর পি.জে যা চায় তা সে পেয়ে যায়।'

'আমার মনে হয় না যে আমি–'

'ওই স্টোনটার জন্য আমি তোমাকে কত দিয়েছিলাম– একশো হাজার ডলার, না? আমি জানি ওল্ড পি.জে ওটার জোড়া পাবার জন্য দুশো এমনকী তিনশো হাজার ডলার খরচ করতেও কসুর করবে না।'

দ্রুত চিন্তা করছে গ্রেগরি হ্যালস্টন। ওই পাথরটির কোনো জোড়া নিশ্চয় কোথাও পাওয়া যাবে। আর পি.জে বেনেকি যদি অতিরিক্ত ২০০,০০০ ডলার ব্যয় করতে রাজি হয়, তার মানে বেশ ভালো লাভ আসবে।

মুখে বলল, 'আমি খোঁজ লাগাচ্ছি, মিসেস বেনেকি। আমি ভালো করেই জানি লন্ডনের কোনো জুয়েলারের কাছে ওই এমারেল্ডের জোড়া নেই তবে আমি পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখব এতে কোনো কাজ হয় কিনা।'

'তুমি এ হপ্তাটি শুধু সময় পাবে', স্বর্ণকেশী বলল তাকে।

'আর ওল্ড পি.জে যে এজন্য তিনশো হাজার ডলার খরচ করতে রাজি আছে এ কথা যেন অন্য কেউ না জানে।'

স্যাবল কোট উড়িয়ে চলে গেল মিসেস বেনেকি।

অফিসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছে গ্রেগরি হ্যালস্টন। ভাগ্য তার হাতে এমন একজনকে সঁপে দিয়েছে যে কিনা তার স্বর্ণকেশী তরুণী বউয়ের প্রেমে এমনই মাতোয়ারা যে একলাখ ডলার দামের একটি এমারেল্ডের জন্য সাড়ে তিনলাখ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে রাজি। এতে হ্যালস্টনের নেট প্রফিট থাকবে ২৫০,০০০ ডলার। পার্কার ভ্রাতৃদ্বয়কে এ অর্থ প্রাপ্তির কথা জানাবার কোনো প্রয়োজন মনে করছে না হ্যালস্টন। একলাখ ডলারে দ্বিতীয় এমারেল্ডটি বিক্রি করে বাকি টাকাটা পকেটে পুরবে সে। আড়াই লাখ ডলার তার জীবনটাকেই বদলে দেবে।

এখন শুধু তাকে যা করতে হবে তা হলো এমারেল্ডের জোড়া খুঁজে বের করে সেটি মিসেস পি.জে বেনেকির কাছে বিক্রি করা।

যেমনটি ভেবেছিল, হ্যালস্টন দেখল কাজটা করা ততোটা সহজ নয় মোটেই। বেশ কয়েকজন জুয়েলারকে সে ফোন করেছিল কিন্তু কারও কাছেই তার প্রয়োজনীয় জিনিসটি নেই। হ্যালস্টন *ফিনানসিয়াল টাইমস* এবং *লন্ডন টাইমস*-এ বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ক্রিস্টি, সদবিসহ ডজনখানেক এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওকে অনেকেই নানা রঙ এবং আকৃতির এমারেল্ড দেখিয়েছে। কোনোটি নিম্নমানের, কোনোটি উচ্চমানের, অল্পকিছুর মান অতিশয় উৎকৃষ্ট, তবে এর মধ্যে কোনোটিই হ্যালস্টন যা খুঁজছে তার মতো নয়।

বুধবার ফোন করল মিসেস বেনেকি। 'ওল্ড পি.জে খুব অস্থির হয়ে উঠেছে, সতর্ক করে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল সে।

'তুমি কি ওটার খোঁজ পেয়েছ?'

'এখনো পাইনি, মিসেস বেনেকি। তবে চিন্তা করবেন না পেয়ে যাবো', তাকে আশ্বস্ত করল হ্যালস্টন।

শুক্রবার আবার ফোন দিল সে। 'কাল কিন্তু আমার জন্মদিন,' 'মনে করিয়ে দিল সে হ্যালস্টনকে।

'মনে আছে আমার, মিসেস বেনেকি যদি আর ক'টা দিন সময় পেতাম–'

'শোনো চান্দু, কাল সকালের মধ্যে যদি তুমি আমাকে ওই এমারেল্ডটি জোগাড় করে দিতে না পারো, আমি তোমার কাছ থেকে যেটা কিনেছি ওটাও ফেরত দিয়ে দেবো। ওল্ড পি.জে– ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুক– বলেছে এমারেল্ডের বদলে আমাকে বিরাট একখণ্ড জমি এবং বাড়ি কিনে দেবে। সাসেক্সের নাম শুনেছ কখনো?'

ঘামছে হ্যালস্টন। 'মিসেস বেনেকি', আর্তনাদের সুরে বলল সে, 'সাসেক্সে থাকতে আপনার মোটেই ভালো লাগবে না। গ্রামের বাড়িতে থাকতে গেলে আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে। ওগুলোর বেশিরভাগের দশা শোচনীয়। ওসব বাড়িতে সেন্ট্রাল হিটিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং–'

'যেহেতু তোমার কাছ থেকে জিনিসটি কিনেছি আমি, কাজেই কানের দুলজোড়াই পেতে বরং পছন্দ করব আমি। ওল্ড পি.জে এ-ও বলেছে ওই পাথরটির জোড়া পেতে সে চারশো হাজার ডলার খরচ করতেও রাজি। ওল্ড পি. জে. যে কীরকম নাছোর বান্দা তা তুমি জানো না।'

চারশো হাজার ডলার! হ্যালস্টন টের পেল টাকাগুলো তার আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'বিশ্বাস করুন, আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই করছি আমি', অনুনয় করল সে। 'আমাকে আরেকটু সময় দিন।'

'বিষয়টি এখন আমার ওপর নির্ভর করছে না, হানি।' বলল মিসেস বেনেকি। 'নির্ভর করছে পি.জে'র ওপর।'

কেটে গেল লাইন।

হ্যালস্টন বসে বসে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে লাগল। দশ ক্যারেটের ওই এমারেল্ডের জোড়া সে কোথায় পাবে? এমন চিন্তামগ্ন ছিল যে হ্যালস্টন শুনতেই পায়নি তার বাফার বাজছে। তৃতীয়বারে তার চটকা ভাঙল। বাটন চেপে ধরে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে?'

'ফোনে জনৈকা কন্টেসা মারিসা আছেন, মি. হ্যালস্টন। উনি আমাদের এমারেল্ডের বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা বলতে চাইছেন।'

আবার আরেকজন! আজ সকালে এ নিয়ে কমপক্ষে দশটি ফোন পেয়েছে সে। সবগুলোই ছিল সময়ের অপচয়। ফোন তুলে সে অভব্যের মতো বলল, 'ইয়েস'।

ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে নরম একটি কণ্ঠ ভেসে এল, '*Buon giorno, signor*' কাগজে পড়লাম আপনি একটি এমারেল্ড কিনতে চাইছেন।'

‘যদি আমার পছন্দ হয়, জ্বী।’ গলার স্বরে অধৈর্যের ভাবটুকু গোপন করল না হ্যালস্টন।

‘আমার কাছে একটি এমারেল্ড আছে। পারিবারিক এমারেল্ড। বহুবছর ধরেই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এখন ওটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছি।’

এ গল্প আগেও শুনেছে হ্যালস্টন। ও ভাবল আমি বরং আরেকবার ক্রিস্টি কিংবা সদবিতে চেষ্টা করে দেখব। হয়তো একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছু পেয়েও যেতে পারি–

‘সিনর? আপনি দশ ক্যারেটের এমারেল্ড খুঁজছেন, *ci?*’

‘জ্বী।’

‘আমার কাছে দশ ক্যারেটের একটি এমারেল্ড আছে–verde সবুজ– কলাম্বিয়ান।

এবারে কথা বলার সময় গলার স্বর প্রায় বুজে এল হ্যালস্টনের।

‘আ–আপনার কাছে কী আছে বললেন, প্লিজ?’

দশ ক্যারেটের গ্রাস-গ্রিন কলাম্বিয়ান এমারেল্ড। ‘আপনি কি দেখতে চান?’

‘দেখা যায়’, সাবধানে বলল হ্যালস্টন। ‘আপনি কি কষ্ট করে একবার ওটা নিয়ে আমার এখানে আসতে পারবেন?’

‘না, *scasi*’ আমি এ মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। আমার স্বামীর জন্য দূতাবাসে একটি পার্টির আয়োজন করছি। সামনের সপ্তায় না হয়–’

না! সামনের সপ্তাহ অনেক দেরি হয়ে যাবে। ‘আমি আসবো আপনার কাছে?’ কণ্ঠের ব্যাকুলতা গোপন রাখার চেষ্টা করল হ্যালস্টন। ‘বলেন তো এখুনি চলে আসতে পারি।’

‘Ma, no. sono o ccupata stamani’ আমি শপিংয়ে যাবো ভাবছিলাম–’

‘আপনি কোথায় উঠেছেন, কন্টেসা?’

‘স্যাভয়।’

‘আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবো। না, দশ মিনিটের মধ্যে আসছি’, জ্বরতপ্ত লোকের মতো ওর গলা শোনালো।

‘*Motto Bene*, আপনার নামটা যেন কী–’

‘হ্যালস্টন। গ্রেগরি হ্যালস্টন।’

‘সুইট নম্বর Ventisei-ছাব্বিশ।’

আটচল্লিশ

পথ যেন ফুরোতেই চায় না। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ভাবছিল হ্যালস্টন। স্বর্গ থেকে নরকে পতিত হয়েছিল সে, আবার স্বর্গে যাবার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। এমারেল্ডটি যদি সত্যি আগেরটির মতো হয়ে থাকে, কল্পনাতীত ধনী হয়ে যাবে সে। *বুড়ো পি.জে চার লাখ ডলার দেবে!* একটা বাড়ি কিনবে ও। একটা ক্রুজারও কিনতে পারে। নিজের একটি ভিলা এবং বোট থাকলে বহু সুদর্শন তরুণকেই ও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারবে...

গ্রেগরি হ্যালস্টন নাস্তিক, তবে স্যাভয় হোটেলের করিডোর ধরে ২৬ নম্বর সুইটের দিকে হেঁটে যেতে যেতে সে প্রার্থনা করতে লাগল, *স্টোনটা যেন ওল্ড পি.জে-কে সন্তুষ্ট করার মতো একইরকম চেহারার হয়।*

কন্টেসার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ধীর গতিতে, বুক ভরে কয়েকবার দম নিল হ্যালস্টন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। নক করল দরজায়। সাড়া নেই।

ওহ, মাই গড, আঁতকে উঠল হ্যালস্টন। *মহিলা নিশ্চয় চলে গেছে। আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। নির্ঘাত শপিংয়ে গেছে এবং–*

খুলে গেল দরজা, হ্যালস্টনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অভিজাত চেহারার এক মহিলা। তাঁর চোখের রঙ কালো, মুখে বলিরেখার চিহ্ন, কালো চুলে ধূসর ছাপ।

কথা বললেন তিনি, সেই পরিচিত ইটালিয়ান মিষ্টি সুরে।

'si?'

'আমি গে-গ্রেগরি হ্যালস্টন। আপনি আমাকে টে-টেলিফোন করেছিলেন', এমন নার্ভাস হ্যালস্টন যে তোতলাতে লাগল।

'ও, আচ্ছা। আমি কন্টেসা মারিসা। ভেতরে আসুন, সিনর। *'per favor'*

'ধন্যবাদ।'

সুইটে প্রবেশ করল সে, হাঁটুজোড়া চেপে রেখেছে ঝাঁকুনি থেকে রক্ষার জন্য। বোকার মতো প্রায় বলেই ফেলছিল 'এমারেল্ডটি কোথায়?' কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। খুব বেশি আগ্রহ দেখালে চলবে না। পাথরটি যদি পছন্দ হয়, ও দর কষাকষি শুরু করবে। শত হলেও ও এ বিষয়ে একজন এক্সপার্ট আর মহিলা অ্যামেচার মাত্র।

'প্লিজ, বসুন।' বললেন কন্টেসা।

চেয়ারে বসল হ্যালস্টন।

'Scusi. Non Parlo Molto bene-inglese. আমি কিন্তু ভালো ইংরেজি বলতে পারি না।'

'না, না। আপনার ইংরেজি খুব ভালো। খুব ভালো।'

'Grazie' কফি খাবেন? নাকি চা?'

'কিছুই খাবো না, কন্টেসা, ধন্যবাদ।'

হ্যালস্টনের পেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে। এমারেল্ডের বিষয়টি কী এখুনি তোলা উচিত হবে? ওর যে আর তর সইছে না।

'এমারেল্ড–'

কন্টেসা বললেন, 'ও, si. এমারেল্ডটা আমাকে দিয়েছিল আমার নানী। আমার মেয়ের পঁচিশ বছর বয়সে ওটা ওকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু আমার স্বামী মিলানোতে নতুন ব্যবসা খুলছেন আর আমি তাই–'

হ্যালস্টন ভাবছে অন্য কথা। ওই অচেনা মহিলার পারিবারিক প্যাঁচাল শোনার কোনো আগ্রহই তার নেই। এমারেল্ডটি কখন যে দেখবে ও। আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না।

'*Credo che sia importante* আমার স্বামীকে তার ব্যবসায় আমি সাহায্য করতে চাই।' কন্টেসা কষ্টের হাসি হাসলেন। 'হয়তো আমি কোনো ভুল করছি–'

'না, না', দ্রুত বলে উঠল হ্যালস্টন। 'একদমই কোনো ভুল করছেন না, কন্টেসা। স্ত্রীর কর্তব্য হলো বিপদে আপদে সবসময় তার স্বামীর পাশে দাঁড়ানো। এমারেল্ডটি কোথায়?'

'আমার কাছেই আছে', বললেন কন্টেসা।

পকেট থেকে টিস্যুতে মোড়া একখণ্ড রত্ন বের করে এগিয়ে দিলেন হ্যালস্টনের দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দশ ক্যারেটের গ্রাস-গ্রিন কলাম্বিয়ান এমারেল্ড দেখছে হ্যালস্টন। মিসেস বেনেকির কাছে বিক্রি করা পাথরটির মতোই দেখতে এ স্টোন। চেহারা, আকৃতি, রং সবকিছুতে এমন মিল যে দুটি আলাদা করা মুশকিল। তবে সম্পূর্ণ এক নয় আর *শুধু ওস্তাদদের পক্ষেই এর পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব*, ভাবছে হ্যালস্টন। তার হাত কাঁপতে লাগল। জোর করে শান্ত থাকার চেষ্টা করল সে।

পাথরটি কন্টেসাকে ফিরিয়ে দিল হ্যালস্টন। নিরাসক্ত গলায় বল, 'হ্যাঁ, সুন্দর পাথর।'

'*s Pelendente, si'* আমার খুব প্রিয় রত্ন এটি। এটি বিক্রি করে দিতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে।'

'আপনি ঠিক কাজটিই করছেন', বলল হ্যালস্টন। 'আপনার স্বামীর ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে এরকম অনেক রত্ন তিনি আপনাকে কিনে দিতে পারবেন।'

'আমারও তাই বিশ্বাস। আপনি সত্যি *motto simpatio'*

'আমি আমার এক বন্ধুকে ছোট্ট একটি উপকার করার চেষ্টা করছি, কন্টেসা। আমাদের দোকানে এরচেয়েও ভালো পাথর রয়েছে তবে আমার বন্ধুটি তার স্ত্রীর কেনা একটি এমারেল্ডের জোড়াটি সংগ্রহ করতে চাইছে। আপনার এ পাথরটির জন্য সে আপনাকে ষাট হাজার ডলার দিতে পারবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কন্টেসা। 'আমি ষাট হাজার ডলারে পাথরটি বিক্রি করলে আমার নানী কবর থেকে উঠে এসে আমাকে তাড়া করবে।'

ঠোঁট কামড়াল হ্যালস্টন। দর আরেকটু বাড়াতে হবে। হাসল সে। 'ঠিক আছে, আমি আমার বন্ধুকে রাজি করাতে চেষ্টা করব যেন সে একলাখ ডলার দেয়। অনেক টাকা তবে পাথরটাও তার দরকার।'

'এ দামটা মন্দ নয়', বললেন কন্টেসা।

বুকের ভেতর হ্যালস্টনের কলজেটা ফুলে উঠল। '*Bene!* আমি চেকবই সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। আমি তাহলে চেক লিখে দিচ্ছি–'

'*ma, no...* এতে আমার সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না।' কন্টেসার কণ্ঠ করুণ শোনাল।

হ্যালস্টন বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপনার সমস্যা?'

'*Si,* আপনাকে তো বললামই আমার স্বামী নতুন ব্যবসায় নামছেন আর এ জন্য তাঁর সাড়ে তিন লাখ ডলার দরকার। আমার নিজের সঞ্চয়ে একলাখ ডলার আছে তাঁকে দেয়ার মতো, তবে আরো আড়াইলাখ ডলার আমার দরকার। 'ভেবেছিলাম এ এমারেল্ডটি বিক্রি করে বাকি টাকাটা জোগাড় করতে পারব।'

মাথা নাড়ল হ্যালস্টন। 'মাই ডিয়ার কন্টেসা, পৃথিবীর কোনো এমারেল্ডই অত দামে বিকোবে না। বিশ্বাস করুন, এক লাখ ডলার দামই আমি যথেষ্ট বলেছি।'

'হয়তোবা, মি. হ্যালস্টন', বললেন কন্টেসা, 'তবে এ টাকা তো আর আমার স্বামীর কাজে আসছে না, তাই না?' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'যাকগে, পাথরটা আমি আমার মেয়ের জন্যেই রেখে দেবো।' সুন্দর, পাতলা একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। *Grazie, senor'* এসেছেন বলে ধন্যবাদ।

আতংকের চোটে দাঁড়িয়ে গেল হ্যালস্টন। 'এক মিনিট।' বলল সে। কমনসেন্সের সঙ্গে লোভের লড়াই চলছে। কিন্তু সে জানে এমারেল্ডটি কোনোভাবেই হাতছাড়া করা চলবে না। 'প্লিজ, বসুন, কন্টেসা। আমরা নিশ্চয় কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে পারবো। আমি যদি আমার ক্লায়েন্টকে দেড় লাখ ডলারে রাজি–'

'আড়াই লাখ ডলার।'

'ধরুন, দুই লাখ যদি দিতে পারি?'

'আড়াই লাখ ডলার।'

এ মহিলাকে টলানো যাবে না বুঝতে পেরেছে হ্যালস্টন। তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। দেড় লাখ ডলার যে লাভ হবে সেটা নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালোর মতো। এ দিয়ে হয়তো ছোট ভিলা আর ছোট বোট কিনতে হবে ওকে, তবু তো টাকাটা ফেলনা নয়। পার্কার ভাইয়েরা তার সঙ্গে যেরকম অসদাচরণ করেছে, তাকে ঠকিয়েছে, খানিকটা প্রতিশোধ তো নেয়া যাবে। এক /দুই দিন পরেই সে চাকরি ছাড়ার কথা জানিয়ে দেবে। পরের হপ্তায় সে থাকবে কোট ডি আযুরএ।

'ঠিক আছে, আপনার কথাই রইল', বলল হ্যালস্টন।

'*Merasviglieso! sono contenta!*'

খুশি তো তুই থাকবিরেই মাগী, মনে মনে বলল সে। তবে আর কোনো আফসোস করছে না হ্যালস্টন। এ পাথর তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। এমারেল্ডটির দিকে একবার তাকিয়ে ওটা পকেটে টুপ করে ফেল দিল হ্যালস্টন। 'আমি আমার দোকানের অ্যাকাউন্ট বরাবর একটি চেক লিখে দিচ্ছি।'

'Bene, Signor'

হ্যালস্টন চেক লিখে কন্টেসাকে দিল। মিসেস পি.জে বেনেকির ৪০০,০০০ ডলারের চেকটা সে ক্যাশ করাবে। পিটারই ওর জন্য ক্যাশ করিয়ে দিতে পারবে। কন্টেসা তার চেকের টাকাটা পার্কার ভ্রাতৃদ্বয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেবেন। আর মিসেস বেনেকির ক্যাশ টাকা থেকে হ্যালস্টন ২৫০,০০০ ডলার পার্কারদের অ্যাকাউন্টে রেখে দেবে। ফলে সে যে নিজে দেড়লাখ ডলার লাভ করেছে এ বিক্রি থেকে তা কেউ জানতে পারবে না।

মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল হ্যালস্টনের।

ট্যাক্সি নিয়ে দোকানে ফিরতে এবারে যেন মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল হ্যালস্টনের। সুসংবাদটি মিসেস বেনেকিকে বলার পরে সে কীরকম খুশি হয়ে উঠবে ভাবতেই পুলক জাগল তার।

হ্যালস্টন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দোকানে ঢুকল। চিলটন বলল, 'স্যার, একজন কাস্টমার এসেছেন। তিনি–'

হ্যালস্টন তাকে হাসিমুখে ঠেলে সরিয়ে দিল। 'পরে।'

এখন কাস্টমারদেরকে সময় দিতে পারবে না হ্যালস্টন। এখন নয়, এবং আর কোনোদিনই নয়। এখন থেকে লোকে তার জন্য বরং অপেক্ষা করবে। সে হার্মিস, গুচ্চি এবং ল্যানতিনে কেনাকাটা করবে।

হ্যালস্টন ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে নিজের অফিসে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। ডেস্কের ওপর এমারেল্ডটি রেখে একটি নাম্বারে ডায়াল করল।

একজন অপারেটর সাড়া দিল। 'ডরচেস্টার হোটেল।'

'অলিভার মেসেল সুইট, প্লিজ।'

'কার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'মিসেস পি. জে বেনেকি।'

'এক সেকেন্ড, প্লিজ।'

হ্যালস্টন মৃদু সুরে শিস বাজাতে লাগল।

অপারেটর ফিরে এল লাইনে। 'আমি দুঃখিত। মিসেস বেনেকি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।'

'তাহলে উনি যে সুইটে গেছেন ওখানে ফোন দিন।'

'মিসেস বেনেকি হোটেল ছেড়েই চলে গেছেন।'

'এ অসম্ভব। উনি–'

'আপনি রিসেপশনের সঙ্গে বরং কথা বলুন।'

একটি পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'রিসেপশন। মে আই হেল্প ইউ?'

'হ্যাঁ, মিসেস পি.জে বেনেকি কোন সুইটে আছেন?'

'মিসেস পি.জে বেনেকি আজ সকালে হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন।'

নিশ্চয় কোনো জরুরি কাজে তাকে তড়িঘড়ি চলে যেতে হয়েছে।

'আমি কি ওনার বাড়ির ঠিকানাটা পেতে পারি, প্লিজ?'

'দুঃখিত, উনি বাড়ির কোনো ঠিকানা রেখে যান নি।'

'নিশ্চয় কোনো ঠিকানা থাকবে।'

'আমি নিজে মিসেস বেনেকিকে বিদায় জানিয়েছি। উনি কোনোই ঠিকানা দিয়ে যাননি।'

পেটে প্রচণ্ড ঘুসি খেল যেন হ্যালস্টন। মন্থরগতিতে রিসিভার রেখে বোকার মতো বসে রইল চেয়ারে। যেভাবেই হোক মহিলার খোঁজ পেতেই হবে। তাকে জানাতে হবে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এমারেল্ডটির জোড়া হাতে পেয়েছি। এদিকে কন্টেসা মারিসার কাছ থেকে আড়াই লাখ ডলারের চেকটাও ফিরিয়ে নেয়া দরকার।

দ্রুত স্যাভয় হোটেলের নাম্বারে ফোন করল হ্যালস্টন।

'সুইট ছাব্বিশ।'

'কাকে চাইছেন, প্লিজ?'

'কন্টেসা মারিসা।'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

অপারেটর লাইনে ফিরে আসার আগেই অশুভ আশংকায় দুলতে লাগল হ্যালস্টনের বুক, মনে হচ্ছিল তার জন্য খারাপ খবর অপেক্ষা করছে।

'আমি দুঃখিত, কন্টেসা মারিসা চেক আউট করেছেন।'

ফোন রেখে দিল হ্যালস্টন। ওর হাত এমন কাঁপছিল যে ব্যাংকের নাম্বারে ফোন করতে রীতিমতো বেগ পেতে হলো। 'আমাকে হেড বুককিপারকে দিন... জলদি! একটি চেকের পেমেন্ট আমি দিতে মানা করব।'

কিন্তু এখানেও বলাবাহুল্য দেরি করে ফেলেছে হ্যালস্টন। সে এক লাখ ডলারে যে এমারেল্ডটি বিক্রি করেছিল ওটিই আবার তাকে আড়াই লাখ ডলার দিয়ে কিনতে হয়েছে। চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল গ্রেগরি হ্যালস্টন, পার্কার ভ্রাতৃদ্বয়কে কী ব্যাখ্যা দেবে তা-ই ভাবছিল সে।

উনপঞ্চাশ

নতুন জীবন শুরু হয়ে গেল ট্রেসির। ৪৫ ঈটন স্কোয়ারে চমৎকার একটি পুরানো জর্জিয়ান বাড়ি কিনল সে। বাড়ির সামনে-পেছনে দু'দিকেই সুদৃশ্য বাগান। আসবাব কিনে বাড়ি সাজাতে ট্রেসিকে সাহায্য করলেন গুন্থার। এতই সুন্দর করে সাজানো হলো বাড়িটা, শীঘ্রি ওটি পরিচিতি পেল লন্ডনের অন্যতম শো-প্লেস হিসেবে।

ট্রেসিকে সবার সঙ্গে গুন্থার পরিচয় করিয়ে দিলেন একজন ধনবতী, তরুণী বিধবা হিসেবে, যার স্বামী আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। সর্বমহলে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল ট্রেসি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং সহজেই সে সকলকে আকৃষ্ট করে। তার কাছে একের পর এক আমন্ত্রণ আসতে লাগল।

মাঝে মাঝেই ট্রেসি ঘুরতে গেল ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং ইটালিতে। সংক্ষিপ্ত এসব সফরে প্রতিবারই লাভবান হলো সে এবং গুন্থার হারটগ।

গুন্থারের নির্দেশে ট্রেসি *Almanch de Gotha* এবং *Debrett's Peerege and Baronetage* পুরোটাই পড়ল। এ বইগুলোতে ইউরোপের সকল রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকুমারীসহ রাজ অমাত্যদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। ট্রেসি পরিণত হলো বহুরূপী এক গিরগিটিতে, মেকআপ, ছদ্মবেশ ধারণ এবং যে কোনো ভাষায় নিখুঁত উচ্চারণে কথা বলায় হয়ে উঠল এক্সপার্ট। সে আধডজন পাসপোর্টের মালিক। বিভিন্ন দেশে কোথাও সে ব্রিটিশ ডাচেস, কোথাও ফ্রেঞ্চ এয়ারলাইন স্টুয়ার্ডেস আবার কোথাও বা দক্ষিণ আমেরিকান ধনবতী নারীর চেহারায় হাজির হলো। এক বছরের মধ্যে সে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থ আয় করে ফেলল। সে একটি ফান্ড করল। ওই ফান্ড থেকে জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়া মহিলা কয়েদীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেনামে অর্থ সাহায্য পাঠাতে লাগল। আর প্রতিমাসে অটো স্মিডটকে মোটা অংকের পেনশন দিয়ে গেল ট্রেসি তার ফান্ড থেকে। এ পেশা ছাড়ার কথা সে এখন কল্পনাও করতে পারে না। চতুর, সফল মানুষদেরকে প্রতারণার চ্যালেঞ্জটি সে বেশ উপভোগ করে। প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিক কাজের রোমাঞ্চ তার কাছে মাদকের নেশার মতো, ট্রেসি দেখেছে নিত্যনতুন বড় বড় চ্যালেঞ্জ নিতে না পারলে জীবনটা কেমন পানসে লাগে। তবে একটা নিয়ম সে খুব মেনে চলে ভুলেও অসহায়, নিরীহ, সৎ মানুষদের কোনো ক্ষতি করে না। যাদেরকে সে ঠকায় বা প্রতারণা করে তারা সবাই লোভী এবং নৈতিকতাবর্জিত মানুষ। এরা প্রতারণার শিকার হলেও অর্থ হারানোর দুঃখে আত্মহত্যা করবে না, জানে ট্রেসি।

গোটা ইউরোপ জুড়ে সংঘটিত হতে থাকা এসব দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড নিয়ে খবরের কাগজে সাড়া পড়ে গেল। ট্রেসি নানান ছদ্মবেশ নেয় বলে পুলিশের ধারণা একদল প্রতিভাময়ী নারী এসব চুরি-ডাকাতি এবং প্রতারণাগুলো করছে। এদের পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়ে উঠল ইউরোপ।

ম্যানহাটনে, ইন্টারন্যাশনাল ইনসিওরেন্স প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের সদর দপ্তরে জে. জে. রেনল্ডস তাঁর কামরায় ডেকে পাঠালেন ডেনিয়েল কুপারকে।

'একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি', বললেন রেনল্ডস। 'আমাদের বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় ক্লায়েন্টকে হিট করা হয়েছে– দৃশ্যত একদল মহিলার কাজ এগুলো। আমাদের ক্লায়েন্টরা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। তারা চাইছেন দলটা যেন ধরা পড়ে। ইন্টারপোল আমাদেরকে সহযোগিতা করবে বলেছে। এ অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাকে দিলাম, ড্যান। কাল সকালে তুমি প্যারিস যাচ্ছো।

মাউন্ট স্ট্রিটের স্কটে বসে গুন্থারের সঙ্গে ডিনার করছে ট্রেসি।

'ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্টের নাম শুনেছ, ট্রেসি?'

নামটি চেনা চেনা লাগল। আগে কোথায় যেন শুনেছে? মনে পড়ে গেল। কুইন এলিজাবেথ দুই-তে বসে জেফ স্টিভেন্স এ লোকের কথা বলেছিল, 'আমরা দু'জনে একই কারণে এখানে এসেছি। ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট।'

'খুব ধনী মানুষ, তাই না?'

'এবং খুব নির্দয় স্বভাবেরও বটে। সে কোম্পানি কিনে ওগুলোকে দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়ে।'

জো রোমানো ব্যবসার দায়িত্ব নেয়ার পরে সে সবাইকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছিল, তারপর নিজের লোক এনে কাজ শুরু করে দেয়। তারপর সে কোম্পানির মালপত্র বিক্রি করতে থাকে... তারা সবাই দখল করে– ব্যবসা, এ বাড়ি, তোমার মায়ের গাড়ি...

গুন্থার ট্রেসির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। 'তুমি ঠিক আছো তো, ট্রেসি?'

'হুঁ', বাস্তবে ফিরে এল ট্রেসি।' 'ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট সম্পর্কে বলুন শুনি।'

'তার তিন নম্বর বউ অল্প ক'দিন আগে তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। এখন সে একা। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি সখ্য গড়ে তুলতে পারলে লাভবানই হবে। সে শুক্রবারে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ইস্তাম্বুল যাবে।'

হাসল ট্রেসি। 'আমি কখনো ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়িনি। মনে হয় ভ্রমণটা উপভোগ করব।'

গুন্থারও হাসলেন প্রত্যুত্তরে। 'গুড। ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্টের কাছে ফেবার্জ ডিমের দারুন কালেকশন আছে। লেনিনগ্রাদের হার্মিটিজ মিউজিয়াম ছাড়া গোটা দুনিয়ায় শুধু তার কাছেই ওই জিনিস আছে। ডিমগুলোর দাম কুড়ি মিলিয়ন ডলার।'

'আমি যদি তোমার জন্য কিছু ডিম জোগাড় করে দিতে পারি' কৌতূহল নিয়ে

জানতে চাইল ট্রেসি, 'ওগুলো দিয়ে তুমি কী করবে, গুস্তার? এমন বিখ্যাত জিনিস কি বাইরে বিক্রি করা যাবে?'

'বহু প্রাইভেট কালেক্টর আছেন, ট্রেসি ডিয়ার, যারা সানন্দে ডিমগুলো কিনে নেবেন। তুমি ডিমগুলো নিয়ে এসো, আমি ওগুলো রাখবার বাসার ব্যবস্থা করছি।'

'আচ্ছা দেখি কী করা যায়।'

'ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট কিন্তু সহজ কেউ নয়। সে যাক, শুক্রবারের ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে আরও দু'টি কবুতর রওনা হচ্ছেন। তারা যাচ্ছেন ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে। এরাও পেকে টুসটুস করছেন, শুধু গাছ থেকে পেড়ে নেয়ার অপেক্ষা। সিলভানা লুয়াদির নাম শুনেছ?'

'ইটালিয়ান মুভিস্টার? অবশ্যই শুনেছি।'

'তিনি বিয়ে করেছেন প্রযোজক আলবার্তো ফোরনাটিকে। ফোরনাটি সবসময় হতচ্ছাড়া সব এপিক ফিল্ম বানান। শোনা যায় ইনি অভিনেতা এবং পরিচালকদের লাভের বড় অংশের বখরা দেয়ার লোভ দেখিয়ে খুব কম পারিশ্রমিকে তাদেরকে কাস্ট করেন নিজের ছবিতে কিন্তু পরে লাভের পুরোটাই মেরে দেন। কাউকে একটি পয়সাও দেন না। তিনি স্ত্রীকে কোটি কোটি টাকা মূল্যের গহনা উপহার দিয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি তিনি যতই অবিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন ততোই তাঁকে বেশি বেশি গহনা কিনে দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করেন। শুনেছি সিলভানার এতোই গহনা যে তা দিয়ে তিনি গহনার দোকান দিতে পারবেন। আমার মনে হয় তুমি এদের সঙ্গ উপভোগই করবে।'

'আমি ওদের সঙ্গ উপভোগ করার জন্য মুখিয়ে আছি,' বলল ট্রেসি।

ভেনিস সিম্পলন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস প্রতিদিন শুক্রবার সকাল ১১:৪৪ মিনিটে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে যাত্রা করে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে। পথে যাত্রাবিরতি দেয় বুলন, প্যারিস, লুসান, মিলান এবং ভেনিসে। যাত্রা শুরুর আধাঘণ্টা আগে টার্মিনালের বোর্ডিং প্লাটফর্মের এন্ট্রান্সে একটি পোর্টেবল চেকইন কাউন্টার বসানো হলো। দুই স্থূলকায় ইউনিফর্মধারী ট্রেনে ওঠার জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে কাউন্টার পর্যন্ত পেতে দিল একটি লাল কার্পেট।

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের নতুন মালিকরা উনিশ দশকের শেষ দিকের ট্রেন ভ্রমণের স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় এ ট্রেনটিকে অরিজিনালটির আদলে তৈরি করেছেন। এ ট্রেনে রয়েছে ব্রিটিশ পুলম্যান বার, ওয়াগনলিট রেস্টুরেন্ট, একটি বার সেলুন কার এবং স্লিপিং কার।

১৯২০ সালের আদলে তৈরি গোল্ড ব্রেইডসহ মেরিন ব্লু ইউনিফর্ম পরা এক অ্যাটেনডেন্ট ট্রেসির দুটো স্যুটকেস আর ভয়ানক ছোট আকারের ভ্যানিটি লেসটি তার কেবিনে বহন করে দিয়ে এল। কেবিনে একটি সিঙ্গল সিট রয়েছে, তাতে আঙ্কারা ছাগলের রেশমী লোম দিয়ে তৈরি ফুলের ছাপ মারা গদি। মেঝের কার্পেট এবং মই, যাতে চড়ে টপ বার্থে ওঠা যায়, দুটিই সবুজ মখমলের। দেখে মনে হলো একটা ক্যান্ডি বাক্সে ঢুকেছে ট্রেসি।

রূপোলি একটি ঝুড়িতে শ্যাম্পেনের ছোট একটি বোতলসহ কার্ড নজর কাড়ল ওর
অলিভার অবার্ট, ট্রেন ম্যানেজার।

সেলিব্রেট করার মতো কিছু না ঘটা পর্যন্ত এ বোতলটি আমি খুলব না, সিদ্ধান্ত নিল ট্রেসি। *ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট* জেফ স্টিভেন্স ব্যর্থ হয়েছিল। মি. স্টিভেন্সকে হারাবে ভাবতেই মজা লাগল ট্রেসির। ঠোঁটের কোণায় ফুটল মৃদু হাসি।

অপরিসর জায়গাটিতে বসে ও সুটকেস খুলে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় বের করে ঝুলিয়ে রাখল। ট্রেনের চেয়ে প্যান আমেরিকান জেট ভ্রমণ ওর অধিকতর পছন্দ হলেও এবারের সফরটি রোমাঞ্চকর হবে ভেবেই রেলযাত্রা করছে ট্রেসি।

সিডিউল মাফিক সময়েই স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস। ট্রেসি নিজের আসনে বসে দেখছে লন্ডনের দক্ষিণ শহরতলী ট্রেনের সঙ্গে গড়াতে শুরু করেছে।

দুপুর সোয়া একটায় ট্রেন এসে পৌঁছাল ফোকস্টোনের পোর্টে, যাত্রীরা এখানে সিলিঙ্ক ফেরিতে উঠল, এ ফেরিতে তারা চ্যানেল পার হয়ে বুলোন পৌঁছাবে। ওখানে আরেকটি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস অপেক্ষা করছে তাদের জন্য দক্ষিণে ছুটবার জন্য।

ট্রেসি একজন অ্যাটেনডেন্টের দিকে এগিয়ে গেল। 'শুনলাম ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। ওনার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন?'

মাথা নাড়ল অ্যাটেনডেন্ট। 'পারলে দিতাম, ম্যাম। তিনি কেবিন বুক করেছেন ভাড়াও দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ট্রেনে ওঠেননি। শুনেছি ভদ্রলোক নাকি এরকমই। কখন কোন কাজ করবেন আগে থেকে বোঝা ভার।

তাহলে টর্গেট হিসেবে রইল বাকি দুই– সিলভানা লুয়াদি এবং তার প্রযোজক স্বামী।

বুলনে পৌঁছার পরে যাত্রীদেরকে কন্টিনেন্টাল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে নিয়ে যাওয়া হলো। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, দ্বিতীয় ট্রেনটির কেবিনও ছিল প্রথমটির মতো অপ্রশস্ত এবং অপরিসর ফলে ভ্রমণটি তেমন উপভোগ করতে পারল না ট্রেসি। সারাদিন কেবিন থেকে বেরুল না ও, প্ল্যান এঁটে কেটে গেল সময়। রাত আটটার সময় পোশাক বদলাতে শুরু করল।

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস-এর ড্রেস কোড-এ সান্ধ্যকালীন পোশাকের কথা বলা হয়েছে, ট্রেসি নির্বাচন করল চোখ ধাঁধানো ডাভ-গ্রে শিফন গাউন, গ্রে হোস এবং গ্রে স্যাটিন জুতো। ওর অঙ্গে গহনা বলতে শুধু শোভা পেল গলায় মুক্তোর একটি মালা। কামরা ছেড়ে বেরুবার আগে আয়নায় দীর্ঘক্ষণ নিজেকে পরখ করল ট্রেসি। তার সবুজ চোখে টলটল করছে রাজ্যের সারল্য, মালিন্যহীন মুখখানা অনিন্দ্যসুন্দর। *আয়না মিথ্যা কথা বলছে,* মনে মনে ভাবছে ট্রেসি। *আমি আর সহজ-সরল মেয়েটি নই। আমি এখন মুখোশ পরে থাকি। তবে এ ছদ্মবেশ ধারণের মাঝে রয়েছে প্রবল উত্তেজনা।*

কেবিন থেকে বেরিয়েছে ট্রেসি, হাত থেকে পার্সটি খসে পড়তে দিল ও। ওটা তুলে নিতে উবু হবার ফাঁকে দ্রুত দরজার বাইরের তালায় চোখ বুলিয়ে নিল। দুটো তালা

দরজায় একটি ইয়েল লক, অপরটি ইউনিভার্সাল লক। *এটা কোনো সমস্যাই নয়।* সিধে হলো ট্রেসি, পা বাড়াল ডাইনিং কারে।

ট্রেনে ডাইনিংকারের সংখ্যা তিনটি। আসনগুলো ভারী মখমলে মোড়া, দেয়ালে দামী কাঠের পাতলা আস্তরণ, লালিক শেড দেয়া পেতলের শঙ্খ আকৃতির বাতি থেকে ভেসে আসছে নরম আলো। প্রথম ডাইনিং রুমে প্রবেশ করল ট্রেসি। এ ঘরের অনেকগুলো টেবিল খালি। মেইত'র ডি ওকে স্বাগত জানাল। 'আপনার একার জন্য টেবিলের ব্যবস্থা করব, মাদমোয়াজেল?'

ট্রেসি ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। 'আমি আমার বন্ধুদেরকে খুঁজছি, ধন্যবাদ।'

পরের ডাইনিং কারে গেল ট্রেসি। এটিতে কিছু লোকজন ভিড় করেছে বটে তবে বেশ কয়েকটি টেবিলই খালি পড়ে আছে।

'গুড ইভনিং', বলল মেইত'রডি', 'আপনি কি একা খাবেন?'

'না, আমার এক বন্ধুকে খুঁজছি ধন্যবাদ।'

তৃতীয় ডাইনিং কার-এ গেল ও। এখানে প্রতিটি টেবিল দখল হয়ে আছে।

ওকে দরজায় আটকাল মেইতর'ডি। 'এখানে টেবিল পেতে হলে আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, ম্যাডাম। তবে অন্য ডাইনিং কারগুলোতে টেবিল খালি আছে।'

ট্রেসি নজর বুলাল চারদিকে, দূরপ্রান্তে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। 'সমস্যা নেই', 'ওই যে আমার বন্ধুরা আছে।'

মেইতর'ডি কে পাশ কাটাল ও, হেঁটে গেল কিনারের টেবিলে। 'এক্সকিউজ মি', ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল ও।' সবগুলো টেবিলই মনে হয় দখল হয়ে গেছে। আপনাদের সঙ্গে কি একটু বসতে পারি?'

লোকটি ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলেন, ট্রেসির আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, '*prego! con piacere!* আমি আলবার্টো ফোরনাটি আর ইনি আমার স্ত্রী সিলভানা লুয়াদি।'

'ট্রেসি হুইটনি', ও ওর নিজের পাসপোর্ট বহন করছে।

'অ *E Americana!* আমি অবশ্য খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারি।'

আলবার্টো ফোরনাটি বেঁটে, টেকো এবং মোটা। সিলভানা লুয়াদি কেন এ লোককে বিয়ে করেছেন তা নিয়ে রোমে গত বারো বছর ধরে রসালো আলোচনা চলছে। সিলভানা লুয়াদি নিঃসন্দেহে এক ক্লাসিক বিউটি, চমৎকার ফিগার, প্রকৃতিদত্ত এক প্রতিভা। তিনি অস্কার এবং সিলভার পাম অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন, তাঁর চাহিদা তুঙ্গে। সিলভানা এ মুহূর্তে যে ভ্যালেন্টিনো ইভনিং গাউনটি পরে আছেন, ট্রেসি অনুমান করল, এর দাম পাঁচ হাজার ডলারের কম হবে না। আর তাঁর গায়ের গহনাগুলোর বাজার মূল্য তো এক মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। গুন্থার হারটগের কথাগুলো মনে পড়ে গেল ট্রেসির। *তিনি যত অবিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন স্ত্রীর প্রতি, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে ততো বেশি গহনা কিনে দেন। সিলভানা গহনা দিয়ে নিজেই গহনার দোকান খুলতে পারবেন।*

'ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে এবারই প্রথম ভ্রমণ করছেন, সিনোরিনা?'

ট্রেসি বসার পরে আলাপ জমাতে চাইলেন ফোরনাটি।

'জ্বী।'

'আহ্, এটি ভারী রোমান্টিক একটি ট্রেন, অনেক গল্প আছে এ ট্রেনকে ঘিরে।' ফোরনাটির চোখে জল এসে গেল আবেগে।

'কত যে *interessante* গল্প আছে। স্যার বেসিল যাহারফের কথাই ধরুন। এই বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ীটি পুরানো ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে সবসময় সাত নম্বর কামরায় ভ্রমণ করতেন। এক রাতে তিনি একটি চিৎকার শুনতে পেলেন, তারপরই দরজায় করাঘাতের শব্দ। দরজা খুলতেই এক *bellisimo* তরুণী স্প্যানিশ ডাচেস প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকে।' রোলে মাখন মাখিয়ে কামড় দেয়ার সময়টুকু বিরতি নিলেন ফোরনাটি। মহিলার স্বামী তাকে খুন করার চেষ্টা করছিল। বাবা-মা জোর করে বিয়ে দেয় এবং বেচারী আবিষ্কার করে তার স্বামী একটি পাগল। যাহারফ মেয়েটির স্বামীকে নিবৃত্ত করেন এবং শান্ত করেন ভীত মেয়েটিকে। তারপর শুরু হয়ে যায় এক অপূর্ব প্রেমকাহিনী যার ব্যপ্তি ছিল টানা চল্লিশ বছর।

'বাহ, দারুণ তো!' মন্তব্য করল ট্রেসি। কৌতূহলে বড়বড় হয়ে গেছে চোখ।

'si! তারপর থেকে প্রতিবছর তারা মিলিত হন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে। যাহারফ সাত নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে উঠতেন, মেয়েটি আট নম্বরে, তাঁর পাশের কামরায়। মেয়েটির স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে বিয়ে করেন যাহারফ। ভালোবাসার টোকেন হিসেবে তিনি বধূকে মন্টিকার্লোতে একটি ক্যাসিনো কিনে দেন। বিয়ের উপহার।'

'ভারী সুন্দর গল্প, মি. ফোরনাটি।'

পাথর মুখ করে বসে রইলেন সিলভানা লুয়াদি।

'*Mangia*', বললেন ফোরনাটি। তাড়া দিলেন ট্রেসিকে, 'নিন খাওয়া শুরু করুন।'

ছয় কোর্সের ডিনার। আলবার্টো ফোরনাটি নিজের খাবারটুকু তো খেলেনই, প্লেটে স্ত্রীর রেখে দেয়া অবশিষ্টাংশও গপাগপ গলাধকরণ করলেন। খেতে খেতে সারাক্ষণই বকরবকর চালিয়ে গেলেন তিনি।

'আপনি বোধকরি অভিনেত্রী?' ট্রেসিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

হেসে উঠল ট্রেসি। 'ওহ্, না। আমি স্রেফ একজন ট্যুরিস্ট।'

উজ্জ্বল মুখে ফোরনাটি তাকালেন ট্রেসির দিকে। *bellidssim* অভিনেত্রী হবার মতো দারুণ সুন্দর চেহারা আপনার।'

'উনি বলেছেন উনি অভিনেত্রী নন', ধারালো গলায় বললেন সিলভানা।

স্ত্রীকে পাত্তা দিলেন না ফোরনাটি। 'আমি সিনেমা বানাই। আপনি নিশ্চয় আমার সিনেমাগুলোর নাম শুনেছেন?' ওয়াইল্ড স্যাক্সেজেস, দ্য টাইটানস ভার্সাস সুপার উওম্যান...

'আমার আসলে সিনেমা দেখার তেমন অভ্যেস নেই,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল ট্রেসি। টের পেল প্রযোজক টেবিলের তলায় ওর পায়ে নিজের মোটা পা দিয়ে চাপ দিচ্ছেন।

'আপনাকে একদিন আমার সিনেমা দেখাবো।'

রাগে সাদা হয়ে গেলেন সিলভানা।

'আপনি কখনো রোমে গেছেন, মাইডিয়ার?' ফোরনাটি দ্রুত পা ঘষতে শুরু করেছেন ট্রেসির পায়ের সঙ্গে।

'সত্যি বলতে কী, ভেনিস সফর শেষে রোম ঘুরে আসব ভাবছিলাম।'

'চমৎকার! *Benissino!* তাহলে একসঙ্গে ডিনার করা যাবে। কী বলেন, *Cara?*' সিলভানার দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন তিনি। 'আস্পিয়ান ওয়েতে আমাদের চমৎকার একখানা ভিলা আছে। দশ একর জমি–' জমির বিশালতা বোঝাতে তিনি হাত ছড়িয়ে দিলেন সামনে, ধাক্কা লেগে এক বাটি ঝোল পড়ল তার স্ত্রীর কোলে। কাজটি তিনি ইচ্ছে করেই করলেন কিনা বুঝতে পারল না ট্রেসি।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালেন সিলভানা লুয়াদি। ঝোলে মাখামাখি হয়ে গেছে দামী ড্রেসটি। *'Sei unmascalzone!'* তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন তিনি। *'Tieni le tue puttane tantano da me!*

রেগেমেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সবার চোখ অনুসরণ করল তাঁকে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ফোরনাটি। 'ফোরনাটিকে আবার একটি ড্রেস কিনে দিতে হবে। তবে ওর ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। ও ফোরনাটিকে খুব হিংসে করে।'

'হিংসে করার কারণ আছে বলেই করেন', মৃদু হাসি দিয়ে ঠাট্টাটা গোপন করল ট্রেসি।

আত্মতুষ্টি ফোরনাটির কণ্ঠে। 'তাতো বটেই। মহিলারা ফোরনাটিকে খুব আকর্ষণীয় মনে করে।'

কুমড়োপটাশের কথাটা শুনে বহু কষ্টে অট্টহাসি দমন করল ট্রেসি। 'সে আমি খুব বুঝতে পারছি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন ফোরনাটি। ট্রেসির হাত ধরে বললেন, 'আপনাকে ফোরনাটির পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে। আপনি এমনিতে কী করেন?'

'আমি একজন লিগাল সেক্রেটারি। এ ভ্রমণটির জন্য অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়েছিলাম, ইউরোপে ভালো কোনো কাজ পাবো বলে আশা করছি।'

কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসা ফোরনাটির চোখ লোভী দৃষ্টি বুলাল ট্রেসির দেহে। 'ও নিয়ে ভাববেন না। ফোরনাটি আপনাকে নতুন কাজ পাইয়ে দেবে বলে কথা দিচ্ছে। তার সঙ্গে যারা সদয় থাকে সে-ও তাদের প্রতি সদয় থাকে।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' লাজুক লাজুক গলায় বলল ট্রেসি।

গলার স্বর নিচে নামালেন ফোরনাটি। 'আপনার নতুন চাকরির বিষয়ে আপনার কেবিনে বসে রাতে আলাপ করা যায় না?'

'ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হবে।'

'Perche? কেন?'

'আপনি এমন বিখ্যাত একজন মানুষ। এ ট্রেনের সবাই বোধহয় আপনাকে চেনে।'

'সেটাই স্বাভাবিক।'

'তারা যদি দেখে আপনি আমার কেবিনে ঢুকেছেন– ওয়েল, আপনি বুঝতেই

পারছেন, কেউ কেউ বিষয়টি অন্যরকমভাবে দেখতে পারে। অবশ্য আপনার কেবিন যদি আমার কেবিনের কাছাকাছি হয়... আপনি কত নাম্বার কেবিনে উঠেছেন?'

'*E settantr*—সত্তর।' আশা নিয়ে ট্রেসির দিকে তাকালেন ফোরনাটি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্রেসি। 'আমি আছি অন্য কারে। ভেনিসে দেখা করলে কেমন হয়?'

উদ্ভাসিত হলো প্রযোজকের মুখ। '*Bene!* আমার স্ত্রী বেশিরভাগ সময় তার কামরাতেই থাকেন। রোদটোদ তেমন সহ্য হয় না তাঁর। আপনি কখনো ভেনেসিয়ায় গেছেন?'

'জ্বী না।'

'অ:' আপনাকে নিয়ে টরসেল্লোতে যাবো, ছোট একটি দ্বীপ, চমৎকার একটি রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে। লোকান্ডা সিপ্রিয়ানি। ওটা হোটেলও বটে। তার চোখ চকচক করছে। '*Mto Privato.*

ট্রেসি মৃদু, প্রশ্রয়ের হাসি হাসল। 'বাহ্, চমৎকার।' চোখ নামিয়ে ফেলল যেন আর কিছু বলতে লজ্জা পাচ্ছে।

সামনে ঝুঁকলেন ফোরনাটি, ট্রেসির হাতে চাপ দিয়ে ঘরঘরে গলায় বললেন, 'ওখানে যে কী উত্তেজনা অপেক্ষা করছে, তুমি জানো না, cara.'

আধঘণ্টা পরে ট্রেসি ফিরে এল নিজের কেবিনে।

পঞ্চাশ

একাকী রাতের আঁধার চিরে ছুটে চলেছে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস। যাত্রীরা সবাই ঘুমাচ্ছে। আগের দিন সন্ধ্যায় তারা তাদের পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দিয়েছে। বর্ডারের যাবতীয় ফরমালিটিজ সেরে নেবে কনডাক্টররা।

রাত সাড়ে তিনটার সময় নিঃশব্দে নিজের কম্পার্টমেন্ট ছাড়ল ট্রেসি। ট্রেন সুইস সীমান্ত পার হয়ে লুসান পৌঁছাবে ভোর পাঁচটা একুশ মিনিটে। ইটালির মিলানে পৌঁছানোর কথা সকাল সোয়া ন'টা নাগাদ।

পাজামা আর রোব পরা, হাতে একটা স্পঞ্জের ব্যাগ নিয়ে ট্রেসি করিডোর ধরে পা বাড়াল, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক। ট্রেনের কেবিনে কোনো টয়লেট নেই, তবে প্রতিটি কারের শেষ মাথায় কয়েকটি আছে। কেউ প্রশ্ন করলে ট্রেসির জবাব রেডিই আছে– বলবে লেডিস রুমে যাচ্ছে। তবে কারো মুখোমুখি হতে হলো না ওকে। কনডাক্টর এবং পোর্টাররা ঘুমাচ্ছে।

কেবিন E 70'র সামনে চলে এল ট্রেসি। ডোরনব ধরে মোচড় দিল। বন্ধ। স্পঞ্জের ব্যাগ খুলে একটি ধাতব পদার্থ এবং সিরিঞ্জসহ একটি ছোট বোতল বের করে লেগে গেল কাজে।

দশ মিনিট পরে নিজের কেবিনে ফিরে এল ট্রেসি। ত্রিশ মিনিট পরে ঘুমিয়ে পড়ল মুখে হাসি নিয়ে।

সকাল সাতটার দিকে, ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস মিলান পৌঁছানোর ঘণ্টাদুয়েক আগে, কেবিন E 70 থেকে একের পর এক ভেসে আসা গগনবিদারী চিৎকার গোটা কারকে জাগিয়ে দিল। কী ঘটছে দেখতে যাত্রীরা তাদের কেবিন থেকে মাথা বের করে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। একজন কনডাক্টর দ্রুত এসে ঢুকল E 70' তে।

সিলভানা লুয়াদি পাগলীর মতো চেঁচামেচি করছেন।

'Aiato! বাঁচাও! চিৎকার করছেন তিনি। আমার সব গহনা চুরি হয়ে গেছে। এই হারামজাদা ট্রেন ভর্তি *ladri*- চোর।'

'দয়া করে শান্ত হোন, ম্যাডাম', অনুনয় করল কনডাক্টর। 'অন্যরা'–

'শান্ত হবো!' অভিনেত্রীর গলার স্বর সপ্তমে পৌঁছাল। 'তোমার এতবড় সাহস আমাকে শান্ত হতে বলো, *Stupido maiale!* আমার দশ লাখ ডলার দামের জুয়েলারি কেউ চুরি করেছে।'

'কীভাবে এটা সম্ভব হলো?' গর্জন ছাড়লেন আলবার্টো ফোরনাটি। 'দরজা বন্ধ ছিল– আর ফোরনাটির ঘুম খুব পাতলা। কেউ ঘরে ঢুকলে আমি সঙ্গে সঙ্গে জেগে যেতাম।'

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল কন্ডাক্টর। সে খুব ভালো করেই জানে কীভাবে ঘটনা ঘটেছে। কারণ এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। রাতের বেলা কেউ চুপিচুপি এসে তালার ফুটোয় সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরে ঈথার ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এসব দরজার তালা খোলা চোরের কাছে বোধকরি ছেলেখেলার মতোই ছিল। চোর ঘরে ঢুকে মাল লুটে নিয়ে তার শিকারদের অজ্ঞান অবস্থায় রেখে নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে গেছে। তবে অন্যান্য চুরিগুলোর সঙ্গে এবারের চুরির ঘটনায় তফাত রয়েছে। আগে ট্রেন গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত চুরির ঘটনা প্রকাশ পেত না, চোর তখন পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ পেত। তবে এবারকার পরিস্থিতি ভিন্ন। চুরির পরে কেউ ট্রেন থেকে নামার সুযোগ পায়নি তার মানে গহনা ট্রেনেই আছে, পাচার হয়ে যায়নি।'

'চিন্তা করবেন না', ফোরনাটি দম্পতিকে আশ্বস্ত করল কনডাক্টরটি। 'আপনারা আপনাদের গহনা ফেরত পাবেন। চোর এখনো ট্রেনেই আছে।'

সে ছুটল মিলানের পুলিশকে ফোন করতে।

মিলান টার্মিনালে যখন প্রবেশ করল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, স্টেশনের প্লাটফর্মে ততক্ষণে কুড়িজন– ইউনিফর্ম পরা এবং সাদা পোশাকের পুলিশ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থেকে কোনো যাত্রী কিংবা ব্যাগেজ নামতে দেয়া হবে না।

ইন্সপেক্টর ইন চার্জ লুইগি রিচিকে সরাসরি ফোরনাটিদের কম্পার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো।

পুলিশ অফিসারকে দেখে সিলভানা লুয়াদির হিস্টিরিয়া আরো বৃদ্ধি পেল। 'আমার সমস্ত জুয়েলারি ওই জুয়েল কেসটিতে ছিল', বিলাপ করছেন তিনি। 'আর একটি গহনাও ইনসিওরেন্স করা নেই!'

খালি জুয়েল কেসটি পরীক্ষা করল ইন্সপেক্টর। 'আপনি কি নিশ্চিত গতরাতে আপনার গহনাগুলো ওখানেই রেখেছিলেন, সিনোরা?'

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত। আমি সবসময় ওখানেই আমার গহনা রাখি।' তার ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখ যা তার কোটি দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে, সেই অপূর্ব সুন্দর চোখে এখন নহর বইছে। ইন্সপেক্টর রিচি সিলভানার কষ্ট লাঘব করার জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে দিতেও রাজি।

সে কম্পার্টমেন্ট ডোরে হেঁটে গেল, ঝুঁকল, কিহোলের গন্ধ শুকল। ঈথারের গন্ধ আসছে। চুরি সত্যি হয়েছে এবং সে চোরকে যেমন করে হোক পাকড়াও করবে।

সিধে হলো ইন্সপেক্টর রিচি। 'চিন্তা করবেন না, সিনোরা। এ ট্রেন থেকে আপনার গহনা সরিয়ে ফেলার কোনো রাস্তাই নেই। আমরা চোরটাকে পাকড়াও করে আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।'

আত্মবিশ্বাসী হবার কারণ রয়েছে। ট্রেনটিকে সম্পূর্ণ সিল করে দেয়া হয়েছে, অপরাধীর পালাবার কোনো রাস্তাই নেই।

গোয়েন্দারা একজন একজন করে যাত্রীকে নিয়ে গেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে পুরো শরীর সার্চ করার জন্য। এসব যাত্রীর মধ্যে অনেকেই গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁরা এ ব্যাপারটিতে অপমানবোধ করে রেগে আগুন হলেন।

'আমি দুঃখিত' প্রত্যেককে ব্যাখ্যা কর্‌ল ইন্সপেক্টর রিচি, 'তবে মিলিয়ন ডলারের চুরির বিষয়টি তো আর হেলাফেলা করা যায় না।'

প্রতিটি যাত্রী ট্রেন থেকে নামার পরে ডিটেকটিভরা তাদের কেবিনে চিরুনি তল্লাসী চালালো। প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। ইন্সপেক্টর রিচির জন্য এটি একটি অপূর্ব সুযোগ, এবং সে সুযোগটি কোনোভাবেই হারাতে চায় না। চুরি যাওয়া গহনা উদ্ধার করতে পারলে তার প্রমোশন এবং বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত। তার কল্পনা পাখা মেলল। সিলভানা লুয়াদি ওর প্রতি এতোটাই কৃতজ্ঞ হবেন যে তিনি ওকে হয়তো বিছানায় আমন্ত্রণই জানিয়ে বসবেন...

নয়া উদ্যমে অর্ডার দিতে লাগল রিচি।

ট্রেসির কেবিনের দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল এক গোয়েন্দা, 'মাফ করবেন, সিনোরিনা। ট্রেনে একটা চুরি হয়েছে। সকল যাত্রীকে সার্চ করা হচ্ছে। আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে একটু আসেন...

'চুরি?' দারুণ চমকে গেল ট্রেসি। 'এই ট্রেনে?'

'জ্বী, সিনোরিনা।'

ট্রেসি কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরুবার পরে দু'জন গোয়েন্দা ঢুকল ওর কামরায়, খুলল সুটকেস তারপর ভেতরের জিনিসগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগল।

চার ঘণ্টার সার্চ শেষে যা পাওয়া গেল তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েক প্যাকেট মারিজুয়ানা, পাঁচ আউন্স কোকেন, একটি ছুরি এবং লাইসেন্সবিহীন একটি বন্দুক। কিন্তু হারানো গহনার কোনো পাত্তা নেই।

ইন্সপেক্টর রিচির বিশ্বাস হতে চাইল না। 'তোমরা পুরো ট্রেন সার্চ করেছ?' গর্জে উঠল সে তার অধঃস্তন কর্মকর্তাদের দিকে তাকিয়ে।

'ইন্সপেক্টর, আমরা প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করেছি। ইঞ্জিন, ডাইনিং রুম, বার, টয়লেট, কম্পার্টমেন্ট কিচ্ছু বাদ দিইনি। আমরা প্রতিটি যাত্রী এবং ক্রুর গা আগাপাশতলা তল্লাশী করেছি, প্রতিটি লাগেজ চেক করে দেখেছি। আপনাকে শপথ করে বলতে পারি গহনাগুলো এ ট্রেনে নেই। চুরির বিষয়টি হয়তো ভদ্রমহিলার নিছকই কল্পনা।'

কিন্তু ইন্সপেক্টর রিচি জানে গহনা সত্যি চুরি হয়েছে। সে ওয়েটারদের সঙ্গে কথা বলেছে। তারা বলেছে গতকাল সন্ধ্যায় চোখ ধাঁধানো গহনা পরে ডিনার খেতে এসেছিলেন সিলভানা লুয়াদি।

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের একজন প্রতিনিধি উড়ে এসেছে মিলানে।

'ট্রেন আর আটকে রাখা যাবে না', বলল সে, 'আমরা ইতিমধ্যে আমাদের শিডিউল থেকে পিছিয়ে পড়েছি।'

পরাজয় মেনে নিল ইন্সপেক্টর রিচি। ট্রেন আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখার কোনো যুক্তি তার কাছে নেই। আর কিছু করারও নেই তার। একটা ব্যাখ্যাই তার মনে আসছে রাতের বেলা, যেভাবেই হোক, চোর তার জন্য অপেক্ষারত কোনো সঙ্গীর কাছে গহনাগুলো ছুড়ে দিয়েছে চলন্ত ট্রেন থেকে। কিন্তু আদৌ কি এটা ঘটা সম্ভব? সঠিক সময় নির্ধারণ তো অসম্ভব একটি ব্যাপার। চোর নিশ্চয় আগে থেকে জানত না করিডোর কখন ফাঁকা থাকবে, কখন কনডাক্টর কিংবা যাত্রীরা হাঁটাহাটি করবে, কখন ট্রেন জনশূন্য কোনো জায়গায় পৌঁছাবে। এ রহস্যের সমাধান করা ইন্সপেক্টরের এখতিয়ারের বাইরে।

'ট্রেন ছেড়ে দাও', হুকুম দিল সে।

সে অসহায়ভাবে দেখল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রমোশন, বেতন বৃদ্ধি এবং সিলভানা লুয়াদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর সুযোগ।

ব্রেকফাস্ট কারে সকলের আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল গহনা চুরির ঘটনা।

'এরকম উত্তেজক ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম', মন্তব্য করল একটি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। ছোট্ট হীরকখণ্ড বসানো সোনার একটি নেকলেস দেখিয়ে সে যোগ করল, 'আমার ভাগ্য ভালো এটি চুরি যায়নি।'

'হুম' গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালো ট্রেসি।

আলবার্টো ফোরনাটি ডাইনিং কারে ঢুকতেই ওকে দেখতে পেলেন। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলেন তিনি। 'কী ঘটেছে নিশ্চয় জানেন। তবে কি জানতেন ফোরনাটির স্ত্রীর গহনা চুরি গেছে?'

'না!'

'জ্বী! আমার জীবন বিপদাপন্ন। একদল চোর আমার কেবিনে ঢুকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে। ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে যেতে পারত ফোরনাটি।'

'কী ভয়ংকর!'

'E ufna bella Uregatara! এখন থেকে সিলভানার গহনা অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতে হবে। গহনা কিনতে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে।'

'পুলিশ গহনাগুলো খুঁজে বের করতে পারল না?'

'না। তবে ফোরনাটি জানে কীভাবে মাল সরিয়েছে চোরের দল।'

'আচ্ছা! কীভাবে?'

চারপাশে নজর বুলিয়ে গলার স্বর কমালেন তিনি। 'রাতের বেলা আমরা যেসব স্টেশন পার হয়েছি তার কোনো একটিতে চোরদের একজন সঙ্গী অপেক্ষা করছিল। *laetri* গহনার বাক্স ট্রেন থেকে ছুড়ে দেয় এবং *ecco* এভাবে জুয়েলারিগুলো পেয়ে যায় ওরা।

প্রশংসার সুরে ট্রেসি বলল, 'আপনার মাথায় কী বুদ্ধি!'

'*si*' ভুরু তুললেন ফোরনাটি। 'ভেনেসিয়ায় আমাদের ছোট্ট অভিসারের কথা ভুলে যাননি তো?'

'কী করে ভুলি?' হাসলো ট্রেসি।

ওর হাতে জোরে চাপ দিলেন ফোরনাটি। 'ফোরনাটি সে সময়টির জন্যেই অপেক্ষা করছে। যাই, সিলভানাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসি। বেচারীর পাগল হবার দশা।

ভেনিসের সান্তা লুসিয়া স্টেশনে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস পৌঁছাবার পরে সবার আগে নেমে পড়ল ট্রেসি। লাগেজ নিয়ে সোজা চলে এল বিমানবন্দরে, পরবর্তী প্লেনে লন্ডনের উদ্দেশে উঠে পড়ল সিলভানা লুয়াদির গহনাসহ।

গুন্থার হারটগ খুব খুশি হবেন।

একান্ন

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন বা ইন্টারপোল-এর সাত তলা সদর দপ্তরটি প্যারিসের পশ্চিমে, ২৬, রা আর্মেনিগদে, সেন্ট ক্লাউডের পাহাড়ে। উঁচু সবুজ বেড়া এবং সাদা পাথরের দেয়াল সতর্কতার সঙ্গে আড়াল করে রেখেছে ভবনটি। মূল প্রবেশ ফটকটি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তালা মারা থাকে, ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনে আগাপাশতলা পরীক্ষা করে দেখার পরে ভিজিটরদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি মেলে। ভবনের ভেতরে, প্রতিটি ফ্লোরের সিঁড়ির মাথায় রয়েছে লোহার সাদা গেট, এগুলো রাতের বেলা বন্ধ থাকে, আর প্রতিটি ফ্লোর আলাদা অ্যালার্ম সিস্টেম এবং ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন দ্বারা সুসজ্জিত।

এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ি বাধ্যতামূলক কারণ, এ ভবনেই রাখা হয়েছে পঁচিশ লাখ অপরাধীর বিস্তৃত ডোশিয়ার এবং ফাইল। ৭৮টি দেশের ১২৬টি পুলিশ ফোর্সের তথ্যের ক্লিয়ারিং হাউজ হলো ইন্টারপোল, গোটা বিশ্বজুড়ে চোর-ডাকাত, মাদক ব্যবসায়ী, খুনি, প্রতারকদের পাকড়াও করার পুলিশি তৎপরতার সমন্বয় করে থাকে সংস্থাটি। সার্কুলেশন নামে একটি আপডেটেড বুলেটিনের মাধ্যমে রেডিও, টেলিগ্রাফি এবং স্যাটেলাইটের সাহায্যে তথ্য সরবরাহ করে ইন্টারপোল। প্যারিসের সদর দপ্তরটি পরিচালিত হয় সুরেত ন্যাশনাল বা প্যারিস প্রিফ্যাকচারের সাবেক গোয়েন্দাদের দ্বারা।

মে মাসের এক সকাল বেলায় ইন্টারপোলের দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর আঁদ্রে ট্রিগন্যান্টের অফিসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কামরাটি আরামদায়ক, সাধারণ আসবাবে সাজানো, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য চোখে পড়ে। পুবে দূরের আকাশে মাথা উঁচিয়ে রেখেছে আইফেল টাওয়ার, অপরদিকে মন্তমাত্রির sacre coeur-র গম্বুজ পরিষ্কার দৃশ্যমান। ইন্সপেক্টর মধ্যচল্লিশ, সুদর্শন চেহারা, শক্তপোক্ত গড়ন, মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ, কালো চুল, কালো শিংয়ের চশমার পেছনে একজোড়া বাদামী ধূর্ত চোখ। তাঁর সঙ্গে অফিসে বসে আছে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইটালি থেকে আসা গোয়েন্দারা।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' বললেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট, 'আপনাদের দেশগুলো থেকে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে সারা ইউরোপজুড়ে সাম্প্রতিক যে অপরাধগুলো সংঘঠিত হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে তথ্য যোগান দিতে। আধ ডজন দেশে মহামারীর মতো ছোবল হেনেছে প্রতারণা ও চুরির মতো অপরাধগুলো। আর এসব ঘটনায় একটির সঙ্গে

আরেকটির প্রচুর মিল আছে। ঘটনার শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কুখ্যাতি রয়েছে। ঘটনার সময় কখনো ভায়োলেন্স সংঘটিত হয়নি আর ঘটনার নায়ক সবসময়ই ছিল একজন মহিলা। আমরা এ উপসংহারে পৌঁছেছি যে একদল আন্তর্জাতিক নারী চোরের দল এসব ঘটনার জন্য দায়ী। ভিক্টিম এবং সঙ্গীদের বর্ণনা ও আইডেন্টি-কিট ছবি বলছে মহিলারা সকলেই ভিন্ন চেহারা এবং বয়সের। কেউ স্বর্ণকেশী কেউবা কৃষ্ণকেশী। এদের মধ্যে রয়েছে ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, আমেরিকান বা টেক্সান।'

ইন্সপেক্টর একটি সুইচ টিপতেই দেয়ালজোড়া পর্দায় অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠল। 'এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খাটো চুলের এক কৃষ্ণকেশীর আইডেন্টি-কিট স্কেচ। আরেকটি বোতাম টিপলেন তিনি। এটি এক তরুণী স্বর্ণকেশীর ছবি চুল কেটেছে শ্যাগ কাটিং-এ... এ স্বর্ণকেশীর চুল আবার পাম করা... একজন পেজবয়সহ এক কৃষ্ণকেশীকে এ ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা....এখানে এক পৌঢ়াকে দেখা যাচ্ছে একজন ফ্রেঞ্চ টুইস্টের সঙ্গে... ব্লন্ড স্ট্রিকসহ এক তরুণী... coup sauvage সহ এক বৃদ্ধা... প্রজেক্টর বন্ধ করে দিলেন তিনি। 'কে গ্যাং লিডার কিংবা তাদের মূল আস্তানা কোথায় সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমাদের নেই। এরা কোনো ক্লু রাখে না, স্রেফ ধোঁয়ার মতো উবে যায়। আজ হোক কাল হোক, এদের কাউকে না কাউকে আমরা গ্রেপ্তার করবোই। আর একজনকে পাকড়াও করতে পারলেই বাকিরাও ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য যদি আমাদেরকে দিতে না পারেন তাহলে আমরা আর সামনে এগোতে পারব না, অন্ধগলিতেই ঘুরপাক খেতে থাকব...।

প্যারিসে ডেনিয়েল কুপারের বিমান অবতরণ করল। রোসি চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে ওকে স্বাগত জানাতে এসেছে ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের একজন সহকারী। সে কুপারকে নিয়ে চলে এল প্রিন্স দ্য গল হোটেলে। এর পাশেই এটির জমকালো সহোদর হোটেল জর্জ পাক।

'কাল ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের সঙ্গে আপনার দেখা হবে', কুপারের এসকর্ট জানালো তাকে। ' আপনাকে আমি সোয়া আটটার সময় নিতে আসবো।'

ইউরোপ ভ্রমণের কোনো শখ নেই ডেনিয়েল কুপারের। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে বাড়ি ফিরতে চায়। প্যারিসের সুস্বাদু খাবার এবং আরাম আয়েশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকলেও এগুলোর প্রতি কোনো আগ্রহবোধ করছে না ডেনিয়েল।

নিজের কামরায় এসেই সোজা বাথরুমে ঢুকে পড়ল সে। বাথটাবটি দেখে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। বাড়ির বাথরুমের চেয়ে এটি বড়। বাথটাবের পানি ছেড়ে দিয়ে বেডরুমে চলে এল সে মালামাল খুলতে। সুটকেসের তলায়, তার অতিরিক্ত সুট এবং আন্ডারওয়্যারের মাঝখানে সযত্নে রাখা ক্ষুদ্রাকৃতির একটি তালামারা বাক্স। বাক্সটি হাতে

নিল কুপার, স্থির দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ওটা আপনা থেকে জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে। বাক্সটি নিয়ে সে ফিরে গেল বাথরুমে, রাখল সিঙ্কের ওপর। চাবির গোছা থেকে ছোট্ট চাবিটি নিয়ে বাক্স খুলল কুপার। ভোতরে হলুদ হয়ে আসা খবরের কাগজের একটি ক্লিপিং। অক্ষরগুলো যেন তার দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

খুনের মামলায় বালকের সাক্ষ্য

বারো বছর বয়সী ডেনিয়েল কুপার আজ ফ্রেড যিমারের মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে কিশোর ছেলেটির মাকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ রয়েছে। সাক্ষ্য অনুসারে, ছেলেটি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার পড়শি যিমার রক্তাক্ত হাত এবং মুখ নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। ছেলেটি বাড়িতে ঢুকে দেখে তার মা'র লাশ পড়ে আছে বাথটাবে। তাকে অসংখ্যবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। মিসেস কুপারের প্রেমিক ছিল বলে স্বীকার করেছে যিমার তবে তাকে হত্যা করার কথা অস্বীকার করেছে।

কিশোর ছেলেটিকে তার এক খালার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

কাঁপা হাতে ক্লিপিংটি বাক্সে রেখে ওতে আবার তালা মেরে দিল ডেনিয়েল কুপার। উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। মনে হলো হোটেলের বাথরুমের দেয়াল এবং ছাদে শুধু রক্ত আর রক্ত। লাল পানিতে মা'র নগ্ন শরীর ভেসে থাকতে দেখেছে সে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার, ভারসাম্য রক্ষা করতে চেপে ধরল সিঙ্ক। তার ভেতরের আর্তনাদ ঘরঘরে গোঙানির রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল মুখ থেকে, পাগলের মতো জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলল সে, ডুব দিল রক্ত-উষ্ণ বাথটাবে।

'একটা কথা আপনাকে আমার বলতেই হচ্ছে মি. কুপার', বললেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট। 'যে এখানে আপনার অবস্থান ঠিক স্বাভাবিক নয়। আপনি কোনো পুলিশ ফোর্সের সদস্য নন, এখানে আপনার উপস্থিতি পুরোটাই আনঅফিশিয়াল। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের পুলিশ বিভাগ আমাদেরকে অনুরোধ করেছে যাতে আমরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।'

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না ডেনিয়েল কুপার।

'শুনেছি আপনি ইন্টারন্যাশনাল ইনসিওরেন্স প্রটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশনের একজন গোয়েন্দা।'

'আমাদের কয়েকজন ইউরোপীয় ক্লায়েন্টের সম্প্রতি অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে এসব ঘটনার পেছনে কোনো ক্লু নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট। 'ঠিকই শুনেছেন। জানি আমরা অত্যন্ত চতুর একদল নারীর বিরুদ্ধে কাজ করছি। কিন্তু এ তথ্যটুকু ছাড়া–'

'ইনফরমারদের কাছে কোনো তথ্য নেই?'

'না। একেবারেই নেই।'

'ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?'

'কী বলতে চাইছেন, মশিউ?'

কণ্ঠের স্বরে বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না ডেনিয়েল কুপার।

'যখন একটি দল মিলে কাজ করে, তখন সবসময়ই কেউ না কেউ অতিরিক্ত কথা বলে, বেশি বেশি মদ খায়, দেদারসে খরচ করে। বড় কোনো দলের পক্ষে এটা গোপন রাখা অসম্ভব ব্যাপার। আপনি কি এ দলটি সম্পর্কিত ফাইলপত্র আমাকে একটু দেখাবেন?'

ইন্সপেক্টরের ফাইলপত্র দেখানোর কোনো ইচ্ছেই ছিল না। এরকম বদখত চেহারার মানুষ তিনি জীবনে দেখেননি আর শুরুতেই একে মনে হয়েছে অত্যন্ত উদ্ধত। কিন্তু ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করা হয়েছে সবরকম সহযোগিতা প্রদানের জন্য।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বললেন, 'আমি আপনার জন্য কফি আনানোর ব্যবস্থা করছি।' ইন্টারকমে নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, 'আমার টেবিলে মাত্রই একটি ইন্টারেস্টিং রিপোর্ট এসেছে, ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে কিছু মূল্যবান গহনা চুরি গেছে–'

'খবরটা আমি পড়েছি। চোর ইটালিয়ান পুলিশকে বোকা বানিয়েছে।'

'কীভাবে চুরি হয়েছে সেটা কেউ বের করতে পারেনি।'

'পরিষ্কার বোঝা যায় কীভাবে চুরি হয়েছে', রূঢ় গলায় বলল কুপার। 'যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলেই হয়।'

চশমার আড়ালে কুপারের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন ইন্সপেক্টর। *Mon dieu এর আচরণ দেখছি শূকরের মতো।* শীতল গলায় বললেন, 'এ কেসে যুক্তি খাটছে না। ট্রেনের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করা হয়েছে, কর্মচারী, যাত্রী, সমস্ত লাগেজ সার্চ করা হয়েছে।'

'না', প্রতিবাদের সুরে বলল কুপার।

এ লোকটি দেখছি পাগল, ভাবলেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট।' 'না–কী?'

'সমস্ত লাগেজ ওরা সার্চ করেনি।'

'আমি বলছি করেছে', বললেন ইন্সপেক্টর। 'আমি পুলিশ রিপোর্ট দেখেছি।'

'যার গহনা চুরি হয়েছিল সেই মহিলার নাম সিলভানা লুয়াদি না?'

'হুঁ'।

'তিনি তাঁর গহনা একটি ওভারনাইট কেসের মধ্যে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ'।

'পুলিশ কি মিস লুয়াদির লাগেজ পরীক্ষা করেছিল?'

'শুধু তাঁর ওভারনাইট কেসটি খুলে দেখেছে। তিনি ছিলেন ভিক্টিম ওরা তার লাগেজ সার্চ করবে কেন?'

'করবে কারণ যুক্তি বলে চোর একমাত্র ওখানেই চুরি করা মাল লুকিয়ে রাখতে পারত– মিস লুয়াদির অন্য কোনো সুটকেসের তলায়। সম্ভবত তার কাছে ডুপ্লিকেট কোন কেস ছিল, ভেনিস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন সমস্ত লাগেজ স্তূপ করা হয়, চোর তখন সুটকেস বদলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে চেয়ার ছাড়ল ডেনিয়েল কুপার।

'রিপোর্টগুলো রেডি হয়ে থাকলে দিয়ে দিন আমার তাড়া আছে।'

আধঘণ্টা পরে ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট ভেনিসে আলবার্টো ফোরনাটির সঙ্গে কথা বললেন।

'মশিউ' বললেন ইন্সপেক্টর, 'আপনারা ভেনিস পৌঁছাবার পরে আপনার স্ত্রীর লাগেজ নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়েছিল কিনা জানার জন্য আপনাকে ফোন করেছি।'

'Si, si' অনুযোগের সুরে বললেন ফোরনাটি। 'গর্দভ পোর্টারটা আমার স্ত্রীর লাগেজের সঙ্গে অন্য কারো লাগেজ বদলে ফেলেছে। আমার স্ত্রী হোটেলে এসে তাঁর বাক্স খুলতে দেখেন ওতে কতগুলো পুরানো পত্রিকা ছাড়া কিছু নেই। আমি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের অফিসে ফোন করে নালিশ জানিয়েছিলাম। ওরা কি আমার স্ত্রী সুটকেস খুঁজে পেয়েছে?' আশা নিয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

'না, মশিউ', জবাব দিলেন ইনসপেক্টর। মনে মনে বললেন *আপনার জায়গায় আমি থাকলে হারানো সুটকেস খুঁজে পাবার আশা করতাম না।*

ফোনে কথা শেষ করে নিজের চেয়ারে হেলান দিলেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট। ভাবছেন ডেনিয়েল কুপারের কথা। *লোকটা সত্যি বুদ্ধিমান। খুবই বুদ্ধিমান।*

বায়ান্ন

ঈটন স্কোয়ারে ট্রেসির বাড়িটি একটা স্বর্গবিশেষ। প্রাচীন জর্জিয়ান আদলে তৈরি বাড়িঘর নিয়ে এটি লন্ডনের একটি অন্যতম সুন্দর এলাকা। বাড়ির সামনেই বৃক্ষশোভিত চমৎকার পার্ক। কড়া রংয়ের ইউনিফর্ম পরা ন্যানিরা প্যারামবুলেটরে তাদের মনিবদের বাচ্চাদের নিয়ে নুড়ি বেছানো পথে হেঁটে বেড়ায়, বয়সে একটু বড় শিশুগুলো পার্কে খেলাধুলা করে। এসব দৃশ্য দেখার সময় এমিকে খুব মিস করে ট্রেসি।

গুন্থার হারটগ লক্ষ্য রাখেন ট্রেসি ঠিকঠাক চ্যারিটিতে টাকা দান করছে কিনা কিংবা সঠিক মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করছে কিনা। ধনবান ডিউক এবং আর্লদের সঙ্গে ডেট করে ট্রেসি। বিবাহের প্রচুর প্রস্তাব আসে তার কাছে। তার বয়স কম, দেখতে রূপসী এবং ধনবতী আর তাকে দেখলে মনে হয় একটুতেই মাখনের মতো গলে যাবে সে।

'সবাই ভাবে তুমি সহজ একটি টার্গেট', হাসেন গুন্থার। 'তুমি সত্যি দারুণভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছ, ট্রেসি। সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছ। তোমার যা যা দরকার সবই পেয়ে গেছ।'

কথা সত্য। ইউরোপজুড়ে সেফ-ডিপোজিট বক্সে প্রচুর টাকা আছে ট্রেসির, লন্ডনে বাড়ি, সেন্ট মার্টিজে একটি শ্যালের মালিক ও। সবই আছে ওর কিন্তু এগুলো কারও সঙ্গে শেয়ার করার মানুষ নেই। স্বামী এবং সন্তানসহ একটি সুখের সংসার হওয়ার কথা ছিল। এ স্বপ্ন কি আদৌ কোনোদিন পূরণ হবে? কোনো পুরুষের কাছে নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরতে পারবে না ট্রেসি, অতীত অস্বীকার করে জীবনযাপনও সম্ভব নয়। ও এতো বিচিত্র সব চরিত্রে অভিনয় করেছে নিজেই যেন নিশ্চিত নয় ও আসলে কে। তবে ও ভালো করেই জানে আগের সেই জীবনে আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে না। *তাতে কিছু আসে যায় না,* ঠোঁট ওল্টায় ট্রেসি। *বহু মানুষই তো একা। গুন্থার ঠিকই বলেছেন আমার সব আছে।'*

ভেনিস থেকে ফেরার পরে বাড়িতে ককটেল পার্টি দিয়েছে ট্রেসি। তার পার্টিতে অতিথি হবার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করেন। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। ট্রেসি আজ ব্যারোনেস হোয়ার্থকে দাওয়াত করেছে। ব্যারোনেস সুন্দরী, তরুণী বিরাট জমিদারীর মালিক। ব্যারোনেসকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল ট্রেসি। তবে মুখের মধুর হাসিটি মুছে গেল ব্যারোনেসের পাশে জেফ

স্টিভেন্সকে লক্ষ্য করে।

'ট্রেসি, ডার্লিং, মি. স্টিভেন্সের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার পরিচয় নেই। জেফ, ইনি মিসেস ট্রেসি হুইটনি, তোমার হোস্ট।'

শক্ত গলায় ট্রেসি বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু, মি. স্টিভেন্স?'

জেফ ট্রেসির হাত তুলে নিল নিজের হাতে, প্রয়োজনের ভগ্নাংশ সময় বেশি ধরে রাখল। 'মিসেস ট্রেসি হুইটনি? অবশ্যই ওনাকে চিনি। আমি আপনার স্বামীর বন্ধু ছিলাম। আমরা একসঙ্গে ইন্ডিয়ায় ছিলাম।'

'বাহ দারুণ তো!'

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল ব্যারোনেস হোয়ার্থ।

'আশ্চর্য, উনি তো কখনো আপনার কথা আমাকে বলেন নি!' শীতল কণ্ঠে বলল ট্রেসি।

'বলেননি বুঝি? শুনে বিস্ময়বোধ করছি। মানুষটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিলেন। তবে ওনাকে যেভাবে বিদায় নিতে হয়েছে সেটা সত্যি দুঃখজনক।'

'কি ঘটেছিল?' জানতে চাইল ব্যারোনেস।

ট্রেসি কটমট করে তাকাল জেফের দিকে। 'তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু নয়!' ভর্ৎসনা জেফের কণ্ঠে, 'যদ্দুর মনে পড়ে ইন্ডিয়ায় তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।'

'পাকিস্তান', আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল ট্রেসি। 'এখন মনে পড়েছে আমার স্বামী আপনার কথা আমাকে বলেছিলেন। আপনার স্ত্রী কেমন আছে?'

ব্যারোনেস হোয়ার্থ তাকাল জেফের দিকে। 'তুমি বিয়ে করেছ কোনোদিন বলোনি তো, জেফ!'

'সিসিলির সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

মিষ্টি হাসল ট্রেসি।'আমি রোজের কথা বলছি।'

'ওহ্ সেই বউটা।'

অবাক ব্যারোনেস হোয়ার্থ। 'তোমার দুবার বিয়ে হয়েছে?'

'একবার', সহজ গলায় জবাব দিল জেফ। 'রোজের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি আমাদের দু'জনেরই বয়স খুব কম ছিল বলে।'

সে চলে যেতে কদম বাড়াল।

ট্রেসি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার যমজ বাচ্চাদুটোর খবর কী?'

চেঁচিয়ে উঠল ব্যারোনেস হোয়ার্থ। 'যমজ বাচ্চা?'

'ওরা ওদের মায়ের সঙ্গে আছে', জবাব দিল জেফ। তাকাল ট্রেসির দিকে। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল, মিসেস হুইটনি। তবে আপনাকে আর আটকে রাখব না।' সে ব্যারোনেসের হাত ধরে কেটে পড়ল।

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে জেফের কথা ভাবছিল ট্রেসি। লোকটা সত্যি খুব মজার। বদমাশ তবে বুদ্ধিমান। ব্যারোনেস হোয়ার্থের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কীসের ভেবে একটু অবাকই লাগছিল। তবে বুঝে ফেলল আসলে কীসের সম্পর্ক।

জেফ এবং আমি তো একই পথের পথিক, ভাবছে ট্রেসি। ওদের দু'জনেরই কেউই কখনো থিতু হয়ে বসতে পারবে না। কারণ ওদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে উত্তেজনা, উদ্দীপনা আর অর্থের হাতছানি।

আগামী কাজটির দিকে এবারে মনোযোগ ফেরালো ট্রেসি। দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতে হবে কাজটি উদ্ধার করতে। বেশ চ্যালেঞ্জ আছে ওতে। গুন্থার ওকে বলেছেন পুলিশ নাকি একটি দলকে খুঁজছে। ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা, ঘুমিয়ে পড়ল ট্রেসি।

প্যারিসের হোটেল রুমে বসে ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের দেয়া রিপোর্টগুলো পড়ছে ডেনিয়েল কুপার। রাত চারটা বাজল। কুপার কয়েক ঘণ্টা ধরে কাগজপত্রগুলো ঘাঁটাঘাটি করছে, চুরি আর প্রতারণার ঘটনাগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা চালাচ্ছে। কয়েকটি ঘটনার মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই, কিন্তু কিছু ঘটনা ঘটানো হয়েছে সম্পূর্ণ নতুনভাবে। ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট বলেছিলেন সকল ভিক্টিমেরই কোনো না কোনো কুখ্যাতি রয়েছে। *এ দলটি বোধকরি নিজেদেরকে রবিনহুড ভাবছে*, চিন্তা করল কুপার।

ওর কাজ প্রায় শেষ। আর মাত্র তিনটি রিপোর্ট পড়া বাকি। সবচেয়ে ওপরের রিপোর্টে লেখা **ব্রাসেলস**। কুপার ফাইলের কভার খুলে রিপোর্টে চোখ বুলাল। বেলজিয়ান স্টকব্রোকার মি. ভ্যান রুসেনের ওয়ালসেফ থেকে দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের গহনা চুরি হয়েছে। সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ শোনা যায় এ লোকের বিরুদ্ধে।

চুরির সময় বাড়ির মালিক ছুটিতে ছিলেন, বাড়ি ছিল খালি। কাগজে এমন কিছু লেখা ছিল যা কুপারের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল। সে প্রথম বাক্যটি থেকে রিপোর্ট পড়তে লাগল, প্রতিটি শব্দ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করল। এ রিপোর্টে একটি বিষয় অন্যগুলো থেকে আলাদা চোর অ্যালার্ম বন্ধ করে দিয়েছিল। পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে দেখে দোরগোড়ায় ফিনফিনে একটি নেগলিজি পরে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। তার মাথার চুল কার্লার ক্যাপে আটকানো, মুখে ভারী করে কোল্ড ক্রিম লাগানো। সে দাবি করে সে ভ্যান রুসেনদের অতিথি। পুলিশ তার গল্প বিশ্বাস করে। তারা যখন বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘর চেক করে দেখে ততক্ষণে ওই মহিলা এবং গহনা উভয়ই উধাও।

রিপোর্টটি নামিয়ে রাখল কুপার। যুক্তি। যুক্তি।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট। 'আপনার ধারণা ভুল। আমি বলছি এসব অপরাধ করা একজন মহিলার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।'

'বিষয়টি প্রমাণ করার একটি রাস্তা আছে', বলল ডেনিয়েল কুপার।

'কী সেটা?'

'এ ধরনের আরও যে সব চুরি আর প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর তারিখ এবং লোকেশন দেখতে চাই।'

'তা দেয়া যাবে তবে–'

'এরপরে আমি চাই প্রতিটি মহিলা আমেরিকান ট্যুরিস্টের ইমিগ্রেশন রিপোর্ট যারা কিনা এ অপরাধগুলো সংঘটিত হবার সময় ওইসব শহরে ছিল। সে মাঝে মাঝে নকল

পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারে তবে কখনো কখনো আসল পরিচয়পত্র ব্যবহার করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

ভাবছেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট। 'আপনার যুক্তিগুলো মন্দ নয়, মশিউ। ঠিক আছে, আপনি যা চাইছেন তা পাবেন।'

সিরিজ চুরির প্রথম ঘটনাটি ঘটে স্টকহোমে। সুইডেনের ইন্টারপোল শাখা Interpol Sektionen Rikspolis styrdsen ওই হপ্তায় স্টকহোমে আসা আমেরিকান মহিলা ট্যুরিস্টদের নামের তালিকা কম্পিউটারে ঢোকাল। পরের দিন চেক করা হলো মিলান। মিলানে যে সব আমেরিকান মহিলা ট্যুরিস্ট বেড়াতে এসেছিল তাদের সঙ্গে স্টকহোমে চুরির সময় থাকা আমেরিকান মহিলা ট্যুরিস্টদের নামের তালিকা ক্রস-চেক করা হলো। আবার এ তালিকা মিলিয়ে দেখা হলো আয়ারল্যান্ডে চুরির ঘটনার সময় ওই দেশে বেড়াতে আসা মহিলা আমেরিকান ট্যুরিস্টদের নামের সঙ্গে। এভাবে তালিকায় নামের সংখ্যা নেমে এলো পনেরোতে। ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট কম্পিউটার প্রিন্টআউটটি ধরিয়ে দিলেন ডেনিয়েল কুপারকে।

তালিকায় সবার ওপরের নামটি ট্রেসি হুইটনি।

ইন্টারপোল এবার অ্যাকশনে নেমে পড়ল। রেড সার্কুলেশন। এর মানে হলো টপ প্রায়োরিটি। রেড সার্কুলেশন পাঠানো হলো প্রতিটি সদস্য দেশে, তাদেরকে অনুরোধ করা হলো ট্রেসি হুইটনির খোঁজ নিতে।

'আমরা গ্রিন নোটিশও পাঠাচ্ছি', কুপারকে জানালেন ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট।

'গ্রিন নোটিশ?'

'আমরা একটি কালার কোড সিস্টেম ব্যবহার করি। রেড সার্কুলেশন হলো টপ প্রায়োরিটি, ব্লু বা নীল হলো সাসপেক্টর বিষয়ে তথ্যের জন্য অনুমান আর গ্রিন নোটিশ পুলিশ ডিপার্টমেন্টগুলোতে পাঠিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয় একজন ব্যক্তি রয়েছে সন্দেহের তালিকায়, তার ওপর নজর রাখতে হবে, কালো বা ব্ল্যাক হলো আন আইডেন্টিফায়েড বডির বিষয়ে অনুমান। X-D সিগনাল মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আর D হলো আর্জেন্ট। মিস হুইটনি যে দেশেই যাক না কেন, কাস্টমস পার হওয়ামাত্র সে সর্বদা নজরদারির মধ্যে থাকবে।'

পরদিন সাউদার্ন লুইসিয়ানা পেনিটেনশারি ফর উইমেন্স থেকে ট্রেসি হুইটনির ??? ছবি চলে এলো ইন্টারপোলের হাতে।'

ডেনিয়েল কুপার ফোন করল জে. জে. রেনল্ডসের বাড়িতে। এক ডজন বার রিং হবার পরে সাড়া মিলল ও প্রান্তে।

'হ্যালো...'

'আমার কিছু তথ্য দরকার।'

'কুপার? ফর ক্রাইস্টস শেক, এখন ভোর চারটা বাজে। আমি গভীর ঘুম–'

'ট্রেসি হুইটনির ওপরে যা পাবেন সব আমাকে পাঠিয়ে দিন। প্রেস ক্লিপিং, ভিডিও টেপ– সব কিছু।'

'কী এমন ঘটল যে–'

লাইন কেটে দিল কুপার।

হারামজাদাটাকে একদিন আমি খুন করব, গাল দিলেন রেনল্ডস।

এর আগে ট্রেসি হুইটনির ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না ডেনিয়েল কুপার। এখন সে তার অ্যাসাইনমেন্ট। ট্রেসির ছবি সে হোটেল রুমের দেয়ালে সেঁটে রেখেছে, তার সম্পর্কে ছাপা হওয়া সমস্ত খবর পড়েছে পত্রিকা ঘেঁটে। একটি ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার ভাড়া করে এনেছিল কুপার, ট্রেসি সাজা পাবার পরে এবং মুক্তিলাভের পরে যা বলেছিল তা টিভি নিউজে দেখানো হয়েছিল। সেই নিউজ শটগুলো বারবার চালিয়ে দেখেছে কুপার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার কামরায় বসে রইল ও, তাকিয়ে আছে ফিল্মের দিকে। প্রাথমিক সন্দেহের ঝিলিকটা এখন নিশ্চিত সন্দেহভাজনের দিকে মোড় নিয়েছে। 'তুমিই সেই নারীদল, ট্রেসি হুইটনি।' ঘোষণার সুরে বলল ডেনিয়েল কুপার। ক্যাসেট প্লেয়ারের রিওয়াইন্ড বোতামটি আরেকবার টিপে দিল সে।

তেপ্পান্ন

প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম শনিবার কাউন্ট ডি ম্যাটিগনি প্যারিসের চিলড্রেন্স হসপিটালের শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটি চ্যারিটি বল-এর আয়োজন করেন। ভোজসভার জনপ্রতি টিকেট এক হাজার ডলার এবং এতে অংশগ্রহণ করতে সারা বিশ্ব থেকে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষজনের আগমন ঘটে।

ক্যাপ ডি অ্যান্টিকস-এ, শ্যাতু ডি ম্যাটিগনি ফ্রান্সের অন্যতম একটি শো প্লেস। মসৃণভাবে ঘাসে ছাওয়া জমিন অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন, শ্যাতুটি পাঁচশো বছরের পুরানো। ভোজসভার রাতে গ্রান্ড বলরুম এবং ছিমছাম ছোট বলরুমটি পূর্ণ হয়ে গেল সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা মেহমানদের উপস্থিতিতে, ইউনিফর্মধারী চটপটে ভৃত্যের দল তাঁদের হাতে বিরামহীনভাবে শ্যাম্পেনের গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুফে টেবিল পাতা হয়েছে জর্জিয়ান রূপোর প্লেটে *nors d' oeuvres*-এর পরিবেশনের অপেক্ষায়।

পরনে সাদা লেস গাউন, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, তাতে হীরের টিকলি বসানো, অপরূপা লাগছে ট্রেসিকে। সত্তুর ছুঁইছুঁই বিপত্নীক হোস্ট কাউন্ট ডি ম্যাটিগনির সঙ্গে নাচার সময় গুন্থার হারটগের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। 'কাউন্ট প্রতিবছর চিলড্রেন্স হসপিটাল-এর নামে যে চ্যারিটি বল-এর আয়োজন করেন তা আসলে একটি র‍্যাকেট' বলেছিলেন তিনি। 'চাঁদা হিসেবে পাওয়া এ অর্থের মাত্র দশভাগ শিশুদের সাহায্যে যায়, বাকি টাকাটা পুরোটাই আত্মসাৎ করেন কাউন্ট।

'আপনি দারুণ নাচতে পারেন, ডাচেস', বললেন কাউন্ট।

হাসল ট্রেসি। 'দেখতে হবে না আমার পার্টনারটি কে।'

'আপনার সঙ্গে আমার আরও আগে পরিচয় হলো না কেন?'

'আমি দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করতাম', ব্যাখ্যা দিল ট্রেসি। 'বন-জঙ্গলের মধ্যে।'

'কী সর্বনাশ!'

'ব্রাজিলে আমার স্বামীর কয়েকটি খনি আছে।'

'ওহ্! আপনার স্বামী কি আজ আপনার সঙ্গে এসেছেন?'

'না। দুর্ভাগ্যবশত আসতে পারেননি। ব্রাজিলেই আছেন ব্যবসার কাজে।'

'ওনার জন্য দুর্ভাগ্য, আমার জন্য সৌভাগ্য', কাউন্টের শীর্ণকায় হাত চেপে বসল ট্রেসির কোমরে।' আশা করছি আমরা দু'জনে খুব ভালো বন্ধু হতে পারবো।

'আমিও আশা করছি', বিড়বিড় করল ট্রেসি।

বেঁটে, কৃষ্ণকায় কাউন্টের কাঁধের ওপর দিয়ে জেফ স্টিভেন্সকে দেখতে পেল ও। রোদে পোড়া ত্বক, সুগঠিত শরীর। ক্রিমসন কালারের টাসেট পরা এক সুন্দরী

স্বর্ণকেশীর সঙ্গে নাচছে। সুন্দরিটি জেফকে প্রায় আকড়ে ধরে রেখেছে। ট্রেসির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল জেফের। হাসল সে।

হারামজাদার হাসার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, গম্ভীর মুখে ভাবল ট্রেসি। গত দুই হপ্তায় দু'টি নিখুঁত চুরির পরিকল্পনা করেছিল ও। প্রথম বাড়িতে চুপিসারে ঢুকে সিন্দুক খুলতেই দেখি ওটা খা খা করছে। ভেতরে কিচ্ছু নেই। জেফ স্টিভেন্স আগেই হাতিয়ে নিয়েছে মাল। দ্বিতীয়বার লক্ষ্যস্থির করা বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল ট্রেসি, এমন সময় একটি গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ পায় ও। এক ঝলকের জন্য গাড়িতে বসা জেফকে দেখতে পায় ট্রেসি। এবারও ট্রেসির আগে কাণ্ড ঘটিয়েছে সে। রাগে ট্রেসির গা তিড়বিড় করে জ্বলছিল। *এ বাড়িতে আমি হানা দেয়ার প্লান করেছি আর এতে ও আবার বাগড়া দিতে এসেছে!*

জেফ তার সঙ্গিনীকে নিয়ে কাছেই নাচছিল, কাউন্টের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'গুড ইভনিং, কাউন্ট।'

প্রত্যুত্তরে কাউন্ট ডি ম্যাটিগনিও হাসলেন। 'অহ্ জেফরি। গুড ইভনিং। তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি।'

'আপনার চ্যারিটি কী আমি মিস করতে পারি?' জড়িয়ে ধরে রাখা উপচে পড়া যৌবনবতী নারীটির দিকে ইঙ্গিত করে জেফ বলল, 'ইনি মিস ওয়ালেস। আর ইনি কাউন্ট ডি ম্যাটিগনি।'

'*Enchante!*' ট্রেসির দিকে ফিরলেন কাউন্ট। 'ডাচেস, আপনার সঙ্গে মিস ওয়ালেস এবং মি. জেফরি স্টিভেন্সের পরিচয় করিয়ে দিই। আর ইনি ডাচেস ডি লারোসা।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে উত্তোলিত হলো জেফের ভুরু। 'দুঃখিত, নামটি ঠিক শুনতে পাইনি।'

'ডি লারোসা', মসৃণ গলায় বলল ট্রেসি।

'ডি লারোসা... ডি লারোসা', মুখস্ত করার ভঙ্গিতে বলল জেফ। 'নামটা খুব পরিচিত লাগছে। ও হ্যাঁ! আপনার স্বামীকে তো আমি চিনি উনি কি আপনার সঙ্গে এসেছেন?'

'উনি ব্রাজিলে আছেন', দাঁতে দাঁত ঘষল ট্রেসি।

হাসল জেফ। 'খুব খারাপ কথা। আমরা এক সঙ্গে ডিনার করতাম। তবে এসবই দুর্ঘটনাটি ঘটার আগে, অবশ্যই।'

'দুর্ঘটনা?' প্রশ্ন করলেন কাউন্ট।

'জ্বী', করুণ শোনাল জেফের কণ্ঠ 'হঠাৎ তার বন্দুক ফুটে গিয়ে খুব সংবেদনশীল একটি জায়গায় বিঁধে যায় গুলি। কোথায় গুলি লেগেছিল বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।' ট্রেসির দিকে ফিরল সে। 'ওনার কি আবার সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো সুযোগ আছে?'

ভাবলেশশূন্য গলায় জবাব দিল ট্রেসি। 'উনি নিশ্চয় একদিন আপনার মতোই সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন, মি. স্টিভেন্স।'

'তাহলে তো ভালোই। ওনাকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাবেন ডাচেস, কেমন?'

থেমে গেল যন্ত্রসঙ্গীত। কাউন্ট ডি ম্যাটিগনি ট্রেসিকে বললেন, 'আমাকে এখন একটু ক্ষমা করতে হবে মাই ডিয়ার। খানিকটা হোস্টের দায়িত্ব পালন না করলেই নয়।' 'ট্রেসির হাতে চাপ দিলেন। 'আমার টেবিলে আসার কথা ভুলবেন না যেন।'

কাউন্ট চলে যাবার পরে জেফ তার সঙ্গিনীকে বলল, 'অ্যাঞ্জেল তোমার ব্যাগে নিশ্চয় অ্যাসপিরিন আছে? আমার জন্য একটা ট্যাবলেট নিয়ে আসবে? আমার মাথাটা খুব ধরেছে।'

'ওহ্, মাই পুয়োর ডার্লিং', মিস ওয়ালেসের চোখ জেফের জন্য ভালোবাসা এবং সমবেদনা। 'আমি এক্ষুনি আসছি, সুইটহার্ট।'

মেয়েটিকে চলে যেতে দেখল ট্রেসি। 'এ মেয়ে আবার তোমার ডায়াবেটিস বাঁধিয়ে বসবে না তো?'

'খুব সুইট, তাই না? তারপর আজকাল দিনকাল কেমন যাচ্ছে, ডাচেস?'

আশপাশে লোকজন আছে বলে জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ট্রেসি। 'সে নিয়ে তোমাকে না ভাবলেও চলবে।'

'কিন্তু ভাবতেই হয়। তোমাকে বন্ধু হিসেবে একটা পরামর্শ দিই। এ বাড়িতে চুরি করার চেষ্টা কোরো না।'

'কেন? তুমি আগে চুরি করার প্ল্যান করেছ নাকি?'

জেফ ট্রেসির একটা হাত ধরে পিয়ানোর কাছে, অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাটিতে নিয়ে গেল। এখানে কালো চোখের এক তরুণ আবেগ দিয়ে পিয়ানোর সুর তুলছে।

জেফ বলল, 'আমি একটা প্ল্যান করছিলাম বটে। তবে এ বাড়ি বড়ই বিপজ্জনক।'

'তাই নাকি?' জেফের সঙ্গে কথা বলতে মজাই পাচ্ছে ট্রেসি।

'আমার কথা শোনো, ট্রেসি', জেফের কণ্ঠ সিরিয়াস। 'ডোন্ট ট্রাই দিস। প্রথম কথা হলো, তুমি জীবিত অবস্থায় এ বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না। রাতের বেলা একটি খুনে কুকুর পাহারা দেয় বাড়ি।'

ট্রেসি হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল। বুঝতে পেরেছে এ বাড়িতে অনুপ্রবেশের মতলব করেছে জেফ।

'প্রতিটি জানালা এবং দরজায় বৈদ্যুতিক তার পাতা। অ্যালার্মগুলো সরাসরি থানার সঙ্গে যুক্ত। যদি ঘরে ঢোকার সুযোগ পাও, গোটা বাড়ি জুড়ে ছড়ানো রয়েছে অদৃশ্য ইনফ্রা রেড বীম বা তরঙ্গ।'

'এসবই আমার জানা', বলল ট্রেসি।

'তাহলে এ কথাও নিশ্চয় জানো তুমি যখন তরঙ্গে পা ফেলবে অ্যালার্ম তখন কোনো শব্দ করবে না। যখন তুমি তরঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসবে ওই সময় বেজে উঠবে অ্যালার্ম। এ তরঙ্গ তাপমাত্রার রদবদল বুঝতে পারে। তরঙ্গ বন্ধ করে তুমি এর মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারবে না।

এ তথ্যটি অবশ্য ট্রেসির জানা ছিল না। *জেফ জানল কী করে?*

'তুমি আমাকে এসব কথা বলছ কেন?'

হাসল সে। ট্রেসির মনে হলো এত সুন্দর হাসতে সে কোনোদিন দেখেনি জেফকে।

'আমি সত্যি চাই না তুমি ধরা পড়, ডাচেস। তুমি আমার আশপাশেই আছ এটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তুমি জানো, ট্রেসি, তুমি আর আমি মিলে খুব ভালো বন্ধু হতে পারি।'

'তুমি ভুল ভাবছ', বলল ট্রেসি। দেখল জেফের সঙ্গিনী দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। 'ওই যে মিস ডায়াবেটিস এসে গেছে। এনজয় ইয়োরসেলফ।'

ট্রেসি চলে যাচ্ছে শুনতে পেল জেফের সঙ্গিনী তাকে বলছে, 'ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য একগ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছি, বেবী।'

'ডিনারটি হলো ব্যবহুল এবং জাঁকালো। প্রতিটি কোর্সের সঙ্গে রইল উপযুক্ত পানীয়, সাদা মোজা পরা পরিচারকেরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করল খাদ্য। প্রথম কোর্সে এল সাদা ট্রাফল সসসহ অ্যাসপারাগাস, সঙ্গে ছত্রাকের সুপ। তারপর পরিবেশন করা হলো কাউন্টের বাগানে উৎপাদিত তাজা সব্জিসহ ভেড়ার পিঠের মাংস। তারপর এলডিভ পাতার সালাদের স্বাদ গ্রহণ করলেন অতিথিরা। ডেজার্টে থাকল আইসক্রিম, সবশেষে কফি এবং নামি পুরুষদের পরিবেশন করা হলো সিগার, মহিলাদের জন্য ব্যাকারাট ক্রিস্টালের বাটিতে জয় পারফিউম।

ডিনার শেষে কাউন্ট ডি ম্যাটিগনি বললেন ট্রেসিকে, 'আপনি আমার কিছু পেইন্টিং দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এখন দেখবেন?'

'নিশ্চয়', বলল ট্রেসি।

কাউন্টের পিকচার গ্যালারিটি ইটালিয়ান ওস্তাদ চিত্রকর, ফরাসি ইমপ্রেসনিস্ট আর পিকাসোর ছবিতে ভর্তি একটি প্রাইভেট মিউজিয়াম। লম্বা হলটি বিশ্বখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবির রঙে যেন ঝলমল করছিল। এসব ছবির মধ্যে রয়েছে মনেট, রেনোয়া, ক্যানাসোটা, গুয়ার্ডি এবং টিনটোরেটোর বহুমূল্য চিত্র। টিকোলো গুয়েনিনো এবং টিটিয়ানের ছবিও আছে, একদিকের দেয়াল ঢেকে গেছে সেজানের চিত্রকর্মে। এতসব ছবির যে কত দাম ঈশ্বরই জানেন।

ট্রেসি ছবিগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল, এগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করছে। শেষে মন্তব্য করল, 'নিশ্চয় ছবিগুলো খুব সুরক্ষিত।'

হাসলেন কাউন্ট। 'তিনবার আমার বাড়িতে চোর ঢোকার চেষ্টা করেছিল। একজনকে খুন করেছে আমার কুকুর, দ্বিতীয়জন চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে আর তৃতীয়জন যাবজ্জীবন জেল খাটছে। আমার শ্যাতুটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ, ডাচেস।'

'যাক, শুনে ভরসা পেলাম, কাউন্ট।'

বাইরে ঝলসে উঠলো আলো। 'আতশবাজি পোড়ানো শুরু হয়ে গেছে', বললেন কাউন্ট, 'আপনার খুব ভালো লাগবে।' তিনি ট্রেসির নরম হাত তুলে নিলেন নিজের কাগজের মতো পাতলা খরখরে হাতে। ওকে পিকচার গ্যালারি থেকে বের করে নিয়ে এলেন। 'আমি কাল সকালে ডুভিল যাচ্ছি। ওখানে সাগরতীরে আমার একটি ভিলা আছে। আগামী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ওখানে কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছি। ওখানে গেলে আপনার ভালো লাগবে।'

'যেতে পারলে খুব খুশি হতাম', দুঃখিত স্বরে বলল ট্রেসি, 'কিন্তু আমার স্বামী

ওদিকে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাকে বাড়ি ফেরার জন্য চাপ দিচ্ছেন।'

আতশবাজির উৎসব চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক। এ সুযোগে বাড়ির আনাচ কানাচ ঘুরে দেখল ট্রেসি। জেফ যা বলেছে সত্য এখানে চুরি করা সত্যি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে এ কারণেই এখানে অনুপ্রবেশের ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠছে ট্রেসির মনে। ও জানে দোতলায়, কাউন্টের বেডরুমে দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের গহনা রয়েছে, সেসঙ্গে আছে গোটা ছয় মাস্টারপিস পেইন্টিং, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিসহ।

শ্যাতুটি হলো একটি ট্রেজার হাউজ, গুন্থার হারটগ বলেছিলেন ট্রেসিকে। *ওখানে প্রহরার ব্যবস্থাও ভয়ানক কঠিন। কাজেই ফুলপ্রুফ প্ল্যান ছাড়া ও বাড়িতে ঢোকার চিন্তা কোরো না।*

একটা প্ল্যান অবশ্য আমি করেছি, ভাবছে ট্রেসি। *তবে ওটা ফুলফ্রুপ কিনা সেটা আগামীকালই জানা যাবে।*

চুয়ান্ন

আজকের রাতটি ঠাণ্ডা, মেঘে ঢাকা আকাশ, শ্যাতু ঘিরে থাকা উঁচু দেয়ালগুলো কেমন গা ছমছমে আর নিষিদ্ধ ঠেকল ট্রেসির কাছে। ও দাঁড়িয়ে আছে ছায়ায়, পরনে কালো কভারঅল, গাম সোলের জুতো, হাতে নরম, কালো গ্লাভস, কাঁধে ঝুলছে একটি ব্যাগ। অন্যমনস্ক এক মুহূর্তের জন্য ট্রেসির মনে পড়ে গেল জেলখানার চার দেয়ালের কথা, গাটা কেমন শিউরে উঠল।

ভাড়া করা গাড়িটি বাড়ির পেছন দিকে পাথুরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ট্রেসি। দেয়ালের ওপাশ থেকে প্রথমে নিচু গলায়, গা হিম করা একটা ডাক ভেসে এল, পরমুহূর্তে সুরটার রূপান্তর ঘটল উন্মত্ত ঘেউ ঘেউতে, শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে শিকারী কুকুর, হামলা করতে চাইছে। কল্পনায় ডোবারম্যানটার শক্তিশালী, ওজনদার শরীর আর ভয়ংকর দাঁতগুলো দেখতে পেল ট্রেসি।

ভ্যানে বসা একজনকে উদ্দেশ্য করে মৃদু গলায় ডাকল ও, 'এখন।'

হালকা-পাতলা গড়নের মধ্যবয়স্ক এক লোক, তারও পরনে কালো পোশাক, পিঠে রুকস্যাক, নেমে এল ভ্যান থেকে একটি মেয়ে ডোবারম্যানকে কোলে নিয়ে। কুকুরদের এখন মিলনের সময়। মেয়ে ডোবারম্যানের অস্তিত্ব টের পেয়ে দেয়ালের ও প্রান্তের ঘেউঘেউ অকস্মাৎ উত্তেজক গোঙানিতে পরিণত হলো।

ট্রেসি কুকুরটাকে গাড়ির ছাদে তুলে দিল। দেয়াল আর গাড়ির ছাতের উচ্চতা এখন প্রায় সমান্তরাল।

'ওয়ান, টু, থ্রি', ফিসফিস করল ট্রেসি।

দু'জনে মিলে কুকুরকে ছুড়ে দিল দেয়ালের ওপাশের জমিনে। দু'বার তীক্ষ্ণ ঘেউ ঘেউ শোনা গেল, তারপর জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ, এরপরের আওয়াজে বোঝা গেল কুকুর দুটো একসঙ্গে কোথাও ছুটে যাচ্ছে। তারপর শুধুই নীরবতা।

ট্রেসি তার সঙ্গীর দিকে ফিরল। 'চলো, এগোই।'

ওর সঙ্গী, জাঁ লুই, প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকাল। এ লোককে অ্যান্টিকস থেকে জোগাড় করেছে ট্রেসি। লুই পেশায় চোর, জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে শ্রীঘরে। মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম থাকলেও সে তালা খোলার জাদুকর এবং যে কোনো অ্যালার্ম অফ করে দিতেও তার জুড়ি নেই।

ভ্যানের ছাদ থেকে দেয়ালের ওপর লাফ দিল ট্রেসি। গোটানো একটি মইয়ের ভাঁজ খুলে ঝুলিয়ে দিল দেয়ালের কিনারে। দু'জনেই মই বেয়ে নেমে এল নিচের ঘাসের জমিনে। কাল রাতের বাড়ি থেকে এখনকার বাড়িটিকে একদমই আলাদা লাগছে।

গতকাল শ্যাতু ছিল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, অতিথিদের কলহাস্যে মুখরিত। আর আজ সবকিছু ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডুবে আছে।

ট্রেসির পেছন পেছন চলেছে জাঁ লুই ভীত চকিত দৃষ্টিতে চারপাশ তাকাচ্ছে ডোবারম্যান দুটির ভয়ে।

শ্যাতুর দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত ঝুলছে শতাব্দী প্রাচীন আইভি লতা। গতকাল সন্ধ্যায় লতাগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে ট্রেসি। ওর ওজন সইতে পারবে। ও লতা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল, সতর্ক দৃষ্টি জমিনে। কুকুরগুলোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আশা করি ওরা অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকবে।

ছাদে উঠে এল ট্রেসি, ইশারা করল জাঁ লুইকে। লুই আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। টর্চের আলো জ্বালল ট্রেসি। সুচের মতো সরু আলোর রেখায় কাচের একটি স্কাইলাইট চোখে পড়ল ওর, নিচে থেকে বন্ধ। ট্রেসি স্কাইলাইট পরখ করছে, জাঁ লুই পিঠের রুকস্যাক খুলে একটি ছোট গ্লাস কাটার বের করল। কাচ কাটতে এক মিনিট সময়ও লাগল না তার।

ট্রেসি নিচে তাকিয়ে দেখে তাদের রাস্তা আটকে রেখেছে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অ্যালার্মের অসংখ্য তার।

'ওগুলোর ব্যবস্থা করতে পারবে, জাঁ?' ফিসফিস করল ট্রেসি।

'Je Peux Saire Ca' নো প্রবলেম।' ব্যাগ থেকে এক ফুট লম্বা একটি তার বের করল, ওটার দু'মাথায় অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প বসালো। মন্থর গতিতে এগোল সে, খুঁজে বের করল অ্যালার্মের তারের উৎপত্তিস্থল। অ্যালার্মের শেষ মাথায় ক্ল্যাম্প সংযুক্ত করল জাঁ লুই, একজোড়া প্লায়ার্স বের করে সাবধানে কেটে ফেলল তার। শরীর শক্ত হয়ে গেল ট্রেসির, আশংকা করছিল এই বুঝি বেজে ওঠে অ্যালার্ম। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ হলো না। জাঁ লুই মুখ তুলে চাইল। হাসল দাঁত বের করে। *'voila, flin'* ভুল, মনে মনে বলল ট্রেসি। *সবে তো শুরু হলো কাজ।*

আরেকটি ভাঁজ করা মই খুলে নিয়ে ধাপ বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছে। নিরাপদে চিলেকোঠায় আসতে পেরেছে। কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে ভাবতেই ট্রেসির বুকে ধুকধুক শুরু হয়ে গেল।

সে লাল লেন্সের একজোড়া গগলস বের করে একটি দিল জাঁ লুইকে। 'চোখে পরে নাও।'

ডোবারম্যানটির মনোযোগ অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করেছে বটে ও তবে ইনফ্রারেড রে অ্যালার্ম এর প্রতিবন্ধকতা পার হওয়া অনেক বেশি কঠিন হবে। ঠিকই বলেছিল জেফ অদৃশ্য বিম বা তরঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে গোটা বাড়ি জুড়ে। পরপর কয়েকবার লম্বা, বুকভরা দম নিল ট্রেসি। *তোমার শক্তি কেন্দ্রীভূত করো। তোমার চি রিল্যাক্স। নিজের মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে চাইছে। যখন কেউ তরঙ্গে পা রাখে, কিছুই ঘটে না। কিন্তু লোকটি যে মুহূর্তে তরঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে, সেন্সর শরীরের তাপমাত্রার তারতম্য ধরে ফেলে এবং বেজে ওঠে অ্যালার্ম। চোর সেফ খোলার আগেই অ্যালার্ম বেজে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে, চোর কিছু করার আগেই পুলিশ এসে হাজির হয়।*

আর সিস্টেমের দুর্বলতাটি ওখানেই, ভাবছে ট্রেসি সেফ খোলা পর্যন্ত অ্যালার্ম যাতে বন্ধ থাকে তা নিয়ে চিন্তা করে বিনিদ্র রজনী কেটেছে ট্রেসির। ভাবতে ভাবতে ভোর সাড়ে ছ'টার দিকে সমস্যার একটি সমাধান বের করে ফেলে ও। চুরিটি করা সম্ভব। টের পেল ওর ভেতরে আগের সেই উত্তেজনা আবার তৈরি হতে শুরু করেছে।

চোখে ইনফ্রা রেড গগলস পরে নিল ট্রেসি সঙ্গে সঙ্গে কামরার সবকিছু ভৌতিক লাল রঙ ধারণ করল। চিলেকোঠার দরজার সামনে আলোর একটা রেখা চোখে পড়ল খালি চোখে যা দেখা যাচ্ছিল না।

'ওটার নিচে দিয়ে যাও', জাঁ লুইকে বলল ট্রেসি, 'সাবধান।'

আলোক রেখার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওরা এগোল, চলে এল অন্ধকার একটি হলওয়েতে। এর পরেই কাউন্ট ডি ম্যাটিগনির শয়নকক্ষ। ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাল ট্রেসি। ইনফ্রা রেড গগলসের মধ্য দিয়ে আরেকটি আলোকরেখা দেখতে পেল ও, এটি বেডরুমের দরজার চৌকাঠ বরাবর নিচু হয়ে চলে গেছে। নিঃশব্দে ওটা লাফিয়ে পার হলো ট্রেসি। জাঁ লুই ওর পেছন পেছন থাকল।

দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ট্রেসি। বহুমূল্য পেইন্টিংগুলো ঝুলছে ওখানে।

'আমার জন্য লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবিটি নিয়ে আসবে, বলে দিয়েছেন গুন্থার। *সে সঙ্গে গহনাগুলো অবশ্যই।*

ছবিটি মেঝেতে নামিয়ে উপুর করল ট্রেসি। সাবধানে ফ্রেম থেকে খুলে নিল মূল ছবি, রোল করল তারপর কাঁধের ব্যাগে ওটা রেখে দিল। এখন শুধু সিন্দুক খোলা বাকি, ওটা বেডরুমের দূরপ্রান্তে পর্দা ঘেরা একটি চোরকুঠুরিতে দাঁড়িয়ে আছে।

পর্দা খুলে ফেলল ট্রেসি। চারটে ইনফ্রা রেড আলো আড়াআড়িভাবে ঘিরে রেখেছে চোরকুঠুরি, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত, একটির ওপরে আরেকটি আঁকাবাঁকা চেহারা নিয়ে। আলোর তরঙ্গ স্পর্শ না করে সিন্দুকের কাছে পৌঁছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তরঙ্গ বা বিমগুলোর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জাঁ লুই। '*Bondieu de merde!* আমরা ওগুলো পার হতে পারব না। খুব নিচু বলে হামাগুড়ি দেয়া যাবে না আবার খুব উঁচু বলে লাফ মেরে ডিঙ্গানোও সম্ভব নয়।'

'আমি যেভাবে করতে বলব ঠিক তাই করবে', বলল ট্রেসি।

জাঁ লুই'র পেছনে চলে এল ও, লুই'র কোমর চেপে ধরল শক্ত হাতে। 'এখন আমার সঙ্গে হাঁটো। আগে বাম পা ফেলবে।'

দু'জনে মিলে একসঙ্গে এক কদম বাড়ল আলোর তরঙ্গের দিকে, তারপর আরেক পা ফেলল।

জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে জাঁ লুই'র। '*Alors!* আমরা তো সোজা ওগুলোর মধ্যে ঢুকে যাবো!'

'ঠিক তাই।'

ওরা আলোর রেখাগুলোর ঠিক মাঝখান লক্ষ্য করে এগোল, ওখানে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেসি।

'এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো', বলল ও, 'তুমি সিন্দুকের কাছে হেঁটে যাবে–'

'কিন্তু বিমগুলো–'

'ও নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ওগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না।' ট্রেসি প্রাণপণে আশা করল ও যা ভেবেছে তা-ই যেন হয়।

ইতস্তত পদক্ষেপে ইনফ্রা রেড বিম থেকে বেরিয়ে এল জাঁ লুই। সবকিছু বড্ড চুপচাপ, নিথর। ট্রেসির দিকে সে তাকাল ভীত, সন্ত্রস্ত্র চোখে। ট্রেসি আলোর তরঙ্গগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর শরীরের তাপমাত্রা সেন্সরের অ্যালার্ম বাজাতে বাধা দিচ্ছে। জাঁ লুই দ্রুত চলে এল সিন্দুকের সামনে। পাথর হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, জানে সামান্য নড়াচড়া করেছে কী বেজে উঠবে অ্যালার্ম।

চোখের কোন দিয়ে ট্রেসি দেখল জাঁ লুই তার প্যাক খুলে যন্ত্রপাতি বের করে সিন্দুকের ডায়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রস্তরণবৎ দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি, খুব ধীরে ধীরে দম ফেলছে। সময় যেন থেমে আছে। জাঁ লুই যেন অনন্তকাল ধরে কাজ করে চলেছে। ট্রেসির ডান পায়ের গোছে ব্যথা করতে লাগল। তারপর ওখানে খিচুঁনি ধরে গেল। দাঁতে দাঁত চাপল ও। নড়াচড়া করার সাহস নেই।

'আর কতক্ষণ?' ফিসফিস করল ট্রেসি।

'দশ, পনের মিনিট লাগবে।'

ট্রেসির মনে হলো সারাজীবন ধরে ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। বাম পায়ের পেশীতে খিঁচ ধরে গেছে। ব্যথায় ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ক্লিক একটা শব্দ শুনল ট্রেসি। খুলে গেল সিন্দুকের ডালা।

Magnifique! cest la banque! নেবো?' জিজ্ঞেস করল জাঁ লুই।

'কাগজপত্র নেয়ার দরকার নেই। শুধু গহনাগুলো নেবে। আর নগদ টাকা যা পাও সব তোমার।'

'Merci' (ধন্যবাদ)

ট্রেসি শুনতে পেল সিন্দুকের ভেতরে হাতড়াচ্ছে জাঁ লুই, একটু পরে সে হেঁটে এগিয়ে এল ওর দিকে।

'Formidable!' বলল লুই। 'কিন্তু বিম না ছুঁয়ে আমরা এখান থেকে বেরুব কী করে?'

'ছোঁবো না।'

চোখ বড়বড় হয়ে গেল জাঁ লুই'র, 'কী?'

'আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

'কিন্তু–'

'যা বললাম করো।'

আতংকিত জাঁ লুই আলোক তরঙ্গের ভেতর পা রাখল।

দম বন্ধ করে ফেলল ট্রেসি। কিছুই ঘটল না। 'ঠিক আছে। এবারে খুব ধীরে ধীরে আমরা এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো।

'তারপর?' গগলসের পেছনে রসগোল্লার মতো বড় হয়ে গেছে জাঁ লুই'র চোখ।

'তারপর, বন্ধু, আমরা ঝেড়ে দৌড় দেব।'

ইঞ্চি ইঞ্চি করে আলোক তরঙ্গের মাঝ দিয়ে ওরা কার্টনগুলোর দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। ওখান থেকে আলোক তরঙ্গের শুরু। ওখানে পৌঁছে বুক ভরে দম নিল ট্রেসি।

'আমি যেই বলব 'এখন' সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেভাবে এখানে ঢুকেছিলাম সেভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো।'

ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল জাঁ লুই। ট্রেসি টের পেল লোকটার ক্ষুদ্রকায় শরীর থরথর করে কাঁপছে।

'এখন!'

চরকির মতো ঘুরল ট্রেসি, ছুটল দরজা অভিমুখে। জাঁ লুই তার পেছন পেছন। ওরা যে মুহূর্তে আলোক তরঙ্গের বাইরে পা রেখেছে সঙ্গে সঙ্গে কানফাটানো শব্দে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

ট্রেসি অত্যন্ত দ্রুত চিলেকোঠায় চলে এল, মই বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। তার পেছনেই রয়েছে জাঁ লুই। এক দৌড়ে ছাদ পার হয়ে আইভিলতা ধরে সরসর করে নেমে এল জমিনে। তারপর ছুটল দেয়ালে যেখানে দ্বিতীয় মইটি ঝুলিয়ে রেখেছে। মুহূর্তের মধ্যে ওরা দেয়াল টপকে নেমে এল ভ্যানের ছাদে, সেখান থেকে গাড়িতে। লাফ মেরে ড্রাইভারের আসনে বসল ট্রেসি, পাশে জাঁ লুই।

সাইড রোড ধরে ভ্যান ছুটেছে, একটি সেডান গাড়ি দেখতে পেল ট্রেসি, কতগুলো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানের হেডলাইটের আলো লহমার জন্য আলোকিত করে তুলল সেডানের অভ্যন্তরভাগ। হুইলের পেছনে বসে আছে জেফ স্টিভেন্স। তারপাশে বিশালাকারের একটি ডোবারম্যান। ভ্যান জেফের গাড়ির পাশ দিয়ে ঝড়ো গতিতে পার হবার সময় হাসতে হাসতে ওর দিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিল ট্রেসি।

এসময় দূর থেকে ভেসে এল পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ। ছুটে আসছে কাউন্টের বাড়ি অভিমুখে।

পঞ্চান্ন

ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় শহর বিয়ারিজ তার শতাব্দী প্রাচীন গ্ল্যামারের অনেক কিছুই খুইয়েছে। এক সময়ের নামীদামী ক্যাসিনো বেলেভ্যু বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সংস্কারের জন্য, ওদিকে রু মথাগরানের ক্যাসিনো মিউনিসিপ্যাল এখন জরাজীর্ণ একটি ভবন, ওখানে আছে কয়েকটি ছোট দোকান আর নাচের স্কুল। পাহাড়ের মাথার পুরানো ভিলাগুলো মলিন পরিশীলিত চেহারা।

তবু, হাই সিজনে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইউরোপের বড়লোক এবং খেতাবধারী মানুষজন বিয়ারিজ আসেন জুয়ো খেলতে এবং রোদ পোহাতে। যাদের নিজেদের শ্যাতু নেই তারা এভিন্যু ইমপেরাটিসে লাক্সারিয়াস হোটেল ডু প্যালাইসে ওঠেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন এক সময়ে এ বাড়িটি গ্রীষ্মাবকাশ হিসেবে ব্যবহার করতেন। হোটেলটি আটলান্টিকের উপকূলরেখা থেকে ক্রমে খাড়া হয়ে ওঠা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, প্রকৃতির অন্যতম রুদ্ধশ্বাস একটি সেটিং একপাশে রয়েছে একটি বাতিঘর, ধূসর সাগরের বুক চিরে জেগে ওঠা প্রাগৈতিহাসিক দানবের চেহারার প্রকাণ্ড পাথরের ওপর ওটার অবস্থান, অপরদিকে বোর্ডওয়াক (সমুদ্রের তীর ঘেঁষা রাস্তার পাশে কাঠের তক্তা বিছানো ফুটপাথ বা পায়ে হাঁটার রাস্তা)।

আগস্টের শেষাংশে এক বিকেলে হোটেল ডু প্যালাইসের লবিতে হাজির হলো ফরাসি ব্যারোনেস মার্গারিট ডি চ্যান্টিলি। ব্যারোনেস এক সম্ভ্রান্ত তরুণী, মাথায় অ্যাশ-ব্লন্ড ঝলমলে কেশরাজি। পরনের সবুজ-সাদা গিভেন্সি সিল্কের ড্রেসটি তার অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব এমন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে মহিলারা ঈর্ষা নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখতে লাগল আর পুরুষরা খাবি খেল।

কনসিয়ার্জের কাছে হেঁটে গেল ব্যারোনেস। *'Ma cle'sil vous plait'* বলল সে। তার ফরাসী উচ্চারণ অতি চমৎকার।

'নিশ্চয়, ব্যারোনেস', কনসিয়ার্জ ট্রেসিকে তার হোটেল কক্ষের চাবি আর বেশ কিছু টেলিফোন মেসেজ দিল।

ট্রেসি এলিভেটরের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে, চশমা পরা, উড়াধুরা চেহারার এক লোক হার্মিসের স্কার্ফের প্রদর্শনী দেখছিল, অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই ধাক্কা খেল ওর সঙ্গে। ট্রেসির হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পার্স।

'ওহ, ডিয়ার' বলল লোকটি। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত', ট্রেসির পার্স তুলে নিয়ে ওকে দিল সে। 'আমাকে ক্ষমা করবেন।' তার উচ্চারণে মিডল ইউরোপীয় টান।

একজন অ্যাটেনডেন্ট ট্রেসিকে লিফটে পৌঁছে দিল। তিন তলায় চলে এল ও। ট্রেসি ৩১২ নম্বর সুইটে উঠেছে। এখান থেকে সাগর এবং শহর দুইয়েরই নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সুইটের প্রতিটি জানালা দিয়ে ট্রেসি দেখতে পেল সাগরের বুক ঠেলে মাথা তোলা পাহাড়ের গায়ে অনবরত আঘাত করে চলেছে সমুদ্রের ঢেউ। পাথর খণ্ডগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় ডুবন্ত মানুষ। ওর জানালার ঠিক নিচে কিডনি আকৃতির প্রকাণ্ড সুইমিংপুল। এর উষ্ণ নীল পানি সাগরের ধূসর জলের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা করছে। সুইমিং পুলের পাশেই বড়সড় টেরেস, তাতে রোদ ঠেকাতে ছাতা বসানো হয়েছে। ট্রেসির সুইটের দেয়ালে নীল-সাদা রঙের সিল্কের ডামাস্ক (রেশম বা শনের তৈরি বস্ত্র বিশেষ) ঝুলছে। মার্বেল পাথরের বেসবোর্ড, কার্পেট এবং পর্দাগুলো ফিকে হয়ে আসা গোলাপ রঙের। দরজা এবং জানালার কাঠে কালের আবর্তনে দাগ পড়ে গেছে।

সুইটের দরজা বন্ধ করে মাথায় এঁটে বসা সোনালি পরচুলাটি খুলে নিল ট্রেসি। হাতের তালু দিয়ে কিছুক্ষণ মাথার তালু ঘষল। ও ব্যারোনেসের ছদ্মবেশ নিতে দারুণ পটু, আর এতে ওকে মানিয়েও যায় দারুণ। 'Debretl's Peerage এবং Almanach de Gotha ডাচেস, প্রিন্সেস, ব্যারোনেস এবং কাউন্টেসের ছড়াছড়ি। যে কোনো একটি পদবী বেছে নিলেই হলো। দু'ডজন দেশের ব্যারোনেস, আর ডাচেসদের কথা লেখা আছে বইদুটোতে। ট্রেসির কাছে বইদুটির মূল্য অপরিসীম। এ বইতে সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীদের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, তাদের বাবা-মা, সন্তান, স্কুল, বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ তথ্য আছে। যে কোনো একটি বিখ্যাত পরিবার বেছে নিয়ে নিজেকে ওই পরিবারের দূর সম্পর্কের কোনো কাজিন বলে পরিচয় দিলেই হলো– কার দায় পড়েছে আসল পরিচয় ঘাঁটতে যাবে? লোকে শুধু পদবী আর টাকাটাই দেখে।

হোটেল লবিতে যে লোকটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল ট্রেসি তার কথা মনে পড়তে মৃদু হাসল। ঘটনা তাহলে শুরু হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা তখন আটটা, ব্যারোনেস মার্গারিট ডি চ্যান্টিলি হোটেলের বার-এ বসে আছে, এমন সময় ওখানে হাজির হলো সেই লোকটা যার সঙ্গে বিকেলে ধাক্কা লেগেছিল ওর।

'এক্সকিউজ মি', ভীরু গলায় বলল লোকটা, 'বিকেলের ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

ট্রেসি তার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসল। 'ঠিক আছে। ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল।'

'ইউ আর মোস্ট কাইন্ড', ইতস্তত করছে লোকটা। 'আমাকে যদি আপনার জন্য একটি ড্রিংক কেনার সুযোগ দেন তাহলে খুবই বাধিত বোধ করব।'

'oui' সে আপনার ইচ্ছা।'

লোকটা ট্রেসির বিপরীত দিকের চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়ল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অনুমতি দিন। আমি প্রফেসর অ্যাডলফ যুকারম্যান।'

'মার্গারিট ডি চ্যান্টিলি।'

পরিচারককে আঙুল তুলে ডাকল যুকারম্যান। 'আপনি কী খাবেন?' জিজ্ঞেস করল সে ট্রেসিকে।

'শ্যাম্পেন। তবে বোধকরি–'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটি হাত তুলল যুকারম্যান। 'ওটা আমি কিনে দেয়ার সামর্থ রাখি। সত্যি বলতে কী আমি এখন পৃথিবীর যে কোনো জিনিসই কেনার সামর্থ্য লাভ করতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা?' মৃদু হাসল ট্রেসি। 'আপনার বৃহস্পতি তাহলে তুঙ্গে।'

'তা বলতে পারেন।'

যুকারম্যান এক বোতল বোলিঙ্গারের অর্ডার দিল, তারপর ফিরল ট্রেসির দিকে। 'আমার জীবনে দারুণ একটি ব্যাপার ঘটেছে। অচেনা কারো সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যদিও উচিত হচ্ছে না তবু উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছি না।' সামনে ঝুঁকে এল সে, নামিয়ে আনল গলার স্বর। 'আমি আসলে একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক– বলা উচিত ছিল, অন্তত কিছুদিন আগেও। আমি ইতিহাস পড়াই। শিক্ষকতা পেশাটা ভালোই তবে এতে উত্তেজনার খোরাক কম।'

চেহারায় আগ্রহ ফুটিয়ে তুলে যুকারম্যানের গল্প শুনছে ট্রেসি।

'বলা উচিত কয়েক মাস আগেও এতে তেমন উত্তেজনার খোরাক ছিল না।'

'কয়েক মাস আগে কী ঘটেছিল আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, প্রফেসর যুকারম্যান?'

'আমি স্প্যানিশ আর্মাডার ওপরে গবেষণা করছিলাম, এমন কিছু খুঁজছিলাম যাতে ইতিহাস বিষয়টি আমার ছাত্রদের জন্য আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। স্থানীয় জাদুঘরের আর্কাইভে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমি একটি পুরানো নথিপত্র পেয়ে যাই। ওটা কীভাবে যেন অন্যসব কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে ছিল। ডকুমেন্টটিতে ১৫৮৮ সালে প্রিন্স ফিলিপের একটি গোপন এক্সপিডিশনের বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। এক্সপিডিশনের একটি জাহাজ বোঝাই ছিল স্বর্ণ-মুদ্রা, ওটা ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যাবার কথা।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে যুকারম্যানের দিকে তাকাল ট্রেসি, 'ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যাবার কথা?'

'ঠিক তাই। রেকর্ড অনুসারে, ক্যাপ্টেন এবং ক্রুরা একটি নির্জন খাড়িতে ইচ্ছে করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে পরে আবার ফিরে এসে ধনদৌলতগুলো উদ্ধার করবে ভেবেছিল। কিন্তু ফিরে আসার আগেই জলদস্যুদের হামলায় তারা সবাই নিহত হয়। ডকুমেন্টটি রক্ষা পায় কারণ জলদস্যুদের জাহাজের কেউ লিখতে পড়তে জানতনা। ওটার গুরুত্বই তারা অনুধাবন করতে পারেনি।' যুকারম্যানের কণ্ঠ কাঁপছে উত্তেজনায়। 'এখন–' গলার স্বর আরও নামাল সে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কেউ তাদেরকে লক্ষ্য করছে কিনা–। 'আমার কাছে সেই ডকুমেন্টটি আছে, কীভাবে স্বর্ণভাণ্ডারটি উদ্ধার করা যাবে তার বিস্তারিত নির্দেশনাসহ।'

'আপনিতো দারুণ একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন, প্রফেসর।' প্রশংসার সুরে বলল ট্রেসি।'

'ওই স্বর্ণভাণ্ডারের দাম বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।' বলল যুকারম্যান। 'শুধু ওটা তুলে নিলেই হলো।'

'আপনাকে মানা করছে কে?'

বিব্রত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল যুকারম্যান। 'টাকা। সোনাগুলো তুলে আনতে একটা জাহাজের দরকার।'

'ও, আচ্ছা। ওতে কত খরচ পড়বে?'

'একলাখ ডলার। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই অত্যন্ত বোকার মতো একটা কাজ করে ফেলেছি আমি। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় কুড়ি হাজার ডলার নিয়ে বিয়ারিজের ক্যাসিনোতে এসেছিলাম জুয়া খেলতে এ আশায় যে জিতব এবং...' তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

'এবং টাকাটা হেরেছেন।'

মাথা দোলাল সে। লোকটির চশমার আড়ালে চোখ চিকচিক করছে অশ্রুতে।

শ্যাম্পেন এসে পড়েছে, পরিচারক বোতলের ছিপি খুলে সোনালী তরল ঢেলে দিল ওদের গ্লাসে।

'*Bonue Chance*' টোস্ট করল ট্রেসি।

'ধন্যবাদ।'

চিন্তামগ্ন নীরবতার মাঝে তারা ড্রিংকে চুমুক দিল।

'আপনাকে এসব কথা বলে বিরক্তি উৎপাদনের জন্য ক্ষমা চাইছি', বলল যুকারম্যান। 'আপনার মতো সুন্দরী একজন মহিলাকে আমার সমস্যার কথা বলে বিব্রত করা উচিত হয়নি।'

'আপনার গল্প শুনতে কিন্তু আমার ভালোই লাগছে', বলল ট্রেসি। 'আপনি নিশ্চিত ওখানে সোনা আছে?'

'একশোবার নিশ্চিত। ক্যাপ্টেনের নিজের আঁকা আসল শিপিং অর্ডার এবং একটি ম্যাপ আছে আমার কাছে। সোনাগুলো কোথায় আছে তার নির্ভুল লোকেশনটা আমি জানি।'

যুকারম্যানের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রেসি। 'আপনার একলাখ ডলার দরকার?'

করুণ হাসল যুকারম্যান, 'হ্যাঁ। পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের স্বর্ণের জন্য।' মদের গ্লাসে চুমুক দিল সে।

'*C'ert Possible...* থেমে গেল ট্রেসি।

'জ্বী?'

'পার্টনার নেয়ার কথা ভেবেছেন কখনো?'

বিস্মিত দেখালো যুকারম্যানকে। 'পার্টনার? নাতো! কাজটা একা করার প্ল্যান ছিল আমার। তবে এখন সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে...,' আবার গলার স্বর বুঁজে এল তার।

'প্রফেসর যুকারম্যান, ধরুন, আমি যদি আপনাকে এক লাখ ডলার দিই?'

মাথা নাড়ল সে। 'একদমই না, ব্যারোনেস। আমি ও টাকা নিতে পারব না।

আপনার টাকাটা লস হতে পারে।'

'কিন্তু ওখানে সোনা আছে বললেন না–?'

'হ্যাঁ, তাতো আছেই। তবে কতো সমস্যাই না হতে পারে। কোনো কিছুর গ্যারান্টি নেই।'

'জীবনে কীসেরই বা গ্যারান্টি আছে? আপনার সমস্যার *tres intersant* আপনাকে সাহায্য করলে দু'জনেই হয়তো এ থেকে লাভবান হতে পারব।'

'না। যদি সামান্যতম ঝুঁকির কারণে আপনি টাকাটা হারান, নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না আমি।'

'টাকা হারালে ক্ষতিটা আমি পুষিয়ে নিতে পারবো', তাকে আশ্বস্ত করল ট্রেসি।

কিছুক্ষণ সন্দেহের দোলাচলে ভুগে শেষে যুকারম্যান বলল, 'ঠিক আছে। যখন এতো করে বলছেন আপনি তাহলে ফিফটি-ফিফটি পার্টনার হবেন।

হাসল ট্রেসি। খুশি। *'D'accord'* আমি প্রস্তাব মেনে নিলাম।'

দ্রুত যোগ করল প্রফেসর। 'তবে টাকাটা দেয়ার পরে, অবশ্যই।'

'Ndturellement' কত দ্রুত আমরা শুরু করতে পারব।

'এক্ষুনি', নতুন শক্তিতে অকস্মাৎ শক্তিমান প্রফেসর যুকারম্যান। 'যে জাহাজটি দিয়ে কাজ করব ভেবেছি ওটার খোঁজও পেয়ে গেছি। ওতে আধুনিক ড্রেজিং ইকুইপমেন্ট আছে, ক্রুর সংখ্যা চারজন। তবে ওদেরকেও স্বর্ণের খনিটার ভাগ দিতে হবে।'

'Bien Sur.'

'যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করা দরকার। নইলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে জাহাজ।'

'আপনাকে পাঁচদিনের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দেবো।'

'চমৎকার।' উল্লসিত প্রফেসর। 'আর এরমধ্যে আমি সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে ফেলবো।' সে মদের গ্লাস উঁচু করে ধরল।

'আমাদের অভিযানের প্রতি।'

ট্রেসি তার গ্লাসটা তুলে ধরে টোস্ট করল। আশা করি এ অভিযান থেকে আমরা লাভবান হবো।'

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি হলো টুং শব্দে। ট্রেসি ঘরের অপরপ্রান্তে মুখ তুলে চাইতেই জমে বরফ। দূরপ্রান্তে একটি টেবিলে বসে তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে জেফ স্টিভেন্স। জেফের পাশে দামী গহনা পরা এক সুন্দরী।

ট্রেসিকে উদ্দেশ্য করে মৃদু মাথা ঝাঁকাল জেফ, প্রত্যুত্তরে হাসল ট্রেসি। মনে পড়ে গেছে কাউন্ট ডি ম্যাটিগনির বাড়ির সামনে কুকুরসহ কীভাবে এসেছিল জেফ। ওকে সেদিন আহাম্মক বানিয়েছিল ট্রেসি।

'আমাকে তাহলে আজকের মতো ক্ষমা করুন', বলল যুকারম্যান। 'আমি উঠবো। অনেক কাজ পড়ে আছে।' ট্রেসি ভদ্রতার খাতিরে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল। প্রফেসর হস্ত চুম্বন করে বেরিয়ে গেল।

ছাপ্পান্ন

‘দেখলাম তোমার বন্ধু তোমাকে একা রেখে চলে গেল। কেন, বুঝতে পারলাম না। তবে সোনালী চুলে তোমাকে কিন্তু দুর্দান্ত লাগছে।’

মুখ তুলে চাইল ট্রেসি। ওর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেফ। অ্যাডলফ যুকারম্যানের খালি চেয়ারে বসে পড়ল সে।

‘অভিনন্দন’, বলল জেফ। ‘ডি ম্যাটিগনির বাড়িতে দারুণ নাচ দেখিয়েছ। ভারী চমৎকার।’

‘প্রশংসাটা যেহেতু তোমার কাছ থেকে আসছে, আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম, জেফ।’

‘তুমি আমাকে অনেকগুলো টাকা থেকে বঞ্চিত করলে, ট্রেসি।’

‘এসব তো তোমার জন্য নতুন কিছু নয়।’

টেবিলে রাখা গ্লাসটি নাড়াচাড়া করছে জেফ। ‘প্রফেসর যুকারম্যান তোমার কাছে কী চায়?’

‘তুমি ওঁকে চেনো নাকি?’

‘চিনি আর কী।’

‘আ.... উনি... আমার সঙ্গে একটু ড্রিংক করতে চেয়েছিলেন।’

‘এবং তোমাকে তার সাগরে ডুবে যাওয়া ধনরত্নের গল্প শুনিয়ে দিল?’

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ট্রেসি। ‘তুমি জানলে কী করে?’

বিস্মিত দেখাল জেফকে। ‘তুমি গল্পটার ফাঁদে পড়ে যাওনি তো? এ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো প্রতারণার কাহিনী।’

‘অন্তত এবারে নয়।’

‘তার মানে তুমি লোকটির গল্প বিশ্বাস করেছ?’

শক্ত গলায় ট্রেসি জবাব দিল, ‘এ বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা বারণ। তবে ঘটনাক্রমে প্রফেসরের কাছে কিছু গোপন তথ্য চলে এসেছে।’

অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল জেফ। ট্রেসি, ও তোমাকে পটাতে চাইছে। সাগরতলের গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য সে তোমার কাছে কত টাকা চেয়েছে?’

‘এ নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে’, পরিষ্কার গলায় বলল ট্রেসি। ‘টাকাটা আমার কাজটাও আমি করছি।’

শ্রাগ করল জেফ। ‘ঠিক আছে। পরে বোলো না যেন আমি তোমাকে সাবধান করে দিই নি।’

‘ওই সোনার ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহ নেই?’

কৃত্রিম হতাশায় হাত ছুড়ল জেফ। ‘তুমি সবসময় আমাকে কেন সন্দেহ করো বলোতো?’

‘খুব সরল জবাব’, বলল ট্রেসি। ‘কারণ আমি ‘তোমাকে বিশ্বাস করি না। তোমার সঙ্গে ওই মহিলাটি কে ছিল?’ পরক্ষণে আফসোস হলো কেন খামোকা প্রশ্নটা করতে গেল।

‘সুজান? ও আমার বান্ধবী।’

‘ধনী নিশ্চয়?’

অলস ভঙ্গিতে হাসল জেফ। ‘হ্যাঁ, মহিলার টাকা আছে। কাল দুপুরে এসো একসঙ্গে লাঞ্চ করি। আড়াইশো ফুট দীর্ঘ ইয়টে আমি এবং আমার বান্ধবী–

‘ধন্যবাদ। তোমাদের লাঞ্চে বিরক্ত করতে চাই না। তুমি ওকে কী বিক্রি করছ?’

‘সেটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

‘তাতো বটেই,’ অজান্তেই গলার স্বর কর্কশ হয়ে গেল ট্রেসির।

হাতের গ্লাসের কিনারের ওপাশ দিয়ে জেফকে লক্ষ্য করছে ও। ছেলেটা খুবই আকর্ষণীয়। দাড়িগোঁফ কামানো চমৎকার একটা মুখ, লম্বা পাপড়িসহ সুন্দর ধূসর একজোড়া চক্ষু তবে অন্তরটা সাপের। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সর্প।

‘তুমি কখনো বৈধ ব্যবসা করার কথা ভাবোনি?’ প্রশ্ন করল ট্রেসি। ‘তাহলে হয়তো খুব সফল হতে পারতে।’

রীতিমতো মর্মাহত দেখালো জেফকে। ‘কী? এসব ছেড়ে দিয়ে? তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ।’

‘তুমি কি সবসময়ই প্রতারক ছিলে?’

‘প্রতারক? আমি একজন উদ্যোক্তা’ ভর্ৎসনার সুরে বলল জেফ।

‘তুমি কীভাবে উদ্যোক্তা হলে?’

‘চোদ্দ বছর বয়সে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি কার্নিভালে যোগ দিই।’

‘চোদ্দ বছর বয়সে?’

‘আমি ঠিক কাজটিই করেছিলাম– আমি লড়াই করতে শিখি। তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধ বাঁধল। গ্রিন বেরেট হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিলাম। শিখলাম অনেক কিছুই। তবে আসল শিক্ষা যেটা পেয়েছি তা হলো যুদ্ধ হলো সবচেয়ে বড় ধাপ্পাবাজি। ওই ধাপ্পাবাজির তুলনায় তুমি-আমি নিতান্তই অ্যামেচার।’ হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জেফ। ‘তুমি পেলোটা পছন্দ করো?’

‘তুমি বুঝি ওটা বিক্রির ধান্ধা করছ? নো, থ্যাংক ইউ।’

‘পেলোটা এক ধরনের খেলা। স্পেন, ল্যাটিন আমেরিকা ও ফিলিপাইনের বল খেলা। আজ রাতে খেলা দেখব বলে দুটো টিকেট কিনেছিলাম। কিন্তু সুজান যেতে পারবে না বলল। তুমি যাবে?’

‘হ্যাঁ, বলল ট্রেসি।

ওরা টাউন স্কোয়ারে ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ডিনার করল। পান করল স্থানীয় পানীয় এবং খেলো *confit de conard a l'ail*- রোস্ট করা আলু এবং রসুন মেশানো হাঁসের রোস্ট। খুবই সুস্বাদু।

'এ রেস্টুরেন্টের বিশেষত্ব হলো এ খাবারটি,' জানালো জেফ।

ওরা রাজনীতি, বই এবং ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করল। এসব বিষয়ে জেফের জ্ঞানের বহর বিস্মিত করল ট্রেসিকে।

'যখন চোদ্দ বছর বয়সে একলা পথ চলতে হয়', ট্রেসিকে বলল জেফ, 'সবার আগে চোখকান খোলা রাখতে হবে তোমাকে। প্রথমে শিখবে কী তোমাকে মোটিভেট করছে, তারপর জানবে অন্য মানুষজনকে কী মোটিভেট করছে। কন গেম অনেকটা জুজিৎসুর মতো। জুজিৎসুতে প্রতিপক্ষের শক্তি ব্যবহার করতে হয় জেতার জন্য। আর কন গেমে তুমি লোকের লোভকে ব্যবহার করবে। প্রথম পদক্ষেপটা তুমিই নেবে, বাকি কাজটা লোকেই করে দেবে।'

হাসল ট্রেসি, ভাবছিল জেফ যদি জানত ওদের দু'জনের মধ্যে কতই না মিল রয়েছে। ওর সঙ্গ উপভোগ করে ট্রেসি তবে খুব ভালোভাবেই জানে জেফকে কোনো সুযোগ দিলেই সে ওকে ল্যাং মেরে দেবে। এ লোকের ব্যাপারে সবসময় সাবধানে থাকতে হবে ট্রেসিকে।

যেখানে পেলোটা খেলা হবে সেটি বিয়ারেজের এক পাহাড়ে, একটি ফুটবল মাঠের দুই মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজ কংক্রিটের ব্যাকবোর্ড, মাঠের দু'পাশে চার সারি পাথরের বেঞ্চি, মাঝখানে খেলার জায়গা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বলে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ফ্লাডলাইট। ট্রেসি এবং জেফ এসে দেখল বেঞ্চিগুলো দর্শকে প্রায় ভরে গেছে, দু'দলের খেলোয়াড়রা নেমে পড়েছে মাঠে।

প্রতিটি দলের সদস্য বলটাকে কংক্রিটের দেয়ালে ছুড়ে মারছে, বল বাউন্স খেয়ে আবার তাদের দিকে ছুটে আসছে। খেলোয়াড়দের হাতে লম্বা, সরু ঝুড়ি বাঁধা। পেলোটা দ্রুতগতির বিপজ্জনক খেলা।

একজন খেলোয়াড় যখন মিস করছে বল, চিৎকার করে উঠছে জনতা।

'খেলাটা দেখছি এরা খুব সিরিয়াসলি উপভোগ করছে।' মন্তব্য করল ট্রেসি।

'এ খেলায় প্রচুর টাকা বাজি ধরা হয়। বাস্করা বাজি ধরার জাত।'

দর্শকদের মাঠে আসায় বিরতি নেই, ভিড়ের চাপে জেফের গায়ে গা লেগে গেল ট্রেসির। জেফ ব্যাপারটি টের পেলেও অভিব্যক্তিতে তা ফুটতে দিল না।

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খেলার গতি এবং হিংস্রতা যেন বৃদ্ধি পেল। খেলা পাগল মানুষদের চেঁচামেচিতে ফেটে গেল আকাশ।

'খেলাটি সত্যি কি বিপজ্জনক?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'ব্যারোনেস ওই বলটা বাতাসে ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল বেগে ছোটে। ওটা মাথায় লাগলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে তুমি। তবে প্লেয়ারদের বল খুব কমই মিস হয়।' ট্রেসির হাত অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চাপড়ে দিল সে, চোখ সেঁটে রয়েছে মাঠে।

খেলোয়াড়রা এক্সপার্ট, স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটছে, বল তাদের নিয়ন্ত্রণে। তবে খেলার মাঝামাঝি সময় কোনো রকম সতর্কতা ছাড়াই, একজন খেলোয়াড় ভুল অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাকবোর্ডের দিকে ছুড়ে দিল বল, ভয়ংকর বলটি ভয়াবহ গতিতে ছুটে গেল ট্রেসি আর জেফ যে বেঞ্চিতে বসে আছে, সেদিকে। প্রাণভয়ে দর্শক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। জেফ খপ করে ট্রেসির হাত চেপে ধরে ওকে নিয়ে ঝাঁপ দিল মাটিতে। শুনতে পেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে যাওয়া বলটি সাইড ওয়াল ভেঙে টুকরো করে ফেলেছে। ট্রেসি চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, ওর গায়ের ওপর জেফ, মুখটা ওর মুখের সঙ্গে একেবারে ঠেকে রয়েছে।

ট্রেসিকে এক মুহূর্ত ধরে রইল জেফ, তারপর গায়ের ওপর থেকে উঠে পড়ল, ওকে সিধে হতে সাহায্য করল। দু'জনের মধ্যে বিরাজ করছে বিব্রতকর নীরবতা।

'আ-আমার মনে হয় আজকের মতো যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক মিলেছে', বলল ট্রেসি। 'আমি এখন হোটেলে ফিরব, প্লিজ।'

লবিতে বিদায় জানালো ট্রেসি।

'সন্ধ্যাটা খুব উপভোগ করলাম', জেফকে বলল ও। সত্যি উপভোগ করেছে ও।

'ট্রেসি, তুমি নিশ্চয় যুকারম্যানের ভুয়া ডুবো-সম্পদ উদ্ধারে যাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জেফ। 'তুমি এখনো ভাবছো আমি ওই সোনার জন্য লালায়িত, তাই না?'

ওর চোখে চোখ রাখল ট্রেসি। 'তুমি লালায়িত নও?'

মুখের ভাব শক্ত হলো জেফের। 'গুড লাক।'

'গুড নাইট, জেফ।'

জেফ ঘুরল, দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। নিশ্চয় সুজান মেয়েটার কাছে যাচ্ছে। *বেচারী।*

কনসিয়ার্জ বলল, 'ওহ্ গুড ইভনিং ব্যারোনেস। আপনার জন্য একটি মেসেজ আছে।

মেসেজটি প্রফেসর যুকারম্যানের।

অ্যাডলফ যুকারম্যান বিপদে পড়েছে। বড় রকমের বিপদ। আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারের অফিসে বসে আছে সে। কী ঘটছে জানার পর থেকে গা-হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যুকারম্যানের, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলার দশা। ১২৩ রু ডি ফ্রিয়াসে একটি চমৎকার প্রাইভেট ভিলায় অবৈধ ক্যাসিনো বাণিজ্য চালায় গ্রাঞ্জিয়ার। ক্যাসিনো মিউনিসিপ্যাল খোলা থাক বা বন্ধ, কিছুই আসে যায় না তার কারণ রু ডি ফ্রিয়াস ক্লাবটি সবসময় ধনীদের ভিড়ে সরগরম থাকে। সরকারি তত্ত্বাবধানের ক্যাসিনোগুলোর মতো নয় তার ক্যাসিনো, এখানে বাজির অংকের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, বড়লোকরা আসেন রুলেট, চেমিনি ডি ফার ইত্যাদি খেলতে। গ্রাঞ্জিয়ারের কাস্টমারদের মধ্যে রয়েছেন আরব প্রিন্স, ইংরেজ নোবেল, প্রাচ্যের ব্যবসায়ী, আফ্রিকান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান প্রমুখ।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিহিত তরুণীরা কমপ্লিমেন্টারি শ্যাম্পেন এবং হুইস্কির অর্ডার নেয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত। অভিজ্ঞতা থেকে আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার জানে বড়লোকেরা মাগনা জিনিস পেতে খুব পছন্দ করে। আর সে এদেরকে বিনে পয়সায় মদ খাওয়াতে দ্বিধা করে না কারণ তার রুলেটার চাকা এবং কার্ড গেম থেকে প্রচুর অর্থ আসে।

ক্লাবে টাকাঅলা বুড়োরা সবসময় তরুণী বেষ্টিত হয়ে থাকে এবং এ মেয়েগুলো পরবর্তীতে কোনো না কোনো সময় গ্রাঞ্জিয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে টেনেটুনে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা হলেও তার সুগঠিত শরীর, নির্মল বাদামী চোখ এবং নরম, যৌনাবেদনময় চেহারা মহিলাদেরকে চুম্বকের মতো টানে। সে প্রতিটি নারীকে কৃত্রিম প্রশংসায় ভরিয়ে তোলে।

'তোমার তুলনা শুধু তুমিই, প্রিয়ে, কিন্তু আমাদের দু'জনেরই দুর্ভাগ্য যে আমি আরেকজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

কথা সত্য। তবে প্রেমের সাগরে ও হাবুডুবু বড়জোর হপ্তাখানেক চলে, তারপরই আরেকজনের ভালোবাসার নদীতে ঝাঁপ দেয় গ্রাঞ্জিয়ার। যেহেতু বিয়ারিজে সুন্দরী মেয়েদের কোনো অভাব নেই তাই এদের প্রত্যেকের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে নেই মানা গ্রাঞ্জিয়ারের।

আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং পুলিশের সঙ্গে গ্রাঞ্জিয়ারের যোগাযোগ এতোটাই শক্তিশালী, নির্বিঘ্নে অবৈধ জুয়োর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সে। ক্যারিয়ারের শুরুটা করেছিল মাফিয়ার টিকেট রানার হিসেবে, তারপর কিছুদিন মাদক ব্যবসা করেছে, শেষে বিয়ারিজে নিজের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে; যারা ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে তারা পরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ছোটখাটো মানুষটি কতটা ভয়ংকর এবং নির্দয় হয়ে উঠতে পারে।

এখন অ্যাডলফ যুকারম্যানকে জেরা করছে আরমদ গ্রাঞ্জিয়ার।

'তোমার ডুবো জাহাজের ধনদৌলত নিয়ে যে ব্যারোনেসের সঙ্গে কথা বলেছ তার সম্পর্কে আরও কিছু বলো শুনি।'

গলার স্বরের তীব্রতা টের পেয়ে যুকারম্যান বুঝতে পারল কোথাও একটা ভজঘট হয়ে গেছে, মস্ত ভজঘট।

ঢোক গিলল সে, 'আ-ওই মহিলা বিধবা, মৃত্যুর আগে তার স্বামী তার জন্য অঢেল টাকা-পয়সা রেখে গেছে। সে আমাকে এক লাখ ডলার দেবে বলেছে।'

নিজের কণ্ঠস্বর তাকে আরও এগিয়ে যেতে আত্মবিশ্বাস যোগাল।' টাকাটা একবার হাতে পেলেই হয়, আমরা বলব ডুবন্ত জাহাজে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং আমাদের আরো পঞ্চাশ হাজার ডলার দরকার। তারপর আরও এক লাখ ডলার আদায় করব, এবং তারপর আপনি তো জানেনই– যেভাবে সবসময় হয়ে এসেছে।'

আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারের চেহারায় প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠতে দেখল প্রফেসর।' ক-কী সমস্যা হয়েছে, চিফ?'

'সমস্যা হয়েছে', ইস্পাত শীতল শোনাল গ্রাঞ্জিয়ারের কণ্ঠ, 'যে আমি কিছুক্ষণ আগে প্যারিস থেকে একটা ফোন পেয়েছি। আমাদের এক ছেলে ফোন করেছিল। সে তোমার ব্যারোনেসের পাসপোর্ট জাল করেছে। মহিলার আসল নাম ট্রেসি হুইটনি এবং সে

একজন আমেরিকান।'

যুকারম্যানের গলা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'ওকে-ওকে খুব আগ্রহী দেখাল, চিফ।'

'*Bdlle! connea!* মহিলা একজন কন আর্টিস্ট। ধাপ্পাবাজ। তুমি এক প্রতারককে প্রভাবিত করতে চাইছো, না?'

'তাহলে সে- সে হ্যাঁ বলল কেন? কেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল না?'

বরফ ঠাণ্ডা গ্রাঞ্জিয়ারের গলা। 'আমি জানি না, প্রফেসর, তবে জানতে চাই। আর জানার পরে মহিলাকে আমি সাগরে সাঁতার কাটতে পাঠিয়ে দেবো। আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারকে কেউ বোকা বানাতে পারে না। এখন ফোনটা তোলো। ওকে বলো তোমার এক বন্ধু তোমাকে অর্ধেক টাকা দিতে চেয়েছে। আমি যাবো ওর সঙ্গে দেখা করতে। পারবে তো বলতে?'

উৎসাহ নিয়ে জবাব দিল যুকারম্যান। 'নিশ্চয় চিফ। একদম দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'আমি দুশ্চিন্তা করছি', ধীরকণ্ঠে বলল গ্রাঞ্জিয়ার। 'আমি তোমাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করছি, প্রফেসর।'

সাতান্ন

রহস্য একদমই পছন্দ নয় আরমান্দ গ্রাঞ্জিয়ারের। জাহাজ-ডুবি গুপ্তধনের গল্প বহুদিন ধরে কাজে লাগানো গেছে তবে সহজে প্রতারণা করা যায় এমন মানুষজনকেই এ কাহিনীর ফাঁদে ফেলা সহজ হয়েছে। কিন্তু একজন কন আর্টিস্ট, যার কাজই অন্যদেরকে ধাপ্পা দেয়া, তার সঙ্গে প্রতারণা করা সম্ভব নয়। আর এ মহিলা প্রতারকটির আচরণ ধন্ধে ফেলে দিয়েছে গ্রাঞ্জিয়ারকে। সে এ রহস্যের সমাধান চায়। প্রশ্নের জবাব মিললেই মহিলাকে সে ব্রুনো ভিনসেন্টির হাতে তুলে দেবে। হত্যা করার আগে শিকারের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে ভিনসেন্টি।

হোটেল ডু প্যালাইসের সামনে লিমুজিন থামার পরে গাড়ি থেকে নামল আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার, হেঁটে এগোল লবিতে। কথা বলল সাদা চুলো বাস্ক জুলেস বার্গেরাকের সঙ্গে, এ হোটেলে সে তেরো বছর বয়স থেকে কাজ করছে।

'ব্যারোনেস মার্গারিটি ডি চ্যান্টিলির সুইটের নাম্বার কত?' জিজ্ঞেস করল গ্রাঞ্জিয়ার।

ডেস্ক ক্লার্কদের কঠোরভাবে নিষেধ করা আছে গেস্টদের রুম নাম্বার কাউকে বলা যাবে না, কিন্তু এসব আইন-কানুন আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারের জন্য প্রযোজ্য নয়।

'সুইট ৩১২, মশিউ গ্রাঞ্জিয়ার।'

'*Merci*.' চলে যাবার জন্য পা বাড়াল গ্রাঞ্জিয়ার।

'এবং রুম ৩১১।'

'দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রাঞ্জিয়ার।' কী?

'কাউন্টেস তার সুইট সংলগ্ন আরেকটি কামরা ভাড়া নিয়েছেন।'

'আচ্ছা? ওখানে কে থাকে?'

'কেউ না।'

'কেউ না? তুমি ঠিক জানো?'

'*Oui, monsieur*। উনি ওই ঘরটি বন্ধ রাখেন। কাজের বুয়াদেরও ও ঘরে ঢোকা নিষেধ।

বিস্ময় ফুটল গ্রাঞ্জিয়ারের চেহারায়। 'তোমার কাছে পাস কী আছে?'

'জ্বী,' কনসিয়ার্জ বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ডেস্ক থেকে একটি পাস কী বের করে আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারের হাতে তুলে দিল। দেখল গ্রাঞ্জিয়ার এলিভেটরে উঠছে। গ্রাঞ্জিয়ারের মতো মানুষের সঙ্গে কেউ তর্ক করার সাহস পায় না।

ব্যারোনেসের সুইটটার সামনে এসে গ্রাঞ্জিয়ার দেখল দরজা ভেজানো। ধাক্কা মেরে কপাট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। লিভিং রুমে কেউ নেই। 'হ্যালো, কেউ আছেন?'

আরেকটি কামরা থেকে মিষ্টি, সুরেলা একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল। 'আমি গোসল করছি। আসছি এখুনি। প্লিজ, আপনি একটা ড্রিংক নিয়ে নিন।'

সুইটে ঘুরে বেড়াল গ্রাঞ্জিয়ার। এসব সুইটের সমস্ত আসবাব তার পরিচিত কারণ তার অনেক বন্ধুই এখানে থেকেছে। বেডরুমে ঢুকল সে। একটি ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে বহুমূল্য কিছু গহনা।

'আমার বেশিক্ষণ লাগবে না', বাথরুম থেকে ভেসে এল কণ্ঠ।

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ব্যারোনেস।'

ব্যারোনেস না হাতি! ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবল গ্রাঞ্জিয়ার। *তুমি যত বড় খেলুড়ে হও না কেন প্রিয়া, আমার কবল থেকে তোমার নিস্তার নেই।*

সুইটের সঙ্গে সংযুক্ত কক্ষের দরজায় হেঁটে গেল সে। বন্ধ। পাস কী ব্যবহার করে দরজা খুলল। বাসি গন্ধে ভরা কমরায় পা রাখল গ্রাঞ্জিয়ার। কনসিয়ার্জ বলেছিল এ ঘরে কেউ থাকে না। তাহলে মহিলার ঘরটির কী দরকার– ওর চোখ আটকে গেল অদ্ভুত একটি দৃশ্যপটে। দেয়াল সকেটে লাগানো মোটা, কালো একটি বৈদ্যুতিক তার সাপের মতো একে বেঁকে মেঝে থেকে ঢুকে গেছে একটি ক্লজিটের মধ্যে। শুধু তারটি ঢোকার মতো ফাঁক করে রাখা হয়েছে ক্লজিটের দরজা। কৌতূহলী গ্রাঞ্জিয়ার ক্লজিট ডোরের দিকে হেঁটে গিয়ে ওটা খুলে ফেলল।

ক্লজিটে টাঙানো একটি তারে কাপড় আটকানো ক্লিপ দিয়ে কয়েকটি একশো ডলারের ভেজা নোট শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। একটি টাইপ রাইটার স্ট্যান্ডের ওপর কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি জিনিস। কাপড়টি তুলল গ্রাঞ্জিয়ার। ছোট একটি মুদ্রণ যন্ত্র, ভেতরে একশো ডলারের ভেজা একখানা নোট। যন্ত্রটির পাশে আমেরিকান টাকার পরিমাপে কেটে রাখা এক তাড়া সাদা কাগজ এবং কাগজ কাটার একটি যন্ত্র। অমসৃণভাবে কাটা বেশ কিছু একশো ডলারের নোট মেঝেয় লুটোচ্ছে।

একটি রাগত কণ্ঠ ভেসে এল আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারের পেছন থেকে। 'এখানে আপনি কী করছেন?'

পাঁই করে ঘুরল গ্রাঞ্জিয়ার। তোয়ালেয় গা মোড়া, চুল থেকে এখনো ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে, ঘরে ঢুকেছে ট্রেসি হুইটনি।

মৃদু গলায় বলল আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার, 'জাল টাকা! আপনি আমাদেরকে জাল টাকা দেয়ার ধান্ধা করেছিলেন।' ট্রেসির চেহারায় ভাবের পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করল সে।

প্রথমে অস্বীকৃতি, তারপর ক্রোধ, সবশেষে অবজ্ঞা ফুটল তার মুখে।

'ঠিক আছে', স্বীকার করার ভঙ্গিতে বলল ও। 'তবে পার্থক্যটা কোথায়? এটা যে নকল তা বোঝার সাধ্য কারও নেই।'

'তাই নাকি?' গ্রাঞ্জিয়ারের কণ্ঠে বিতৃষ্ণা। সে তারে ঝোলানো একটা ভেজা নোট নিয়ে ওতে চোখ বুলাল। প্রথমে একপাশ দেখল, তারপর অন্যপাশ। শেষে দু'দিকই পরীক্ষা করল তীক্ষ্ণ চোখে। সত্যি চমৎকার। 'ডাইস কে কাটে?'

'কোনো অমিল পেলেন? দেখুন, আমি শুক্রবারের মধ্যে এক লাখ ডলার রেডি করে ফেলব।'

গ্রাঞ্জিয়ার অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ট্রেসির দিকে। ওর মতলবটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল। 'যিশাস! বলল সে। 'আপনি সত্যি একটা বোকা। ওখানে কোনো গুপ্তধন নেই।'

হতভম্ব দেখাল ট্রেসিকে। 'গুপ্তধন নেই মানে? প্রফেসর যুকারম্যান আমাকে বলেছেন–'

'আর আপনিও ওর কথা বিশ্বাস করে বসলেন? লজ্জা, ব্যারোনেস।' হাতের নোটের দিকে নজর ফেরাল সে। 'আমি এটা নিলাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেসি। 'যত খুশি নিন। ওগুলো কাগজ বৈতো কিছু নয়।'

জলে ভেজা এক মুঠো একশো ডলারের নোট নিল গ্রাঞ্জিয়ার। 'কাজের বুয়ারা যদি ঢুকে পড়ে এ ঘরে?'

'আমি তাদেরকে বকশিস দিয়ে বলেছি এ কামরার ধারেকাছেও যেন না আসে। আর বাইরে বেরুবার সময় আমি ক্লজিট বন্ধ করে যাই।'

খুব বুদ্ধিমতী মহিলা, ভাবছে গ্রাঞ্জিয়ার। তবে যত বুদ্ধিমতিই তুমি হও না কেন, তোমার আয়ু আর বেশিদিন নেই।

'হোটেল ছেড়ে কোথাও যাবেন না', হুকুমের সুরে বলল গ্রাঞ্জিয়ার। 'আপনার সঙ্গে আমার এক বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেবো।'

আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারের ইচ্ছে ছিল মহিলাকে এক্ষুনি ব্রুনো ভিসেন্টির হাতে তুলে দেবে কিন্তু ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে বাধা দিল। টাকাগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখল সে। জাল নোট নিয়ে বহু কারবার করেছে গ্রাঞ্জিয়ার, কিন্তু এমন নিখুঁত নকল দেখেনি কখনো। ডাইস যে-ই কাটুক না কেন সে একটা প্রতিভা বলতেই হবে। কাগজটা হাতে ধরলে মনে হয় আসল, রেখা বা লাইনগুলো পরিষ্কার, রঙ শাণিত এবং পাকা, ভেজা হওয়া সত্ত্বেও বেনজামিন ফ্রাংকলিনের ছবিটি চমৎকার ফুটে আছে। মাগী ঠিকই বলেছে। আসল নকল নোটের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ খুব কঠিন। জাল নোটটাকে আসল বলে চালিয়ে দেয়া যাবে কিনা ভাবছিল গ্রাঞ্জিয়ার। পরীক্ষা করতে লোভ হচ্ছে।

ব্রুনো ভিসেন্টির সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবে সিদ্ধান্ত নিল গ্রাঞ্জিয়ার।

পরদিন সকালে সে যুকারম্যানকে আসতে বলল। যুকারম্যান আসার পরে তার হাতে জাল একশো ডলারের নোটটি দিয়ে বলল, 'এটা ব্যাংক থেকে খুচরা করে নিয়ে এসো।'

'নিশ্চয়, চিফ।'

অফিস থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল যুকারম্যান। এটা হলো যুকারম্যানের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি। ও যদি গ্রেপ্তার হয়, জীবনেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না জাল নোটটি সে কোথায় পেয়েছে। জানের ভয় আছে যে! আর যদি টাকাটা ব্যাংকে চালিয়ে নিতে পারে.... আচ্ছা তারপর দেখা যাবে, ভাবছে গ্রাঞ্জিয়ার।

পনেরো মিনিট পরে অফিসে ফিরল যুকারম্যান। একশো ডলার ভাঙিয়ে সমপরিমাণ ফ্রাঁ নিয়ে এসেছে। 'আর কিছু, চিফ?'

স্থির দৃষ্টিতে ফ্রাঁর দিকে তাকিয়ে আছে গ্রাঞ্জিয়ার। 'তোমার কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

'সমস্যা? না তো! কেন?'

'তুমি আবার ওই ব্যাংকে যাবে', নির্দেশ দিল গ্রাঞ্জিয়ার। 'তোমাকে যা করতে হবে...'

ব্যাংক ডি ফ্রান্সের লবিতে প্রবেশ করল অ্যাডলফ যুকারম্যান। ব্যাংক ম্যানেজারের টেবিলে কদম বাড়াল। এবারে বিপদ সম্পর্কে সচেতন সে, তবে গ্রাঞ্জিয়ারের ক্রোধের মুখোমুখি হবার চেয়ে এ বিপদ অনেক স্বস্তিকর।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ব্যাংক ম্যানেজার।

'জ্বী।' নার্ভাস ভাবটা লুকোবার চেষ্টা করল যুকারম্যান। 'আমি গত রাতে এক বার-এ সদ্য পরিচিত কয়েকজন আমেরিকানের সঙ্গে পোকার খেলেছিলাম।' বিরতি দিল সে।

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার। 'এবং টাকা খুইয়ে এখন লোন নিতে চাইছেন?'

'না', জবাব দিল যুকারম্যান। 'আসলে আমি খেলায় জিতেছি। তবে লোকগুলোকে আমার ঠিক সৎ প্রকৃতির বলে মনে হয়নি।' পকেট থেকে দুটো ১০০ ডলারের নোট বের করল সে। 'ওরা আমাকে ডলারে বাজির টাকা শোধ করেছে। আমি আশংকা করছি টাকা- টাকাগুলো জাল।'

ব্যাংক ম্যানেজার খাটো, মোটা হাত বাড়িয়ে যুকারম্যানের কাছ থেকে নোট দুটো নিল, সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাবধানে নোটজোড়া পরীক্ষা করল ম্যানেজার, প্রথমে এক পাশ, তারপর অন্য পাশটা উল্টে দেখল, শেষে আলোর সামনে তুলে ধরল ওগুলো।

যুকারম্যানের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'আপনি ভাগ্যবান, মশিউ। টাকাগুলো আসল।'

আটকে রাখা দম মুখ দিয়ে সশব্দে বের করে দিল যুকারম্যান। 'যাক বাবা! বিরাট বাঁচা বাঁচলাম।

'কোনো সমাস্যা হয়নি, চিফ। ব্যাংক ম্যানেজার বলল টাকাগুলো আসল।'

এতো বিশ্বাস করাই কঠিন। আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার বসে বসে ভাবছিল, কী করা যায়। অবশ্য একটা বুদ্ধি ইতিমধ্যে চলে এসেছে মাথায়।

'ব্যারোনেসের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

আটান্ন

আরমান্দ গ্রাঞ্জিয়ারের অফিসে, তার সামনে বসে আছে ট্রেসি হুইটনি।

'আপনি আর আমি পার্টনার হতে চাই', ট্রেসিকে বলল গ্রাঞ্জিয়ার।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল ট্রেসি। 'আমার কোনো পার্টনারের দরকার নেই–'

'বসুন।'

গ্রাঞ্জিয়ারের চোখে চোখ রেখে বসে পড়ল ট্রেসি।

'বিয়ারিজ আমার শহর। আপনি ওই টাকার একটি নোট চালানোর চেষ্টা করবেন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখবেন গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। *Comprenez-Vous?* ঘটনা ঘটে। এখানে, আমাকে ছাড়া একটি পা-ও আপনি চলতে পারবেন না।'

গ্রাঞ্জিয়ারকে জরিপ করছে ট্রেসি। 'তাহলে আপনার কাছ থেকে আমাকে প্রটেকশন কিনতে হবে?'

'ভুল। আপনি আমার কাছ থেকে যা কিনবেন তা হলো আপনার জীবন।'

'লোকটার কথা বিশ্বাস করল ট্রেসি।

'এখন বলুন ওই মুদ্রণ যন্ত্রটি কোথায় পেলেন।'

ইতস্তত করছে ট্রেসি, ওর অস্বস্তি, গা মোড়ামুড়ি উপভোগ করছে গ্রাঞ্জিয়ার। দেখছে মেয়েটা কীভাবে আত্মসমর্পণ করছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ খুলল ট্রেসি, 'আমি ওটা সুইটজারল্যান্ডে এক আমেরিকানের কাছ থেকে কিনেছিলাম। তিনি ইউ.এস. মিট-এ এলগ্রেভার হিসেবে পঁচিশ বছর চাকরি করেছেন। অবসর নেয়ার সময় পেনশন নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে তিনি ওই টাকাটা আর কোনোদিন পাননি। নিজেকে তিনি প্রতারিত ভাবছিলেন এবং প্রতিশোধ নিতে একশো ডলার তৈরির কিছু প্লেট চুরি করেন। কাজ শেষে প্লেটগুলো ধ্বংস করে ফেলবেন ভেবেছিলেন। তিনি নিজের কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা তৈরি করার কিছু কাগজও জোগাড় করে ফেলেন।'

তাহলে এই ব্যাপার, খুশি খুশি মন নিয়ে ভাবছে গ্রাঞ্জিয়ার। *এ জন্যেই টাকাগুলো দেখতে একদম আসলের মতো!* 'ওই যন্ত্র দিয়ে একদিনে কতগুলো টাকা ছাপানো যায়?'

'এক ঘণ্টায় মাত্র একটি ডলার। কাগজের দুটো পাশই প্রসেস করতে হয় এ–'

বাধা দিল গ্রাঞ্জিয়ার। 'এরচেয়ে বড় যন্ত্র নেই?'

'আছে। ওনার কাছে আরেকটি যন্ত্র আছে যার সাহায্যে আট ঘণ্টায় পঞ্চাশ ডলার ছাপানো যায়– একদিনে এক হাজার ডলার- তবে ওটার জন্য তাঁকে পাঁচ লাখ ডলার দিতে হবে।'

‘কিনে ফেলুন’, বলল গ্রাঞ্জিয়ার।

‘আমার কাছে পাঁচ লাখ ডলার নেই।’

‘আমার কাছে আছে। আপনি কত তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা জোগাড় করতে পারবেন?’

চোখেমুখে অনিচ্ছার ভাব ফোটাল ট্রেসি। ‘এখনই। তবে আমার মনে হয় না–’

গ্রাঞ্জিয়ার ফোন তুলে কথা বলল, ‘লুইস, আমি ফরাসি মুদ্রায় পাঁচ লাখ ডলার চাই। সিন্দুকে যা টাকা আছে সব নিয়ে নাও, বাকিটা ব্যাংক থেকে তুলবে। টাকাটা নিয়ে আমার অফিসে চলে এসো। *Vite!*’

নার্ভাস ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়ল ট্রেসি। ‘আমি এখন যাবো–’

‘আপনি কোথাও যাচ্ছেন না।’

‘আমার জরুরি কাজ–’

‘চুপচাপ বসে থাকুন। আমি চিন্তা করছি। আমাকে চিন্তা করতে দিন।’

ওর ব্যবসার সহযোগীরা এ চুক্তিতে ভাগ বসাতে চাইতে পারে। কিন্তু টাকা ছাপানোর যন্ত্রের কথা তাদেরকে বলবেই না গ্রাঞ্জিয়ার। সে বড় মুদ্রণ যন্ত্রটি একাই কিনে নেবে। ক্যাসিনোর ব্যাংক থেকে তোলা টাকা মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপানো টাকা দিয়ে শোধ কে দেবে সে। তারপর ব্রুনো ভিসেন্টির হাতে এ মহিলাকে তুলে দেবে গ্রাঞ্জিয়ার। কারণ মহিলা পার্টনার পছন্দ করে না।

আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ারও পার্টনার নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী নয়।

ঘণ্টা দুই পরে বড় একটি ঝোলায় পৌঁছে গেল টাকা। গ্রাঞ্জিয়ার ট্রেসিকে বলল, ‘আপনি হোটেল প্যালাইস ছেড়ে দেবেন। পাহাড়ের ওপরে আমার একটি ভিলা আছে, অত্যন্ত প্রাইভেট। আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি ওখানেই থাকবেন।’ ফোন ঠেলে দিল ট্রেসির দিকে। ‘আপনার সুইটজারল্যান্ডের বন্ধুকে ফোন করে বলে দিন আপনি তাঁর টাকা ছাপানোর বড় যন্ত্রটি কিনছেন।’

‘ওনার টেলিফোন নাম্বার হোটেলে রেখে এসেছি। আমি হোটেলে গিয়ে ফোন করব। আপনার বাসার ঠিকানা দিন। ভদ্রলোককে বলব আপনার ঠিকানায় যেন যন্ত্রটি পাঠিয়ে দেন এবং–’

‘Non!’ খেঁকিয়ে উঠল গ্রাঞ্জিয়ার। ‘আমি কোনো গন্ধ রাখতে চাই না। আমি ওটা এয়ারপোর্ট থেকে সংগ্রহ করবো। এ বিষয়টি নিয়ে আজ রাতে ডিনারে কথা হবে। রাত আটটায় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে আমার।’

গ্রাঞ্জিয়ারের বলার ভঙ্গি বলে দিল আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। সে চেয়ার ছাড়ল।

গ্রাঞ্জিয়ার ঝোলার দিকে ইঙ্গিত করল। ‘টাকাটা সাবধানে নেবেন। আমি চাই না ওটা বা আপনার কিছু হোক।’

‘কিছুই হবে না’, বলল ট্রেসি।

অলস হাসল গ্রাঞ্জিয়ার। ‘আমি জানি। প্রফেসর যুকারম্যান আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।’

ওরা দু’জনে নীরবে লিমোজিনে চড়ল। টাকার বস্তাটা দু’জনের মাঝখানে, যে যার

চিন্তায় নিমগ্ন। ঠিক কী ঘটছে বুঝতে পারছে না যুকারম্যান তবে গন্ধ পাচ্ছে অতি উত্তম কিছু তার জীবনে ঘটতে চলেছে। আর সে সবের পেছনে রয়েছে এ মহিলা। মহিলার ওপর নজর রাখার হুকুম দিয়েছে গ্রাঞ্জিয়ার এবং সে এ হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

মহানন্দে আছে আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার। এখন সন্ধ্যা। এতক্ষণে ওই মহিলা নিশ্চয় টাকা ছাপানোর বড় যন্ত্রটি তার কাছে পৌঁছানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হুইটনি মেয়েটা বলেছে ওই যন্ত্র দিয়ে একদিনে ৫০০০ ডলার ছাপানো যায়। তবে গ্রাঞ্জিয়ারের মতলব ভিন্ন। সে যন্ত্রটি ২৪ ঘণ্টাই ব্যস্ত রাখবে। তাহলে প্রতিদিন ১৫,০০০ ডলার ছাপতে পারবে। সপ্তায় ১০০,০০০ ডলারেরও বেশি। প্রতি দশ সপ্তায় এক মিলিয়ন ডলার। আর এটাইতো মাত্র শুরু। আজ রাতে এনগ্রেভারের পরিচয় জানতে পারবে সে। আরো মেশিন তৈরি করে দিতে লোকটির সঙ্গে চুক্তি করবে গ্রাঞ্জিয়ার। তারপর কত টাকার মালিক যে সে হবে তার কোনো হিসেব নেই।

কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায় গ্রাঞ্জিয়ারের লিমোজিন হোটেল ডু প্যালাইসের অর্ধবৃত্তাকার ড্রাইভওয়েতে এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল গ্রাঞ্জিয়ার। লবিতে ঢুকল সে, সন্তুষ্টচিত্তে দেখল যুকারম্যান প্রবেশদ্বারের কাছে বসে আছে, দরজার দিকে সতর্ক নজর।

ডেস্কে হেঁটে গেল গ্রাঞ্জিয়ার। 'জুলে, ব্যারোনেস ডি চ্যান্টিলিকে বলো আমি এসেছি। ওকে লবিতে চলে আসতে বলো।'

মুখ তুলে চাইল কনসিয়ার্জ। 'কিন্তু ব্যারোনেস তো হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন, মশিউ গ্রাঞ্জিয়ার।'

'তুমি ভুল বলছ। তাকে ফোন করো।'

মুশকিলে পড়ে গেল জুলে বার্জেরাক। আরমান্দ গ্রাঞ্জিয়ারের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। 'আমি নিজে তাকে চেক আউট করেছি।'

অসম্ভব। 'কখন?'

'উনি হোটেলে ফেরার কিছুক্ষণ পরেই। বললেন তাঁর সমস্ত বিল যেন তার সুইটে নিয়ে যাই, তিনি নগদে সব মিটিয়ে দেবেন–'

মস্তিষ্কে ঝড় বইতে শুরু করেছে আরমান্দ গ্রাঞ্জিয়ারের। 'নগদে? ফরাসি ফ্রাঁয়?'

ভয়ংকর গলায় জিজ্ঞেস করল গ্রাঞ্জিয়ার। 'সে কি সুইট থেকে কিছু নিয়ে গেছে? কোনো লাগেজ কিংবা বাক্সপেটরা?'

'না। বললেন পরে লাগেজ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

তাহলে সে টাকা নিয়ে সুইটজারল্যান্ড গেছে বড় মুদ্রণ যন্ত্রটি কিনে আনতে।

'আমাকে ওর সুইটে নিয়ে চলো। জলদি!'

'*Oui*, মশিউ গ্রাঞ্জিয়ার।'

জুলে বার্জেরাক তাক থেকে থাবা মেরে একটা চাবি নিয়ে আরমান্দ গ্রাঞ্জিয়ারের সঙ্গে ছুটল এলিভেটর অভিমুখে।

যুকারম্যানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হিসিয়ে উঠল গ্রাঞ্জিয়ার, 'এখানে বসে আছ

কেন গর্দভ? ও চলে গেছে।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল যুকারম্যান। 'ও চলে যেতে পারে না। ও-তো লবিতেই নামেনি। আমি ওর ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম।'

'লক্ষ রাখছিলাম!' মুখ ভেংচালো গ্রাঞ্জিয়ার। 'তুমি কি কোনো নার্স– সাদা চুলের বুড়ি–কিংবা কাজের বুয়ার দিকে নজর রাখছিলে?'

হতভম্ব যুকারম্যান। 'তা কেন করতে যাবো?'

'ক্যাসিনোতে যাও', খেঁকিয়ে উঠল গ্রাঞ্জিয়ার। 'তোমার ব্যবস্থা পরে করছি।'

শেষবার যেমনটি দেখে গিয়েছিল গ্রাঞ্জিয়ার সুইটটা ঠিক তেমনই আছে। পাশের সংযুক্ত ঘরটির দরজা খোলা। গ্রাঞ্জিয়ার ভেতরে ঢুকে দ্রুত কদমে এগিয়ে গেল ক্লজিটের দিকে, দরজার পাল্লা খুলে ফেলল। টাকা ছাপানোর যন্ত্রটি যথাস্থানে আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। খুব বেশি তাড়া ছিল বলে মহিলা হয়তো এটা নিতে ভুলে গেছে। কাজটা সে ভুল করেছে। শুধু এ ভুলটাই করেনি, মহিলা তাকে ঠকিয়ে ৫,০০,০০০ ডলার নিয়ে গেছে। এর শোধ অবশ্যই নেবে গ্রাঞ্জিয়ার। পুলিশের সাহায্যে সে মহিলাকে খুঁজে বের করে তাকে জেলে ঢোকাবে, ওখানে গ্রাঞ্জিয়ারের নিজের লোকেরা তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে। তারা তাকে এনগ্রেভারের পরিচয় বলে দিতে বাধ্য করবে। তারপর মহিলার মুখ বন্ধ করে দেবে চিরতরে।

পুলিশ সদরদপ্তরে ফোন করে ইন্সপেক্টর ডুমন্টকে চাইল আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার। তিন মিনিট কথা বলার পরে শেষ করল এই বলে, 'আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

মিনিট পনেরো বাদে হোটেল সুইটে হাজির হয়ে গেল তার ইন্সপেক্টর বন্ধুটি। সঙ্গে ভয়ানক কুৎসিত চেহারার একটি লোক। এমন কদাকার মানুষ জীবনে দেখেনি গ্রাঞ্জিয়ার। লোকটির কপাল যেন মুখ ফেটে বেরিয়ে আসবে, মোটা চশমার আড়ালে বাদামী চোখ জোড়ায় উন্মাদের চাউনি।

'ইনি মশিউ ডেনিয়েল কুপার', বলল ইন্সপেক্টর ডুমন্ট। 'মশিউ গ্রাঞ্জিয়ার, আপনি যে মহিলার ব্যাপারে ফোন করেছেন, মি. কুপার সেই মহিলার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী।'

কুপার বলল, 'আপনি ইন্সপেক্টর ডুমন্টকে বলেছেন মহিলাটি জাল নোট তৈরির সঙ্গে জড়িত?'

'*Vraiment*' সে এ মুহূর্তে সুইটজারল্যান্ডের পথে রয়েছে। আপনারা তাকে বর্ডারে ধরতে পারবেন। আপনাদের যা যা প্রমাণ দরকার সবকিছুই এখানে আছে।'

ওদেরকে ক্লজিটের কাছে নিয়ে গেল গ্রাঞ্জিয়ার, ভেতরে উঁকি দিল ডেনিয়েল কুপার এবং ইন্সপেক্টর ডুমন্ট।

'এই যে সেই যন্ত্র যা দিয়ে সে জাল টাকা ছাপাত।'

যন্ত্রটি ভালো করে পরীক্ষা করল ডেনিয়েল কুপার। 'সে এ যন্ত্রে টাকা ছাপাত?'

'বল্লামই তো', খেঁকিয়ে উঠল গ্রাঞ্জিয়ার। পকেট থেকে একটি নোট বের করল সে। 'এটা দেখুন। এই জাল নোটটা। সে আমাকে দিয়েছে।'

কুপার জানালার কাছে গিয়ে আলোতে মেলে ধরল একশো ডলারের নোটখানা। 'এটা তো আসল টাকা।'

'দেখতে অমনই লাগে। মহিলা এ টাকা ছাপাবার জন্য চুরি করা প্লেট ব্যবহার করেছে। ফিলাডেলফিয়ার মিন্টে কাজ করত এক এনগ্রেভার, তার কাছ থেকে সে ওই প্লেট কিনেছে। এ যন্ত্রে সে টাকা ছাপিয়েছে।'

কুপার কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি একটা আহম্মক। এটা সাধারণ একটা মুদ্রণ যন্ত্র। এতে শুধু লেটারহেড ছাপানো যায়।'

'লেটারহেড?' কামরাটি বনবন করে ঘুরতে শুরু করল।

'একশো ডলারের আসল নোট ছাপানো যায় এমন কাল্পনিক একটি যন্ত্রের কথা সে বলল আর আপনি তা বিশ্বাস করে ফেললেন?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি–' থেমে গেল গ্রাঞ্জিয়ার। সে কী দেখেছিল? কয়েকটি ভেজা নোট রশিতে বেঁধে শুকোতে দেয়া হয়েছে, কতগুলো সাদা কাগজ এবং একটি পেপার কাটার। কী মহা ঠকটাই না দিয়েছে তাকে! এতে জাল টাকার কোনো ব্যাপারই নেই, সুইটজারল্যান্ডে কোনো এনগ্রেভার অপেক্ষা করছে না। ট্রেসি হুইটনি ডুবন্ত জাহাজের ধনরত্নের কথা বিশ্বাসই করেনি। মাগী গ্রাঞ্জিয়ারের নিজের গল্পটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করে তাকে ধোঁকা দিয়ে আধ মিলিয়ন ডলার ছিনিয়ে নিয়েছে। এ কথা যদি জানাজানি হয়ে যায়...

ওরা দু'জন গ্রাঞ্জিয়ারকে লক্ষ্য করছিল।

'তুমি কি কোনো অভিযোগ করতে চাও, আরমান্দ?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর ডুমন্ট।

কীভাবে সে অভিযোগ করবে? কী বলবে? বলবে জালটাকার একটি অপারেশনে টাকা ঢালতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছে? ওর ব্যবসায়ী সহযোগীরা যখন জানতে পারবে সে ওদের টাকা থেকে পাঁচ লাখ ডলার চুরি করেছে তখন কী জবাবদিহি করবে গ্রাঞ্জিয়ার? কোনো জবাবদিহিই চলবে না। ভয়ে এবং আতংকে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

'না। আ-আমি কোন অভিযোগ করতে চাই না।' ভীতি তার কণ্ঠে।

আফ্রিকা। ভাবল আরমন্দ গ্রাঞ্জিয়ার। *ওরা আমাকে আফ্রিকায় কোনদিন খুঁজে পাবে না।*

ডেনিয়েল কুপার ভাবছিল। *পরের বার। আমি ওকে পরেরবার ঠিক ধরব।*

ঊনষাট

মাজোরকায় গুন্থার হারটগের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ট্রেসিই দিল। দ্বীপটি ওর ভারী পছন্দ। বিশ্বের অন্যতম সেরা ছবির মতো একটি জায়গা। 'তাছাড়া', গুন্থারকে বলল ও, 'জায়গাটা একসময় জলদস্যুদের আশ্রয়স্থল ছিল। আমরা ওখানে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব।'

'তবে আমাদেরকে কেউ যেন একসঙ্গে না দেখে' বললেন গুন্থার হারটগ।

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।।'

ঘটনার শুরু লন্ডন থেকে গুন্থার হারটগের ফোন আসার পরে। 'তোমাকে দারুণ একটা কাজ দিতে চাই, ট্রেসি। রুদ্ধশ্বাস চ্যালেঞ্জের স্বাদ পাবে।'

পরদিন মাজোরকার রাজধানী পালমায় উড়ে গেল ট্রেসি। ইন্টারপোলের রেড সার্কুলেশনের কারণে বিয়ারিজ থেকে ট্রেসির প্রস্থান এবং মাজোরকায় প্রবেশ, সবকিছুই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হলো। সন ভিডা হোটেলের রয়াল সুইটে উঠেছে ট্রেসি, একটি সার্ভিলেন্স টিম চব্বিশ ঘণ্টা ওর ওপর নজর রেখে চলল।

পালমার পুলিশ কমান্ড্যান্ট আর্নেস্টা মার্জ ইন্টারপোল ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের সঙ্গে কথা বললেন।

'আমি জানি, বললেন ট্রিগন্যান্ট, ওই ট্রেসি হুইটনি একাই সমস্ত অপকর্ম ঘটিয়ে চলেছে।'

'মাজোরকায় সে যদি কোনো অপকর্ম ঘটানোর চেষ্টা করে, টের পাবে আমাদের বিচার বিভাগ কী জিনিস।'

ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট বললেন, 'মশিউ, একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার।'

'Si?'

'আপনার ওখানে একজন আমেরিকান ভিজিটর আছেন। তাঁর নাম ডেনিয়েল কুপার।'

ট্রেসির পিছু নিতে গিয়ে গোয়েন্দাদের মনে হচ্ছিল মহিলা বুঝি শুধু শহর দেখতেই এসেছে। ট্রেসি দ্বীপ ঘুরে দেখছে, তারা ওর পেছনে আঠার মতো লেগে রইল। ট্রেসি গেল সানফ্রান্সিসকোর উদ্যান পথে, ঘুরে দেখল রঙ ঝলমলে বেলভার ক্যাসল এবং ইলেটাসের সাগর-সৈকত। পালমার ষাঁড়ের লড়াই উপভোগ করল ও, ডিনার করল প্লাযা ডি লা রেইনে। সবসময়ই ওকে একা ঘুরতে দেখা গেল।

ও গেল ফরমেন্টর, ভালোডোমাসা এবং গ্রাঞ্জায়, ম্যানাকোর মুক্তোর কারখানাও দেখে এল।

'Nadā' আর্নেস্টো মার্জকে রিপোর্ট করল ডিটেকটিভরা। 'সে এখানে স্রেফ ট্যুরিস্ট হিসেবে এসেছে, কমান্ড্যান্ট।'

কমান্ড্যান্টের সেক্রেটারি ঢুকল অফিসে। 'আপনার সঙ্গে একজন আমেরিকান, সিনর ডেনিয়েল কুপার দেখা করতে এসেছেন।'

কমান্ড্যান্ট মার্জের অনেক আমেরিকান বন্ধু আছেন। তিনি আমেরিকানদের পছন্দ করেন, ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট যা-ই বলুন না কেন তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে তিনি এই ডেনিয়েল কুপার লোকটিকে পছন্দ করে ফেলবেন।

কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল ভুল।

'আপনারা বোকা। সবগুলো নির্বোধ', ধমকের সুরে বলল ডেনিয়েল কুপার। 'এখানে সে অবশ্যই ট্যুরিস্ট হয়ে দ্বীপ দর্শনে আসেনি। নিশ্চয় কোনো মতলব আছে তার।'

কমান্ড্যান্ট মার্জ বহুকষ্টে রাগ সামলালেন। 'সিনর, আপনি নিজেই বলেছেন মিস হুইটনি সবসময় বিশেষ কিছুর ওপর টার্গেট করেন, তিনি অসম্ভব কাজগুলো করতে ভালোবাসেন। আমি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে চেক করে দেখেছি, সিনর কুপার। মাজোরকায় এমন বিশেষ কিছু নেই যা সিনোরিটা হুইটনিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারে।'

'ও কি কারও সঙ্গে সাক্ষাত করেছে... কারও সঙ্গে কথা বলেছে?'

'না। কারও সঙ্গে কথা বলেন নি।'

'তাহলে কথা বলবে।' ভাবলেশশূন্য গলায় বলল ডেনিয়েল কুপার।

লোকে কেন এই কুৎসিত আমেরিকানটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না এখন বুঝতে পারছি, ভাবলেন কমান্ড্যান্ট মার্জ।

মাজোরকায় দুশো গুহা আছে তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুহাটি হলো *Cuevas del Drach* বা 'ড্রাগনের গুহা।' এটি পালমা থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে, পোর্তো ক্রিস্টোতে। প্রাচীন গুহাগুলো মাটির গভীরে, স্টালগামাইট আর স্টালাটাইট দিয়ে সজ্জিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ভল্টেড গুহা। ভূগর্ভস্থ, সর্পিল ছোট ছোট জলধারা বয়ে চলার স্রোতের শব্দ ছাড়া গুহাগুলোতে বিরাজ করে কবরের নিস্তব্ধতা। এই নদীগুলোর জল কোথাও সবুজ, কোথাও নীল আবার কোথাও সাদা। জলের রঙ দেখে এগুলোর গভীরতা ধারণা করা যায়।

গোলকধাঁধার মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গুহাগুলো যেন ম্লান রঙা হাতির দাঁতের তৈরি এক রূপকথার দেশ, সুকৌশলে সাজিয়ে রাখা মশালের স্বল্প আলোয় ছায়াময়।

গাইড ছাড়া গুহায় প্রবেশ নিষেধ, তবে সকালে দর্শকদের জন্য গুহামুখ খুলে দেয়া মাত্র ওগুলো ট্যুরিস্টদের ভিড়ে ভরে গেল।

গুহা দেখতে আসার জন্য শনিবার নির্বাচন করল ট্রেসি কারণ এদিনে লোকের ভিড় থাকে বেশি, সারা বিশ্ব থেকে শত শত ট্যুরিস্ট আসে। ছোট কাউন্টারটা থেকে টিকেট

কিনে ভিড়ে মিশে গেল ট্রেসি। ডেনিয়েল কুপার এবং কমান্ড্যান্ট মার্জের দু'জন লোক ওর ওপর নজর রাখছিল। একজন গাইড দলবেঁধে আসা ভ্রমণকারীদের নিয়ে সরু, পাথুরে একটা পথ ধরে হাঁটছিল। মাথার ওপর স্ট্যালাফাইটিস থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া পানি পিচ্ছিল করে তুলেছে রাস্তা।

কতগুলো চোরকুঠুরির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যুরিস্টের দল। দানব পাখি, পশু আর গাছের আকৃতি পেয়েছে চোরকুঠুরিগুলো। স্বপ্ন আলোকিত ছায়াময় অন্ধকার কতগুলো পথ সামনে, এরই একটিতে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ট্রেসি।

দ্রুত কদম বাড়াল ডেনিয়েল। কিন্তু ট্রেসিকে দেখতে পেল না কোথাও। লোকের ভিড়ের চাপে ওকে খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে গেল। কুপার জানে না ট্রেসি সামনের দিকে গেছে না পেছনে আছে। এখানে কোনো একটা আকাম করতে ও এসেছে। মনে মনে বলল কুপার। কিন্তু কীভাবে? কোথায়? কী?

গুহাগুলোর সবচেয়ে নিচের দিকে, অ্যারেনা আকৃতির কৃত্রিম গুহার সামনে রয়েছে রোমান থিয়েটার গ্রেট লেক। থরে থরে পাথরের বেঞ্চি সাজানো দর্শকদের জন্য। প্রতি ঘণ্টায় এখানে শো দেখানো হয়। ট্রেসি দশ নম্বর সারিতে উঠে গেল ধাপ বেয়ে, এগোল কুড়ি নাম্বার আসনটির দিকে। একুশ নাম্বার আসনে বসা লোকটি ঘুরে তাকালেন ট্রেসির দিকে। 'কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

'নাহ্, গুন্থার।' ট্রেসি ঝুঁকে চুমু খেল গুন্থারের গণ্ডদেশে।

তিনি কিছু বললেন, আশেপাশের লোকজনের চেঁচামেচিতে ভালোভাবে শুনতে পেল না ট্রেসি, কাছে এগিয়ে গেল।

'তোমার কেউ পিছু নিতে পারে তাই ভাবলাম একসঙ্গে আমাদেরকে যেন কেউ দেখে না ফেলে।'

ট্রেসি প্রকাণ্ড, জনসমাগমে ভরা কালো গুহাটির চারপাশে চোখ বুলাল। 'আমাদেরকে এখানে কেউ লক্ষ্য করবে না।' গুন্থারের দিকে তাকাল সে, কৌতূহল চোখে। 'নিশ্চয় কোনো জরুরি কাজ?'

'হ্যাঁ', ট্রেসির দিকে ঝুঁকে এলেন গুন্থার। 'এক ধনবান ক্লায়েন্ট একটি বিদেশি চিত্রকর্ম পেতে আগ্রহী। গোয়া'র ছবি। *পুয়েৰ্তো।* সে তাঁকে ছবিটি এনে দিতে পারলে তাকে তিনি পাঁচ লাখ ডলার দেবেন। আমার কমিশন ছাড়াই।'

ভাবছে ট্রেসি। 'আরও কেউ চেষ্টা করছে নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে সফল হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত।'

'পেইন্টিংটিং কোথায়?'

'মাদ্রিদের প্রাডো মিউজিয়ামে।'

'প্রাডো!' নামটি শুনেই ট্রেসির মনে হলো কাজটা অসম্ভব।

অ্যারেনায় লোকজন ভরে যাচ্ছে, তাদের হল্লা অগ্রাহ্য করে ট্রেসির কানে কানে গুন্থার বললেন, 'এ কাজে সাহস এবং দক্ষতা দুটোরই দরকার। আর তুমি ছাড়া অন্য কারও কথা আমার মনে পড়ল না, মাই ডিয়ার ট্রেসি।

'আমি আত্মশ্লাঘা বোধ করছি', বলল ট্রেসি। 'পাঁচ লাখ ডলার?'

'কাজ হবার সঙ্গে সঙ্গে।'

শো শুরু হয়ে গেছে। সবাই চুপ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল অদৃশ্য বালব, মিউজিক ছড়িয়ে পড়ল প্রকাণ্ড গুহাটিতে। স্টেজের মাঝখানে, দর্শক সারির সামনে বৃহদাকার একটি হ্রদ, তার ওপরে, একটি স্টালাগমাইটের পেছন থেকে উদয় হলো একটি গণ্ডোলা, লুকানো স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত। বোর্ডে একজন অর্গানিস্ট, সুরেলা কণ্ঠে গাইছে গান, পানিতে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তার সঙ্গীত। বিমোহিত হয়ে দেখছে দর্শক, অন্ধকারে রঙিন বাতিগুলো রঙের বর্ণচ্ছটা তৈরি করল, নৌকাটি লেক বেয়ে মন্থর গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল আঁধারে।

'অসাধারণ', মন্তব্য করলেন গুন্থার। 'এখানে ঘুরতে আসা সার্থক হলো।'

'আমি ভ্রমণ খুব পছন্দ করি' বলল ট্রেসি। 'আর সবসময় কোন শহরটিতে আমি যেতে চেয়েছি জানো, গুন্থার? মাদ্রিদ।'

গুহার বহির্গমনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ডেনিয়েল কুপার। দেখল ট্রেসি হুইটনি বেরিয়ে আসছে।

একা।

ষাট

মাদ্রিদের প্লাজা ডি লা লিলট্যাডের রিজ হোটেল স্পেনের সবচেয়ে সেরা হোটেল বলে বিবেচিত। একশো বছরেরও বেশি সময়ে এ হোটেলে ডজনখানেক ইউরোপীয় দেশের সম্রাট আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট, স্বৈরশাসক এবং কোটিপতিরা রিজ হোটেলে থেকেছেন, খেয়েছেন। রিজ হোটেল সম্পর্কে এত বেশি প্রশংসা শুনেছে বলেই ওটার বাস্তব চেহারা দেখে যারপরনাই হতাশ হলো ট্রেসি। লবি একেবারেই মরাট এবং ক্ষীণ চেহারার।

সহকারী ম্যানেজার ট্রেসিকে তার সুইটে নিয়ে গেল। ওর সুইটের নম্বর ৪১১-৪১২, হোটেলের দক্ষিণ উইংয়ে। ট্রেসি নিজেই সুইটটি বেছে নিয়েছে।

'আশা করি ঘরটি আপনার পছন্দ হবে, মিস হুইটনি।'

জানালার ধারে হেঁটে গেল ট্রেসি। উঁকি দিল। ঠিক নিচে, রাস্তার ওপাশে প্রাডো জাদুঘর। 'হ্যাঁ, আমার ঘর পছন্দ হয়েছে। ধন্যবাদ।'

নিচের রাস্তা থেকে গাড়িঘোড়ার উচ্চনাদের শব্দ ভেসে আসছে। তবে ট্রেসি যা চেয়েছে, পেয়েছে। প্রাডোকে এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

নিজের ঘরে হালকা ডিনার পাঠিয়ে দিতে বলল ট্রেসি। খাওয়া দাওয়া সেরে, বিছানায় শুয়েছে, বুঝতে পারল এমন শব্দ দূষণের মধ্যে ঘুমাবার চেষ্টা করা মানে শরীরের ওপর মধ্যযুগীয় নির্যাতনের আধুনিক সংস্করণ চাপিয়ে দেয়া।

লবিতে ঠায় বসে থাকা এক গোয়েন্দা মাঝরাতে ডিউটি থেকে অব্যাহতি পেল তার বদলী সহকর্মীটি আসার পরে। 'সে সারাদিনেও ঘর ছেড়ে বেরায় নি। মনে হয় রাতেও বেরুবে না।'

মাদ্রিদের পুলিশ সদর দপ্তর Direccion General de seguriddd পুয়ের্তা ডেল সল-তে, গোটা একটি ব্লক জুড়ে। লাল ইটের ধূসররঙা একটি ভবন, মাথায় সগর্বে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটি ব্লক টাওয়ার। মূল প্রবেশপথে উড়ছে লাল-হলুদ স্প্যানিশ পতাকা, বাদামী ইউনিফর্ম, মাথায় গাঢ় বাদামী বেরেট, হাতে মেশিন গান, হাতকড়া এবং কোমরে গোঁজা পিস্তল নিয়ে দোরগোড়ায় সর্বক্ষণ পাহারায় রয়েছে একজন পুলিশ। এ সদরদপ্তরটির সঙ্গে ইন্টারপোল লিয়াজোঁ রক্ষা করে চলে।

গতকাল মাদ্রিদ পুলিশ কমান্ড্যান্ট সান্তিয়াগো রামিরোর কাছে একটি X-D জরুরি তার এসেছিল, তাকে জানানো হয়েছে শহরে আসছে ট্রেসি হুইটনি। কমান্ড্যান্ট কেবলটির শেষ বাক্যটি পড়ে প্যারিসে, ইন্টারপোল সদরদপ্তরে ইন্সপেক্টর আন্দ্রে

ট্রিগন্যান্টকে ফোন করেছিলেন।

'আপনার মেসেজটির অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না', বলেছিলেন রামিরো। 'আপনি একজন আমেরিকানকে আমার বিভাগের পূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার কথা বলেছেন অথচ সে এমনকী পুলিশের লোকও নয়। কারণটা কী?'

'কমান্ড্যান্ট, আমার বিশ্বাস, মি. কুপারকে আপনি খুবই যোগ্য এবং দক্ষ একজন মানুষ হিসেবে পাবেন। তিনি মিস হুইটনিকে বুঝতে পারেন।'

'এখানে বোঝাবুঝির কী আছে?' আপত্তি করলেন কমান্ড্যান্ট।

'মহিলা একজন ক্রিমিনাল' সম্ভবত খুব ধূর্তও। তবে স্প্যানিশ কারাগারে ধূর্ত অপরাধীদের অভাব নেই। এ মহিলা আমাদের জাল গলে পালাতে পারবে না।

'*Bon*, আপনি কি মি. কুপারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন?'

ঘোঁত ঘোঁত করলেন কমান্ড্যান্ট। 'আপনি যখন বলছেন লোকটি দক্ষ এবং কর্মঠ তাহলে তার সঙ্গে আমার কথা বলতে আপত্তি নেই।'

'Merci, Monsiedur'

'De hnada, Senor.

কমান্ড্যান্ট রামিরো, প্যারিসে তাঁর বন্ধুটির মতো আমেরিকান প্রিয় নন। আমেরিকানদের তাঁর মনে হয় কর্কশ, ভোগবাদী এবং অর্বাচীন। *তবে হয়তো এ লোকটি*, ভাবছেন তিনি, *ওদের থেকে আলাদা হবে। আমি হয়তো একে পছন্দও করে ফেলব।*

কিন্তু ডেনিয়েল কুপারকে প্রথম দর্শনেই তাঁর অপছন্দ হয়ে গেল।

'মহিলা ইউরোপের অর্ধেক পুলিশকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে', কমান্ড্যান্টের অফিসে ঢুকেই বলল ডেনিয়েল কুপার। 'সম্ভবত আপনাদেরকেও ঘোল খাওয়াবে।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হলো কমান্ড্যান্টের। 'সিনর, আমরা কী করব না করব সে বিষয়ে কারো উপদেশ চাই না। আজ সকালে বারাজাস এয়ারপোর্টে পা রাখার পর থেকে সিনোরিটা হুইটনির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, কেউ যদি রাস্তায় একটি আলপিন ফেলে এবং আপনার মিস হুইটনি ওটা তুলতে যান, সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা হবে জেলখানায়। স্প্যানিশ পুলিশ কী জিনিস তাতো আর তিনি জানেন না।'

'সে এখানে রাস্তা থেকে পিন তুলবার জন্য আসেনি।'

'উনি কেন এসেছেন বলে আপনার ধারণা?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি বড় কোনো মতলব হাসিলের পরিকল্পনা নিয়েই সে এসেছে।'

শক্তমুখে বললেন কমান্ড্যান্ট রামিরো। 'বড় মতলব হলে তো আরও ভালো। ওর প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর আমরা নজর রাখবো।'

টমাস ডি টর্কমাডার ডিজাইন করা বিছানায় সকাল বেলা ঘুম ভাঙল ট্রেসির। রাতে ভালো ঘুম হয়নি বলে মাথাটা কেমন ভার ভার লাগছে। হালকা নাশতা আর গরম,

কালো কফির অর্ডার দিয়ে ও জানালার সামনে চলে এল। জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায় প্রাডো মিউজিয়াম। পাথর আর লাল ইট দিয়ে তৈরি একটি দুর্গবিশেষ, চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ঘাস আর গাছগাছালি। দুটো ডরিক কলাম বা থাম দাঁড়িয়ে আছে সামনে এবং দু'পাশে, দুটো সিঁড়ি গিয়ে মিশেছে ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে। রাস্তার ধার ঘেঁষে রয়েছে দুটো সাইড এন্ট্রান্স। দশ/বারোটি দেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রী আর ট্যুরিস্টরা লাইন দিয়েছে মিউজিয়ামের সামনে। কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় গার্ডরা খুলে দিল দুই প্রকাণ্ড দরজা এবং ভিজিটররা রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। ভেতরে প্রবেশের জন্য গ্রাউন্ড লেভেল বরাবর দু'টি সাইড প্যাসেজও আছে। ওখান থেকেও দর্শনার্থীরা প্রবেশ করছে জাদুঘরে।

ট্রেসিকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল ফোন। গুন্থার হারটগ ছাড়া কেউ জানে না যে সে মাদ্রিদে। ফোন তুলল ও। 'হ্যালো?'

'*Buenos dia, Senorita*' পরিচিত একটি কণ্ঠ। 'আমি মাদ্রিদ চেম্বার অব কমার্স থেকে কথা বলছি। আমাদের শহরে আপনার সময় যেন সুন্দর কাটে সে বিষয়ে দেখভাল করতে তারা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

'আমি মাদ্রিদে আছি কী করে জানলে, জেফ?'

'সিনোরিটা, চেম্বার অব কমার্স, সবকিছুই জানে। আপনি কি এই প্রথম এ দেশে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'*Bueno!* তাহলে তোমাকে কয়েকটি জায়গা আমি ঘুরিয়ে দেখাতে পারবো। কতদিন তুমি এখানে থাকছ, ট্রেসি?'

এটাই মূল প্রশ্ন। 'ঠিক করিনি এখনো', হালকা করে জবাব দিল ট্রেসি। 'তবে কেনাকাটা, দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে বেড়িয়ে দেখার মতো সময় নিয়ে এসেছি হাতে। তুমি মাদ্রিদে কী করছ?'

'একই উদ্দেশ্যে এসেছি আমিও', ট্রেসির সুরে জবাব এল। 'কেনাকাটা এবং দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে বেড়ানো।'

কথাটা বিশ্বাস করল না ট্রেসি। ট্রেসি যে কারণে এখানে এসেছে জেফ স্টিভেন্সও একই কারণে এসেছে, পুয়ের্তো ছবিটি চুরি করবে।

জেফ জানতে চাইল, 'ডিনারে ফ্রি আছো তো?'

ছোড়ার সাহস আছে তো! 'হু!' জবাব দিল ট্রেসি।

'গুড। আমি জকিতে রিজার্ভেশন করছি।'

জেফের প্রতি কোনো মোহ নেই ট্রেসির তবে এলিভেটর থেকে লবিতে পা দিয়ে যখন দেখতে পেল ওর জন্য অপেক্ষা করছে জেফ, মনটা কেন জানি খুশি হয়ে উঠল ওর।

জেফ ট্রেসির হাত ধরল। '*Fantastico, Merida!* তোমাকে দারুণ লাগছে।'

সযত্নে পোশাক বাছাই করেছে ট্রেসি। ভ্যালেনটিনের নেভি-ব্লু সুট পরেছে ও, কাঁধে

ঝুলছে রাশান স্যাবল, পায়ে মদ ফ্রিজন পাম্প, হাতে ডেভি পার্স, তাতে খোদাই করা Harmes H.

লবির কিনারে, একটি টেবিল দখল করে বসে আছে ডেনিয়েল কুপার। সামনে প্যারিসের মদের গ্লাস। ট্রেসিকে দেখামাত্র শরীরে অদ্ভুত উত্তেজনা ও শক্তি অনুভব করল সে।

কুপার জানে পৃথিবীর কোনো পুলিশ ফোর্সের সাধ্য নেই ট্রেসিকে পাকড়াও করে। *কিন্তু আমি পারব*, মনে মনে বলল কুপার। *কারণ ট্রেসি আমার।*

ডেনিয়েল কুপারের কাছে ট্রেসি হুইটনি অ্যাসাইনমেন্টের চেয়ে অবশেসনে পরিণত হয়েছে। সে যেখানেই যায় সঙ্গে থাকে ট্রেসির ছবি এবং ফাইলপত্র। রাতে সে ওই ছবি আর ফাইল বিছানায় নিয়ে ঘুমায়। বিয়ারিজে সে দেরি করে পৌঁছেছিল বলে ট্রেসি তার হাত ফস্কে যায় আর মাজোরকায় মেয়েটা ওকে ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু ইন্টারপোল আবার ওর সন্ধান পেয়ে গেছে, কুপার আর ওকে হারাতে চায় না।

রাতে ট্রেসিকে স্বপ্নে দেখল ডেনিয়েল কুপার। একটি বিরাট খাঁচায় বন্দী ট্রেসি, নগ্ন। ওকে ছেড়ে দিতে আকুতি করছে। *আমি তোমাকে ভালোবাসি*, বলল ডেনিয়েল কুপার, *কিন্তু কোনোদিন তোমাকে আমি মুক্তি দেবো না।*

একষট্টি

আমাডর ডি লস রিওস-এ একটি ছোট তবে ছিমছাম রেস্টুরেন্ট হলো জকি।

'এখানকার খাবার খুব সুস্বাদু', বলল জেফ।

ওকে আজ দারুণ সুদর্শন লাগছে, ভাবছে ট্রেসি। ওর ভেতরে চাপা একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করছে সে। উত্তেজনাটা কীসের জানে ট্রেসি; দু'জনে একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, উঁচু দরের বাজি ধরে বুদ্ধির খেলায় নেমেছে ওরা। *তবে এ খেলায় আমি জিতব। ওর আগেই প্রাডো থেকে ছবিটি চুরি করার কোনো রাস্তা বের করে ফেলব আমি*, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ট্রেসি।

'একটা অদ্ভুত গুজব শুনলাম' বলল জেফ।

ওর প্রতি মনোযোগ ফিরিয়ে আনল ট্রেসি। 'কী গুজব?'

'ডেনিয়েল কুপারের নাম শুনেছ কখনো? ইনসিওরেন্স ইনভেস্টিগেটর, মাথায় ক্ষুরধার বুদ্ধি।'

'না। সে কী করেছে?'

'ওর ব্যাপারে সাবধান। ভয়ানক বিপজ্জনক লোক। আমি চাই না তোমার কিছু হোক।'

'চিন্তা কোরো না।'

'কিন্তু চিন্তা করছি, ট্রেসি।'

হেসে উঠল ট্রেসি। 'আমাকে নিয়ে? কেন?'

ওর হাতে হাত রাখল জেফ। হালকা গলায় বলল, 'তুমি সবার চেয়ে আলাদা। তুমি কাছে থাকলে জীবনটাকে অন্যরকম মনে হয়, মাই লাভ।'

ওর মানুষ পটানোর ক্ষমতা কী সাংঘাতিক! ভাবছে ট্রেসি। ওর আগাপাশতলা যদি না চিনতাম ওর কথা নির্ঘাত বিশ্বাস করে ফেলতাম।

'অর্ডার দাও', বলল ট্রেসি। 'খিদে পেয়েছে।'

পরের কয়েকটি দিন জেফ এবং ট্রেসি মিলে ঘুরে দেখল মাদ্রিদ। কমান্ড্যান্ট রামিরোর দু'জন লোক সারাক্ষণ ছায়া হয়ে থাকল ওদের পেছনে, সঙ্গে সেই অদ্ভুত আমেরিকানটা। ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে যেন দেখা সাক্ষাৎ কম হয় এ জন্যে রামিরো তাকে সার্ভিলেন্স দলের সদস্য হবার অনুমতি দিয়েছেন। আমেরিকানটা আসলে একটা *loco*, বলে কিনা ট্রেসি মেয়েটা নাকি পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে যেভাবেই হোক মূল্যবান কিছু হাতিয়ে নেবে। *Qyeridiculo?* কী হাস্যকর, চিন্তাভাবনা!

ট্রেসি এবং জেফ মাদ্রিদের ক্লাসিক রেস্টুরেন্টগুলোতে ডিনার করল– হরচার, প্রিন্সিপ ডি ভিয়ানা, বাসা বোটিন। তবে ট্যুরিস্টরা চেনে না এমন সব জায়গাও জেফের নখদর্পণে; কাসা পাকো, লা শুলেটা, এল লাসিওন ইত্যাদি। এখানে সে এবং ট্রেসি মিলে স্থানীয় স্টু *Cocido madrileno* এবং *ella podrida*-র স্বাদ আস্বাদন করল, গেল ছোট একটি বার-এ চমৎকার স্বাদের Tapas গলাধকরণ করতে।

ওরা যেখানেই গেল, ডেনিয়েল কুপার এবং দুই গোয়েন্দা ওদের আশপাশেই রইল।

ওদেরকে দূর থেকে লক্ষ্য করতে গিয়ে এ নাটকে জেফ স্টিভেন্সের ভূমিকা কী হতে পারে তা বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে ডেনিয়েল কুপার। কে এই যুবক? ট্রেসির পরবর্তী শিকার? নাকি দু'জনে মিলে কিছু মতলব করছে?

কমান্ড্যান্ট রামিরোর সঙ্গে কথা বলল কুপার। 'জেফ স্টিভেন্স সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

'*Nada.* তার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই এবং এখানে এসেছে ট্যুরিস্ট হিসেবে। আমার ধারণা সে মহিলার স্রেফ একজন সঙ্গী।'

কিন্তু কুপারের মন বলছে অন্য কথা। তবে জেফ স্টিভেন্সের পিছু লাগেনি সে। *ট্রেসি*, মনে মনে বলল সে। *আমি তোমাকে চাই, ট্রেসি।*

ঘোরাঘুরি শেষে রাতে রিজ হোটেলে ওরা দু'জন ফিরে আসার পরে জেফ ট্রেসিকে তার সুইটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। 'তোমার ঘরে বসে এক গ্লাস মদ পান করে যাই?'

ট্রেসি প্রায় রাজি হয়ে যাচ্ছিল ওর প্রস্তাবে। ঝুঁকে জেফের গালে আলতো চুমু খেল। আমাকে তোমার বোন ভাবো, জেফ।'

'অজাচারে তোমার আপত্তি আছে কি?'

দরজা বন্ধ করে দিল ট্রেসি।

খানিক পরে নিজের রুম থেকে ট্রেসিকে ফোন করল জেফ।

'কাল আমার সঙ্গে সেগোভিয়ায় যাবে? মাদ্রিদ থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি পুরনো তবে অপূর্ব শহর।'

'শুনে লোভ লাগছে। থ্যাংকস ফর আ লাভলি ইভনিং।' বলল ট্রেসি। 'শুভরাত্রি, জেফ।'

অনেকক্ষণ জেগে রইল ও। ভাবল এমন সব কথা যেগুলো নিয়ে চিন্তা করা ওর উচিত নয়। কোনো পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন মন দেয়া-নেয়া থেকে দূরে রয়েছে ও। চার্লস ওকে খুব কষ্ট দিয়েছিল, তাই আবার আঘাত পেতে চায় না ট্রেসি। সঙ্গী হিসেবে অতুলনীয় জেফ স্টিভেন্স, তবে ওকে এর বেশি এগোতে দেয়া যাবে না। ওর প্রেমে তো পড়াই যায়। কিন্তু সেটা হবে মস্ত বোকামি। এবং পরিণতি হয়তো হবে ধ্বংসাত্মক।

এসব আবোল তাবোল চিন্তা ট্রেসির ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল।

সেগোভিয়া ভ্রমণটি হলো চমৎকার। জেফ ছোট একটি গাড়ি ভাড়া করেছিল, ওরা মাদ্রিদ ছেড়ে এগিয়ে চলল স্পেনের মদের শহরে। ওদেরকে একটি Seat গাড়ি সর্বক্ষণ

অনুসরণ করে চলল। তবে এটি সাধারণ কোনো গাড়ি নয়।

Seat গাড়ি শুধু স্পেনেই তৈরি করা হয়। এটি স্প্যানিশ পুলিশদের অফিসিয়াল কার। রেগুলার মডেলের গাড়ি মাত্র ১০০ হর্সপাওয়ারের তবে পোলিশিয়া ন্যাশনাল এবং গুয়ারডিয়া সিভিল-এর কাছে যেসব গাড়ি বিক্রি করা হয় সেগুলো ১৫০ হর্সপাওয়ারের। কাজেই ডেনিয়েল কুপার এবং তার দুই গোয়েন্দাকে ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে ফাঁকি দেয়া সম্ভব ছিল না জেফদের জন্য।

ট্রেসি এবং জেফ দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেল সেগোভিয়া মেইন স্কোয়ারে, রোমানদের তৈরি দু'হাজার বছরের পুরানো অ্যাকুইডাক্টের (পানি সরবরাহের কৃত্রিম নালা যা চারপাশের জমি থেকে উঁচু) ছায়ার তলে, একটি চমৎকার রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিল দু'জনে। লাঞ্চ শেষে মধ্যযুগের শহরটি ঘুরে দেখল ওরা, গেল প্রাচীন কাথেড্রাল অব সান্তা মারিয়া এবং রেনেসা টাউন হলে, ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে ছুটল আলসমারে রোমান দুর্গ দেখতে। পাথরের বিরাট একখণ্ড স্পারের ওপর মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গ। দারুণ দৃশ্য!

'এখানে আমরা অনেকদিন থাকলে ডন কিহোতে আর সাঙ্কো পাঞ্জাকে নির্ঘাত দেখতে পেতাম, নিচের সমভূমি দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে', বলল জেফ।

ওকে একনজর দেখল ট্রেসি। 'উইন্ডমিল দেখলেই তোমার খোঁচা দিতে ইচ্ছে করে, তাই না?'

'নির্ভর করে উইন্ডমিলের আকার-আকৃতির ওপর।' মৃদু গলায় বলল জেফ। ট্রেসির কাছে ঘন হয়ে এল।

চূড়োর কিনারা থেকে সরে গেল ট্রেসি। 'সেগোভিয়া সম্পর্কে আরো বলো শুনি।'

ভেঙে গেল জাদু।

জেফ গাইড হিসেবে চমৎকার, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তার অসাধারণ জ্ঞান, তবে ট্রেসি সারাক্ষণই নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল জেফ একজন কন আর্টিস্ট। যদিও জেফের সঙ্গে সময়টা দারুণ উপভোগ করছিল ও।

স্প্যানিশ গোয়েন্দাদের একজন, হোসে পেরেরা অনুযোগের সুরে কুপারকে বলল, 'ওদের পিছু লেগে থাকা স্রেফ সময়ের অপচয়, ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা, দেখেও বুঝতে পারছেন না? আপনি ঠিক জানেন মেয়েটার কোনো বদ মতলব আছে?'

'খুব জানি', খ্যাক খ্যাক করে উঠল কুপার। নিজের প্রতিক্রিয়ায় নিজেই বিস্মিত। সে শুধু চায় ট্রেসি হুইটনিকে পাকড়াও করতে, তার প্রাপ্য শাস্তি তাকে দিতে। ও স্রেফ একজন অপরাধী আর এটা ডেনিয়েলের একটা অ্যাসাইনমেন্ট বৈ কিছু নয়। তবু, যতবার ট্রেসির সঙ্গী ওর হাত ধরেছে, শরীরে ক্রোধের হল্কা অনুভব করেছে ডেনিয়েল কুপার!

মাদ্রিদে ফিরে জেফ বলল, 'ঘোরাঘুরি করে যদি ক্লান্ত হয়ে না থাকো, আমি ডিনারে বিশেষ একটি জায়গায় নিয়ে যেতে চাই তোমাকে।'

'যেতে আপত্তি নেই', দিনটা শেষ হোক চাইছে না ট্রেসি। *আজ এ দিনটি আমি নিজেকে উপহার দিচ্ছি, আজ আমি অন্যসব মহিলার মতো সবকিছু উপভোগ করব।*

মাদ্রিলেনোস-এ অনেক রাতে ডিনার করা যায়। রাত ন'টার আগে অল্প কিছু রেস্টুরেন্ট নৈশভোজের জন্য খোলা হয়। অভিজাত রেস্তোরাঁ যালাকেইন-এ রাত দশটার সময় রিজার্ভেশন করেছে জেফ। এখানকার খাবার যেমন সুস্বাদু, পরিবেশনও অতীব চমৎকার। ট্রেসি ডেজার্টের অর্ডার দেয়নি তবু ওয়েটার যে প্যাস্ট্রি নিয়ে এল, অমন কুরকুরে, দারুণ স্বাদের জিনিস খুব কমই চেখে দেখেছে ও। ভুরিভোজে তৃপ্তি নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ট্রেসি।

'চমৎকার একটি ডিনারের জন্য ধন্যবাদ।'

'তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমি খুশি। কাউকে খুশি করতে চাইলে তাকে এখানে নিয়ে আসবে।'

ওর অপাঙ্গে চোখ বুলাল ট্রেসি। 'তুমি আমাকে খুশি করতে চাইছ, জেফ?'

হাসল জেফ। 'একশোবার। এরপরে দ্যাখো না কী আসছে।'

এরপরে ওরা গেল *বোদেগায়,* ধোঁয়াচ্ছন্ন একটি ক্যাফে, ওখানে চামড়ার জ্যাকেট পরা স্প্যানিশ শ্রমিকরা বার-এ বসে মদ পান করছে। ডজনখানেক টেবিল ছড়ানো রয়েছে বারটিতে। কামরার একপ্রান্তে একটি *Tablado,* মেঝে থেকে সামান্য উঁচু একটি প্ল্যাটফর্ম, ওখানে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক গিটার বাজাচ্ছে। প্লাটফর্মের ধারে, ছোট একটি টেবিল দখল করল জেফ এবং ট্রেসি।

'ফ্লামিঙ্কো সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে তোমার?' প্রশ্ন করল জেফ। বার-এর উচ্চকিত আওয়াজ ছাপিয়ে গলা চড়াতে হচ্ছে ওর।

'শুধু জানি এটি একটি স্প্যানিশ ডান্স।'

'আসলে এটি জিপসি নৃত্য। মাদ্রিদের আলো ঝলমলে নাইট ক্লাবগুলোতে ফ্লামিঙ্কোর নকল দেখতে পাবে কিন্তু এখানে আসল জিনিসটি দেখবে।'

জেফের কণ্ঠের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে হাসল ট্রেসি।

'তুমি ক্ল্যাসিক *Cuadro Flamenco* দেখবে। এতে একদল গায়ক, নৃত্যশিল্পী এবং গিটারবাদক অংশ নেয়। প্রথমে সবাই মিলে পারফর্ম করে, তারপর প্রত্যেকে আলাদাভাবে।'

রান্নাঘরের ধারে একটি টেবিলে বসে জেফ আর ট্রেসিকে লক্ষ্য করছিল ডেনিয়েল কুপার আর ভাবছিল ওরা কী নিয়ে কথা বলছে! 'জটিল একটি নাচ কারণ একসঙ্গে সবগুলো কাজ করতে হয়– মুভমেন্ট, মিউজিক, কস্টিউম, ছন্দ তৈরি...

'তুমি এত কিছু জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'আমি একজন ফ্লামেঙ্কো নৃত্যশিল্পীকে চিনতাম।'

খুবই স্বাভাবিক, মনে মনে বলল ট্রেসি।

বাদেগা বা ক্যাফের আলো নিভু নিভু হয়ে এল, স্পটলাইটের আলোয় ঝলমল করে উঠল ক্ষুদ্রাকৃতির মঞ্চ। তারপর শুরু হলো ম্যাজিক। শুরুটা হলো শ্লথ গতিতে। একদল শিল্পী ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে প্রবেশ করল প্লাটফর্মে। মহিলাদের পরনে রঙ-বেরঙের স্কার্ট এবং ব্লাউজ, বিখ্যাত আন্দালুশিয়ান স্টাইলে বিন্যাস করা কেশরাজিতে তারা গুঁজে রেখেছে ফুল। পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা ঐতিহ্যগত টাইট ট্রাউজার্স, ভেস্ট এবং আলো

চমকানো করডোভান লেদার হাফ বুট পরেছে। গিটার বাদকরা গিটারে বিষণ্ন সুর তুলল, স্টেজে বসা এক মহিলা স্প্যানিশ ভাষায় গান ধরল।

Yo queria dejar
Ami amante,
Pero antes de que pudiera,
Hcerlo ella me andono
Y destrozo mi corazon

'মহিলা কী বলছে বুঝতে পারছ?' ফিসফিস করল ট্রেসি।

'হ্যাঁ।' আমি আমার প্রেমিককে ছেড়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু তার আগেই সে আমাকে ত্যাগ করে আমার হৃদয় ভেঙে দিল।'

মঞ্চের মাঝখানে চলে এল একজন নৃত্যশিল্পী। মেয়েটি শুরু করল সাধারণ Zepateado বা স্টেজে পা ঠুকে তাল দেয়া, তবে গিটারের বাজনার তালে তালে দ্রুততর হয়ে উঠল তার গতি। যত বৃদ্ধি পেল ছন্দ, নাচটি ততোই সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সে রূপ নিতে লাগল, পায়ের তালে ফুটল নানান বৈচিত্র যার জন্ম কিনা শতশত বছর আগে জিপসি গুহায়। যন্ত্রসঙ্গীতের তীব্রতা এবং উত্তেজনা যত বৃদ্ধি পেল, পায়ের তালের উন্মাদনা একই সঙ্গে বাড়তে লাগল সে সঙ্গে। স্টেজের পাশে দাঁড়ানো পারফর্মাররা সোল্লাসে চিৎকার করে উৎসাহ দিয়ে চলল। তাদের উৎসাহে নৃত্যশিল্পীরা আরও বুনো এবং উদ্দাম হয়ে উঠল।

যন্ত্রসঙ্গীত এবং নৃত্য থেমে গেল অকস্মাৎ, বার-এ নেমে এল নীরবতা তারপর দর্শক ফেটে পড়ল হাততালিতে।

'মেয়েটা দারুণ নেচেছে!' উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল ট্রেসি।

'আরও বাকি আছে', বলল জেফ।

আরেক মহিলা চলে এল মঞ্চের মাঝখানে। ক্ল্যাসিকাল ক্যাস্টিলিয়ান সৌন্দর্যের অধিকারিনী সে, দেখে মনে হলো আত্মভাবনায় এমনই মশগুল উপস্থিত জনতা সম্পর্কে যেন সম্পূর্ণ অসচেতন। গিটারবাদকরা belero বাজাতে শুরু করল, নিচুলয়ে, বিলাপের সুর তুলল। এক পুরুষ নৃত্যশিল্পী কৃষ্ণসুন্দরীটির সঙ্গে যোগ দিল। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি করতালে ছন্দময় বিট উঠল।

বসে থাকা শিল্পীরা মন্থর, ছন্দোবদ্ধ হাততালি দিতে শুরু করল। তাদের হাততালির ছন্দে মিউজিক এবং নাচের গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। পায়ের আঙুল, গোড়ালি এবং জুতোর সোল দিয়ে অদ্ভুত এবং বৈচিত্রপূর্ণ দারুণ দারুণ ছন্দ তুলল নৃত্য-শিল্পীরা।

নারী এবং পুরুষ নৃত্যশিল্পীর শরীর তীব্র কামনা নিয়ে একত্রিত হলো, যদিও তারা পরস্পরকে স্পর্শমাত্র না করে উন্মত্ত এবং আদিম প্রেম করল, পৌঁছে গেল বুনো, সংবেদনশীল ক্লাইম্যাক্সের চরমে। স্টেজের আলো নিভছে-জ্বলছে সেই সঙ্গে হুল্লোড় করছে দর্শক। ট্রেসিও কখন দর্শকদের সঙ্গে চিৎকারে অংশ নিয়েছে জানে না। বিব্রত

হয়ে আবিষ্কার করল সে যৌনকাতর হয়ে পড়েছে। জেফের দিকে তাকাতে লজ্জা লাগল ওর। দু'জনের মধ্যেকার বাতাস যেন টেনশনে কম্পন তুলেছে। টেবিলে তাকাল ট্রেসি। জেফের পেশীবহুল, রোদেপোড়া হাত দুটো দেখছে। মনে হলো ও হাতজোড়া যেন ওর সারা শরীরে আদর করছে, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত। ট্রেসি ঝট করে নিজের হাতদুটো কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল কাঁপুনি আড়াল করতে।

হোটেলে ফেরার পথে দু'জনের মধ্যে কথা প্রায় হলোই না বলা চলে। ট্রেসি নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে ঘুরল, 'আজকের–'

ওর অধরজোড়া বাঁধা পড়ল জেফের নিষ্ঠুর ওষ্ঠে, জেফকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ট্রেসি শক্ত বন্ধনে।

'ট্রেসি–?'

ট্রেসির ঠোঁট ইতিবাচক সাড়া দিলেও ইচ্ছাশক্তির শেষ আউন্সটুকু ব্যবহার করে বলল, 'আজ আমি খুব পরিশ্রান্ত, জেফ। জানোইতো আমি ঘুমকাতুরে মেয়ে।'

'ও, আচ্ছা।'

'কাল সারাদিন ঘরেই থাকবো আমি। বিশ্রাম নেবো।'

কথা বলার সময় স্বাভাবিক শোনাল জেফের কণ্ঠ। 'গুড আইডিয়া। আমারও ইচ্ছে তাই।'

তবে দু'জনের কেউই কারও কথা বিশ্বাস করল না।

বাষট্টি

পরদিন সকাল দশটা। প্রাডো মিউজিয়ামের প্রবেশ ঘরের লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি হুইটনি। খুলে গেল দরজা, ইউনিফর্ম পরা গার্ড একজন একজন করে ঢুকতে দিল ভেতরে।

টিকেট কাটল ট্রেসি, ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ে গেল। ওর পেছনে ছায়া হয়ে সেঁটে রইল ডেনিয়েল কুপার এবং ডিটেকটিভ পেরেইরা। উত্তেজিত বোধ করছে কুপার। সে নিশ্চিত স্রেফ জাদুঘর দেখতে আসেনি ট্রেসি, যে মতলবেই এসে থাকুক, প্ল্যানমাফিক শুরু করে দিয়েছে কাজ।

এক কামরা থেকে আরেক কামরায় গেল ট্রেসি, ধীর গতিতে হেঁটে বেড়াল বিশ্বখ্যাত চিত্রকরদের ছবি বোঝাই সেলুনগুলোতে। রুবেন, টাইটান, টিনটোরেটো, বশ-এর ছবিসহ ডোমেনিকাস থিওটাকোপুলাস যিনি এল গ্রোস নামে খ্যাতি পেয়েছিলেন তার পেইন্টিং-ও আছে। গোয়ার ছবি নীচতলায়, একটি বিশেষ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ট্রেসি লক্ষ্য করেছে প্রতিটি রুমের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্দিধারী একজন গার্ড, তার কনুইয়ের কাছে লাল রঙের অ্যালার্ম বোতাম। ও জানে অ্যালার্ম বেজে ওঠা মাত্র জাদুঘরের সকল এন্ট্রান্স এবং এক্সিট বন্ধ হয়ে যাবে, বেরুবার কোনো রাস্তা থাকবে না।

অষ্টাদশ শতকের ফ্লেমিশ ওস্তাদ চিত্রকরদের ছবি বোঝাই মুজেস রুমের মাঝখানে, একটি টুলে এসে বসল ট্রেসি। মেঝেয় তাকাল। দোরগোড়ায় প্রতি পাশে বৃত্তাকার অ্যাকসেস ফিক্সার চোখে পড়ল। তার মানে রাতের বেলা এখানে ইনফ্রা রেড বিম চালু করা হয়। অন্যান্য যেসব জাদুঘরে গেছে ট্রেসি, দেখেছে সেখানকার গার্ডগুলো বিরক্ত চেহারা নিয়ে বসে বসে ঝিমাচ্ছে, ট্যুরিস্টদের প্রতি তেমন মনোযোগ নেই তাদের, কিন্তু এখানকার প্রহরীগুলো সদাসতর্ক। বিশ্বজুড়ে জাদুঘরে এক শ্রেণীর ফ্যানাটিকের উদ্দেশ্যই থাকে সুযোগ বুঝে ছবিগুলোর কোনো ক্ষতি করা, আর প্রাডো সেরকম কিছু ঘটতে দেবে না।

অন্তত ডজনখানেক রুমে চিত্রশিল্পীরা ইজেল নিয়ে ওস্তাদ চিত্রকরদের ছবিগুলো অধ্যবসায়ের সঙ্গে নকল করছে। এতে জাদুঘরের অনুমতি থাকলেও গার্ডরা নকল ছবির প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

মেইন ফ্লোরের ছবিগুলো দেখা শেষ করে সিড়ি বেয়ে নিচতলায় নেমে এল ট্রেসি, ঢুকল ফ্রান্সিসকো ডি গোয়া প্রদর্শনীতে।

ডিটেকটিভ পেরেইরা কুপারকে বলল, 'দেখলেন তো মেয়েটা ছবি দেখা ছাড়া আর কিছু করছে না। সে–'

'তুমি ভুল ভাবছ।' কুপার এক ছুটে সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

ট্রেসি দেখল গোয়ার প্রদর্শনীতে গার্ডের সংখ্যা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি। অবশ্য তার কারণও আছে। দেয়ালজুড়ে গোয়ার অবিশ্বাস্য সুন্দর সব ছবি টাঙানো রয়েছে। ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে চোখ বুলিয়ে মানুষটার প্রতিভা আবিষ্কার করছে ট্রেসি। রয়েছে গোয়ার *সেলফ পোর্ট্রেট*, চমৎকার রঙিন *চতুর্থ চার্লস পরিবারের* পোর্ট্রেট... *দ্য ক্লোথড মাজা*, বিখ্যাত *ন্যুড মাজা।*

আর তারপর, *দ্য উইচেস সাবাথ* এর পাশেই সেই বিখ্যাত ছবি *পুয়ের্তো*। দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেসি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছবিটির দিকে, বুকের ভেতরে দুমদাম। ছবিতে জনাবারো সুসজ্জিত পুরুষ এবং নারীকে দেখা যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে পাথরের একটি দেয়ালের সামনে। ব্যাকগ্রাউন্ডে, কুয়াশার ভেতরেও পরিস্কার জেটিতে মাছ ধরা নৌকা এবং দূরের বাতিঘর। ছবির নিচে, বামদিকে গোয়ার সই।

এটাই সেই টার্গেট। *পাঁচ লক্ষ ডলার।*

চারপাশে চোখ বুলাল ট্রেসি। প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান একজন প্রহরী। তার পেছনে, অন্যান্য কক্ষ অভিমুখে চলে যাওয়া লম্বা করিডোরে আরও কয়েকজন গার্ড দেখতে পেল ও। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে পুয়ের্তো। চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, একদল ট্যুরিস্টকে দেখতে পেল সিড়ি বেয়ে নামছে। দলটির মাঝখানে রয়েছে জেফ স্টিভেন্স। মুখ ঘুরিয়ে নিল ট্রেসি, জেফ ওকে দেখতে পাবার আগেই সাইড এন্ট্রান্স থেকে বেরিয়ে পড়ল।'

এটা একটা দৌড়, মি. স্টিভেন্স। এবং এতে আমিই জিতব।

'ও প্রাডো থেকে ছবি চুরির মতলব করেছে।'

অবিশ্বাস নিয়ে ডেনিয়েল কুপারের দিকে তাকালেন কমান্ড্যান্ট রামিরো। '*Cagajon!* প্রাডো থেকে ছবি চুরি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

একগুঁয়ে সুরে কুপার বলল, 'ও আজ সারাটা সকাল ছিল ওখানে।'

'প্রাডোতে আজতক কোনো চুরিচামারির ঘটনা ঘটেনি, কোনোদিন ঘটবেও না। কেন জানেন? কারণ ওখান থেকে কিছু চুরি করা অসম্ভব।'

'ও গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাজটা করবে না। মিউজিয়ামের ভেন্টগুলো সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নিন কারণ গ্যাস হামলা হতে পারে।' গার্ডরা যদি ডিউটি পালনকালে কফি পান করে, খোঁজ নিন এ কফি আসছে কোত্থেকে কারণ কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো হতে পারে। খাবার পানি চেক করুন–'

কমান্ড্যান্ট রামিরো ধৈর্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন। এই কর্কশভাষী, কুৎসিত চেহারার আমেরিকানটাকে এর মধ্যে জড়ানোই উচিত হয়নি তাঁর, ঘড়ি ধরে ট্রেসিকে অনুসরণ করে খামোকা মূল্যবান ম্যানপাওয়ারে অপচয় হয়েছে, বিশেষ করে এ সময় যখন পোলিশিয়া ন্যাশনাল-এর বাজেট কমিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ মুহূর্তে, এই Pito

কিনা উপদেশ দিচ্ছে কীভাবে তার পুলিশ বিভাগ চালাতে হবে। নাহ্, আর সহ্য করা যায় না।

‘আমার ধারণা, ভদ্রমহিলা মাদ্রিদে এসেছেন ছুটি কাটাতে। আমি সমস্ত সার্ভিলেন্স গুটিয়ে নিচ্ছি।’

চমকে গেল কুপার। ‘না! না! অমন কাজ করবেন না। ট্রেসি হুইটনি—’

এবারে আর ক্রোধ সংযম করার প্রয়োজন বোধ করলেন না কমান্ড্যান্ট রামিরো। ‘আমি কী করব না করব তা আপনার না বললেও চলবে, সিনর এবং এখন, আর কিছু যদি আপনার বলার না থাকে, আপনি আসতে পারেন। কারণ আমার জরুরি কাজ আছে।’

প্রবল হতাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেনিয়েল কুপার। ‘সেক্ষেত্রে আমাকে একাই কাজ করতে হবে।’

হাসলেন কমান্ড্যান্ট। ‘ওই ভদ্রমহিলার হুমকি থেকে প্রাডো মিউজিয়ামকে রক্ষা করার জন্য? নিশ্চয়, সিনর কুপার। আজ থেকে আমার রাতের ঘুমটা ভালো হবে।’

তেষট্টি

সফল হবার সুযোগ খুবই কম, গুন্থার হারটগ বলেছিলেন ট্রেসিকে। *মাথা খাটিয়ে কাজটা করতে হবে।*

সুইটের জানালা দিয়ে প্রাডোর ছাদের স্কাইলাইটের দিকে তাকিয়ে আছে ট্রেসি হুইটনি। জাদুঘর সম্পর্কে যেসব তথ্য জেনেছে মনে মনে তা আওড়াচ্ছিল। সকাল দশটার সময় খুলে দেয়া হয় জাদুঘর। তবে প্রতিটি কামরার দরজার সামনে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে পাহারা দেয় গার্ডরা।

কেউ দেয়াল থেকে কোন পেইন্টিং চুরি করলেও তা জাদুঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না, ভাবছিল ট্রেসি। দরজায় সমস্ত মালামাল পরীক্ষা করে দেখা হয়।

প্রাডোর ছাদের দিকে চোখ রেখে ভাবছিল রাতের বেলা হামলা চালালে কেমন হয়। কিন্তু তাতেও নানান প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অন্যতম বাধা হলো হাই ভিজিবিলিটি। ট্রেসি লক্ষ্য করেছে রাতের বেলায় স্পটলাইটের আলোয় ভেসে যায় জাদুঘরের ছাদ, আশপাশের অনেকখানি এলাকা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। স্পটলাইট এড়িয়ে বিল্ডিংয়ে যদি ঢোকাও যায়, ভবনের ভেতরের ইনফ্রারেড বিম এবং প্রহরীদেরকে কীভাবে ফাঁকি দেবে ও?

নাহ্, প্রাডোতে অনুপ্রবেশ সত্যি দুর্গম এবং দুর্ভেদ্য।

জেফ কী প্ল্যান করছে? ট্রেসি নিশ্চিত জেফ গোয়ার ছবি হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওকে সে সুযোগ দেয়া যাবে না। জেফের আগে *পুয়ের্তো* চুরি করবে ট্রেসি। কিন্তু কীভাবে? রাস্তা একটা বের করতেই হবে।

পরদিন আবার প্রাডোতে গেল ট্রেসি।

দর্শনার্থীদের চেহারা ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। জেফের খোঁজে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলাল ট্রেসি। কিন্তু ওর কোনো চিহ্নই নেই।

ট্রেসি ভাবছিল, *ও হয়তো ছবি চুরি করার কোনো বুদ্ধি পেয়ে গেছে। হারামজাদা। আমি যাতে কাজে মনোযোগী হতে না পারি সেজন্যেই ও আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেছে, নানান জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। আর মতলব ভেজেছে কীভাবে আগে ছবিটি হাতিয়ে নেবে।*

রাগ দমন করল ট্রেসি। জেফের চিন্তা বাদ দিয়ে কীভাবে ছবিটি চুরি করবে তা নিয়ে ভাবতে থাকল।

আবার *পুয়ের্তোর* কাছে গিয়ে দাঁড়াল ট্রেসি। কাছেপিঠের ক্যানভাস, সতর্ক প্রহরী, ঈজেল নিয়ে টুলে বসা অ্যামেচার শিল্পীদের ছবি আঁকা, দর্শকদের ভিড় ইত্যাদির ওপর

চোখ বুলাতে লাগল। হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল ট্রেসির।

এখন আমি জানি কীভাবে কাজটা করব।

গ্রান ভিয়ায় পাবলিক বুথ থেকে টেলিফোন করল ট্রেসি, একটি কফিশপের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল ডেনিয়েল কুপার। ট্রেসি ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে জানার জন্য সে নিজের এক বছরের বেতন দিয়ে দিতেও রাজি। সে নিশ্চিত বিদেশে ফোন করছে ট্রেসি। আর পাবলিক বুথ থেকে ফোন করার কারণ যাতে কলটির কোনো রেকর্ড না থাকে। লেবু-সবুজ রংয়ের একটা ড্রেস পরেছে ট্রেসি। লম্বা, সুগঠিত পা জোড়া তাতে অনেকখানিই উন্মুক্ত। *যাতে লোকে ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে*, মনে মনে বলল কুপার। *বেশ্যা কোথাকার!*

রাগে গা চিড়বিড় করছে কুপারের।

টেলিফোন বুথে ট্রেসির কথা প্রায় শেষ। 'ও যেন খুব দ্রুত চলে আসতে পারে সে ব্যবস্থা করো, গুন্থার। সে সময় পাবে মাত্র দুই মিনিট। সবকিছুই নির্ভর করবে গতির ওপর।'

প্রতি জে. জে. রেনল্ডস ফাইল নং Y-72-830-412

থেকে ডেনিয়েল কুপার

গোপনীয়

সাবজেক্ট ট্রেসি হুইটনি

আমার ধারণা সাবজেক্ট মাদ্রিদে এসেছে একটি বড় অপরাধ করতে। সম্ভবত তার টার্গেট প্রাডো মিউজিয়াম। স্প্যানিশ পুলিশ কোনো সাহায্য করছে না তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি সাবজেক্টকে নজরদারীতে রাখছি এবং সময় মতো তাকে পাকড়াও করব।

দুইদিন পরে, সকাল ন'টার সময়, মাদ্রিদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর পার্ক রেটিরোর বাগানে বসে কবুতরদের খাবার খাওয়াচ্ছিল ট্রেসি। হ্রদ, লম্বা লম্বা গাছ, সযত্নে ছাঁটা ঘাস আর শিশুদের শো দেখানোর জন্য মিনিয়েচার স্টেজসহ রেটিরো মাদ্রিদবাসীর কাছে চুম্বক বিশেষ।

মাথার চুল পেকে ধবধবে, বুড়ো, সামান্য কুঁজো সিজার পোরেত্তা হেঁটে আসছিল পার্কের রাস্তা ধরে, বেঞ্চির কাছে এসে ট্রেসির পাশে বসল সে। কাগজের একটা ঠোঙ্গা খুলে পাখিগুলোকে রুটির টুকরো ছুড়ে দিতে লাগল।

Buenos dias, Sinorita'

'*Buenos dias.* কোনো সমস্যা চোখে পড়ছে কি?'

'না, সিনোরিটা। আমার শুধু দিনক্ষণটি জানা দরকার।'

'এখনো ঠিক করিনি দিনক্ষণ', তাকে বলল ট্রেসি। 'তবে শীঘ্রি জানাবো।'

দন্তবিহীন মাড়ি বের করে হাসল বুড়ো। 'পুলিশ পাগল হয়ে যাবে। এর আগে

এভাবে চেষ্টা করার কথা কেউ কল্পনাও করেনি।'

'এজন্যেই এতে কাজ হবে', বলল ট্রেসি। 'আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' সে রুটির শেষ টুকরোটা কবুতরগুলোর দিকে ছুড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কদম বাড়াল ট্রেসি, হাঁটুর কাছে সিল্কের ড্রেসটা উত্তেজক ভঙ্গিতে দোল খেতে লাগল।

ট্রেসি যখন পার্কে বসে কথা বলছে সিজার পোরেত্তার সঙ্গে ওই সময় ট্রেসির হোটেল রুমে হানা দিয়েছে ডেনিয়েল কুপার। সে লবিতে দাঁড়িয়ে দেখেছে হোটেল ছেড়ে পার্কের দিকে রওনা দিয়েছে ট্রেসি। রুম সার্ভিসকে কোনো অর্ডার দেয়নি মেয়েটি তাই কুপার ভেবেছে নাশতা খেতে যাচ্ছে ট্রেসি। ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করল ডেনিয়েল কুপার। ফ্লোর মেইডদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লম্বা একটি শলাকার সাহায্যে ট্রেসির রুমের তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে তার কিছুমাত্র বেগ পেতে হলো না। কোনো পেইন্টিং খুঁজছিল কুপার। ট্রেসি কীভাবে জাদুঘর থেকে ছবি চুরি করবে জানে না সে তবে নিশ্চিত ও ছবি চুরি করতেই এখানে এসেছে।

দ্রুত এবং নীরব দক্ষতায় সুইট সার্চ করল কুপার, কোনো কিছুই চোখ এড়াতে দিল না। সবশেষে ঢুকল বেডরুমে। ক্লজিটের আগপাশতলা হাতড়াল কুপার, ড্রেসগুলো ঘেঁটে দেখল, সবশেষে হামলা চালাল ব্যুরোর ওপর। এক এক করে ড্রয়ারগুলো খুলল কুপার। প্যান্টি, ব্রা আর হোসপাইপে ভর্তি ড্রয়ার। গোলাপী রঙের একজোড়া আন্ডারপ্যান্ট নিয়ে গালে ঘষল কুপার, কল্পনা করল এর সঙ্গে মিশে আছে ট্রেসির শরীরের মিষ্টি গন্ধ। ট্রেসির গায়ের গন্ধ যেন হঠাৎ সবখান থেকে ভেসে আসতে লাগল। প্যান্টি রেখে দ্রুত অন্য ড্রয়ারগুলোতে উকি দিল কুপার। কোনো পেইন্টিং নেই।

কুপার হেঁটে গেল বাথরুমে। টাবে জমে আছে পানির ফোঁটা। ওখানে শুয়ে গোসল করত ট্রেসি, মাতৃগর্ভের জরায়ুর মতো উষ্ণ পানি, কুপার দেখতে পাচ্ছে ট্রেসি ওখানে শুয়ে আছে, নগ্ন, পানির ধারা তার বুকে আদর করে চলেছে, ভরাট নিতম্ব ঢেউয়ের মতো ওপর নিচ করছে ট্রেসির। কামোত্তেজিত হয়ে উঠল কুপার। টাবে রাখা ভেজা কাপড় তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। ট্রেসির শরীরের গন্ধ যেন তার চারপাশে ঘূর্ণিবায়ুর মতো ঘুরপাক খেতে শুরু করল। প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল কুপার। এক টুকরো সাবান নিয়ে ভেজা কাপড়ে ঘষল সে তারপর কাপড়খণ্ডটিতে পুরুষাঙ্গ ঘষতে শুরু করল। আয়নায় তাকিয়ে আছে কুপার। উত্তেজনায় কোটর ঠেলে আসা চোখ জোড়া বিস্ফোরিত।

কিছুক্ষণ পরে বাথরুম থেকে বেরুল কুপার, নিঃশব্দে এবং সবার অগোচরে ট্রেসির সুইট থেকে বেরিয়েই সোজা হাঁটা দিল গির্জা অভিমুখে।

পরদিন সকালে রিজ হোটেল থেকে বেরিয়েছে ট্রেসি, পিছু নিল ডেনিয়েল কুপার। ট্রেসির সঙ্গে অদ্ভুত এক অন্তরঙ্গতা অনুভব করছে সে যে অনুভূতির অস্তিত্ব আগে ছিল না। কুপার এখন ট্রেসির গন্ধ চেনে, ট্রেসিকে সে বাথটাবে শুয়ে থাকতে দেখেছে, দেখেছে উষ্ণ জলের পরশ সুখে কেমন মোচড় খাচ্ছিল ওর নগ্ন দেহ। ট্রেসি এখন সম্পূর্ণই কুপারের, ওকে সে ধ্বংস করবে।

গ্রান ভিয়া ধরে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেসি। দোকানের জিনিসপত্র দেখছে। সাবধানে নিরাপদ দূরত্ব রেখে ওর পেছন পেছন একটি বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরে চলে এল ডেনিয়েল কুপার। দেখল একজন ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে লেডিস রুমে পা বাড়িয়েছে ট্রেসি। হতাশ হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল কুপার। এটা একমাত্র জায়গা যেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই, পিছু নেয়া সম্ভব নয়।

ভেতরে যেতে পারলে কুপার দেখতে পেত ট্রেসি ইয়া মোটা, এক মধ্যবয়স্কার সঙ্গে কথা বলছে।

'*Manana*' আয়নায় দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে ঘষতে বলল ট্রেসি, 'কাল সকাল এগারোটায়।'

মাথা নাড়ল মহিলা। 'না, সিনোরিটা। কালকের দিনটা বাছাই করা আপনার উচিত হয়নি। কাল লুক্সেমবার্গের রাজকুমার আসছেন রাষ্ট্রীয় সফরে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তিনি প্রাডোতে যাবেন ঘুরতে। মিউজিয়ামের সবজায়গায় গিজগিজ করবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রহরী এবং পুলিশ।'

'যত পুলিশ আর গার্ড থাকবে ততোই ভালো। কাল।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেসি, মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'Za cucha es loca...

প্রাডোতে ঠিক সকাল এগারোটায় এসে পৌঁছার কথা রয়াল পার্টির। প্রাডোতে প্রবেশের রাস্তা রশি দিয়ে আটকে রেখেছে গার্ডিয়া সিভিল। গাড়ি ঘোড়ার প্রবেশ নিষেধ। প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে অনুষ্ঠান থাকার কারণে দুপুরের আগে সফরকারীরা এসে পৌঁছাতে পারলেন না। পুলিশ মোটরসাইকেলগুলো তীক্ষ্ণ নিনাদে সাইরেন বাজিয়ে প্রথমে হাজির হলো, পেছনে আধ ডজন কালো লিমোজিন। গাড়ির এ বহরটি এসকর্ট করে নিয়ে আসছিল মোটরসাইকেল আরোহীরা। প্রাডোর সিড়ির সামনে এসে থামল গাড়ির বহর।

প্রবেশদ্বারে হিজ হাইনেসের আগমনের অপেক্ষায় দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলেন জাদুঘরের পরিচালক ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা।

সকালেই একবার দেখে গেছেন মাচাডা সব ঠিকঠাক আছে কিনা। গার্ডদের বলা হয়েছে বিশেষ সতর্ক থাকতে। পরিচালক তাঁর জাদুঘর নিয়ে খুবই গর্বিত এবং আশা করছেন মিউজিয়াম দেখে খুশি হবেন লুক্সেমবার্গের রাজকুমার। *হয়তো আমার ওপর প্রীত হয়ে হিজ হাইনেস আজ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে নৈশভোজের আমন্ত্রণও জানাতে পারেন*, ভাবছিলেন মাচাডা।

ক্রিশ্চিয়ান মাচাডার একমাত্র আফসোস ট্যুরিস্টদের স্রোত থামানোর কোনো উপায় নেই। তবে প্রিন্সের বডিগার্ড এবং জাদুঘরের নিরাপত্তা প্রহরীরা রাজকুমারের সমস্তরকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তাঁর জন্য সবকিছু প্রস্তুত।

মেইন ফ্লোরে, দোতলা থেকে শুরু হলো রাজকীয় ট্যুর। হিজ হাইনেসকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানালেন পরিচালক, তাঁকে এসকর্ট করে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁদের পেছনে

থাকল সশস্ত্র প্রহরীর দল। রাজকুমার একেকটি কক্ষে ঘুরে ঘুরে দেখলেন ষোড়শ শতকের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্ম; হুয়ান ডি হুয়ানেস, পেদ্রো মাচুস, ফার্নান্দো ইয়ানিজ প্রমুখ।

রাজকুমার নিজে শিল্পের একজন পৃষ্ঠপোষক, সামনে রাখা চোখের খাবারগুলো তিনি সানন্দে চেখে দেখছিলেন। অতীতকে যারা জীবন্ত করে রেখেছেন, হয়ে আছেন চিরস্মরণীয়, তাঁদের ছবিগুলো বেশ উপভোগ করছিলেন প্রিন্স অব লুক্সেমবার্গ। নিজে ছবি আঁকতে পারেন না রাজকুমার তবে ঘরে যেসব চিত্রকর ওস্তাদ শিল্পীদের ছবিগুলো তাদের ঈজেলে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলছিল, তাদের দেখে তিনি ঈর্ষাবোধ না করে পারলেন না।

উপরতলার সেলুনগুলোর ছবি দেখা শেষ হলে গর্বিত সুরে ঘোষণা করলেন ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা, 'এবারে, ইয়োর হাইনেস যদি আমাকে অনুমতি দেন, আপনাদেরকে আমি নিচতলায় নিয়ে যেতে চাই গোয়ার ছবি দেখাতে।'

চৌষট্টি

প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছিল ট্রেসির। শিডিউল মাফিক সকাল এগারোটায় যখন প্রাডোতে পৌঁছালেন না প্রিন্স, আতংকিত হয়ে উঠল ও। ওর সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা মেলানো সময় হিসেবে করা, আর এতে প্রিন্সেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

ট্রেসি এক কামরা থেকে আরেক কামরায় ঘুরঘুর করছে, মনোযোগ আকর্ষণের ভয়ে মিশে গেছে ভিড়ের সঙ্গে। *উনি আসবেন না,* অবশেষে ভাবল ও। *যে আয়োজন করেছিলাম তা এখন বন্ধ করে দিতে হবে।* ঠিক সেই সময় রাস্তা থেকে ভেসে এল সাইরেনের শব্দ।

পাশের কামরায়, সুবিধেজনক একটি অবস্থান থেকে ট্রেসির ওপরে লক্ষ্য রেখে চলা ডেনিয়েল কুপারও সাইরেনের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল। ওর যুক্তি বলছে জাদুঘর থেকে কারো পক্ষেই ছবি চুরি করা সম্ভব নয়, কিন্তু মন বলছে ট্রেসি তা-ই করবে। আর মনের ওপর বিশ্বাস আছে কুপারের। ট্রেসির প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখবে সে।

পুয়ের্তো ছবিটি যেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে সেই সেলুনের পাশের ঘরেই আছে ট্রেসি। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে কুঁজো বুড়ো সিজার পোরেত্তা, একটি ঈজেল নিয়ে বসে *পুয়ের্তোর* ঠিক পাশেই ঝোলানো গোয়ার আরেকটি ছবি 'Clothed Majv'-র নকল করছে। ট্রেসি যে রুমে, সেখানে এক মহিলা চিত্রশিল্পী তার ঈজেলের সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে *'The Milkmaid of Bordeavx'*-র ছবি আঁকছে, গোয়ার ক্যানভাসের অসাধারণ বাদামী আর সবুজ রঙগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত।

একদল জাপানী ঢুকল সেলুনে, বহিরাগত পাখির মতো কিচিরমিচির করছে। *এখন!* মনে মনে বলল ট্রেসি। এ মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল সে, এমন জোরে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল বুকের পাঁজরে যে ট্রেসির ভয় হলো গার্ড শুনে ফেলবে। জাপানীদের অগ্রসরমান দলটির দিকে সে কদম বাড়াল, মহিলা পেইন্টারটিকে পেছনে রেখে, এক জাপানী উদয় হলো ট্রেসির সামনে, ট্রেসি হেলে গেল পেছনে, যেন ধাক্কা খেয়েছে, আছড়ে পড়ল চিত্রশিল্পীর গায়ে, সেসহ তার ঈজেল, ক্যানভাস এবং ছবিগুলো ছিটকে পড়ল মেঝেয়।

'ওহ্, আমি খুবই দুঃখিত', বেজায় বিব্রত ট্রেসি। 'আসুন, উঠুন।'

হতভম্ব আর্টিস্টকে সিধে হতে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ও, পা পড়ল মাটিতে

ছিটিয়ে থাকা রং, ছবিতে, ওগুলো জুতোর ময়লায় মাখামাখি হয়ে গেল।

সবই লক্ষ্য করছে ডেনিয়েল কুপার। দ্রুত এগিয়ে এল সে, শরীরের প্রতিটি পেশী সতর্ক, সে নিশ্চিত ট্রেসি হুইটনি তার প্রথম পদক্ষেপটি নিয়ে ফেলেছে।

চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে এল গার্ড, '*Que Pasa? Que Pasa?*'

দুর্ঘটনাটি ট্যুরিস্টরা দেখেছে। তারা মেঝেয় পড়ে থাকা মহিলা, ভেঙে যাওয়া রঙের বোতল থেকে বেরিয়ে আসা পেইন্টের স্রোতে তৈরি শক্ত কাঠের মেঝেয় ভৌতিক ছবিগুলো ঘিরে দাঁড়াল। মহা বিতিকিচ্ছিরি এক অবস্থা। যে কোনো মুহূর্তে এখানে হাজির হয়ে যাবেন প্রিন্স অব লুক্সেমবার্গ। আতংকিত হয়ে উঠল গার্ড। হুংকার ছাড়ল সে। 'সের্গিও! *Venaca! Pronto!*'

পাশের কামরা থেকে একজন গার্ডকে ছুটে আসতে দেখল ট্রেসি। সেলুনে এ মুহূর্তে *পুয়ের্তো* ছবিটিসহ সম্পূর্ণ একা সিজার পোরেত্তা।

হৈ চৈ, চেঁচামেতির মাঝখানে আটকে আছে ট্রেসি। রঙে মাখামাখি মেঝে থেকে ট্যুরিস্টদেরকে ঠেলে, ধাক্কা মেরে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে দুই প্রহরী।

'পরিচালককে খবর দাও', চেঁচাল সের্গিও। '*En Seguid*'

অপর গার্ডটি ছুটল সিড়ি অভিমুখে। '*Que birra!* কী সাংঘাতিক অবস্থা।'

দুই মিনিট পরে বিপর্যয়ের দৃশ্যপটে হাজির হলেন ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা। আতংকিত চোখে পুরো দৃশ্যটি এক ঝলক দেখে নিয়ে গলা ফাটালেন তিনি, 'কোনো পরিচ্ছন্ন কর্মীকে ডেকে আনো-, জলদি! ঝাড়ু, কাপড় আর তার্পিন- *Pronto!*'

এক তরুণী পরিচ্ছন্ন কর্মী ছুটে এল মেঝে পরিস্কার করতে।

সের্গিওর দিকে ফিরলেন মাচাডা। 'তুমি তোমার কাজে ফিরে যাও।'

'জ্বী, স্যার।'

গার্ড ভিড় ঠেলে সিজার পোরেত্তা যে কামরায় বসে কাজ করছে সেখানে গেল।

ট্রেসির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি কুপার। ওর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে মুহূর্তটি আর এল না। না পেইন্টিংয়ের ধারেকাছে গেছে ট্রেসি না কারো সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। ওকে শুধু একটা ঈজেলের গায়ে আছাড় খেয়ে মেঝেয় রং ছড়িয়ে দিতে দেখেছে কুপার। কাজটা যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত ও। কিন্তু এ কাজ করার উদ্দেশ্য কী? কুপারের কেন জানি মনে হচ্ছিল ট্রেসি তার পরিকল্পনামাফিক কাজটি ইতিমধ্যে উদ্ধার করে ফেলেছে। সেলুনের দেয়ালে তাকাল কুপার। নাহ্, দেয়ালে ঝোলানো সবগুলো ছবিই বহাল তবিয়তে আছে।

পাশের ঘরে দ্রুত গেল কুপার। এখানে একজন গার্ড আর এক বৃদ্ধ ছাড়া কেউ নেই। কুঁজো বুড়ো তার ঈজেলের সামনে বসে *Clothed Maja*'-র নকল আঁকছে। সমস্ত ছবিই ঠিকঠাক জায়গায় আছে। কিন্তু সবকিছু ঠিক নেই, সংকেত দিচ্ছে কুপারের মন।

নাজেহাল পরিচালকের কাছে জোর কদমে ফিরে এল কুপার। এর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে তার। 'বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আমার আছে', হড়বড় করে

বলল কুপার, 'যে এখান থেকে অল্পক্ষণ আগে একটি ছবি চুরি গেছে।'

ড্যাবডেবে চোখের আমেরিকানটির দিকে কটমট করে তাকালেন মাচাডা।' কী বলছেন আপনি? যদি তা-ই হতো, গার্ডরা অ্যালার্ম বাজিয়ে দিত।'

'আমার ধারণা আসল ছবি সরিয়ে সেখানে নকল কোন ছবি রেখে দেয়া হয়েছে।'

ইচ্ছে না করলেও লোকটির সঙ্গে হেসে কথা বললেন মাচাডা।' আপনার ধারণায় ছোট্ট একটি ভুল রয়েছে, সিনর। আম-জনতার জানা নেই যে প্রতিটি ছবির পেছনে সেন্সর লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ দেয়াল থেকে ছবি নামানোর চেষ্টা করামাত্র– আসল ছবি সরিয়ে নকল ছবি রাখতে গেলে তা তো করতেই হবে– বেজে উঠবে অ্যালার্ম।'

তবু সন্তুষ্ট নয় ডেনিয়েল কুপার। 'আপনাদের অ্যালার্ম বন্ধ করা যায় না?'

'না। কেউ বিদ্যুতের তার কাটতে গেলেও বেজে উঠবে অ্যালার্ম। সিনর, এ জাদুঘর থেকে কারো পক্ষে কোনো ছবি চুরি করা অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থাকে ফুলপ্রুফ বলতে পারেন।'

হতাশায় মাথা নাড়ছে কুপার। পরিচালক যা বললেন তাতে ছবি চুরি করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাহলে ট্রেসি হুইটনি মেঝেয় রং ছড়ানোর নাটকটা কেন করল?

সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় ডেনিয়েল কুপার। 'আপনার কোনো কর্মচারীকে কি একটু বলবেন সে যেন একবার চেক করে দেখে কোনো ছবি মিসিং কিনা? আমি আমার হোটেলে আছি।'

এর বেশি কিছু বলারও ছিল না কুপারের।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা ফোন করলেন কুপারকে। 'আমি নিজেই খোঁজ নিয়েছিলাম, সিনর। সবগুলো ছবি যথাস্থানে রয়েছে। জাদুঘর থেকে কোনো কিছু মিসিং হয়নি।'

তাহলে ঘটনা এ-ই। অন্তত অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওটা একটা দুর্ঘটনাই ছিল। কিন্তু শিকারীর সহজাত প্রবণতা থেকে ডেনিয়েল কুপারের বারবারই মনে হচ্ছিল তার হাত ফস্কে পালিয়ে গেছে শিকার।

রিজ হোটেলের মূল ডাইনিংরুমে ট্রেসিকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল জেফ।

'আজকের এ সন্ধ্যায় তোমার রূপ আগুনের মতো জ্বলছে', প্রশংসার সুরে বলল জেফ ট্রেসিকে।

'ধন্যবাদ। আজ আমার বেশ খুশি খুশি লাগছে।'

'এ হলো সঙ্গলাভের কারণ। আমার সঙ্গে আগামী হপ্তায় বার্সেলোনা চলো, ট্রেসি। ঘুরে আসি। শহরটা খুব সুন্দর। তোমার খুব ভালো লাগবে–'

'দুঃখিত, জেফ। আমি যেতে পারছি না। আমি স্পেন ছাড়ছি।'

'তাই নাকি?' কণ্ঠ শুনে মনে হলো হতাশ হয়েছে জেফ। 'কবে?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই।'

'আহা, সত্যি আমি হতাশ বোধ করছি।'

তুমি আরো হতাশবোধ করবে, মনে মনে বলল ট্রেসি, যখন জানবে আমি পুয়ের্তো চুরি করেছি। ও ভাবছিল জেফ ছবিটি কীভাবে চুরি করার প্ল্যান করেছিল। অবশ্য এতে এখন কিছুই এসে যায় না। *আমি বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছি জেফ স্টিভেন্সকে।* তবু কেন জানি একটু একটু মন খারাপ লাগল ট্রেসির।

পঁয়ষট্টি

নিজের অফিসে বসে সকালের কড়া কালো কফির কাপে তৃপ্তির সঙ্গে চুমুক দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা নিজেকে মনে মনে অভিনন্দিত করছিলেন প্রিন্স অব লুক্সেমবার্গের জাদুঘর সফর সফল হয়েছে বলে। কয়েকটি ছবি আর রঙ মাটিতে ছিটকে পড়ার ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটুকু ছাড়া বাকি সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক নিখুঁতভাবে চলেছে। মেঝে পরিষ্কার করার আগ পর্যন্ত প্রিন্স এবং তাঁর সফরকারী দলকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখা গিয়েছিল বলেও খুশি মাচাডা। নির্বোধ আমেরিকান গোয়েন্দাটার কথা মনে পড়তে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। ব্যাটা কিনা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল প্রাডো থেকে ছবি চুরি গেছে। *এখান থেকে এর আগে কোনো ছবি চুরি যায়নি, আজও যাবে না, ভবিষ্যতেও কোনোদিন চুরি হবে না,* আত্মতুষ্টিতে বলীয়ান মাচাডা।

তাঁর সেক্রেটারি ঢুকল অফিসে। 'এক্সকিউজ মি, স্যার। একজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনাকে এটি দিতে বললেন।'

পরিচালককে একটি চিঠি দিল সে। জুরিখের কুনসথান মিউজিয়ামের প্যাডে ছাপানো চিঠি

আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী,
এ চিঠিটির বাহক আমাদের সিনিয়র আর্ট এক্সপার্ট মশিউ হেনরী রেন্ডেল। মশিউ রেন্ডেল ওয়ার্ল্ড ট্যুর মিউজিয়ামে বেরিয়েছেন এবং আপনার অতুলনীয় সংগ্রহ দেখতে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী। আপনি যদি আপনার সহযোগিতার হাতটি বাড়িয়ে দেন তাহলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হবো।

চিঠির নিচে জাদুঘরের কিউরেটরের সই।

আগে হোক বা পরে, খুশি খুশি মনে ভাবছেন পরিচালক, *সবাইকেই আমার কাছে আসতে হয়।*

'ওকে পাঠিয়ে দাও।'

হেনরী রেন্ডেল দীর্ঘদেহী, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চেহারা, মাথায় টাক, কথায় পরিষ্কার সুইস টান। হ্যান্ডশেক করার সময় মাচাডা লক্ষ্য করলেন তাঁর দর্শনার্থীর ডান হাতের তর্জনীটি কাটা।

হেনরী রেন্ডেল বলল, 'মাদ্রিদে এটিই আমার প্রথম সফর। আমি আপনার জাদুঘরের বিখ্যাত শিল্পীদের ছবিগুলো দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।'

ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা বিনয়ের সুরে বললেন, 'আশা করি আপনাকে হতাশ হতে হবে

না, মশিউ রেন্ডেল। প্লিজ, আমার সঙ্গে আসুন। আমি নিজে আপনাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবো।'

ওরা ধীর পায়ে এগোলেন, ফ্লেমিশ ওস্তাদ চিত্রশিল্পী, রুবেন এবং তাঁর অনুসারীগণদের ছবি দেখে চলে এলেন সেন্ট্রাল গ্যালারিতে, এখানে স্প্যানিশ ওস্তাদদের ছবি সারিবদ্ধভাবে টাঙানো। হেনরী রেন্ডেল প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখছে।

দু'জনে কথা বলছে যেন একজন এক্সপার্ট ভাব বিনিময় করছে অপর বিশেষজ্ঞের সঙ্গে, বিভিন্ন আর্টিস্টের স্টাইল, তাঁদের উদ্দেশ্য, রঙের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে চলছে বিশ্লেষণ।

'এখন', ঘোষণার সুরে বললেন পরিচালক, 'স্পেনের গর্ব দেখাবো আপনাকে।' তিনি তাঁর ভিজিটরকে নিয়ে এলেন নিচে, গোয়া'র ছবি বোঝাই গ্যালারিতে।

'এতো চোখের জন্য ভোজন উৎসব!' হর্ষধ্বনি করল রেন্ডেল। অভিভূত। 'প্লিজ! আমি একটু সময় নিয়ে দেখবো।'

দাঁড়িয়ে রইলেন মাচাডা, লোকটির উচ্ছ্বাস উপভোগ করছেন।

'এমন সুন্দর ছবি জীবনে দেখিনি', বলল রেন্ডেল। ধীর পায়ে হাঁটছে সে সেলুনে, প্রতিটি ছবি দেখছে গভীর মনোযোগে। *'দ্য উইচেস সাবাথ'* বলল সে। 'অসাধারণ!'

এগিয়ে চলল ওরা।

'গোয়া'র সেলফ পোর্ট্রেট– ফ্যান্টাস্টিক!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্রিশ্চিয়ান মাচাডার মুখ। পুয়ের্তো'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রেন্ডেল। 'ছবিটি চমৎকার নকল করেছে কিন্তু!' কদম বাড়াতে গেল সে।

পরিচালক খপ করে রেন্ডেলের হাত চেপে ধরলেন। 'কী? কী বললেন, সিনর?'

'বললাম ছবিটি খুব সুন্দর নকল করা হয়েছে।'

'আপনি ভুল করেছেন', রাগে গলা কেঁপে গেল মাচাডার।

'আমার ম-মনে হয় না।'

'অবশ্যই আপনার ভুল হয়েছে', শক্ত গলায় বললেন পরিচালক। 'আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি এটি আসল ছবি।'

হেনরী রেন্ডেল ছবিটির দিকে এগিয়ে গেল, আরও মনোযোগ দিয়ে দেখল। 'এটি গোয়ার শিষ্য ইউজেনিও লুকাস ই পাডিল্লার ছবি। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন লুকাস গোয়ার শতাধিক ছবি নকল করেছেন।'

'অবশ্যই আমি তা অবগত আছি', খেঁকিয়ে উঠলেন মাচাডা। 'কিন্তু এটি সেগুলোর কোনোটিই নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রেন্ডেল। 'আপনি যখন বলছেন তাহলে তা-ই হবে নিশ্চয়।' সে সামনে পা বাড়াল।

'আমি নিজে ছবিটি কিনেছি। এটি স্পেকটোগ্রাম টেস্ট, পিগমেন্ট টেস্টে উতরে গেছে–'

ঘুরল রেন্ডেল। 'তাতে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি না। লুকাস গোয়ার সময়েই ছবি আঁকতেন এবং ছবি আঁকায় একই উপাদান ব্যবহার করতেন।' সে ছবির নিচের সইটি

পরীক্ষা করল। 'যদি চান খুব সহজেই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারবেন। পেইন্টিংটি আপনাদের রেস্টোরেশন রুমে নিয়ে গিয়ে সইটি পরীক্ষা করুন।' হাসল সে। 'অহংকারী লুকাস সবসময় নিজের ছবিতে সই করতেন। তবে নিজের নামের ওপর গোয়ার সইটিও তিনি নকল করতেন যাতে ছবিটি প্রচুর দামে বিকোয়।' ঘড়ি দেখল রেন্ডেল। 'আমাকে এখন ক্ষমা করতে হবে। আমার এক জায়গায় যাবার কথা। দেরি হয়ে গেল। ছবিগুলো দেখানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই', শীতল গলায় বললেন পরিচালক। *এ লোকটা মস্ত বোকা*, ভাবছেন তিনি।

'আমি ভিলা মাগনায় আছি। কোনো প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবেন। আবারও ধন্যবাদ, সিনর।' চলে গেল হেনরী রেন্ডেল।

তাকে চলে যেতে দেখলেন ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা। সুইস গাধাটার কতবড় সাহস মহামূল্যবান গোয়ার ছবিকে কিনা বলে নকল!

ছবিটি আবার দেখলেন মাচাডা। অপূর্ব সুন্দর একটি ছবি। একটি মাস্টারপিস। গোয়ার সই দেখার জন্য ঝুঁকলেন। গোয়ার সই-ই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটি কি নকল হওয়া সত্যি সম্ভব? সন্দেহের কাঁটাটা খচখচ করছে মনে, দূর হতে চাইছে না। সবাই জানে গোয়ার সমসাময়িক শিল্পী ইউজেনিও লুকাস ই পাডিল্লা গোয়ার শতাধিক নকল ছবি এঁকে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছিলেন। গোয়ার এই *পুয়ের্তো* ছবিটি সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনেছিলেন মাচাডা। যদি সত্যি প্রতারণার শিকার হন তিনি, তাঁর ক্যারিয়ারে যে কলংকের দাগ পড়ে যাবে তা মুছবে না কোনোদিন। এরকম কিছু ঘটার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

হেনরী রেন্ডেল অবশ্য একটি কাজের কথা বলেছে, ছবিটি আসল না নকল বোঝার খুব সহজ উপায় আছে। তিনি সইটা পরীক্ষা করবেন এবং রেন্ডেলকে ফোন করে মৃদু ঝাড়ি মারবেন।

পরিচালক তাঁর সহকারীকে ডেকে বললেন *পুয়ের্তো* ছবিটিকে রেস্টোরেশন রুমে নিয়ে যেতে।

মাস্টারপিস একটি ছবি পরীক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ সামান্যতম অসাবধানতায় ছবিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রাডোর ছবি-পরীক্ষকরা নিজেদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। এদের বেশিরভাগ চিত্রশিল্পী হিসেবে নাম কিনতে পারেনি তবে ছবি পরীক্ষার কাজটি বেছে নিয়েছে প্রিয় শিল্পের কাছাকাছি থাকা যাবে বলে। নবিশ হিসেবে এদের ক্যারিয়ার শুরু, ওস্তাদ নিরীক্ষকদের অধীনে থেকে এবং দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতার পরে তারা সহকারীর পদমর্যাদা লাভ করে এবং মাস্টারপিস স্পর্শ করার অনুমতি পায়, তবে সবকিছুই করতে হয় সিনিয়র কারিগরদের তত্ত্বাবধানে।

প্রাডোর আর্ট রোস্টেরেশন-এর চার্জে আছে হুয়ান ডেনগাডো। সে পুয়ের্তো ছবিটি কাঠের বিশেষ একটি র‍্যাকে বসাল। পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখছেন ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা।

'সইটা পরীক্ষা করবে', বললেন পরিচালক।

বিস্ময় গোপন করে ডেলগাডো বলল, *'সি, সিনর ডিরেক্টর।'*

সে ছোট একটি কটন বল-এ আইসোপ্রপিন অ্যালকোহল ঢেলে ওটা ছবির পাশের টেবিলে রাখল। দ্বিতীয় কটন বল-এ সে পেট্রোলিয়াম ডিস্টিলেট ঢেলে নিল।

'তাহলে কাজে লেগে যাও। তবে সাবধান!'

মাচাডা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন নিঃশ্বাস নিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। দেখছেন ডেলগাডো প্রথম কটন বলটি তুলে নিয়ে গোয়ার সইয়ের 'G' অক্ষরটিতে সাবধানে ছোঁয়াল। তার পরপরই সে দ্বিতীয় কটন বল দিয়ে জায়গাটা মুছে নিল যাতে ছবিতে অ্যালকোহল গভীরভাবে প্রবেশ করতে না পারে। ওরা দু'জন তাকিয়ে রইল ক্যানভাসের দিকে।

ডেলগাডোর কপালে ভাঁজ পড়ল। 'বিষয়টি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আরো কড়া দ্রাবক ব্যবহার করতে হবে।

'করো', হুকুম দিলেন পরিচালক।

ডেলগাডো আরেকটি বোতল খুলল। একটি নতুন কটন বলে ডিমেনথিন পেট্রোল ঢেলে ওটা দিয়ে সইয়ের প্রথম অক্ষরটি আবার সাবধানে স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় কটন বলটি ব্যবহার করল। কেমিক্যালের ঝাঁঝালো, কটু গন্ধে ভরে গেল ঘর। ক্রিশ্চিয়ান মাচাডা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পেইন্টিংয়ের দিকে, যা দেখছেন বিশ্বাস হচ্ছে না। গোয়া'র 'G' অক্ষরটি মুছে গিয়ে সেখানে 'L' অক্ষরটি ফুটে উঠল পরিষ্কার।

ডেলগাডো ফিরল তাঁর দিকে, বিবর্ণ চেহারা, 'আর-আরও কি এগোবো?'

'হ্যাঁ', কর্কশ গলায় জবাব দিলেন মাচাডা। 'এগোও।'

গোয়ার সইয়ের একটি একটি করে ধীরে ধীরে, অক্ষর দ্রাবকের ছোঁয়ায় মুছে যেতে লাগল, সেখানে ফুটে উঠল লুকাস-এর সই। প্রতিটি অক্ষর মুষ্ঠ্যাঘাত করল মাচাডার পেটে।

তিনি, বিশ্বের অন্যতম নামী একটি জাদুঘরের প্রধান, তাঁকে প্রতারণার শিকার হতে হয়েছে। বোর্ডের পরিচালকরা এ খবর শুনবেন; স্পেনের রাজার কানে যাবে এ সংবাদ, গোটা দুনিয়া জেনে যাবে খবরটি। তিনি শেষ।

টলতে টলতে নিজের অফিসে ফিরে এলেন মাচাডা। ফোন করলেন হেনরী রেন্ডেলকে।

মাচাডার অফিসে বসে কথা হলো দু'জনে।

'আপনিই ঠিক বলেছিলেন', ভারী গলায় বললেন মাচাডা। 'এটা লুকাসেরই ছবি। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে আমি সবার কাছে হাসির পাত্র বনে যাবো।'

'লুকাস বহু এক্সপার্টের ছবি নকল করেছেন', বলল রেন্ডেল। 'তার নকল ধরা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে পারেন।'

'ওই ছবিটির জন্য আমি সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রেন্ডেল। 'টাকাটা কি ফেরত পাওয়া যাবে?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন পরিচালক। 'এক বিধবার কাছ থেকে ছবিটি সরাসরি

কিনি আমি। সে বলেছিল ছবিটি তার স্বামীর পরিবারে তিন পুরুষ ধরে ছিল। মহিলার বিরুদ্ধে যদি আমি মামলা করি, কেস উঠবে আদালতে, সে বড় বাজে পাবলিসিটির ব্যাপার হবে। এ জাদুঘরের প্রতিটি জিনিস তখন সন্দেহের চোখে দেখা হবে।'

দ্রুত চিন্তা করছে হেনরী রেন্ডেল। 'কোনো পাবলিসিটি হবারই আসলে প্রয়োজন নেই। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটা জানিয়ে লুকাসকে চুপচাপ ঝেড়ে ফেলার ব্যবস্থা করলেই পারেন?

'পেইন্টিংটা সুদবি কিংবা ক্রিস্টিতে পাঠিয়ে দিয়ে নিলামে তুলে দিন।'

ডানে বামে মাথা নাড়লেন মাচাডা। 'তা হয় না। তাহলে গোটা পৃথিবী জেনে যাবে ঘটনা।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেন্ডেলের চেহারা।

'আপনার সমস্যার সমাধান বোধহয় হয়ে যাবে। আমার একজন ক্লায়েন্ট আছেন তিনি লুকাসের ছবি কিনতে চান। লুকাসের ছবি সংগ্রহ তার নেশা। তিনি বিচক্ষণ মানুষ।'

'ছবিটি কাউকে দিয়ে দিতে পারলেই এখন আমি বাঁচি। ওটার চেহারাও আর দেখতে চাই না। আমার এমন মহামূল্যবান হীরে জহরত-মনি-মানিক্যের মধ্যে কিনা নকল সোনা! ওটাকে আমি ছুড়ে ফেলে দিতে চাই', তিক্ত গলায় বললেন তিনি।

'এমনি ফেলে দিতে হবে না। আমার ক্লায়েন্ট আপনাকে ছবিটির জন্য টাকা দেবেন, ধরুন, পঞ্চাশ হাজার ডলার। আমি কি আমার ক্লায়েন্টকে ফোন করব?'

'তাহলে আমি খুবই খুশি হই, সিনর রেন্ডেল।'

বোর্ড অব ডিরেক্টরদের দ্রুত ডাকা সভায় হতভম্ব পরিচালকরা সবাই মিলে একমত হলেন যে প্রাডোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ছবি যে নকল তা কোনোভাবেই জনসমক্ষে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ছবিটি যত দ্রুত এবং নীরবে সম্ভব জাদুঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। সভা শেষে ডার্ক সুট পরা মানুষগুলো নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করলেন, ঘেমে অস্থির হওয়া মাচাডার দিকে কেউ দৃকপাত পর্যন্ত করলেন না।

সেদিন বিকেলেই চুক্তি মাফিক কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। হেনরী রেন্ডেল ব্যাংক অব স্পেন থেকে ৫০,০০০ ডলারের একটি সার্টিফায়েড চেক দিল মাচাডাকে, বিনিময়ে তার হাতে মোটা ক্যানভাস দিয়ে হেলাফেলায় মুড়ে রাখা লুকাসের ছবিটি তুলে দেয়া হলো।

'ঘটনা বাইরে প্রকাশ হয়ে গেলে বোর্ড অব ডিরেক্টররা খুবই মনক্ষুণ্ন হবেন', বললেন মাচাডা, 'তবে আমি তাঁদেরকে আশ্বস্ত করে বলেছি আপনার ক্লায়েন্ট অতিশয় বিচক্ষণ মানুষ।'

'সে ব্যাপারে আপনি আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারেন', বলল রেন্ডেল।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে মাদ্রিদের উত্তরে, একটি আবাসিক এলাকায় চলে এল হেনরী রেন্ডেল। ক্যানভাসে মোড়ানো ছবিটি নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দাঁড়াল তিন তলার একটি অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে। কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিল ট্রেসি। তার পেছনে সিজার পোরেত্তো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রেন্ডেলের দিকে তাকাল ট্রেসি।

প্রত্যুত্তরে হাসল সে।

'জিনিসটার কবল থেকে মুক্তি পেতে ওদের আর তর সইছিল না', বলল রেন্ডেল।

ট্রেসি ওকে আলিঙ্গন করল। 'ভেতরে এসো।'

পোরেত্তা ছবিটি নিয়ে একটি টেবিলে রাখল।

'এবার', বলল কুঁজো বুড়ো, 'আপনারা একটি মিরাকল দেখবেন– দেখুন কীভাবে গোয়ার পুনর্জন্ম ঘটে।'

সে মেথিলেটেড স্পিরিটের একটা বোতলের ছিপি খুলল। ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেল ঘর। ট্রেসি আর রেন্ডেল দেখছে পোরেত্তা একখণ্ড কটনে কিছু স্পিরিট ঢেলে নিয়ে কটনটা আলতোভাবে ছোঁয়াল লুকাসের সইতে, এককেবারের এককেটি অক্ষর। ক্রমশ লুকাসের সই ফিকে হয়ে যেতে লাগল। তার নিচে ফুটে উঠল গোয়ার সিগনেচার।

বিস্ময় নিয়ে ওদিকে তাকিয়ে আছে রেন্ডেল। 'ব্রিলিয়ান্ট।'

'বুদ্ধিটা মিস হুইটনির', বলল কুঁজো বুড়ো 'উনি জানতে চেয়েছিলেন নকল সই দিয়ে অরিজিনাল আর্টিস্টের সিগনেচার ঢেকে দিয়ে পরে আবার আসল নামটি ওখানে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কিনা।'

'পোরেত্তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল কাজটা কীভাবে করা সম্ভব', হাসল ট্রেসি।

বিনীত সুরে বলল পোরেত্তা, 'খুবই সহজ কাজ। দুই মিনিটও লাগে না কাজটা করতে। আমি যে রং ব্যবহার করি কারসাজিটা সেখানেই। প্রথমে আমি গোয়ার সই সুপার রিফাইন সাদা ফ্রেঞ্চ পোলিশ-এর একটা আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দিই ওটাকে আড়াল করতে। তারপর, ওর ওপরে, দ্রুত শুকিয়ে যায় এরকম এক্রিলিক রঙ ব্যবহার করে লুকাসের নামটি লিখি। ওটার ওপরে আমি হালকা পিকচার বার্নিশ সহ তৈল রঙ ব্যবহার করে গোয়ার নামটি লিখে দিই। যখন আবার ওপরের সইটি সরিয়ে ফেলা হয়, বেরিয়ে আসে লুকাসের নাম। ওরা যদি আরেকটু এগোতো তাহলেই দেখতে পেত নিচেই লুকানো রয়েছে গোয়ার আসল সই। কিন্তু ওদের সেটুকু ধৈর্যে কুলোয়নি, বলাবাহুল্য।'

ওদের দু'জনকে দুটি মোটা খাম ধরিয়ে দিল ট্রেসি। 'তোমাদের দু'জনকেই অনেক ধন্যবাদ।'

'যখনই আর্ট এক্সপার্টের দরকার হবে, খবর দেবেন', চোখ টিপল হেনরী রেন্ডেল।

পোরেত্তা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি পেইন্টিংটি দেশের বাইরে নিয়ে যাবেন কেমন করে?'

'একজন মেসেঞ্জার আসবে ওটা নিতে। তার জন্য অপেক্ষা করছি।' দু'জনের সঙ্গেই হাত মেলাল ট্রেসি, চলে গেল তারা।

আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে রিজ হোটেলে ফিরে এল ট্রেসি। *সবকিছুই সাইকোলজির বিষয়,* ভাবছে ও। শুরুতে মনে হয়েছিল প্রাডোর থেকে ছবি চুরি করা অসম্ভব একটি ব্যাপার। তাই সে কৌশলের আশ্রয় নেয়।

এমন মানসিক অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায় যে ওরা ছবিটি জাদুঘর থেকে কীভাবে দূর

করবে তা ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে। জেফ স্টিভেন্স যখন জানবে ট্রেসি তাকে কীভাবে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছে তখন তার চেহারা কেমন হবে কল্পনা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ট্রেসি।

নিজের হোটেল সুইটে মেসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছিল ট্রেসি, সে এসে পৌঁছালে সিজার পোরেত্তাকে ফোন করল ও।

'মেসেঞ্জার আমার এখানে আছে', বলল ট্রেসি। 'আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ছবিটি নিয়ে আসতে। দেখবে সে–'

'কী?' কীসের কথা বলছেন আপনি?' চিৎকার দিল পোরেত্তা।

'আপনার ম্যাসেঞ্জার তো একঘণ্টা আগেই চলে গেছে ছবি নিয়ে।'

ছেষট্টি

প্যারিস

বুধবার, ৯ জুলাই- দুপুর

রু ম্যাতিননের একটি প্রাইভেট অফিস। গুন্থার হারটগ বললেন, 'মাদ্রিদের ঘটনাটায় তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, ট্রেসি। তবে জেফ স্টিভেন্স ওখানে আগে গিয়েছিল।'

'না', তিক্ত গলায় তাকে শুধরে দিল ট্রেসি। 'আমি ওখানে আগে গিয়েছিলাম। ও গেছে পরে।'

'কিন্তু জিনিসটা তো জেফ ডেলিভারি দিয়েছে। *পুয়ের্তো* আমার ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছাবার পথে।'

এত কিছু প্ল্যান-প্রোগ্রাম, আয়োজন, পরিশ্রম সবটার মধু শেষ পর্যন্ত খেয়ে নিল জেফ স্টিভেন্স? কষ্টটা করেছে ট্রেসি, সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়েছে ও আর শেষ মুহূর্তে পুরস্কারটি নিরুদ্বেগ চিত্তে বগলদাবা করে নিয়ে গেল জেফ। *তুমি সবার থেকে আলাদা, ট্রেসি।* ফ্লামেঞ্চো নৃত্যের সেই রাতের কথা মনে পড়তে রীতিমতো অপমান লাগল ওর। *মাইগড, আমি সেদিন কী বোকার মতো কাজ করেছি!*

'কাউকে কোনোদিন খুন করার কথা এভাবে ভাবিনি কখনো, গুন্থার' বলল 'ট্রেসি, তবে জেফ স্টিভেন্সকে জবাই করতে আমার হাত কাঁপবে না একটুও।'

মিহি গলায় গুন্থার বললেন, 'কিন্তু, ডিয়ার, এ ঘরে নয়। জেফ এখানেই আসছে।'

'কী বললে?' লাফিয়ে উঠল ট্রেসি।

'বলেছিলাম তোমার জন্য একটি প্রস্তাব আছে। তবে কাজটা করতে হবে যৌথভাবে। আর আমার মতে পার্টনার হিসেবে জেফ–'

'ওর সঙ্গে কাজ করার চেয়ে বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকবো তা-ও ভালো', চেঁচাল ট্রেসি। 'জেফ স্টিভেন্সের মতো বিশ্রী মানুষ–'

'আমার নামটা উচ্চারণ হতে শুনলাম যেন?' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জেফ। হাসছে। 'ট্রেসি, ডার্লিং, তোমাকে আগের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। গুন্থার, মাই ফ্রেন্ড, কেমন আছ তুমি?'

ওরা দু'জন হ্যান্ডশেক করল। শীতল ক্রোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি।

জেফ ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'তুমি বোধহয় আমার ওপর খুব রেগে

আছ।'

'রেগে আছি! আমি–' রাগের চোটে শব্দ খুঁজে পেল না ট্রেসি।

'ট্রেসি, তোমার প্ল্যানটি সত্যি অসাধারণ ছিল। দারুণ। তবে ছোট্ট একটা ভুল করেছ তুমি। আঙুলকাটা কোনো সুইসকে কখনো বিশ্বাস করতে যেয়ো না।'

গভীর দম নিল ট্রেসি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব, গুন্থার।'

'ট্রেসি–'

'না, তোমার কাজটা যা-ই হোক না কেন, আমি এর মধ্যে থাকবো না। বিশেষ করে ও যদি এতে থাকে।'

গুন্থার বললেন, 'কাজটা কী তা অন্তত শুনবে তো?'

'কোনো লাভ নেই। আমি–'

'তিনদিন বাদে এয়ার ফ্রান্সের কার্গো প্লেনে প্যারিস থেকে আমস্টারডামে চার মিলিয়ন ডলার মূল্যের হিরে পাঠাচ্ছে ডি বিয়ার্স। আমার একজন ক্লায়েন্ট ওই হিরেগুলো পেতে আগ্রহী।'

'এয়ারপোর্টে পৌঁছাবার পথে ওগুলো হাইজ্যাক করলেই পারো? তোমার এ বন্ধুটিতো হাইজ্যাকিং-এ এক্সপার্ট', কণ্ঠ থেকে শ্লেষ গোপন করার চেষ্টা করল না ট্রেসি।

গড, রাগলে ওকে আরও বেশি সুন্দর লাগে, ভাবছে জেফ।

গুন্থার বললেন, 'হিরেগুলো ভয়ানক সতর্ক পাহারা দিয়ে রাখা হয়। প্লেন আকাশে থাকাকালীন হিরেগুলো হাইজ্যাক করব।'

বিস্মিত হলো ট্রেসি। 'আকাশে?' কার্গো প্লেনে?'

'একটি কন্টেইনারে হালকা-পাতলা গড়নের একজনকে আমরা লুকিয়ে রাখবো। প্লেন যখন আকাশে থাকবে, ওই লোকটিকে ক্রেট থেকে বের হয়ে ডি বিয়ার্সের কন্টেইনার খুলে হিরের প্যাকেটটা নিয়ে ওখানে নকল একটা প্যাকেট রেখে দিতে হবে। তারপর আগের ক্রেটটিতে সে আবার ঢুকে যাবে।'

'আর সেই ক্রেটে ঢোকানোর মতলব করেছ তুমি।'

গুন্থার বললেন, 'তোমার মতো বুদ্ধিমতী এবং শক্ত নার্ভের মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ পারবে না, ট্রেসি।'

ট্রেসি ভাবছে। 'প্ল্যানটা মন্দ নয়, গুন্থার। তবে ওর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আমার নেই। ও একটা জোচ্চোর।'

হাসল জেফ। 'আমরা কি সবাই তাই নই, ডিয়ার হার্ট? কাজটা করতে পারলে গুন্থার আমাদেরকে এক মিলিয়ন ডলার দেবেন বলেছেন।'

চোখ বড় বড় করে গুন্থারের দিকে তাকাল ট্রেসি। 'এক মিলিয়ন ডলার?'

মাথা ঝাঁকালেন গুন্থার। 'দু'জনে হাফ মিলিয়ন ডলার করে পাবে।'

'কাজটা করা সম্ভব', ব্যাখ্যা করল জেফ, 'কারণ এয়ারপোর্টে লোডিং ডক-এ আমার এক লোক আছে। সে সেটআপে সাহায্য করবে। তাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'তোমার মতো,' মুখ বাঁকালো ট্রেসি। 'গুডবাই, গুন্থার।'

দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

গুন্থার ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাদ্রিদের ঘটনায় ও সত্যি তোমার ওপর খেপে আছে, জেফ। মনে হয় না এ কাজটা ও করবে।'

'তুমি ভুল ভাবছ,' মুখে হাসি ধরে রেখে বলল জেফ। 'আমি ট্রেসিকে চিনি। ও কাজটা করার লোভ সামলাতে পারবে না।'

'প্লেনে তোলার আগে এই প্যালেট বা বারকোশগুলো সিল করে দেয়া হয়,' বলল র‍্যামন ভবান। সে এক তরুণ ফরাসি, তবে চেহারায় বুড়োটে ছাপ। কালো চোখজোড়া মরা মানুষের মতো। এয়ার ফ্রান্সে কার্গোর সে একজন ডিসপ্যাচার, পরিকল্পনার সাফল্য এর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে।'

সাইট সিয়িং বোট বাতুমুস-এর রেল-সাইড টেবিলে কথা বলছে ভবান, ট্রেসি, জেফ এবং গুন্থার। বোটটি সীন নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, বৃত্তাকারে প্যারিসে ঘুরছে।

'বারকোশ যদি সিল করা থাকে,' কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল ট্রেসি, 'আমি তাহলে ভেতরে ঢুকব কী করে?'

'শেষ মুহূর্তের শিপমেন্ট,' জবাব দিল ভবান, 'কোম্পানি যে জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমরা ওগুলোকে বলি সফট প্যালেট, কাঠের তৈরি বড়বড় ক্রেট, একটা পাশ ক্যানভাস দিয়ে মোড়া, শুধু রশি দিয়ে বাঁধা থাকে। নিরাপত্তার খাতিরে হিরের মতো মূল্যবান কার্গো নিয়ে আসা হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। একেবারে শেষে যে শিপমেন্টটি আসে, ওটি প্লেন থেকে নামানোও হয় সবার আগে।'

ট্রেসি বলল, 'তাহলে হিরে থাকছে সফট প্যালেটে?'

'জ্বী, মাদমোয়াজেল। আমি হিরের প্যাকেটের পাশের কন্টেইনারে আপনাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব। প্লেন যখন আকাশে থাকবে আপনি তখন রশি কেটে কন্টেইনার থেকে বের হয়ে হিরে রাখা বারকোশ খুলে ওখানে নকল আরেকটি হিরের বাক্স রেখে আসলটি নিয়ে ঢুকে পড়বেন নিজের কন্টেইনারে এবং রশি দিয়ে ওটা আবার বেঁধে নেবেন।'

গুন্থার যোগ করলেন, 'আমস্টারডামে প্লেন নামবার পরে গার্ডরা নকল হিরের বাক্সটি নিয়ে ডায়মন্ড কাটারদেরকে দেবে। ওরা নকল হিরের বিষয়টি যখন টের পাবে ততক্ষণে তুমি আরেক প্লেনে করে দেশের বাইরে। বিশ্বাস করো, কোথাও কোনো ঝামেলা হবে না।'

কথাটা বলতে গিয়ে শিরদাঁড়া দিয়ে বরফ জল নামল ট্রেসির। 'আমি ওখানে ঠাণ্ডায় জমে যাবো নাতো?'

'হাসল ভবান।' মাদমোয়াজেল, আজকালকার দিনে কার্গো প্লেনের ভেতরটা উষ্ণ থাকে। তারা প্রায়ই জ্যান্ত গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি বহন করে। না, আপনি ওখানে আরামেই থাকবেন। একটু খিঁচ হয়তো ধরবে শরীরে এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধে হবে না।'

ট্রেসি অবশেষে রাজি হয়েছিল ওদের প্রস্তাবে। অল্প কয়েক ঘণ্টার শারীরিক কষ্ট

ভোগের বিনিময়ে পাঁচ লাখ ডলার। মন্দ কী! পরিকল্পনাটি চারপাশ থেকে খুঁটিয়ে দেখছে ট্রেসি। কোথাও কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। *এতে কাজ হবে,* ভেবেছে ও। *শুধু যদি জেফ স্টিভেন্সটা এর মধ্যে না থাকত!*

জেফের জন্যে মিশ্র একটা অনুভূতি কাজ করে ট্রেসির মধ্যে। এ কারণে নিজের ওপরেই ওর রাগ লাগে। মাদ্রিদে জেফ যা করেছিল স্রেফ মজা করার জন্য। ওর সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওকে চিট করেছে আর এখন মুখ লুকিয়ে হাসছে!

ওরা তিনজন তাকিয়ে আছে ট্রেসির দিকে, ওর জবাবের অপেক্ষা করছে। প্যারিসের সবচেয়ে পুরানো সেতু পন্ট নুফ, যাকে ফরাসিরা সম্বোধন করে নিউ ব্রিজ বলে। তার নিচ দিয়ে তরতর করে এগোচ্ছে ওদের যন্ত্রচালিত জলযান। নদীর তীরে, বাঁধের কিনারে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মেয়েটির চোখেমুখে স্বর্গসুখের কল্পনায় বিভোর হওয়ার অভিব্যক্তি।

বোকা মেয়ে! ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল ট্রেসি। চোখ ফেরাল জেফের দিকে। 'ঠিক আছে। কাজটা আমি করব।' টের পেল টেবিল ঘিরে থাকা উৎকণ্ঠা ভাবটি সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'আমাদের হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই,' বলল ভবান। মরা মানুষের চোখে তাকাল ট্রেসির দিকে। 'আমার ভাই শিপিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। সে তার ওয়্যারহাউজে আপনাকে সফট কন্টেইনারে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে। আশা করি মাদমোয়াজেলের ক্লস্ট্রোফোবিয়ার সমস্যা নেই।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না... ট্রিপে কত সময় লাগবে?'

'লোডিং এরিয়ায় কয়েক মিনিট আর আমস্টারডাম পৌঁছাতে এক ঘণ্টা।'

'কন্টেইনারটি কত বড়?'

'আপনি স্বচ্ছন্দে বসে যেতে পারবেন। তবে আরো কিছু জিনিসপত্র ভেতরে রাখা হবে আপনাকে আড়াল করে রাখার জন্য– যদি প্রয়োজন হয়।'

কোনো সমস্যা হবে না, বলেছিল ওরা। তবে যদি সমস্যা হয়ে যায়...

'তোমার কিছু জিনিসপত্রের দরকার হবে,' বলল জেফ। 'ওগুলো আমি জোগাড় করে রেখেছি।'

হারামজাদা! ও নিশ্চিত ছিল রাজি হয়ে যাবে ট্রেসি।

'ভবান তোমার পাসপোর্টের দিকে খেয়াল রাখবে যাতে নির্বিঘ্নে তুমি হল্যান্ড ত্যাগ করতে পারো।'

জেটিতে ভিড়তে শুরু করেছে বোট।

'সকালে আমরা চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি নিয়ে আবার বসব,' বলল র‍্যামন ভবান। 'আমার এখন কাজে যেতে হবে, Au revoir. চলে গেল সে।

জেফ বলল, 'বিষয়টি সেলিব্রেট করার জন্য একসঙ্গে ডিনার করি, বলো?'

'দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন গুন্থার। আমার একটা কাজ আছে।'

ট্রেসির দিকে ফিরল জেফ। 'তুমি–'

'নো, থ্যাঙ্কস। আমি টায়ার্ড,' দ্রুত বলে উঠল ট্রেসি।

জেফকে এড়িয়ে যেতে কথাটা বললেও আসলেও নিদারুণ ক্লান্তি বোধ করছিল ট্রেসি। হতে পারে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার চাপ আর বইতে পারছে না শরীর। *এ কাজটা শেষ হলে,* সিদ্ধান্ত নিল ট্রেসি, *আমি লন্ডনে গিয়ে লম্বা একটা বিশ্রাম নেবো।* মাথাটা দপদপ করছে ওর। *নিতেই হবে।*

'তোমার জন্য একটা উপহার কিনেছি আমি, 'জেফ বলল ওকে। সুদৃশ্য কাগজে মোড়ানো একটি বাক্স দিল সে ট্রেসিকে। ভেতরে অত্যন্ত দামী একটি সিল্কের স্কার্ফ, এক কোনায় খোদাই করা দুটি অক্ষর– TW।

'ধন্যবাদ,' *এমন দামী জিনিস ও তো কিনতেই পারে,* রাগ নিয়ে ভাবছে ট্রেসি। *আমার সেই পাঁচ লাখ ডলারের ভাগের টাকা দিয়ে এটা কিনেছে।*

'তুমি সত্যি ডিনারে যাবে না?'

'না।'

প্যারিসে, প্লাযা এথিনিতে উঠেছে ট্রেসি। ক্ল্যাসিক এ হোটেলের চমৎকার একটি সুইট বেছে নিয়েছে ও। সুইটের সামনেই গার্ডেন রেস্টুরেন্ট। হোটেলের ভেতরে সুসজ্জিত একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে, ওখানে সন্ধ্যাবেলায় মৃদু ঝংকার তোলে পিয়ানোর সুর। ট্রেসি এমনই ক্লান্ত ছিল কোনো ফরমাল ড্রেস না পরেই গেল হোটেলের ছোট ক্যাফে রিলাইসে, এক বাটি সুপের অর্ডার দিল। কিন্তু অর্ধেকটা খেয়ে ঠেলে রাখল বাটি। ফিরে এল নিজের কামরায়।

ক্যাফের এক কোণায় বসা ডেনিয়েল কুপার সময়টা টুকে রাখল তার নোটবুকে।

সাতষট্টি

একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ডেনিয়েল কুপারের। প্যারিসে ফিরে সে ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। হেড অব ইন্টারপোলের আচরণে আন্তরিকতার তেমন আভাস ছিল না। আমেরিকান গোয়েন্দাটির বিরুদ্ধে ঝাড়া এক ঘণ্টা টেলিফোনে অভিযোগ করেছেন কমান্ড্যান্ট রামিরো।

'ও একটা পাগলা!' বিস্ফোরিত হয়েছিল কমান্ড্যান্ট। 'এই ট্রেসি হুইটনির পিছু নিতে গিয়ে বেহুদা আমি আমার লোকবল আর সময় ক্ষয় করেছি। লোকটা বলছিল ট্রেসি নাকি প্রাডোতে ছবি চুরি করতে এসেছে। কিন্তু শেষতক প্রমাণিত হয়েছে মেয়েটা স্রেফ একজন ট্যুরিস্ট– আমি শুরু থেকে তা-ই ধারণা করে আসছি।'

রামিরোর সঙ্গে দূরালাপন শেষে ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ট্রেসি হুইটনি সম্পর্কে ডেনিয়েল কুপার যা ভেবেছিল তা সব ভুল। এ মহিলার বিরুদ্ধে অপারাধের বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই। অপরাধ সংঘটিত হবার সময় সে ওইসব শহরে হাজির ছিল বলে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই যে সে-ই ক্রাইমগুলো করেছে।

তো ডেনিয়েল কুপার যখন দেখা করতে গিয়েছিল ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের সঙ্গে এবং বলেছিল, 'ট্রেসি হুইটনি এখন প্যারিসে। ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারীর ব্যবস্থা করুন,' জবাবে ইন্সপেক্টর বলেন, 'এই মহিলা সুনির্দিষ্ট কোনো অপরাধ করতে যাচ্ছে এরকম প্রমাণ আমাকে না দেখানো পর্যন্ত আমি কোনো কিছু করতে পারব না।'

কুপার তার কোটর ঠেলে আসা, ভাটার মতো বাদামী চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ট্রিগন্যান্টকে বলেছিল, 'আপনি একটা নির্বোধ,' এবং তারপরই নিতান্তই অভদ্রের মতো তাকে অফিস থেকে বের করে দেয়া হয়।

তারপর থেকে একাকী নজরদারী শুরু করে ডেনিয়েল কুপার। ট্রেসিকে সবজায়গায় অনুসরণ করে চলেছে সে; দোকান, রেস্টুরেন্ট, রাস্তা, প্রায়ই ঘুমাবার সময় পায় না সে, খাওয়ার সময়ও করে উঠতে পারে না। ট্রেসি হুইটনির কাছে পরাজিত হতে চায় না ডেনিয়েল কুপার। মেয়েটাকে কারাগারে না ঢোকানো পর্যন্ত তার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হবে না।

রাতে বিছানায় শুয়ে পরেরদিনের পরিকল্পনা খুঁটিয়ে দেখছিল ট্রেসি। ওর মাথা ব্যথাটা

কমেনি। অ্যাসপিরিন খেয়েছে কিন্তু ব্যথাটা বেড়েছে আরও। শরীর ঘামছে ওর, ঘরটাকে মনে হচ্ছে আগুনের চুল্লি। *কাল এসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে। সুইটজারল্যান্ড। আমি ওখানেই যাবো। সুইটজারল্যান্ডের শীতল পাহাড়ে। শ্যাতুতে থাকবো আমি।*

ভোর পাঁচটায় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল ট্রেসি। অ্যালার্মের আওয়াজে ভেঙে গেল ঘুম। বুকটা কেমন ব্যথা লাগছে, চোখে আলোটা অসহ্য ঠেকছে। জোর করে শরীরটাকে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল ট্রেসি। তাকাল আয়নায়। মুখটা কেমন রক্তশূন্য এবং গনগনে। *এখন কিছুতেই অসুস্থ হওয়া চলবে না।* নিজেকে চোখ রাঙালো ট্রেসি। *আজ অন্তত নয়। আজ অনেক কাজ পড়ে আছে।*

মাথার দপদপানি অগ্রাহ্য করে মন্থরগতিতে কাপড় পরল ট্রেসি। অনেকগুলো পকেটঅলা কালো ওভারঅলটা গায়ে চড়াল ও, পায়ে গলাল রাবার সোলের জুতো, মাথায় বাস্ক জেরেট। ওর হৃদস্পন্দন যেন অনিয়মিত ছন্দে চলছে, উত্তেজনা নাকি অসুস্থতার কারণে এরকম হচ্ছে বুঝতে পারছে না ট্রেসি। সব কেমন আবছা লাগছে আর শরীরটা দুর্বল। গলা শুকিয়ে কাঠ আর চুলকাচ্ছে জায়গাটা। জেফের দেয়া স্কার্ফটা টেবিলে দেখতে পেল ও। ওটা তুলে নিয়ে গলায় পেঁচাল ট্রেসি।

হোটেল প্লাযা এথেনির মূল প্রবেশপথটি এভিন্যু মজেন-এ তবে সার্ভিস এন্ট্রান্সটি পেছনের দিকে, রুদু বোকাডর-এ। ওখানে ENTREE DE SERVICE-এর আলোকিত সাইনবোর্ড ঝুলছে, প্যাসেজওয়েটি লবির পেছন দিকের হলওয়ে হয়ে, আবর্জনার ক্যান বোঝাই সরু একটি করিডোর ধরে রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। ডেনিয়েল কুপার মেইন এন্ট্রান্সের কাছে নজর রেখে চলছিল বলে জানতে পারল না ট্রেসি সার্ভিস ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে ও ভাগলবা হবার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে যেন ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল ডেনিয়েল, হয়তো ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই ওকে সতর্ক করে দিল; সে দ্রুত এভিন্যুতে চলে এসে রাস্তার এধার-ওধার দু'ধারেই তাকাল। কিন্তু ট্রেসির চিহ্ন নেই কোথাও।

হোটেলের সাইড এন্ট্রান্সে পার্ক করে রাখা ধূসর রঙের রেনল্টে চেপে ইটোনি অভিমুখে চলল ট্রেসি। এ সময় রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার পরিমাণ কম, আর মুখে ফুস্কুরি বোঝাই কমবয়েসী ড্রাইভার ছোকরা, যে একেবারেই ইংরেজি বোঝে না, রাস্তা ফাঁকা পেয়ে তুফান মেল ছোটাল। *ব্যাটা, আস্তে গাড়ি চালা,* মনে মনে বলল ট্রেসি। গাড়ির দূরন্ত গতি তাকে আরও অসুস্থ করে তুলছে।

ত্রিশ মিনিট পরে গাড়িটা একটি ওয়্যারহাউজের সামনে সশব্দে ব্রেক কষল। দরজায় সাইনবোর্ড টাঙ্গানো BRUCERE ET CIE. ট্রেসির মনে পড়ল এখানেই র‍্যামন ভবানের ভাই কাজ করে।

ছোকরা ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, *'vite!'*

চটপটে মধ্যবয়স্ক এক লোক এগিয়ে এল ট্রেসি গাড়ি থেকে নামতেই। 'আমার সঙ্গে আসুন,' বলল সে।'জলদি।'

ট্রেসি টলতে টলতে লোকটার পিছু পিছু ওয়্যারহাউজের পেছনে চলে এল। এখানে আধডজন কন্টেইনার দেখতে পেল ও, বেশিরভাগ সিল করা, এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার অপেক্ষা। একটি সফট কন্টেইনার আছে, একটা পাশ ক্যানভাসে মোড়া, অর্ধেকটা ভরে রাখা হয়েছে আসবাব দিয়ে।

'জলদি ভেতরে ঢুকে পড়ুন। আমাদের হাতে সময় নেই!'

ট্রেসির মনে হলো ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। বাক্সের দিকে তাকিয়ে ভাবল *আমি ওখানে যেতে পারব না। নির্ঘাৎ মরে যাবো!*

মধ্যবয়স্ক লোকটা ওর দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে।

'Avez-vous mal?'

ট্রেসির উচিত ফিরে যাওয়া। 'আমি ঠিক আছি,' বিড় বিড় করল ও।

'*Bon.* এগুলো ধরুন।' লোকটা দ্বিধার একটি ছোরা, কুণ্ডলী পেঁচানো ভারী রশি, একটি ফ্ল্যাশ লাইট এবং লাল ফিতে জড়ানো ছোট, নকল একটি গহনার বাক্স তুলে দিল ট্রেসির হাতে।

'এটা নকল গহনার বাক্স। আসলটার জায়গায় এটা রেখে দেবেন।'

বুক ভরে দম নিল ট্রেসি, ঢুকল কন্টেইনারে। বসল। একটু পরেই বড় এক খণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো কন্টেইনারের মুখ। শব্দ শুনে বুঝতে পারল রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে ক্যানভাস।

ক্যানভাসের বাইরে থেকে প্রায় অস্ফুট শোনাল লোকটির কণ্ঠ। 'এখন থেকে কোনো কথা বলা চলবে না, কোনো নড়াচড়া করা যাবে না এবং ধূমপান করাও মানা।'

'আমি ধূমপান করি না,' বলতে চাইল ট্রেসি কিন্তু শক্তি পেল না।

'*Bonne Cnance* আমি বাক্সে কয়েকটা ফুটো করে দিয়েছি যাতে আপনার শ্বাস করতে সমস্যা না হয়। শ্বাস করতে ভুলবেন না যেন।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল লোকটি। তার পায়ের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে এখন সম্পূর্ণ একা ট্রেসি।

বাক্সটি সরু এবং আটসাঁট, বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে এক সেট ডাইনিং চেয়ার। ট্রেসির মনে হচ্ছে ও জ্বলন্ত চুল্লিতে বসে আছে। গা ভীষণ গরম, শ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। *বোধহয় ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি আমি,* চিন্তা করছে ট্রেসি *তবে এখন জ্বরজারি নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে হবে না। সামনের কাজ নিয়ে ভাবতে হবে। অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করা উচিত।*

গুন্থারের গলা যেন শুনতে পাচ্ছিল ট্রেসি

তোমার কিচ্ছু চিন্তা নেই, ট্রেসি। আমস্টারডামে ওরা কার্গো নামানোর পরে তোমার বারকোশ বিমানবন্দরের কাছের একটি প্রাইভেট গ্যারাজে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে জেফ। ওকে হিরেগুলো দিয়ে তুমি এয়ারপোর্টে ফিরে যাবে। সুইসএয়ার কাউন্টারে জেনেভাগামী বিমানের টিকেট অপেক্ষা করবে তোমার জন্য। যত

দ্রুত সম্ভব ত্যাগ করবে আমস্টারডাম। পুলিশ হিরে চুরির ঘটনা জানামাত্র শহরজুড়ে তল্লাশি শুরু করে দেবে। কোথাও কোনো ঝামেলা হবার কথা নয় তবু যদি বিপদ হয় কোনো, আমস্টারডামের একটি সেফ হাউজের ঠিকানা আর চাবি রইল তোমার কাছে। সটান চলে যাবে ওখানে। সেফহাউজ খালি পাবে।

বসে থাকতে থাকতে ওর বোধহয় তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কন্টেইনারটি শূন্যে উঠতে শুরু করলে ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল ট্রেসি। মনে হলো ও শূন্যে বনবন করে ঘুরছে, কন্টেইনারের একটা পাশ চেপে ধরল ভারসাম্য রক্ষা করতে। শক্ত কিছুর ওপর দুড়ুম করে নামানো হলো কন্টেইনার। একটি গাড়ির দরজা ঠাশ শব্দে বন্ধ হলো, গর্জন ছেড়ে জীবন ফিরে পেল একটি ইঞ্জিন, এক মুহূর্তবাদে চলতে শুরু করল ট্রাক।

এয়ারপোর্টে চলেছে ওরা।

কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরা সময়ে, শিডিউল মাফিক কাজটা করতে হচ্ছে। ডি বিয়ার্সের প্যালেট পৌঁছাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেসিকে বহনকারী কার্গোটি শিপিং এরিয়ায় হাজির থাকতেই হবে। ট্রেসিকে বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভারকে বলে দেয়া হয়েছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাতে হবে।

আজ সকালে এয়ারপোর্টের রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশি বলে মনে হলো ড্রাইভারের। তবে এ নিয়ে সে চিন্তিত নয়। প্যালেট যথাসময়ে যথাস্থানে সে পৌঁছে দেবে এবং বিনিময়ে ৫০,০০০ ফ্রাঁ পকেটে পুরবে, স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট টাকা। *আমেরিকা*, ভাবছে সে, *আমরা ডিজনিওয়ার্ল্ড দেখতে যাবো।*

ড্যাশবোর্ডের গতি দেখল সে। মুখে ফুটল হাসি। কোনো সমস্যা নেই। এয়ারপোর্ট আর তিন মাইল দূরে এবং দশ মিনিটের মধ্যে সে ওখানে পৌঁছে যাবে।

ঠিক শিডিউল মাফিক সময়ে সে এয়ারফ্রান্স কার্গো হেড কোয়ার্টার্সের ফার্টনর্ড লেখা সাইনবোর্ডের মোড় ঘুরল এবং রয়সি-চার্লস ডি গল এয়ারপোর্ট-এর নিচু রঙের ধূসর ভবনটির পাশ কাটাল। এ জায়গাটি প্যাসেঞ্জার এন্ট্রান্স থেকে দূরে, কাঁটাতারের বেড়া তুলে কার্গো এলাকা থেকে রাস্তাটি বিভাজিত করা হয়েছে। বাক্স পেটরা আর গলির ওপর ডাই করে রাখা কন্টেইনার দিয়ে তিন ব্লক জুড়ে দখল করে থাকা এনক্লোজারের প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউজের দিকে এগিয়েছে ড্রাইভার। অকস্মাৎ কী যেন বিস্ফোরিত হবার শব্দের সঙ্গে তার হাতের মধ্যে মোচড় খেল হুইল, সেই সাথে কাঁপতে শুরু করল ট্রাক। *খাইছে!* আঁতকে উঠল ড্রাইভার, *চাক্কা মনে হয় গ্যাছে!*

দানবাকৃতির ৭৪৭ এয়ার ফ্রান্স কার্গো বিমানে খালাস হচ্ছে মাল। নাকটা খাড়া হয়ে আছে সামনের দিকে, কার্গো কন্টেইনারগুলো ঢোকানো হচ্ছে প্লেনের পেটে। মোট আটত্রিশটি প্যালেট বা বারকোশ, আটাশটি রাখা হলো মেইন ডেকে, বাকি দশটা প্লেনের পেটের মধ্যে। সিলিং-এ হিটিং পাইপ চলে গেছে প্রকাণ্ড কেবিনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত, যেসব তার এবং কেবলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে উড়ুক্কু বাহনটিকে, ছাদের

দিকে তাকালেই সেগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। এ বিমানে কোনো ফ্রিল নেই।

মাল খালাস প্রায় শেষ। র‍্যামন ভবান আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা গালি দিল। ট্রাক আসতে দেরি করছে। ডি বিয়ার্সের কনসাইনমেন্ট ইতিমধ্যে ওটার বারকোশে তুলে দেয়া হয়েছে, রশি দিয়ে আড়াআড়ি বেঁধে ফেলেছে ক্যানভাস। ভবান লাল কালি দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে যাতে ট্রেসির চিনতে অসুবিধে না হয়। সে দেখছে হিরে বোঝাই বারকোশটি প্লেনের ভেতরে ঢুকিয়ে ওটাকে জায়গায় বসিয়ে দিয়ে লক করে ফেলা হলো। ওটার পাশে আর একটি মাত্র প্যালেট রাখার জায়গা আছে। প্লেন উড়বার আগেই জায়গাটা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং খালাস হবার অপেক্ষায় ডক-এ আরও তিনটে কন্টেইনার রয়েছে।

শালার মহিলাটা কোথায়?

প্লেনের ভেতরে বসা লোডমাস্টার হাঁক ছাড়ল, 'চলো হে, র‍্যামন। আমরা দেরি করছি কেন?'

'এক মিনিট', জবাব দিল ভবান। সে লোডিং এরিয়ার প্রবেশপথের দিকে দ্রুত কদম বাড়াল। ট্রাকের কোনো চিহ্নই নেই।

'ভবান। সমস্যা কী?' ঘুরল সে। ওর দিকে এগিয়ে আসছে একজন সিনিয়র সুপারভাইজার। 'মাল খালাস শেষ করে প্লেন আকাশে তুলে দাও।'

'জ্বী, স্যার, আমি একটু অপেক্ষা–'

ঠিক সেইসময় ট্রাকটা এসে রাস্তায় রাবারের ঘর্ষণের কর্কশ শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ভবানের সামনে। তার ট্রাকের চাকার বাতাস চলে গিয়েছিল। নতুন চাকা লাগিয়ে এনেছে।

'এইতো শেষ কার্গোটা এসে গেছে,' ঘোষণা করল ভবান।

ট্রাক থেকে কন্টেইনার নামিয়ে ওটা প্লেনের ব্রিজে তুলে দিল সে। তারপর লোডমাস্টারের দিকে হাত তুলে ইশারা করল, 'এখন তোমার কাজ।'

একটু পরে মাল ঢুকে গেল প্লেনে, বিমানের নাকখানা নিচু হলো। গর্জে উঠল ইঞ্জিন, ভবান দেখছে দানব পাখিটা আকাশে উড়াল দেয়ার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে রানওয়েতে দৌড় শুরু করেছে। সে মনে মনে বলল, *এখন যা করার ওই মহিলা করবে।*

ভয়ংকর ঝড় শুরু হয়েছে। দানব এক ঢেউয়ের আঘাতে ডুবে যাচ্ছে জাহাজ। *আমি ডুবে যাচ্ছি,* ভাবছে আতংকিত ট্রেসি। *আমাকে এখান থেকে বেরুতেই হবে।*

সামনে হাত ছুড়ল ও, কীসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেল। লাইফ বোটের একটা পাশ, দুলছে, মোচড় খাচ্ছে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ট্রেসি, টেবিলের একটা পায়ায় বাড়ি খেল। মুহূর্তের জন্য পরিষ্কার হয়ে গেল কোথায় আছে ও। ঘামে ভিজে গেছে মুখ আর চুল। ঝিমঝিম করছে মাথা, শরীর পুড়ে যাচ্ছে তাপে। ও কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল? ফ্লাইটটা তো মাত্র এক ঘণ্টার। প্লেন কি এখন ল্যান্ড করবে? না, ভাবছে ট্রেসি, সব ঠিক আছে।

আমি আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমি লন্ডনে, আমার বাড়ির বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছি। আমি একজন ডাক্তার ডাকবো। শ্বাস করতে পারছে না ট্রেসি। ফোনের জন্য সিধে হতে গেল, পরক্ষণে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঝড়ো বাতাসের একটা পকেটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বিমান, ধাক্কার চোটে একটা বাক্সের গায়ে আছড়ে পড়েছে ট্রেসি। ওখানে চিৎ হয়ে পড়ে রইল ও, হতবুদ্ধি, মনোসংযোগ ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমার হাতে আর কতটুকু সময় আছে? ভৌতিক একটা স্বপ্ন আর যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতার মাঝখানে যেন দুলছে ও। হিরে। যেভাবেই হোক হিরেগুলো পেতে হবে ওকে। তবে আগে... আগে রশি কেটে বেরুতে হবে প্যালেট থেকে।

কভারঅলে রাখা ছুরিটি স্পর্শ করল ট্রেসি। ছুরিটি খুলতে জান যেন খতরা হয়ে গেল ওর। বাতাস! আমার আরো বাতাস চাই। ক্যানভাসের কিনারায় চলে এল ট্রেসি, হাতড়ে খুঁজে পেল বাইরের রশি। ছুরি দিয়ে কাটল ওটা। মনে হলো অনন্তকাল সময় লাগল কাজটা করতে। ক্যানভাস ফাঁক হতে শুরু করল। আরেকটা রশি কাটল ট্রেসি। এখন এ ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরুতে পারবে ও। প্যালেট থেকে বেরুতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস ওকে প্রায় জমিয়ে দিল। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ট্রেসি। প্লেনের ক্রমাগত ঝাঁকিতে ওর বমিবমি ভাবটা বৃদ্ধি পেল। আবার মনোসংযোগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল ও। আমি যেন এখানে কী করছি? জরুরি কোনো কাজ নিশ্চয়... ও হ্যাঁ হিরে।

চোখে ঝাপসা দেখছে ট্রেসি, সবকিছু দৃষ্টির সামনে দুলছে, একবার কাছে আসছে, পরক্ষণে আবার সরে যাচ্ছে দূরে। আমি মনে হয় কাজটা করতে পারব না।

প্লেন হঠাৎ সামনের দিকে ডাইভ দিল, ট্রেসি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে, ধারালো ধাতব র‍্যাকে লেগে ছিড়ে গেল হাত। প্লেন সোজা না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাকটা ধরে রইল ও। তারপর খাড়া হলো দুই পায়ে ভর দিয়ে। জেট ইঞ্জিনের হুংকারের সঙ্গে মিশে গেছে ওর মাথার ভেতরকার ভোঁ ভোঁ শব্দ। *হিরে। হিরেগুলো আমাকে পেতেই হবে।*

কন্টেইনারগুলোর মাঝ দিয়ে টলতে টলতে এগোল ট্রেসি। প্রতিটি কন্টেইনার দেখছে ভুরু কুঁচকে, লাল দাগ খুঁজছে। থ্যাঙ্ক গড! ওই যে আছে ওটা! তিন নাম্বার কন্টেইনারটা।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেসি, এরপরে কী করতে হবে মনে করার চেষ্টা করছে। মনোসংযোগ করতে পারছে না কিছুতেই। আমি যদি এখানে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমার যা দরকার তা হলো একটু ঘুম। কিন্তু ঘুমাবার সময় নেই। যে কোনো মুহূর্তে আমস্টারডাম অবতরণ করবে বিমান। ছুরি দিয়ে লাল দাগ অলা কন্টেইনারের রশি কাটতে লাগল ও। *জোরে একটা পোচ দিলেই কেটে যাবে রশি।*

কিন্তু ট্রেসি ছুরিটি হাতেই ধরে রাখার শক্তি পাচ্ছে না, কাটবে কীভাবে? *তীরে এসে তরী ডোবানো যাবে না,* মনে মনে বলল ও। আবার ঠকঠক কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল গায়ে। এমন কাঁপতে লাগল যে ছুরিটি ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে। *আমি পারবো না।*

ওরা আমাকে ধরে ফেলবে এবং জেলে নিয়ে ঢোকাবে।

দ্বিধাগ্রস্ত ইতস্ততা নিয়ে রশি চেপে ধরে রইল ট্রেসি। ভীষণ ইচ্ছে করছে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের বাক্সে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ও মাথার তীব্র দপদপানি অগ্রাহ্য করে মেঝে থেকে তুলে নিল ছুরি। তারপর মোটা দড়িটি আবার কাটতে শুরু করল।

অবশ্য কেটে গেল রশি। ক্যানভাস সরিয়ে অন্ধকার কন্টেইনারের ভেতরে তাকাল ট্রেসি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফ্ল্যাশ লাইট বের করল পকেট থেকে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে কানে অন্যরকম চাপ অনুভব করল ও।

অবতরণ করার জন্য নিচে নামতে যাচ্ছে বিমান।

ট্রেসি ভাবল, জলদি করতে হবে আমাকে। কিন্তু ওর শরীর সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাল। বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল ও জায়গায়। এগোও, আদেশ দিল ওর মন।

বক্সের ভেতরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ট্রেসি। ভেতরে কয়েকটি কেস এবং একটি ক্রেটের মাথায় লাল ফিতে বাঁধা দুটো ছোট নীল বাক্স। দুটো! কিন্তু থাকার তো কথা একটা– চোখ পিটপিট করল ট্রেসি। দুটো বাক্সের রূপান্তর ঘটল একটিতে। উজ্জ্বল একটা আলোর বৃত্ত যেন ঘিরে আছে বাক্সটিকে।

হাত বাড়িয়ে বাক্সটি নিল ট্রেসি, পকেট থেকে বের করল নকল হিরের বাক্সটি। দুটো বাক্স ওর হাতে, অকস্মাৎ তীব্র বিবমিষা ওর গোটা শরীরকে ঝাঁকি দিয়ে গেল। হাত দিয়ে দুই চোখ ঘষতে লাগল ট্রেসি যাতে বমি বমি ভাবটা চলে যায়। নকল বাক্সটি কেসের ওপর রাখতে গিয়ে থমকে গেল। ও কি ঠিক বাক্সটিই রাখছে? একই রকমের বাক্স দুটির দিকে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ট্রেসি। আসল হিরের বাক্স কোনটি? ওর ডান হাতেরটা নাকি বাম হাতেরটা?

একদিকে কাত হয়ে নামতে শুরু করেছে প্লেন। যে কোনো মুহূর্তে স্পর্শ করবে মাটি। ট্রেসিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ও একটা বাক্স রাখল ক্রেটের ওপর, প্রার্থনা করল নকলটাই যেন ওটা হয়, পিছিয়ে এল কন্টেইনার থেকে। কভারঅল হাতড়ে অক্ষত এক টুকরো রশি বের করল। *এটা দিয়ে যেন কী করতে হবে?* মাথার ভেতরকার গর্জনটা এমন দাপড়াতে শুরু করেছে সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না ট্রেসি। মনে পড়ল *রশি কাটার পরে, কাটা রশিটি তোমার পকেটে রাখবে এবং নতুন রশি দিয়ে কন্টেইনার আবার বেঁধে ফেলবে। কোনো কিছু ফেলা যাবে না যাতে কারও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।*

বাতু মোশের ডেকে, উত্তপ্ত রোদে বসে তখন কাজটা খুবই সহজ মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অসম্ভব। ওর গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। গার্ডরা কাটা রশিটি দেখবে এবং খোঁজ চালাবে কার্গোতে, ধরা পড়ে যাবে ট্রেসি। ওর ভেতরে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল না! না! না!

অমানুষিক শক্তি জড়ো করে কন্টেইনারের গায়ে নতুন রশিটি পেঁচাতে লাগল ট্রেসি।

প্লেন জমিন স্পর্শ করেছে, পায়ের নিচে ঝাঁকি অনুভব করল ও, তারপর আরেকবার, ইঞ্জিনগুলো পেছনদিকে ধাক্কা দিতেই ও দুড়ুম করে পড়ে গেল পেছনের দিকে। মাথাটা বাড়ি খেল মেঝেতে। জ্ঞান হারাল ট্রেসি।

বোয়িং ৭৪৭-এর এখন গতি বাড়ছে, রানওয়ে ঘুরে এগোচ্ছে টার্মিনালের দিকে। দলা পাকিয়ে মেঝেয় পড়ে রইল ট্রেসি। ওর রক্তশূন্য, ভীষণ সাদা মুখের ওপর পতপত করে উড়ছে চুল। ইঞ্জিনের নৈশব্দ চেতনা ফিরিয়ে আনল ট্রেসির। থেমে গেছে প্লেন। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো ট্রেসি, তারপর ধীরে ধীরে, জোর করে হাঁটু মুড়ে বসল। সিধে হলো, মাথাটা ঘুরছে বনবন করে, কন্টেইনার ধরে নিজেকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করল ও। নতুন রশিটি বাঁধা হয়ে গেছে। হিরের বাক্সটি বুকে চেপে ধরে মাতালের মতো টলায়মান পায়ে ফিরে এল নিজের প্যালেটে। ক্যানভাসের খোলা মুখ দিয়ে শরীর ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হাঁপাচ্ছে। শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। *আমি পেরেছি।* কিন্তু আরও কী একটা কাজ যেন বাকি রয়ে গেছে? জরুরি একটি কাজ। *কী যেন সেটা? ও হ্যাঁ, তোমার প্যালেটের রশিতে টেপ লাগিয়ে নাও।*

মাস্ক টেপের জন্য কভারঅলের পকেটে হাত ঢোকাল ট্রেসি। নেই। ওর নিঃশ্বাস অনিয়মিত হয়ে এসেছে, হাঁপানি রোগীর মতো ঘরঘর করছে, আর মাথার ভেতরকার সেই বিকট শব্দটা ওর কানে যেন তালা লাগিয়ে দেবে। ট্রেসির মনে হলো মনুষ্যকণ্ঠ শুনতে পেয়েছে সে। শ্বাস চাপল ও। কান পাতল। হ্যাঁ। ওই তো শোনা যাচ্ছে। হেসে উঠল কে যেন। যে কোনো মুহূর্তে খুলে যাবে কার্গোর দরজা, লোকগুলো মাল খালাস শুরু করে দেবে। ওরা কাটা রশি দেখতে পাবে এবং ভেতরে তাকালেই প্যালেটের মধ্যে শুয়ে থাকা ট্রেসিকে ওরা দেখে ফেলবে। খণ্ডিত রশিগুলো জোড়া লাগাতেই হবে। হাঁটু গেড়ে বসতে গেল ট্রেসি, গায়ে ঠেকল শক্ত কী যেন। আরে এই তো সেই মাস্কি টেপ। প্লেন ঘূর্ণিবায়ুর পকেটে পড়ার সময় ঝাঁকিতে নিশ্চয় পকেট থেকে টেপটা পড়ে গিয়েছিল। ট্রেসি ক্যানভাসের কাপড় তুলে কর্তিত রশির দুটি মাথা খুঁজল হাত বাড়িয়ে। ওদুটো হাতে পেয়ে টেপ লাগিয়ে জোড়া দেয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু চোখে কিস্যু দেখতে পাচ্ছে না ও। মুখের ঘামের স্রোত ওকে অন্ধ করে দিয়েছে। গলায় বাঁধা স্কার্ফটা খুলে মুখ মুছল ট্রেসি। এখন সবকিছু দেখতে পাচ্ছে আবার। রশিতে টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে ক্যানভাস ফেলে দিল ও। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই ওর। কপালে হাত রাখল ট্রেসি। আগের চেয়ে গরম।

রোদে বেরুনো যাবে না, সিদ্ধান্ত নিল ট্রেসি, *গ্রীষ্মের সূর্যের তাপ খুব মারাত্মক।*

ও দেখতে পেল ক্যারিবিয়ানের কোথায় যেন ছুটি কাটাতে গেছে। জেফ ওর জন্য কিছু হিরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে সাগরে লাফ দিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জেফকে উদ্ধার করতে সাগরে নামল ট্রেসি। কিন্তু ওর নাগাল পেল না। সাগরের ঢেউ ট্রেসির গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। ও ডুবে যাচ্ছে।

ট্রেসি শুনতে পেল শ্রমিকরা ঢুকেছে প্লেনে।

'বাঁচাও! চিৎকার দিল ও। 'প্লিজ, আমাকে বাঁচাও!'

কিন্তু ওর চিৎকার স্রেফ ফিসফিসানি ছাড়া কিছু নয়। শুনতে পেল না কেউ।

দানবাকৃতির কন্টেইনারগুলো প্লেন থেকে নামানো শুরু হলো।

ওর কন্টেইনারটি যখন *Brucere et cie* ট্রাকে তোলা হলো তখনো ভেতরে অজ্ঞান হয়ে আছে ট্রেসি। কার্গো প্লেনের মেঝেয় শুধু পড়ে রইল ওকে উপহার দেয়া জেফের রুমালখানা।

ট্রাকের ভেতরে আলোর ঝলকে জেগে গেল ট্রেসি। কেউ ক্যানভাস তুলেছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল ও। একটা ওয়্যারহাউজে ঢুকেছে ট্রাক।

জেফ দাঁড়িয়ে আছে পাশে। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। 'তুমি পেরেছ!' বলল সে। 'তুমি সত্যি চমক দেখাতে জানো। দাও, বাক্সটা দাও।'

ভোঁতা চাউনিতে ট্রেসি দেখল ওর পাশ থেকে হিরের বাক্সটি তুলে নিয়েছে জেফ। 'লিসবনে দেখা হবে।' চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, থেমে গেল। তাকাল ট্রেসির দিকে। 'তোমাকে খুব অসুস্থ লাগছে, ট্রেসি। তুমি ঠিক আছ তো?'

বহু কষ্টে মুখ দিয়ে রা ফুটল ট্রেসির। 'জেফ, আমি–'

কিন্তু চলে গেছে ও।

তারপরের ঘটনাগুলো আবছা মনে পড়ে ট্রেসির। ও ওয়্যারহাউজের পেছনে গিয়ে পোশাক বদলাল। এক মহিলা বলল, 'আপনাকে ভয়ানক অসুস্থ লাগছে, মাদমোয়াজেল। ডাক্তার ডাকব?'

'না, ডাক্তার লাগবে না', ফিসফিস করল ট্রেসি।

ও এখন এয়ারপোর্টে যাবে। 'ট্যাক্সি,' বিড়বিড় করল ট্রেসি। 'আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।'

মহিলা একটু ইতস্তত করে শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে। আমি ট্যাক্সি ডেকে আনছি। আপনি এখানে দাঁড়ান।'

ট্রেসির মনে হচ্ছিল ও ক্রমে শূন্যে উঠে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে, উড়তে উড়তে সূর্যের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে।

'আপনার ট্যাক্সি চলে এসেছে,' বলল একটি পুরুষ কণ্ঠ

আহ, লোকে কেন ওকে এত বিরক্ত করছে। ও এখন শুধু ঘুমাতে চায়।

ড্রাইভার জানতে চাইল, 'কোথায় যাবেন, মাদমোয়াজেল?'

সুইস এয়ার কাউন্টারে তোমার জন্য জেনেভাগামী প্লেনের টিকেট থাকবে।

কিন্তু এমন অসুস্থ লাগছে ট্রেসির যে প্লেনে চড়ার শক্তিই নেই। ওরা ওকে এয়ারপোর্টে দাঁড়া করাবে, ডাক্তার ডাকবে। ওকে জেরা করা হবে। কিন্তু ওর এখন একটু ঘুম দরকার। কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারলেই ও আবার ঠিক হয়ে যাবে।

ড্রাইভারের কণ্ঠ অধৈর্য শোনাল, 'কোথায় যাবেন বলেন না?'

ওর যাবার কোনো জায়গা নেই। ও ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সেফ হাউজের ঠিকানা দিল।

প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখল ট্রেসি। ওকে পুলিশে ধরেছে, জেরা করা হচ্ছে চুরি যাওয়া হিরের ব্যাপারে। ও সঠিক জবাব দিচ্ছে না বলে উত্তপ্ত চুল্লির মতো একটা ঘরে ওকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। এখানে জ্যান্ত সিদ্ধ করা হবে ওকে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার অনুভূতি নিয়ে জেগে গেল ট্রেসি। দেখল বিছানায় শুয়ে আছে ও, হু হু করে কাঁপছে। ওর গায়ের নিচে একটা কম্বল আছে তবে কম্বলটা টেনে নিয়ে গায়ে দেয়ার মতো শক্তি নেই শরীরে। ওর পোশাক ঘামে ভিজে গোসল হয়ে গেছে, মুখ এবং ঘাড়ের অবস্থাও তাই।

আমি এখানেই মরে পড়ে থাকব। কিন্তু এটা কোন জায়গা?

এটা তো সেফ হাউস। আমি সেফ হাউজে আছি। কতক্ষণ ধরে আছে কে জানে। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু নাম্বারগুলো ঝাপসা দেখাল। সবকিছু দুটো করে দেখছে ট্রেসি। ছোট ঘরটিতে দুটো খাট, দুটো ড্রেসার, চারটে চেয়ার। কাঁপুনিটা হঠাৎ থেমে গেল। এখন গরম লাগছে। হাসফাঁস লাগছে। বাতাসের জন্য জানালা খুলে দেয়া দরকার। কিন্তু ভয়ানক দুর্বলতার কারণে ও উঠতে পারল না। ঘরটা আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে।

নিজেকে প্লেনের ভেতরে আবিষ্কার করল ট্রেসি। সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু কেউ ওর চিৎকার শুনছে না।

তুমি পেরেছ! তুমি সত্যি চমক দেখাতে জানো। দাও, বাক্সটা দাও।

হিরেগুলো নিয়ে গেছে জেফ, এতক্ষণে হয়তো পৌঁছে গেছে ব্রাজিল, ওর ভাগের টাকাসহ। মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করছে জেফ, ট্রেসির দুরবস্থার কথা ভেবে হাসছে, ঠাট্টা তামাশা করবে। ও আরো একবার ঠকালো ট্রেসিকে। ট্রেসি জেফকে ঘেন্না করে। না, করে না। হ্যাঁ, করে।

তীব্র জ্বরের ঘোরে একবার চেতনা ফিরে পাচ্ছে ট্রেসি আবার জ্ঞান হারাচ্ছে। উল্টোপাল্টা সব স্বপ্ন দেখছে ও। ওর শরীরে আবার কাঁপুনি উঠে গেল। নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কিছুতেই। দেখল অন্ধকার একটা টানেল ধরে একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে ও। ও জানে টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছালেই ওর মৃত্যু অবধারিত। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়েছে আলবার্তো ফোরনাটি ছাড়া। সে খুব রেগে গেছে ট্রেসির ওপর, ওকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে, চিৎকার করছে।

'ফর ক্রাইস্ট শেক!' চিৎকার করছে সে। 'চোখ খোলো? আমার দিকে তাকাও।'

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চোখ মেলে চাইল ট্রেসি। দেখল ওর ওপর ঝুঁকে আছে জেফ। তার মুখ সাদা, কণ্ঠে ক্রোধ। নাহ্, এটাও ওর স্বপ্নের অংশ।

'তুমি কতক্ষণ ধরে এভাবে পড়ে আছ?'

'তুমি তো ব্রাজিলে ছিলে,' বিড়বিড় করল ট্রেসি।

তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

এয়ার ফ্রান্স কার্গো প্লেনের মেঝে থেকে উদ্ধার করা TW অক্ষর দুটি খোদাই করা রুমালখানা যখন দেয়া হলো ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টকে, তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে।

তারপর বললেন, 'ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমি কথা বলব।'

আটষট্টি

উত্তর সাগরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে, হল্যান্ডের উত্তর পশ্চিম উপকূলের ছবির মতো গ্রাম আলকমার। গ্রামটি ট্যুরিস্টদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ হলেও সাগরের পুব দিকে খুব কম লোকেই যায়। KLM-এর এক স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে ওখানে বেশ কয়েকবার ছুটি কাটিয়েছে জেফ। মেয়েটি ওকে ডাচ ভাষা শিখিয়েছে। জায়গাটি খুব ভালো চেনা জেফের, জানে ওখানকার মানুষ যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, বিদেশি মানুষদের প্রতি তাদের অহেতুক কৌতূহল নেই। লুকিয়ে থাকার জন্য চমৎকার স্থান।

জেফ প্রথমে ভেবেছিল ট্রেসিকে নিয়ে কোনো হাসপাতালে যাবে কিন্তু কাজটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে ভেবে বাতিল করেছে সিদ্ধান্ত। ওকে আমস্টারডামে রাখা আরও বেশি বিপদজনক। ও ট্রেসিকে কম্বলে ঢেকেঢুকে গাড়িতে বসিয়ে চলে এসেছে আলকমারে। রাস্তার পুরো সময়টা অজ্ঞান ছিল ট্রেসি। পালস এবং নিশ্বাস ছিল অনিয়মিত।

আলকমারে এসে ছোট একটি সরাইখানায় উঠল জেফ। ট্রেসিকে কোলে তুলে দোতলায় জেফকে উঠে যেতে দেখল সরাইঅলা অনিসন্ধিৎসু চোখে।

'আমরা হানিমুন করতে এসেছিলাম' সরাইঅলাকে ব্যাখ্যা দিল জেফ। 'আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে– শ্বাসকষ্ট। ওর বিশ্রাম দরকার।'

'ডাক্তার ডাকবো?'

কী জবাব দেবে ভেবে পেল না জেফ। শেষে বলল, 'ডাক্তারের দরকার হলে আমি আপনাকে জানাবো।'

প্রথমেই ওকে যে কাজটা করতে হবে তা হলো ট্রেসির জ্বর কমানো। কামরার বড়সড় ডাবল বেডটিতে ওকে বসিয়ে দিয়ে ওর ঘামে ভেজা জামাকাপড় খুলতে লাগল জেফ। সবার আগে ট্রেসির জামা খুলে নিল, তারপর জুতো, সবশেষে প্যান্টিহোস। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ট্রেসির, হাত ছোঁয়ানো যায় না। জেফ একটা তোয়ালে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে এনে ওর গা থেকে মাথা পর্যন্ত যত্নের সঙ্গে মুছে দিল। তারপর গায়ে কম্বল মুড়িয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। পাশে বসে শুনছে ট্রেসির অনিয়মিত ছন্দের শ্বাস-প্রশ্বাস।

কাল সকালের মধ্যে ওর অবস্থার উন্নতি না ঘটলে ডাক্তার ডাকব আমি, সিদ্ধান্ত নিল জেফ।

সকালে দেখা গেল ঘামে আবার ভিজে গেছে বিছানার চাদর। এখনো জ্ঞান ফেরেনি ট্রেসির, তবে আগের চেয়ে একটু সহজভাবে শ্বাস করতে পারছে ও। সরাইখানার কোনো

মেইড ট্রেসিকে এ অবস্থায় দেখলে সমস্যা হতে পারে, নানান প্রশ্ন জাগবে তার মনে। জেফ হাউজকিপারকে বলে বিছানার চাদর ইত্যাদি কিছু ধোয়া লিলেন নিয়ে এল। ভেজা তোয়ালে দিয়ে আবার মুছে দিল ট্রেসির গা, বদলে দিল বিছানার চাদর যেভাবে নার্সদেরকে করতে দেখেছে হাসপাতালে। রোগীকে একটুও বিরক্ত না করে শুইয়ে দিল বিছানায়।

দরজায় DO NOT DISTURB সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে কাছের এক ওষুধের দোকানে গেল জেফ। অ্যাসপিরিন, থার্মোমিটার, স্পঞ্জ এবং গায়ে ঘষার অ্যালকোহল কিনল। ঘরে ফিরে দেখল তখনো জাগেনি ট্রেসি। ওর টেম্পারেচার মাপল ১০৪ ডিগ্রি। ঠাণ্ডা অ্যালকোহল দিয়ে ট্রেসির সারা গা স্পঞ্জ করে দিল জেফ। তাপমাত্রা দ্রুত নেমে এল।

এক ঘণ্টা পরে আবার বাড়ল জ্বর। নাহ্, ওকে ডাক্তার দেখাতেই হবে। তবে সমস্যা হলো ডাক্তার বলবে ট্রেসিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেখানে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে জেফকে। ওর জানা নেই পুলিশ ওদেরকে খুঁজছে কিনা। যদি খোঁজে তাহলে ওদেরকে কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হবে। জেফকে কিছু একটা করতেই হবে। ও চারটে অ্যাসপিরিন গুঁড়ো করল, সাদা পাউডার রাখল ট্রেসির ঠোঁটের ফাঁকে, চামচে করে ধীরে ধীরে মুখে পানি ঢেলে দিয়ে গেল যতক্ষণ পর্যন্ত না গুঁড়োগুলো গিলে ফেলল ট্রেসি। ওষুধ খাইয়ে আবার ট্রেসির গা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল জেফ। শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভেজা গা মুছছে, টের পেল ট্রেসির গায়ের তাপমাত্রা আগের মতো প্রখর নয়। ওর নাড়ি দেখল জেফ। ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে না। ওর বুকে মাথা রাখল। নিঃশ্বাসে কি ঘরঘর শব্দ হচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারল না জেফ। প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো ও একসুরে বলে যেতে লাগল, তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। তারপর হালকা চুমো খেল ট্রেসির কপালে।

টানা আটত্রিশ ঘণ্টা এক সেকেন্ডের জন্যও চোখ বোজেনি জেফ। ভীষণ ক্লান্ত শরীর, চক্ষু ঢুকে গেছে কোটরে। *পরে ঘুমাবো আমি* মনে মনে বলল ও, *শুধু এখন একটু চোখ বুজে বিশ্রাম নেবো।*

কিন্তু চোখ বোজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল জেফ।

ট্রেসি চোখ খুলে প্রথমে ছাদ দেখতে পেল, ধীরে ধীরে সয়ে নিল দৃষ্টি। বুঝতে পারছে না কোথায় আছে ও। পুরোপুরি চেতনা ফিরে পেতে সময় লাগল। শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ও যেন দীর্ঘ, ক্লান্তিকর একটা ভ্রমণ শেষ করে এসেছে। ঘুমঘুম চোখে অপরিচিত ঘরটির চারপাশে চোখ বুলাল। অকস্মাৎ একটা বিট মিস করল হার্ট। জানালার কাছে একটা চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে ঘুমাচ্ছে জেফ। এ অসম্ভব। শেষবার যখন ওকে দেখেছিল ট্রেসি, ওর কাছ থেকে হিরে নিয়ে চলে গিয়েছিল জেফ। ও এখানে কী করছে? হতাশায় বুকটা মোচড় দিল ট্রেসির। জবাবটা পেয়ে গেছে সে; নিশ্চই ভুল বাক্সটি জেফকে দিয়েছিল সে– নকল হিরে বোঝাই বাক্সটি– জেফ ভেবেছে ট্রেসি তার

সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ও নিশ্চয় ট্রেসিকে সেফ হাউজ থেকে তুলে নিয়ে এই অচেনা ঘরটাতে নিয়ে এসেছে।

বিছানায় উঠে বসল ট্রেসি। জেফ আড়মোড়া ভেঙে চোখ মেলে চাইল। তার দিকে ট্রেসিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে খুশির একটা হাসি ফুটল জেফের মুখে।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' জেফের কণ্ঠে স্বস্তির পরশ টের পেয়ে বিভ্রান্ত বোধ করল ট্রেসি।

'আমি দুঃখিত,' বলল ট্রেসি। গলা দিয়ে কর্কশ আওয়াজ বেরুল। 'তোমাকে আমি ভুল বাক্সটি দিয়েছিলাম।'

'কী?'

'আমি বাক্স দুটি গুলিয়ে ফেলেছিলাম।'

চেয়ার ছাড়ল জেফ, হেঁটে এল ট্রেসির বিছানার পাশে। 'না, ট্রেসি, তুমি আমাকে আসল হিরেগুলোই দিয়েছ। ওগুলো গুন্থারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

হতবাক দৃষ্টিতে জেফের দিকে তাকাল ট্রেসি। 'তাহলে তুমি-তুমি এখানে কেন?'

বিছানার কিনারে বসল জেফ। 'হিরেগুলো আমাকে দেয়ার সময় তোমাকে সাংঘাতিক অসুস্থ লাগছিল। তুমি ঠিকঠাক মতো প্লেনে উঠেছ কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এয়ারপোর্টে তোমাকে অনুপস্থিত দেখে অনুমান করি কোনো একটা ঝামেলায় নিশ্চয় আটকে গেছ। সেফ হাউজে গিয়ে তোমাকে পেয়ে যাই। তোমাকে আমি ওখানে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দিতে চাইনি।' হালকা গলায় বলল জেফ। 'পুলিশ তাহলে একটা ক্লু পেয়ে যেত।'

ওকে বিস্মিত চোখে লক্ষ্য করছে ট্রেসি। 'তুমি আসলে ফিরে এসেছিলে কেন বলোতো?'

তোমার টেম্পারেচার মাপার সময় হয়েছে,' দ্রুত বলল জেফ।

'মন্দ নয়,' কয়েক মিনিট পরে বলল ও। 'একশোর সামান্য ওপরে আছে টেম্পারেচার। তুমি রোগী হিসেবে বেশ ভালো।'

'জেফ–'

'ট্রাস্ট মি,' বলল ও। 'ক্ষিদে পেয়েছে?'

হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত বোধ করল ট্রেসি। 'ভয়ানক।'

'গুড। আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

দোকান থেকে ব্যাগ বোঝাই কমলার রস, দুধ, তাজা ফল এবং বৃহদাকারের একটি ডাচ broodjes নিয়ে এলো। পনির, মাংস এবং মাছ দিয়ে তৈরি রোল।

'এটা হলো ডাচ চিকেন সুপ। তবে এতে তোমার দুর্বলতা কেটে যাবে। নাও, ধীরে ধীরে খেতে থাকো।'

ট্রেসিকে বালিশে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করল জেফ এবং মুখে তুলে যত্ন করে

খাইয়ে দিল। আর ট্রেসি ভাবছিল, *জেফের নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।*

খেতে খেতে জেফ বলল, 'গুন্থারকে ফোন করেছিলাম আমি। উনি হিরেগুলো পেয়েছেন। তোমার ভাগের টাকা তোমার সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিয়েছেন।'

জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারল না ট্রেসি, 'তুমি পুরো টাকাটা রেখে দিলে না কেন?'

সিরিয়াস গলায় জবাব দিল জেফ, 'কারণ আমি ভেবেছি পরস্পরকে নিয়ে খেলাটা এখন আমাদের বন্ধ করা উচিত ট্রেসি, ঠিক আছে?'

এ নিশ্চয় ওর আরেকটা কৌশল তবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার মতো মানসিক শক্তিই নেই ট্রেসির। সে শুধু বলল, 'ঠিক আছে।'

'তোমার মাপগুলো বললে তোমার জন্য কিছু কাপড়-চোপড় কিনে নিয়ে আসতাম,' বলল জেফ। 'ডাচরা যথেষ্ট উদারমনা, তবে তোমাকে এ অবস্থায় হাঁটতে দেখলে তাদের চোখ কপালে উঠে যাবে।'

গায়ে বিছানার চাদরটা শক্ত করে জড়াল ট্রেসি, হঠাৎই নিজের নগ্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ওর আবছা মনে পড়ছে জেফ ওর কাপড় খুলে ওকে গোসল করিয়ে দিচ্ছিল। ওর সেবা করার জন্য নিজের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েছে জেফ। কিন্তু কেন? ট্রেসি ভেবেছিল জেফকে সে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওকে সে একদমই চিনতে পারেনি।

একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল ট্রেসি।

বিকেলে জেফ ট্রেসির জন্য দুই সুটকেস বোঝাই রোব, নাইটগাউন, আন্ডারওয়্যার, ড্রেস, জুতা, মেকআপ কিট, চিরুনি, ব্রাশ, চুল শুকানোর যন্ত্র, টুথব্রাশ এবং টুথপেস্ট কিনে নিয়ে এল। নিজের জন্যেও কিছু জামাকাপড় কিনেছে জেফ আর কিনে এনেছে *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন* পত্রিকাটি। পত্রিকার প্রথম পাতায় হিরে ছিনতাইয়ের গল্প ছেপেছে; কীভাবে চুরিটা হয়েছে তা বের করেছে পুলিশ তবে চোরদের টিকিটিরও সন্ধান পায়নি। তারা কোনো ক্লু রেখেও যায়নি।

জেফ হাসতে হাসতে বলল, 'এখন আমরা মুক্ত! এখন শুধু তোমার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষা।'

ডেনিয়েল কুপার পরামর্শ দিয়েছিল প্লেনের ভেতরে পাওয়া TW অক্ষর খোদিত রুমালের কথা সংবাদপত্রগুলোকে জানানো যাবে না। 'আমরা জানি,' ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টকে বলেছিল সে, 'এ রুমালের মালিক কে। তবে অভিযোগ আনার জন্য এটি যথেষ্ট প্রমাণ নয়। ট্রেসির আইনজীবীরা বলবে ইউরোপে হাজার হাজার মেয়ের নামের আদ্যক্ষর হতে পারে এটি এবং এসব কথা বলে তারা আপনাদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।'

কুপারের মতে, পুলিশ ইতিমধ্যে বোকা বনে গেছে। *ঈশ্বর ওকে আমার হাতে তুলে দেবেন।*

ছোট গির্জাটিতে, শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বসে অন্ধকারে প্রার্থনা করছিল ডেনিয়েল কুপার; *হে ঈশ্বর, ওকে আমার কাছে পাইয়ে দাও। ওকে আমার কাছে তুলে দাও শাস্তি দিতে যাতে আমি আমার পাপমোচন করতে পারি। ওর আত্মার শয়তানটাকে বের করতে হবে, ওর নগ্ন শরীরটাকে চাবুক মারতে হবে...*

ট্রেসির নগ্ন দেহের কথা ভাবতেই কামোত্তেজনা জেগে উঠল কুপারের। সে দ্রুত গির্জা থেকে বেরিয়ে এল এই ভয়ে যে ঈশ্বর ব্যাপারটি টের পেয়ে যাবেন এবং ওকে আরো বেশি শাস্তি দেবেন।

ঘুম ভেঙে ট্রেসি দেখল অন্ধকার হয়ে গেছে। ও বিছানায় উঠে বসে বেডসাইড টেবিলের বাতিটি জ্বালিয়ে দিল। ও একা। জেফ চলে গেছে। আতংকবোধ করল ট্রেসি। ও আসলে জেফের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা। জেফ বলেছিল, *'ট্রাস্ট মি।'* ওর ওপরে সত্যি ভরসা করেছিল ট্রেসি, বিশ্বাস করেছিল। শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য সেফ হাউজ থেকে ট্রেসিকে নিয়ে এসেছিল জেফ, অন্য কোনো কারণে নয়। ট্রেসি ভেবেছিল ওর জন্য বুঝি দরদ উথলে পড়ছে জেফের। ট্রেসি আসলে সত্যি জেফকে বিশ্বাস করতে চেয়েছে, অনুভব করতে চেয়েছে ও জেফের জন্য সত্যি বিশেষ কেউ। বালিশে আবার মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ট্রেসি। চোখ বুজল। ভাবছে *আমি ওকে মিস করব। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো। আমি ওকে মিস করব।*

ঈশ্বর ট্রেসির সঙ্গে মহাজাগতিক একটি ঠাট্টা করেছেন। মানুষটিকে কেন জেফকেই হতে হবে? কারণ যা-ই হোক তাতে কিছু এসে যায় না। এ জায়গা কত দ্রুত ত্যাগ করা যায় সে বুদ্ধি বের করতে হবে ট্রেসিকে। অন্য কোথাও চলে যাবে ও সুস্থ হয়ে উঠতে, যেখানে নিরাপদ বোধ করবে। *ওহ্, তুমি একটা মস্ত বোকা,* মনে মনে বলল ট্রেসি। *তুমি–*

দরজা খোলার শব্দ হলো, ভেসে এল জেফের কণ্ঠ। 'ট্রেসি, তোমার ঘুম ভেঙেছে? আমি তোমার জন্য কিছু বই আর পত্রিকা নিয়ে এসেছি। তুমি হয়তো–' ওর চেহারার অভিব্যক্তি দেখে থমকে গেল জেফ। 'হেই! কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি,' ফিসফিস করল ট্রেসি। 'কিছু হয়নি।'

পরদিন সকালে ট্রেসির জ্বর চলে গেল।

'আমি একটু বাইরে যাবো,' বলল ও। 'বাইরে গিয়ে একটু হাঁটাহাটি করা যাবে তো, জেফ?'

লবিতে ওদের দিকে সকলে কৌতূহল নিয়ে তাকাল। হোটেল মালিক ট্রেসি সুস্থ হয়ে উঠেছে দেখে খুশি হলো। 'আপনার স্বামী একজন অসাধারণ মানুষ। একা একা আপনার সমস্ত সেবা-শুশ্রুষা করেছেন। আপনাকে নিয়ে উনি খুবই দুশ্চিন্তা করছিলেন। এমন প্রেমিক স্বামী পাওয়া যে কোনো নারীর জন্যেই ভাগ্যের ব্যাপার।'

জেফের দিকে তাকাল ট্রেসি। জেফের গাল লাল হয়ে গেছে।

বাইরে এসে ট্রেসি বলল, 'ওরা খুব ভালো।'

'আবেগপ্রবণ,' বলল জেফ।

ট্রেসির বিছানার পাশে একটি খাটিয়া পেতেছে জেফ, ওখানে সে রাতে ঘুমায়। সে রাতে বিছানায় শুয়ে জেফের কথাই ভাবছিল ট্রেসি। ভাবছিল জেফ ওর কত যত্ন নিয়েছে, ওর সেবা করেছে, ওকে গোসল করিয়ে দিয়েছে। জেফের শক্তিশালী উপস্থিতি টের পাচ্ছে ট্রেসি। ও এতে নিরাপদ বোধ করছে।

একই সঙ্গে নার্ভাসবোধও করছে।

আস্তে আস্তে শরীরের হারানো শক্তি ফিরে পেতে লাগল ট্রেসি। সে এখন জেফের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই ছোট শহরটির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। নুড়ি বেছানো আঁকাবাঁকা রাস্তায় দু'জনে হাঁটে, শহরের বাইরে টিউলিপ ফুলের মাঠে দু'জনে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওরা পনিরের মার্কেটে গেল, মিউনিসিপাল মিউজিয়াম দেখে এল। ট্রেসি অবাক হয়ে দেখে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ডাচ ভাষায় কথা বলছে জেফ।

'তুমি ভাষাটা শিখলে কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'আমার পরিচিত এক ডাচ মেয়ের কাছ থেকে।'

দিন গড়াচ্ছে সে সঙ্গে ট্রেসির তরুণী শরীর তার আগের স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য ফিরে পাচ্ছে। জেফ যখন বুঝল মোটামুটি তাগত এসেছে ট্রেসির গায়ে, বাইসাইকেল ভাড়া করল সে, দু'জনে মিলে গাঁয়ের ধারে গেল হাওয়াকল দেখতে। প্রতিটি দিনই যেন ছুটির দিন। এ দিনগুলো যেন আর শেষ না হয়, ভাবছিল ট্রেসি।

জেফ ট্রেসির কাছে যেন এক জলজ্যান্ত বিস্ময়। ট্রেসির প্রতি তার আচরণ অত্যন্ত নম্র, ভালোবাসায় মেশানো যে কারণে জেফের বিরুদ্ধে ট্রেসির প্রতিরোধগুলো মাখনের মতো গলে যাচ্ছে। তবে কোনো সেক্সুয়াল সুবিধে নেয়নি জেফ। ট্রেসির কাছে সে এক প্রহেলিকা। জেফের সুন্দরী সঙ্গিনীদের কথা চিন্তা করে ট্রেসি। এদের যে কাউকেই চাইলে পেতে পারে জেফ। তাহলে সে কেন পৃথিবীর এক প্রত্যন্ত এলাকায় ট্রেসিকে সঙ্গ দিচ্ছে?

ট্রেসি হঠাৎ আবিষ্কার করল সে এমন সব বিষয় নিয়ে জেফের সঙ্গে কথা বলছে যা কোনোদিন কাউকে বলবে ভাবেনি। ও জেফকে বলল জো রোমানো, টনি ওরসাত্তি, আনিস্টিন লিটলচ্যাপ, বিগ বার্থা এবং ছোট্ট অ্যামি ব্রার্নিগানের কথা। জেফ ওর গল্প শুনে কখনো সহানুভূতি প্রকাশ করল, ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ, কখনো কষ্ট পেল আবার কখনো ক্রোধ ফুটল চেহারায় ওর সঙ্গে লোকের নিষ্ঠুর প্রতারণার কাহিনী জেনে। ও ট্রেসিকে নিজের সৎ মা, উইলি চাচার সঙ্গে কার্নিভালের দিনগুলো, লুইজির সঙ্গে বিয়ে ইত্যাদি সব কথা শেয়ার করল। ট্রেসির কাউকে এত আপন কোনোদিন মনে হয়নি।

হঠাৎই একদিন বিদায় নেয়ার সময় চলে এল।

সকালে জেফ বলল, 'পুলিশ আমাদেরকে খুঁজছে না, ট্রেসি। এখন আমরা মুভ করতে পারব।'

হতাশার ছুরিকাঘাত খেল ট্রেসি, 'ঠিক আছে। কবে?'

'আগামীকাল।'

মাথা দোলাল ট্রেসি। 'আমি সকালে মালপত্র গোছাবো।'

সে রাতে জেগে আছে ট্রেসি, কিছুতেই ঘুম আসছে না। জেফ যেন গোটা ঘর জুড়ে আছে। ওর অস্তিত্ব এমন প্রবলভাবে আগে কখনো অনুভূত হয়নি। জীবনের এ অধ্যায়টুকুর স্মৃতি কোনোদিন ভুলবে না ট্রেসি। কিন্তু তার এখন পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। জেফের খাটিয়ার দিকে তাকাল ট্রেসি

'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?' ফিসফিস করল ও।

'না...

'কী চিন্তা করছ?'

'কালকের কথা। কাল এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবো। খুব মিস করব।'

'আমি তোমাকে মিস করব, জেফ।' অজান্তেই কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে এল ট্রেসির।

খাটিয়ায় উঠে বসল জেফ, তাকাল ওর দিকে। 'কতটা?' নরম গলায় জানতে চাইল।

'ভীষণ।'

এক মুহূর্ত বাদে ট্রেসির বিছানায় চলে এল জেফ। 'ট্রেসি–'

'শ্‌শ্‌শ॥ কথা বোলো না। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরো।'

মখমল স্পর্শ, মৃদু ছোঁয়া, অনুভূতি আর আদর দিয়ে ওটা ধীরগতিতে শুরু হলো। শুরু করল উন্মত্ত ছন্দ তৈরি করতে, তারপর ওটা রূপ নিল তীব্র আনন্দ, সুখ আর বুনো উন্মাদনায়। জেফের লৌহকঠিন পৌরুষ প্রবেশ করল ট্রেসির নরম শরীরে, আঘাত করতে লাগল বারবার, অসহ্য সুখে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল ট্রেসির। মনে হলো ও যেন একটা রংধনুর মাঝখানে চলে এসেছে। বিরাট একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে বসেছে সে, ঢেউটা ক্রমে ওকে ওপর থেকে আরও ওপরের দিকে তুলে দিচ্ছে, তারপর ওর ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটল, ওর গোটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে হ্রাস পেল প্রচণ্ড উত্তেজনা। চোখ বুজল ট্রেসি। টের পেল জেফের ঠোঁট ওর সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওপর থেকে ক্রমে নিচের দিকে নামতে লাগল, তারপর এসে থেমে গেল শরীরের কেন্দ্রস্থলে, আবার তীব্র সুখের ঢেউয়ে ভাসতে লাগল ট্রেসি।

জেফকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ট্রেসি, ওর হার্টবিট অনুভব করছে নিজের বুকের মাঝখানে। ওকে চুমু খেতে লাগল ট্রেসি। হাত দিয়ে ধরল জেফের শক্ত পুরুষাঙ্গ। আদর করতে করতে পুরে নিল মুখে। সুখের আতিশায্যে গুঙিয়ে উঠল জেফ। সে আবার

ঢুকল ট্রেসির শরীরে। আবার শুরু হলো ওটা, আগের চেয়েও বেশি উত্তেজনা, অনেকক্ষণ বেশি সুখকর, এ তীব্র আনন্দের যেন কোনো শেষ নেই।

ওরা সারারাত প্রেম করল। সারারাত গল্প করল। যেন দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ফ্লাডগেট খুলে দেয়া হয়েছে, দু'জনে মনের খুশিতে বাকবাকুম করে চলল। ভোরবেলা, যখন উঁকি দিল সূর্যের প্রথম আলো, জেফ বলল, 'আমাকে বিয়ে করো, ট্রেসি।'

ট্রেসি প্রথমে ভাবল ভুল শুনেছে কিন্তু জেফ যখন দ্বিতীয়বার বলল কথাটা, ও শুধু ফিসফিস করল, 'ইয়েস, ওহ্, ইয়েস!'

কাঁদতে লাগল ট্রেসি, ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল জেফ। আমি আর কোনোদিন একাকী অনুভব করব না, ভাবছিল ট্রেসি। আমরা পরস্পরের জন্য জন্মেছি। আমার সকল আগামীকালের একটি অংশ জেফ।

অবশেষে এসেছে আগামীকাল।

উনসত্তর

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল ট্রেসি, 'তুমি কখন বুঝতে পারলে তুমি আমাকে ভালোবাসো, জেফ?'

'সেফ হাউজে তোমাকে যখন মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখলাম। আমি প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'অথচ আমি ভেবেছি তুমি হিরে নিয়ে কেটে পড়েছ,' বলল ট্রেসি।

ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিল জেফ। 'ট্রেসি, মাদ্রিদের ওই কাজটা আমি টাকার লোভে করিনি। ওটা ছিল একটা খেলা– একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা তো এ জন্যেই এ কাজটাতে দু'জনে আছি, তাই না? তোমাকে একটা ধাঁধা দেয়া হয়েছিল যা দৃশ্যত সমাধান করা সম্ভব নয়। তারপর তুমি ভাবতে শুরু করলে ধাঁধার সমাধানের সত্যি কোনো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ট্রেসি। 'হুঁ। আগে কাজটা করতাম টাকার জন্য। তারপর এতে উত্তেজনার খোরাক পেয়ে যাই আমি। সফল, বুদ্ধিমান, বিবেকবর্জিত মানুষগুলোকে ঠকাতে মজা লাগত আমার। বিপদের কিনারে দাঁড়িয়ে কাজ করতে রোমাঞ্চ বোধ করি আমি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল জেফ তারপর বলল, 'ট্রেসি... তুমি কখনো এ পেশাটা ছেড়ে দেয়ার কথা ভেবেছ?'

বিস্মিত দেখাল ট্রেসিকে। 'ছেড়ে দেব? কেন?'

'আগে আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতাম। এখন সব কিছু বদলে গেছে। তোমার কিছু হলে আমি সহ্য করতে পারব না। শুধুশুধু ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী? আমাদের টাকার অভাব নেই। এ পেশা থেকে আমরা অবসর নিলেই পারি।'

'তাহলে আমরা কী করব, জেফ?'

হাসল জেফ। 'কিছু একটা তো করবই।'

'সিরিয়াসলি, ডার্লিং। আমরা কীভাবে আমাদের জীবন কাটাবো?

'আমাদের যা খুশি তা-ই করব, মাই লাভ। আমরা ঘুরব, ফিরব, নিজেদের শখগুলো পূরণ করব। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল সবসময়ই। আমি তিউনিশিয়া যাবো খনন করতে। আমার এক পুরানো বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম। খননকাজে আমি আর তুমি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারি। আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো।'

'বাহ্, দারুণ!'

'তো তোমার কী মত?'

অনেকক্ষণ জেফের দিকে তাকিয়ে রইল ট্রেসি। 'তোমার যদি তেমনই ইচ্ছে তবে তা-ই হবে।' নরম গলায় বলল ও।

ওকে আলিঙ্গন করল জেফ, হাসতে হাসতে বলল, 'পুলিশের কাছে ফর্মাল অ্যানাউন্সমেন্ট করলে কেমন হয়?'

ট্রেসিও হাসতে লাগল।

এখানকার গির্জাগুলো ভয়ানক পুরানো। কিছু যেন সেই দেবতাদের আমলের, মাঝে মাঝে ডেনিয়েল কুপার বুঝে উঠতে পারে না সে শয়তান নাকি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে। সেন্ট বেভোকার্ক এবং পিয়েটারসকাকের বেগুইন কোট-চার্চ এবং ডেলফটের নিউকার্ক-এর প্রাচীন গির্জাগুলোয় গেল প্রার্থনা করতে। আর সব জায়গায় একটাই প্রার্থনা করল সে *আমি যেমন কষ্ট পাচ্ছি ও-ও যেন তেমনই কষ্ট ভোগ করে।*

পরদিন, জেফ তখন বাইরে, ফোন করলেন গুন্থার হারটগ।

'কেমন আছ তুমি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'চমৎকার,' জানালো ট্রেসি।

ট্রেসির অসুস্থতার খবর শোনার পরে প্রতিদিন ফোন করেছেন গুন্থার। জেফ আর ওর সম্পর্কের কথা এখুনি গুন্থারকে জানাবে না ঠিক করেছে ট্রেসি। আরও কিছুদিন ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে গোপন রাখতে চাইছে ও, সম্পর্কটা পরীক্ষা করবে, সযত্নে লালন করবে।

'জেফের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে তো?'

হাসল ট্রেসি। 'খুবই ভালো যাচ্ছে।'

'আবার একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাবটি ভেবে দেখবে?'

এখন কথাটা বলার সময় এসেছে। 'গুন্থার... আমরা এ কাজ ছেড়ে দেব।'

ওপ্রান্তে খানিক নীরবতা। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'জেফ এবং আমি– জেমস ক্যাগনির পুরানো ছবিগুলোর মতো করে বলছি– সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করব।'

'কী? কিন্তু... কেন?'

'জেফের ইচ্ছে তা-ই। আমিও রাজি। আর কোনো ঝুঁকির মধ্যে আমরা যাবো না।'

'যদি বলি তোমাদেরকে দুই মিলিয়ন ডলার করে দেব এবং কাজটাতে কোনো ঝুঁকি থাকবে না?'

'প্রস্তাবটা পেলে আমি খুব হাসব, গুন্থার।'

'ঠাট্টা নয়, ডিয়ার। তোমাদেরকে আমস্টারডাম যেতে হবে, তোমরা এখন যেখানে আছ ওখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা এবং–

'তুমি বরং অন্য কারো কথা চিন্তা করো।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন গুন্থার। 'এটা অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। জেফের সঙ্গে নিয়ে অন্তত আলোচনা তো করা যায়, নাকি?'

'তা করা যায়। তবে তাতে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

'সন্ধ্যার সময় তোমাকে আবার ফোন করব।'

জেফ ফেরার পরে গুন্থারের সঙ্গে দূরালাপনের বিষয়টি তাকে জানালো ট্রেসি।

'ওকে কি বলোনি আমরা আর আইনবিরোধী কোনো কাজের সঙ্গে জড়াব না?

'বলেছি, ডার্লিং। বলেছি এ কাজের জন্য অন্য কাউকে নিয়ে যেন ভাবেন।'

'কিন্তু উনি মনে হয় তা করবেন না,' অনুমান করল জেফ।

'উনি আমাদেরকেই চাইছেন। বলছেন এতে নাকি কোনো ঝুঁকি নেই এবং স্বল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা একেকজন দু'মিলিয়ন ডলার করে পাবো।'

'তার মানে কাজটা যা-ই হোক ওখানে ফোর্টনক্সের মতো প্রহরা থাকবে।'

'কিংবা প্রাডো,' রসিকতা করল ট্রেসি।

হাসল জেফ। 'ওটা তোমার একটা অসাধারণ প্ল্যান ছিল, সুইটহার্ট। জানো, ওই ঘটনার পর থেকে আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই।'

'তুমি আমার *গোয়া* চুরি করার পর থেকে আমি তোমাকে অপছন্দ করতে শুরু করি।'

'কথাটা সত্যি নয়,' বলল জেফ, 'তার আগে থেকেই তুমি আমাকে অপছন্দ করতে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল ট্রেসি। 'সে যাকগে, গুন্থারকে আমরা কী বলব?'

'বলেই তো দিয়েছ। আমরা আর ওসব কাজ করব না।'

'অন্তত মানুষটার কথা শোনা তো উচিত?'

'ট্রেসি, আমরা একমত হয়েছিলাম যে—'

'আমরা তো এমনিতেও আমস্টারডাম যাচ্ছি, তাই না?'

'যাচ্ছি, তবে—'

'ওখানে যখন যাচ্ছিই, গুন্থারের বক্তব্য শুনতে দোষ কী?'

জেফ সন্দেহের চোখে ওকে দেখল। 'তুমি কাজটা করতে চাইছ, তাই না?'

'একদমই না! তবে ওনার কথা শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না...

পরদিন আমস্টারডাম চলে এল ওরা, উঠল আমস্টেল হোটেলে। গুন্থার হারটগ লন্ডন থেকে উড়ে এলেন ওদের সঙ্গে দেখা করতে।

আমস্টেল রিভারে, প্লাস মোটর লঞ্চে ট্যুরিস্ট হিসেবে উঠল ওরা তিনজন। কথা হলো ওখানে বসে।

'তোমরা দু'জনে বিয়ে করছ শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি,' বললেন গুন্থার। তোমাদের জন্য আমার উষ্ণতম অভিনন্দন রইল।'

'ধন্যবাদ, গুন্থার,' ট্রেসি জানে মানুষটা অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলেছেন কথাটা।

'তোমরা এ পেশা ছেড়ে দিতে চাইছ, তোমাদের সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান জানাই। তবে এমন একটা কাজ এসেছে হাতে যে তোমাদেরকেই না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কাজটা করতে পারলে অনেক টাকা পাবে।'

‘আমরা শুনছি,’ বলল ট্রেসি।

সামনে ঝুঁকে এলেন গুন্থার, নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। শেষ করে বললেন, ‘কাজটা করে দাও, দু’মিলিয়ন ডলার করে পাবে প্রত্যেকে।’

‘এ অসম্ভব একটা কাজ,’ ঘোষণার সুরে বলল জেফ। ‘ট্রেসি–’

ট্রেসি ওর ডাক শুনতে পেল না। সে তখন কাজটা কীভাবে করবে সে চিন্তায় বিভোর।

মারনিক্স স্ত্রাত এবং ইলান্দগ্রাচটের মোড়ে অবস্থিত আমস্টারডামের পুলিশ সদর দপ্তরের বাদামী ইটের সদর দপ্তরটি। গ্রাউন্ড ফ্লোরের লম্বা, সাদা সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া করিডোরটি গিয়ে ঠেকেছে মার্বেল পাথরের সিড়ির মাথায়। সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলে প্রথমেই অধিবেশন কক্ষ। গ্রিনটিপোলিটির সভা বসেছে আজ ওখানে। কামরায় দু’জন ডাচ গোয়েন্দার সঙ্গে একমাত্র বিদেশি লোকটি হলো ডেনিয়েল কুপার।

দৈত্যাকার ইন্সপেক্টর ডুপ ভ্যান ডুরেনের মাংসল মুখখানায় প্রকাণ্ড গোঁফ, গলা না যেন বজ্রের হুংকার। তিনি সিটি পুলিশ প্রধান, যোগ্য এবং দক্ষ চিফ কমিশনার টুড উইলেমসের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন।

আজ সকালে আমস্টারডাম এসে পৌঁছেছে ট্রেসি হুইটনি– চিফ কমিশনার। ইন্টারপোল নিশ্চিত ডি বিয়ার্সের হিরা সে-ই চুরি করেছে। মি. কুপারের ধারণা ট্রেসি হল্যান্ডে এসেছে আরেকটি অপকর্ম করতে।’

চিফ কমিশনার উইলেমস ফিরলেন কুপারের দিকে। ‘কিন্তু আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি মি. কুপার?’

ডেনিয়েল কুপারের প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সে ট্রেসি হুইটনির শরীর এবং আত্মা সবই চেনে। অবশ্যই সে এখানে এসেছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, এমন কিছু সে করবে যা তাদের কল্পনাতেও নেই। নিজেকে শান্ত রাখতে জোর খাটাতে হলো ডেনিয়েল কুপারকে।

‘কোনো প্রমাণ নেই। এ জন্যেই ও হাতেনাতে ধরা পড়বে।’

‘কিন্তু তাকে ধরতে হলে আমাদের কী করতে হবে?’

‘মহিলাকে কোনোভাবেই আমাদের চোখের আড়াল হতে দেয়া যাবে না।’

‘আমাদের’ শব্দটি বিব্রত করল চিফ কমিশনারকে। তিনি প্যারিসে ইন্সপেক্টর ট্রিগন্যান্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর ভাষায় *কুপার ভয়ানক খামখেয়ালী। তবে সে জানে সে কী করছে। আমরা যদি ওর কথা মতো কাজ করতাম তাহলে হুইটনি মেয়েটাকে হাতেনাতে ধরতে পারতাম।*

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন টুড উইলমেস। ফরাসি পুলিশ ছিনতাই হওয়া ডি বিয়ার্সের হিরে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু ডাচ পুলিশ সফল হবে। ট্রেসি হুইটনিকে তারা পাকড়াও করবে।

‘বেশ,’ বললেন চিফ কমিশনার। ‘মহিলা যদি আমাদের পুলিশ দলের দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য এসে থাকে, আমরা তাকে স্বাগত জানাই।’ তিনি ইন্সপেক্টর ভ্যান

ডুরেনের দিকে তাকালেন।

'প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ আপনি নিতে পারবেন।'

আমস্টারডাম শহরটিকে ভাগ করা হয়েছে দু'টি পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে। প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট যে যার এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত। ইন্সপেক্টর ডুপ ভ্যান ডুরেনের কাছ থেকে আদেশ পাবার পরে সীমান্ত প্রতিবন্ধকতা বলে কিছু থাকল না। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ডিটেকটিভরা সার্ভিলেন্স টিম গঠন করার জন্য একত্রিত হলো। 'আমি চাই ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা তোমরা নজর রাখবে। কোনোভাবেই চোখের আড়াল হতে দেবে না।'

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন ঘুরলেন ডেনিয়েল কুপারের দিকে।।

'কী, মি. কুপার, এবারে খুশি তো?'

'ওকে হাতের মুঠোয় পাবার আগ পর্যন্ত নয়।'

'পাবো,' ওকে আশ্বস্ত করলেন ইন্সপেক্টর। 'মি. কুপার, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুলিশ বাহিনীটি আমাদের বলে আমরা গর্ব করি।'

আমস্টারডাম ট্যুরিস্টদের স্বর্গ। হাওয়া কল, বাধ, সারির পর সারি ঢালু ছাদের বাড়িগুলো একটি আরেকটির গায়ে হেলে আছে বৃক্ষশোভিত খালের তীরে। খালে ভাসছে জেরানিয়াম আর লতাপাতা দিয়ে সুসজ্জিত হাউসবোট, বাতাসে পতপত করে উড়ছে শুকাতে দেয়া কাপড়চোপড়। ডাচদের মতো এমন বন্ধুবৎসল মানুষ জীবনে দেখেনি ট্রেসি।

'ওদেরকে দেখে মনে হয় ওরা সবাই খুব সুখে আছে,' বলল ট্রেসি।

'ভুলে যেয়োনা এরা টিউলিপ ফুলের দেশের মানুষ।'

হেসে উঠে জেফের একটা বাহু জড়িয়ে ধরল ট্রেসি। ওর সঙ্গে থাকতে এত ভালো লাগে! *দারুণ একটা মানুষ।* আর ট্রেসির দিকে তাকিয়ে জেফ ভাবছিল *ওর মতো প্রেমিকা পেয়ে আমি পৃথিবীর সৌভাগ্যতম পুরুষ।*

ট্যুরিস্টরা যেসব জায়গায় ঘুরতে যায় জেফ এবং ট্রেসি সেসব জায়গাতেই গেল। আর ওদেরকে সবখানে ছায়ার মতো অনুসরণ করল জিমিটিপোলিটির গোয়েন্দা পুলিশ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গোয়েন্দারা ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনকে লিখিত যে রিপোর্ট দেয় তাতে অস্বাভাবিক কিছুই থাকে না। কিন্তু ডেনিয়েল কুপারের সন্দেহ তাতে দূর হয় না। সে ভাবে, *ট্রেসির মনে কোনো মতলব নিশ্চয় আছে। বড় কোনো মতলব। আচ্ছা, ও কি জানে ওর পেছনে ফেউ লেগেছে? জানে কি আমি ওকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর?*

গোয়েন্দারা জেফ আর ট্রেসির পিছু নিয়ে দেখেছে এরা ট্যুরিস্ট ছাড়া কিছু নয়।

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন জিজ্ঞেস করলেন কুপারকে, 'আপনার মনে হয় না আপনি ভুল করছেন? ওরা হয়তো হল্যান্ডে ঘুরতেই এসেছে?'

'না,' একগুঁয়ে সুরে জবাব দিল কুপার। 'আমি কোনো ভুল করছি না। ওর পিছু নিতে থাকুন।' তার মন কুডাক ডাকছে, মনে হচ্ছে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। ট্রেসি হুইটনি খুব শীঘ্রি যদি তার মতলব হাসিল করতে না এগোয়, পুলিশ সার্ভিলেন্স হয়তো আবার প্রত্যাহার করা হবে। তা হতে দেয়া যাবে না।

আমস্টেল হোটেলে পাশাপাশি রুম নিয়েছে ট্রেসি এবং জেফ।

'শুধুমাত্র তোমাকে সম্মান জানানোর জন্য,' ট্রেসিকে বলছে জেফ। 'তবে আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে থাকতে দেব না।'

'প্রমিজ?'

প্রতিদিন রাতে জেফ ট্রেসির সঙ্গে থাকে, খুব ভোরে ফিরে যায় নিজের ঘরে। রাতে ওরা প্রেম করে। শয্যাসঙ্গী হিসেবে অতুলনীয় জেফ, তার বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সে শয্যায় কখনো কোমল, কখনো সুবিবেচক, কখনো বুনো আবার কখনো বা উদ্দাম।

'এই প্রথম,' ট্রেসি ফিসফিস করে বলে জেফকে, 'আমি বুঝতে পারলাম আমার শরীরটি আসলে কীসের জন্য। ধন্যবাদ, মাই লাভ।'

'দ্য প্লেজার'স অল মাইন।'

'ওনলি হাফ।'

সত্তর

ওরা দু'জন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল শহর। হোটেল ডি ল' ইউরোপের এক্সেলসিয়র-এ লাঞ্চ করল, ডিনার সারল বোডেরিতে, ইন্দোনেশিয়ান বালিতে পরিবেশিত বাইশটা কোর্সের সব গলাধকরণ করল। ওরা ঘুরতে গেল Walletjes-এ আমস্টারডামের বেশ্যাপল্লী এটা, ওখানে কিমোনো পরা স্থূলদেহী বেশ্যারা জানালার ধারে বসে থাকে খদ্দেরের আশায়। প্রতি সন্ধ্যায় ইন্সপেক্টর ডুপ ভ্যান ডুরেনের কাছে যে লিখিত রিপোর্টটি পাঠানো হয় তাতে প্রতিবারই লেখা হয় *সন্দেহজনক কিছু নেই।*

ধৈর্য্য ধরো, নিজেকে বলে ডেনিয়েল কুপার। *ধৈর্য্য ধরো।*

কুপারের পীড়াপীড়িতে ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন গেলেন চিফ কমিশনার উইলেমসের কাছে এ অনুমতি আনতে যে সন্দেহভাজন দু'জনের ঘরে যেন আড়িপাতার যন্ত্র বসানো যায়। কিন্তু অনুমতি দেয়া হলো না।

'সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে যখন সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাবেন,' বললেন চিফ কমিশনার। 'সেদিন আমার কাছে আসবেন। তার আগে হল্যান্ড বেড়াতে আসার অপরাধে আমি দুটি মানুষের হোটেল কক্ষে আড়িপাতার অনুমতি দিতে পারব না।'

এসব কথা হয়েছিল শুক্রবার। সোমবার সকালে টেসি আর জেফ গেল কস্টারে, পাউলাস পটার স্ত্রাতে। এ হলো আমস্টারডামের হিরক কেন্দ্র। নেদারল্যান্ড-এর ডায়মন্ড কাটিং ফ্যাক্টরি দেখার উদ্দেশ্য ওদের। সার্ভিলেন্স টিমের একজন সদস্য ডেনিয়েল কুপার। কারখানাটি ট্যুরিস্টদের ভিড়ে সরগরম। ইংরেজি ভাষী একজন গাইড তাদেরকে কারখানা ঘুরিয়ে দেখাল। কীভাবে হিরে কাটা হয় তা ব্যাখ্যা করল। ট্যুরের শেষে দলটি ঢুকল বৃহদায়তন একটি ডিসপ্লে রুমে, এখানে দেয়ালে সার বেঁধে দাঁড় করানো বিক্রির জন্য হিরের শোকেস। এটি দেখাই ট্যুরিস্টদের মূল উদ্দেশ্য। ঘরের মাঝখানে, একটি লম্বা, কালো পেডেস্টালের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি গ্লাস কেস। কাচের কেসটির মধ্যে শোভা পাচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর একখানা হীরকখণ্ড। অমন চমৎকার হিরে জীবনে দেখেনি ট্রেসি।

গাইড গর্বভরে ঘোষণা করল, 'এবং এখানে ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বখ্যাত লুকানান হিরে যার কথা কাগজে পড়েছেন আপনারা। একজন মঞ্চাভিনেতা তার চিত্রতারকা স্ত্রীকে একবার এ হিরেটি কিনে দিয়েছিলেন, হিরেটির দাম দশ মিলিয়ন ডলার। এটি একটি অপূর্ব রত্ন, পৃথিবীর সেরা হিরের অন্যতম।'

'রত্নচোরদের নিশ্চয় এ হিরের ওপর লোভ আছে, চড়া গলায় বলল জেফ।

সামনে এগিয়ে গেল ডেনিয়েল কুপার যাতে ভালোভাবে শুনতে পায়।

অবজ্ঞাভরে হাসল গাইড। 'Nee, mijhneer.' শোকেসের কাছে দাঁড়ানো সশস্ত্র একজন প্রহরীর দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'টাওয়ার অব লন্ডনের রত্নরাজির চেয়ে এ হিরকখণ্ডটি অনেক বেশি সতর্কভাবে পাহারা দেয়া হয়। এখানে বিপদের কোন আশংকা নেই। কেউ গ্লাস কেসটি স্পর্শ করামাত্র বেজে উঠবে অ্যালার্ম– সঙ্গে সঙ্গে এ ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। রাতের বেলা অন করে রাখা হয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, কেউ ঘরে ঢুকলেই পুলিশ সদর দপ্তরে বেজে উঠবে অ্যালার্ম।'

গোয়েন্দাদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল কুপার। সেদিন বিকেলে এ বিষয়ে রিপোর্ট দেয়া হলো ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনকে।

পরদিন ট্রেসি আর জেফ গেল রিজক মিউজিয়ামে। প্রবেশপথে জাদুঘরের একটি ডাইরেক্টরি প্ল্যান কিনল জেফ। মেইন হল দিয়ে ওরা গ্যালারি অব অনর-এ প্রবেশ করল। এখানে ফ্রা অ্যাঞ্জেলিনো, মুরিল্লো, রুবেন, ভ্যান ডাইক আর ট্রিপোলির ছবিতে বোঝাই। প্রতিটি ছবি দেখল ওরা খুঁটিয়ে, তারপর গেল নাইট ওয়াচ রুমে। এখানে রেমব্রান্ডটের সবচেয়ে দামী ছবিগুলো রাখা হয়েছে। প্রতিটি ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখল ওরা দু'জন। জেফ গার্ডের দিকে ফিরে বলল, 'ছবিগুলো সুরক্ষিত তো?'

'Ja, mijhneer' কেউ এ জাদুঘর থেকে কিছু চুরি করতে চাইলে তাকে ইলেকট্রনিক বিম এবং সিকিউরিটি ক্যামেরার বাধা পেরুতে হবে। আর রাতের বেলা দু'জন গার্ড কুকুর নিয়ে পাহারা দেয়। হাসল জেফ। 'আশা করি ছবিগুলো সারাজীবন নিরাপদেই থাকবে।'

সেদিন বিকেলে ভ্যান ডুরেনের কাছে রিপোর্ট পৌঁছালে তিনি উত্তেজিত হয়ে চেঁচালেন। 'দ্য নাইট ওয়াচ! Alstublieft, অসম্ভব!'

ডেনিয়েল কুপার কিছু না বলে ক্ষীণদৃষ্টির চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ইন্সপেক্টরের দিকে।

আমস্টারডাম কনভেনশন সেন্টারে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের অধিবেশন হচ্ছিল। ট্রেসি আর জেফ সবার আগে ওখানে হাজির হলো। হলঘরটি গিজগিজ করছে সশস্ত্র প্রহরীতে কারণ কিছু ডাকটিকিট খুবই দামী। কুপার এবং একজন ডাচ গোয়েন্দা দেখছিল ট্রেসি আর জেফ দুর্লভ ডাকটিকিট সংগ্রহ ঘুরে ঘুরে দেখছে। ছয়কোণা, কুৎসিত দর্শন, ব্রিটিশ গায়ানা স্ট্যাম্পটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দু'জন।

'কি বিশ্রী ডাকটিকিট,' মন্তব্য করল ট্রেসি।

'অমনভাবে বলে না, এরকম ডাকটিকিট পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।'

'এর দাম কত?'

‘এক মিলিয়ন ডলার।’

মাথা ঝাঁকাল অ্যাটেনডেন্ট। ‘ঠিকই বলেছেন, স্যার। এ স্ট্যাম্পটি দেখে বেশিরভাগ মানুষ এর মূল্য বুঝতে পারে না। কিন্তু স্যার আপনি বুঝতে পেরেছেন। এসব ডাকটিকিটের মধ্যেই তো লেখা থাকে পৃথিবীর ইতিহাস।’

ট্রেসি আর জেফ পাশের কেসটিতে এগিয়ে গেল। এটি ইনভার্টেড জেনি স্ট্যাম্প, একটি বিমান দেখা যাচ্ছে উল্টোভাবে উড়ছে।

‘এটা দেখতে মন্দ নয়,’ বলল ট্রেসি।

স্ট্যাম্প কেস পাহারা দেয়া অ্যাটেনডেন্ট বলল, ‘এটির দাম–’

‘পঁচাত্তর হাজার ডলার,’ মন্তব্য করল জেফ।

‘জ্বী, স্যার। ঠিক বলেছেন।’

ওরা এগিয়ে গেল হাইওয়াইয়ান মিশনারি টু-সেন্ট ব্লু স্ট্যাম্পের দিকে।

‘এটির দাম পঁচিশ হাজার ডলার,’ ট্রেসিকে বলল জেফ।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে ওদেরকে অনুসরণ করছিল ডেনিয়েল কুপার।

ট্রেসি স্ট্যাম্প দেখতে দেখতে বলল, ‘এতো ছোট ছোট ডাকটিকিট। এগুলো তো যে কেউ চুরি করতে পারে।’

কাউন্টারের গার্ড হাসল, ‘চোর বেশি দূর এগোতে পারবে না, মিস। গ্লাস কেসগুলো ইলেকট্রনিক তার দিয়ে মোড়া আর সশস্ত্র গার্ডরা দিনরাত পাহারা দিয়ে চলেছে কনভেনশন সেন্টার।’

সেদিন বিকেলে ডেনিয়েল কুপার, ইন্সপেক্টর ডুপ ভ্যান ডুরেন এবং চিফ কমিশনার উইলেমস মিটিং করলেন। ভ্যান ডুরেন সার্ভিলেন্স রিপোর্ট দিলেন কমিশনারকে। তাঁর পড়ার জন্য অপেক্ষা করলেন।

রিপোর্ট পড়া শেষ করে চিফ কমিশনার বললেন, ‘এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা নেই। তবে আমারও ধারণা আপনাদের সাসপেক্টদ্বয় অত্যন্ত লোভনীয় কোনো টার্গেটের জন্য ঘুরঘুর করছে। ঠিক আছে, ইন্সপেক্টর। চালিয়ে যান। ওদের হোটেল রুমে আড়িপাতা যন্ত্র স্থাপনের অফিশিয়াল অনুমতি দেয়া হলো আপনাকে।’

উল্লাসবোধ করল ডেনিয়েল কুপার। ট্রেসি হুইটনির আর গোপন বলে কিছু থাকবে না। ও কী ভাবছে, কী বলছে, কী করছে এখন থেকে সব জানতে পারবে কুপার। ট্রেসি আর জেফকে একত্রে বিছানায় কল্পনা করল ও, চোখে ভাসল ট্রেসির আন্ডারওয়্যার নিজের গালে ঘষার দৃশ্য। কী নরম, কী মিষ্টি গন্ধ!

সেদিন বিকেলে ও গির্জায় গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় ট্রেসি আর জেফ ডিনার করতে হোটেল থেকে বেরিয়েছে। পুলিশের একদল টেকনিশিয়ান কাজে লেগে গেল। তারা ট্রেসি এবং জেফের সুইটে ছোট ছোট তারবিহীন ট্রান্সমিটার বসাল ছবির পেছনে, বাতির মধ্যে, এবং বেডসাইড টেবিলের নিচে।

ইন্সপেক্টর জুপ ভ্যান ডুরেন ট্রেসিদের সুইটের ঠিক ওপরতলার একটি সুইট দখল করেছিলেন। সেখানে একজন টেকনিশিয়ান অ্যান্টেনাসহ একটি রেডিও রিসিভার বসিয়ে দিল, ওটার প্লাগ ঢুকল একটি রেকর্ডারে।

'এটি ভয়েস অ্যাকটিভেটেড,' ব্যাখ্যা দিল টেকনিশিয়ান, 'এখানে বসে কারও মনিটর করার দরকার নেই। কেউ কথা বললে নিজে নিজেই রেকর্ড হয়ে যাবে সবকিছু।'

কিন্তু ডেনিয়েল কুপার ওখানে থাকতে চাইল। তাকে ওখানে থাকতেই হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাও তাই।

একাত্তর

পরদিন ভোরের দিকে ডেনিয়েল কুপার, ইন্সপেক্টর জুপ ভ্যান ডুরেন এবং তাঁর তরুণ সহকারী ডিটেকটিভ কনস্টেবল উইটক্যাম্প হোটেলের সুইটে বসে নিচ তলার আলাপচারিতা শুনছিল।

'আরেকটু কফি নেবে?' জেফের কণ্ঠ।

'না, ধন্যবাদ, ডার্লিং,' ট্রেসির গলা। 'রুম সার্ভিস এ পনিরটা দিয়ে গেছে, খেয়ে দ্যাখো। খুব মজা।'

স্বল্প বিরতি। 'উমম্! দারুণ। আজ কী করছ, ট্রেসি? গাড়ি নিয়ে রটারডাম যেতে পারি।'

'তারচেয়ে বরং হোটেলে থেকে একটু রিল্যাক্স করি না কেন?'

'তাও করা যায়।'

'রিল্যাক্স।' শব্দটির মানে বুঝতে পেরেছে ডেনিয়েল কুপার, তার মুখ শক্ত হয়ে গেল।

'রানি এতিমদেরকে একটি নতুন বাড়ি উপহার দিচ্ছেন।'

'বাহ্, চমৎকার। ডাচরা আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে অতিথিপরায়ণ এবং বন্ধুবৎসল মানুষ। ওরা নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না।'

হাসি। 'এজন্যেই তো ওদেরকে আমরা এত পছন্দ করি।'

'ভালো কথা,' ভেসে এল জেফের গলা– 'জানো এ হোটেলে কে উঠেছেন? সেই বিখ্যাত ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট। ওকে কুইন এলিজাবেথ-২তে আমি নাগালে পাইনি।'

'আর ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে তাকে আমি ধরতে পারিনি।'

'লোকটি বোধহয় আরেকটি কোম্পানির সর্বনাশ করতে এখানে এসেছেন। ওকে যেহেতু আবার পাওয়া গেছে, ট্রেসি, এবারে কিছু একটা করা দরকার। মানে যতদিন উনি আমাদের পড়শি হয়ে আছেন...।

ট্রেসির হাসির আওয়াজ। 'আমি এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না, ডার্লিং।'

'শুনেছি আমাদের বন্ধুটির নাকি বেড়ানোর সময় বহুমূল্য আর্টিফ্যাক্ট বহন করার অভ্যাস। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে–'

এবারে আরেকটি নারী কণ্ঠ শোনা গেল। Dag, mijhner, dwg, mevra. আপনাদের ঘরটি এখন ঝাঁট দেবো?'

ভ্যান ডুরেন তাকালেন ডিটেকটিভ কনস্টেবল উইটক্যাম্পের দিকে। 'ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্টের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করো। হুইটনি কিংবা স্টিভেন্স যখনই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তা জানতে চাই।'

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন রিপোর্ট করলেন চিফ কমিশনার টুড উইলেমসকে।

'তারা যে কোনো টার্গেটের পেছনে ধাওয়া করতে পারে, চিফ কমিশনার। অনেকগুলো টার্গেট রয়েছে তাদের। ওরা ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট নামে এক ধনী আমেরিকানের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। ইনি ওদের হোটেলেই উঠেছেন। ওরা ডাকটিকিট প্রদর্শনীতে গেছে, দেখে এসেছে নেদারল্যান্স ডায়মন্ড-কাটিং ফ্যাক্টরির লুকালান হিরে, দু'ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে দ্য নাইট ওয়াচ-এ–'

'Een diefstal van de natutwacat? nee! অসম্ভব!'

চিফ ইন্সপেক্টর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভাবছিলেন, তিনি বেহুদাই মূল্যবান সময় এবং লোকবল নষ্ট করছেন কিনা। অনুমান আর সন্দেহ আছে বিস্তর কিন্তু যথেষ্ট ফ্যাক্টস নেই। 'তার মানে এ মুহূর্তে ওদের আসল টার্গেট সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।'

'না, চিফ কমিশনার। ওরা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে ওরা কিছু টার্গেট করলেই আমরা তা জানতে পারবো।'

ভুরু কোঁচকালেন উইলেমস। 'জানতে পারবে?'

'ছারপোকা,' ব্যাখ্যা দিলেন ভ্যান ডুরেন। 'ওরা জানে না যে ওদের ঘরে ছারপোকা আছে।'

পরদিন সকাল ন'টায় পুলিশ একটা রাস্তা খুঁজে পেল। ট্রেসি এবং জেফ ট্রেসির সুইটে বসে নাশতা খাচ্ছিল। ওদের ঠিক ওপরের কামরায় বসে ওদের কথা শুনছিল ডেনিয়েল কুপার, ইন্সপেক্টর জুপ ভ্যান ডুরেন এবং ডিটেকটিভ কনস্টেবল উইটক্যাম্প। ওরা কফি ঢালবার শব্দ শুনল।

'একটা মজার আইটেম পেয়ে গেছি, ট্রেসি। আমাদের বন্ধুটি ঠিকই বলেছিল। আমরো ব্যাংক পাঁচ মিলিয়ন ডলারের সোনা পাঠাচ্ছে ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজে।'

'পাঁচ মিলিয়ন ডলারে সোনার ওজন কত গো?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'সঠিক হিসেবটাই তোমাকে বলি– সাতষট্টি সোনার বারের ওজন হবে এক হাজার ছয়শো বাহাত্তর পাউন্ড। সোনা এমন অদ্ভুত সুন্দর একটি জিনিস যা গলিয়ে ফেললেই তার আর কোনো মালিকানা থাকে না। যে কেউ ওই সোনার মালিক হতে পারে। তবে অতগুলো সোনার বার নিয়ে হল্যান্ড থেকে বেরুনোটা সহজ হবে না।'

'যদি বেরুবার রাস্তা খুঁজেও পাই কিন্তু ওই সোনা হাতে পাবে কী করে তুমি? ব্যাংকে ঢুকে সোনা নিয়ে আসবে?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'ইয়ার্কি কোরো না।'

'আমি অত টাকার বিষয় নিয়ে কখনো ইয়ার্কি করি না। চলো, আমরো ব্যাংকে গিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসি।'

'তোমার মতলবটা কী?'

'খেতে খেতে বলব।'

তারপর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। আর কারো কথা শোনা গেল না।

ঘনঘন গোঁফ মোচরাতে শুরু করলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন।

'Nee! ওই সোনা ওরা হাতাতে পারবে না কিছুতেই। আমি নিজে ওই ব্যাংকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি।'

ভাবলেশশূন্য গলায় বলল ডেনিয়েল কুপার। 'ব্যাংকের সিকিউরিটি সিস্টেমে কোনো ফুটো থাকলে ট্রেসি হুইটনির নজর তা এড়াবে না।'

বোমার মতো বিস্ফোরিত হতে গিয়েও রাগটাকে অনেক কষ্টে দমন করলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন। কুৎসিত দর্শন এ আমেরিকানটা এখানে আসার পর থেকে প্রচণ্ড বিরক্তির উদ্রেক করছে। একে সহ্য করা যে কী কঠিন! কিন্তু ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন আগাপাশতলা একজন পুলিশম্যান; এই বেঁটে, অদ্ভুত লোকটাকে সহযোগিতা করার হুকুম পেয়েছেন তিনি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ তিনি অমান্য করতে পারেন না।

ইন্সপেক্টর উইটক্যাম্পের দিকে ফিরে বললেন, 'সার্ভিলেন্স ইউনিটের সংখ্যা বাড়াবে তুমি। এক্ষুনি। ওরা যাদের সঙ্গেই কথা বলুক না কেন তাদের সবার ছবি আমি চাই এবং কী কথা বলেছে তাও জানতে চাই। ক্লিয়ার?'

'জ্বী, ইন্সপেক্টর।'

ভ্যান ডুরেন ফিরলেন কুপারের দিকে। 'কী, এখন আরেকটু নিশ্চিতবোধ করছেন তো?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজনবোধ করল না ডেনিয়েল কুপার।

পরবর্তী পাঁচদিন ট্রেসি এবং জেফ ব্যস্ত রাখল ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনের লোকদের। দৈনন্দিন প্রতিটি রিপোর্ট সাবধানে পরীক্ষা করল ডেনিয়েল কুপার। রাতের বেলা, অন্যান্য গোয়েন্দারা চলে যাবার পরেও সুইটে থেকে যায় সে। নিচের সুইটের বাসিন্দাদের প্রেম করার শব্দ আর আওয়াজ শুনবার জন্য কান পাতে! শুনতে পায় না কিছুই তবে সে কল্পনায় দেখে গোঙ্গাচ্ছে ট্রেসি, 'ওহ্, ইয়েস, ডার্লিং, ইয়েস, ইয়েস। ওহ্, গড, আমি আর সহ্য করতে পারছি না... কী যে সুখ তুমি আমায় দিচ্ছ...এখন... ওহ্....এখন হবে আমার.....

তারপর লম্বা, কাঁপাকাঁপা নিশ্বাসের শব্দ, এরপর নরম, মখমল নৈশব্দ।

শীঘ্রি তুমি আমার হবে, ভাবে কুপার। *অন্য কেউ তোমাকে পাবে না।*

দিনের বেলা, ট্রেসি এবং জেফ গেল যে যার কাজে, তাদের পেছনে আঠা হয়ে লেগে রইল গোয়েন্দার দল, লিডসপ্লিন-এ একটি ছাপাখানার দোকানে ঢুকল জেফ, দুই গোয়েন্দা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখল ও ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে। জেফ ওখান থেকে বেরুবার পরে একজন গোয়েন্দা ওর পিছু নিল। অপরজন ঢুকল দোকানে, ছাপাখানার মালিককে নিজের পরিচয়পত্র দেখাল।

'যে মানুষটি এইমাত্র এখান থেকে চলে গেল কী জন্য এসেছিল সে?'

'বিজনেস কার্ড ছাপাতে।'

'দেখিতো।'

ছাপাখানার মালিক গোয়েন্দাকে হাতে লেখা একটি ফর্ম দিল

আমস্টারডাম সিকিউরিটি সার্ভিস
কর্নেলিয়াস উইলসন, চিফ ইনভেস্টিগেটর

পরদিন লিডসপ্লেন-এ একটি পেটশপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কনস্টেবল ফন্টেমাস ফিয়েন হিউর। ট্রেসি দোকানে ঢুকেছে। মিনিট পনেরো বাদে সে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ফিয়েন হিউর ঢুকল দোকানে, দোকানীকে নিজের আইডি কার্ড দেখাল।

'যে মহিলাটি এইমাত্র চলে গেল সে কীজন্য এসেছিল?'

'উনি গোল্ডফিশ, দুটো লাভবার্ড, একটি ক্যানারি আর একটি কবুতর কেনার অর্ডার দিয়ে গেলেন।'

আশ্চর্য! 'কবুতর? সাধারণ কবুতর?'

'জ্বী।'

'এ জিনিসগুলো কোথায় পাঠাচ্ছ তুমি?'

'ওনার হোটেলে, আমস্টেল।'

শহরের আরেকপ্রান্তে আমরো ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছিল জেফ। ত্রিশ মিনিট অন্তরঙ্গ আলাপন চলল দু'জনে, জেফ ব্যাংক থেকে বেরুবার পরে, একজন গোয়েন্দা গেল ম্যানেজারের অফিসে।

'যে মানুষটি এইমাত্র বেরিয়ে গেল সে কী জন্য এখানে এসেছিলেন বলা যাবে?'

'মি. উইলসন? উনি আমাদের ব্যাংকের সিকিউরিটি কোম্পানির চিফ ইনভেস্টিগেটর। ওরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশোধন করছেন।'

'সে কি বর্তমান সিকিউরিটি ব্যবস্থা নিয়ে কোনো কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ, অনেক প্রশ্ন করলেন।'

'আর আপনি তাকে সব বলে দিলেন?'

'নিশ্চয়। তবে আগে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি উনি আসল লোক কিনা।'

'কাকে ফোন করেছিলেন?'

'সিকিউরিটি সার্ভিসকে– ওনার পরিচয়পত্রে লেখা ছিল নাম্বারটি।

বেলা তিনটার সময় একটি আর্মারড কার এসে দাঁড়াল আমরো ব্যাংকের সামনে। রাস্তার ওপাশ থেকে ট্রাকের একটি ছবি তুলল জেফ। আর একটি বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার একটি ছবি তুলে নিল একজন গোয়েন্দা।

ইলানগ্রাসে, পুলিশ সদর দপ্তরে, ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন একের পর এক অভিযোগ জড়ো করছিল চিফ কমিশনার টুন উইলেমসের টেবিলে।

'এসব কীসের ইঙ্গিত করছে?' শুকনো, সরু গলায় জিজ্ঞেস করলেন চিফ কমিশনার।

জবাব দিল ডেনিয়েল কুপার। 'এসব ইঙ্গিত করছে ও গোল্ড শিপমেন্ট হাইজ্যাকিংয়ের মতলব করেছে।'

সবাই ওর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

কমিশনার উইলেমস বললেন, 'এবং আশা করি আপনি জানেন সে কীভাবে এ

মিরাকল ঘটাবে?'

'জ্বী, জানি,' কুপার যা জানে ওরা তা জানে না। সে ট্রেসির আত্মা, মন, হৃদয় সব চেনে। সে ট্রেসির ভেতরে প্রবেশ করেছে। তাই সে ট্রেসির মতো ভাবতে পারে, তার মতো প্ল্যান করতে পারে... ওর প্রতিটি পদক্ষেপ আঁচ করতে পারে কুপার।

'সে ভুয়া সিকিউরিটি ট্রাক নিয়ে আসল ট্রাক আসার আগে ব্যাংকে ঢুকে সোনা নিয়ে চম্পট দেবে।'

'এ স্রেফ আপনার কল্পনা, মি. কুপার।'

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন এবারে কথা বললেন, 'ওদের মতলবটা কী ঠিক জানি না আমি তবে ওরা দু'জনে মিলে কিছু একটা প্ল্যান করছে, চিফ কমিশনার। ওদের কথাবার্তা আমরা টেপ করেছি।'

ট্রেসির গোঙানি, ফিসফিসানি, চিৎকারের কথা মনে পড়ল কুপারের। কল্পনায় এসব সে দেখতে পাচ্ছিল। বেশ্যাদের মতো আচরণ করছিল মাগী। বেশ, কুপার ওকে এমন এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেবে যেখানে কোনোদিন কোনো পুরুষ ওকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওরা ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে। ওরা জানে কখন সোনা নিতে আসবে আর্মার্ড ট্রাক এবং–'

চিফ কমিশনার রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছিলেন। 'লাভ বার্ড, কবুতর, গোল্ড ফিশ, ক্যানারি– এসব ফালতু জিনিসের সঙ্গে সোনা ডাকাতির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?'

'না,' বললেন ভ্যান ডুরেন।

'হ্যাঁ,' বলল ডেনিয়েল কুপার।

বাহাত্তর

কনস্টেবল ফাস্টক্লাস ফিয়েন হিউর, পরনে পলেস্টার স্ল্যাক সুট, ট্রেসির পিছু নিয়ে গেল প্রিনসেনগ্রাচ, মাগেরি ব্রিজ এবং ক্যানালের ওপারে। এখানে একটি টেলিফোন বুথে ঢুকতে দেখল সে ট্রেসিকে। পাঁচ মিনিট কথা বলল ট্রেসি ফোন বুথের দরজা আটকে। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কনস্টেবল।

লন্ডন থেকে গুন্থার হারটগ বলছিলেন, 'মার্গোর ওপর ভরসা করা চলে তবে ওকে তো একটু সময় দিতে হবে–কমপক্ষে আরও দুই হপ্তা।' অল্পক্ষণ শুনলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি। সবকিছু রেডি হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। সাবধানে থেকো, আর জেফকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো।'

রিসিভার রেখে বুথ থেকে বেরিয়ে এল ট্রেসি। ফোনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা পলেস্টার স্লাক সুট পরা মহিলার দিকে তাকিয়ে মৃদু নড করল ও।

পরদিন সকাল এগারোটায় একজন ডিটেকটিভ রিপোর্ট করল ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনকে। 'আমি ওন্টার্স ট্রাক রেন্টাল কোম্পানিতে আছি, ইন্সপেক্টর। জেফ স্টিভেন্স এইমাত্র এদের কাছ থেকে একটি ট্রাক ভাড়া করেছে।'

'কী ধরনের ট্রাক?'

'সার্ভিস ট্রাক, ইন্সপেক্টর।'

'ওটার মাপ বলো। আমি ধরে আছি।'

কয়েক মিনিট পরে ফোনে ফিরে এল গোয়েন্দা। 'ওটার ডাইমেনশন নিয়ে এসেছি আমি। ট্রাকটা–'

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন বললেন, 'একটি স্টেপ ভ্যান, কুড়ি ফুট লম্বা, সাত ফুট চওড়া, ছয় ফুট উঁচু, ডুয়াল এক্সেল।'

বিস্মিত শোনাল ডিটেকটিভের কণ্ঠ। 'জ্বী, ইন্সপেক্টর, আপনি কী করে জানলেন?'

'সে তোমার না জানলেও চলবে। ট্রাকের রং কী?'

'নীল।'

'স্টিভেন্সকে অনুসরণের দায়িত্বে আছে কে?'

'জ্যাকবস।'

'Good. আমাকে রিপোর্ট করবে।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডুপ ভ্যান ডুরেন। তাকালেন ডেনিয়েল কুপারের দিকে। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। শুধু ভ্যানটির রং নীল।'

'ও ওটা অটো পেইন্ট শপে নিয়ে যাবে।'

ডামরাকোর একটি গ্যারেজে পেইন্ট শপটি। জেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ওর ভাড়া করা ট্রাকে গান-মেটাল গ্রে রঙ স্প্রে করছে দু'জন লোক। গ্যারেজের ছাদে বসে, স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে ট্রাক রঙ করানোর দৃশ্যটির ছবি তুলে নিল একজন গোয়েন্দা।

এক ঘণ্টা পরেই ছবিগুলো চলে এল ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনের ডেস্কে।

ছবিগুলো ডেনিয়েল কুপারের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। 'আসল সিকিউরিটি ট্রাকের রঙে এ ট্রাকটা রঙ করা হয়েছে। ওদেরকে এখন আমরা পাকড়াও করতে পারি।'

'কীসের চার্জে? ভুয়া বিজনেস কার্ড ছাপানো আর ট্রাক রঙ করার অপরাধে? ওরা যখন সোনা তুলে নেবে ট্রাকে কেবল তখনই ওদের বিরুদ্ধে চার্জ আনা যাবে।'

বাঁটটু হারামজাদা এমন ভাব করছে যেন ও-ই ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে। 'ও এরপরে কী করবে বলে আপনার ধারণা?'

মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখছিল কুপার। 'এ ট্রাক অত ওজনের সোনা বইতে পারবে না। ওদেরকে বাড়তি ফ্লোরবোর্ড লাগাতে হবে।'

মুইডারস্ত্রাতে, পাণ্ডববর্জিত এক এলাকায় ছোট গ্যারেজটি।

'*Goede morgen, mijhneer.* আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'এ ট্রাকে কিছু স্ক্র্যাপ লোহা তুলব,' বলল জেফ। 'কিন্তু ফ্লোরবোর্ড অত ওজন সইতে পারবে না। মেটাল ব্রেস জুড়ে দেবেন ফ্লোরবোর্ডে। পারবেন?'

মেকানিক ট্রাকটি পরীক্ষা করে বলল, '*ja, পারবো।*'

'গুড।'

'শুক্রবার নাগাদ এটা তৈরি করে দিতে পারবো।'

'কিন্তু জিনিসটা যে আমার কালকেই চাই।'

'*Morgen? nee, ik-*

'আপনাকে ডাবল পারিশ্রমিক দেব।'

'*Donderbag*-বৃহস্পতিবার।'

'আগামীকাল।' তিন ডবল টাকা পাবেন।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে থুতনি চুলকাল মেকানিক। 'কাল কখন?'

'দুপুরে।'

'*Ja* আচ্ছা।'

'*Donke jewel,*

'*tot uw dienst.*

জেফ চলে যাবার পরপরই একজন গোয়েন্দা ঢুকল গ্যারেজে মেকানিককে জেরা করতে।

ওই একই দিন সকালে সার্ভিলেন্স এক্সপার্ট টিম ট্রেসির পিছু নিয়ে চলে এল উডম্যানস ক্যানালে। এখানে এক বজরার মালিকের সঙ্গে আধঘণ্টা কথা বলল ট্রেসি।

ট্রেসি চলে যাবার পরে একজন ডিটেকটিভ পা রাখল বজরায়। নিজের পরিচয় দিয়ে মদ্যপানরত বজরার মালিককে জিজ্ঞেস করল 'ভদ্রমহিলা কী বলে গেল?'

'উনি আর ওনার স্বামী ক্যানালে ট্যুর দেবেন। আমার বজরাটি এক সপ্তাহের জন্য ভাড়া করেছেন।'

'ট্যুর শুরু হচ্ছে কবে?'

'শুক্রবার। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে প্রমোদভ্রমণে যেতে চান–'

ডিটেকটিভ চলে গেল।

একটি পাখির খাঁচায় করে অর্ডার দেয়া কবুতরটি ট্রেসির হোটেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। দোকানে ঢুকল ডেনিয়েল কুপার। জেরা করল দোকান মালিককে।

'তুমি ওকে কী ধরনের কবুতর পাঠিয়েছ?'

'সাধারণ কবুতর।'

'তুমি ঠিক জানো ওটা হোমিং পিজিয়ন ছিল না?'

'জ্বী,' খ্যাকখ্যাক করে হাসল লোকটা। 'ওটা পোষা কবুতর না কারণ আমি গতরাতে পাখিটাকে ভনডেলপার্ক থেকে ধরেছিলাম।'

এক হাজার পাউন্ড ওজনের সোনা এবং সাধারণ কবুতর? কেন? অবাক হলো ডেনিয়েল কুপার।

আমরো ব্যাংক থেকে সোনা স্থানান্তরের পাঁচদিন আগে ইন্সপেক্টর ডুপ ভ্যান ডুরেনের টেবিলে ছবির পাহাড় জমে উঠল।

প্রতিটি ছবি ওকে ফাঁদে ফেলার জন্য একটি সংযোগ, ভাবছিল ডেনিয়েল কুপার। ট্রেসি হুইটনি কোনোমতেই পালাতে পারবে না।

ওর শাস্তিতেই ঘটবে আমার মুক্তি।

আমস্টারডামের প্রাচীনতম এলাকা উড যিড কলক-এর কাছে ভাড়া করা ছোট গ্যারেজটিতে যেদিন নতুন রং করা ট্রাকটি নিয়ে গেল জেফ, ওইদিনই ওখানে কাঠের ছয়টি শূন্য বাক্স ডেলিভারি দেয়া হলো *'যন্ত্রপাতি'* মার্কা মারা।

বাক্সগুলোর ছবি পড়েছিল ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনের ডেস্কে, তিনি লেটেস্ট টেপটি শুনছিলেন।

জেফের কণ্ঠ ব্যাংক থেকে ট্রাক নিয়ে যখন বজরায় যাবে, স্পিড লিমিট অতিক্রম করবে না। আমি দেখতে চাই ঠিক কতক্ষণ সময় লাগে। এই নাও স্টপ ওয়াচ।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে না, ডার্লিং?'

'না, আমি ব্যস্ত থাকবো।'

'মন্টির কী খবর?'

'সে বৃহস্পতিবার রাতে এসে পৌঁছাবে।'

'এই মন্টিটা কে?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন।

'সম্ভবত সিকিউরিটি গার্ড সাজবে এ লোক।' জবাব দিল কুপার। 'ওদের ইউনিফর্মের দরকার হবে।'

কস্টিউমের দোকানটি পিয়েটের কর্নলোসিজ হুফটস্ত্রাতে, একটি শপিং সেন্টারে।

'একটা কস্টিউম পার্টির জন্য আমার দুটো ইউনিফর্ম দরকার,' দোকানীকে বলল জেফ। 'জানালার ধারের ওই পোশাকগুলোর মতো।'

একঘণ্টা পরে গার্ডের ইউনিফর্মের ছবি চলে এল ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনের কাছে।

'সে এ দুটো ইউনিফর্মের অর্ডার দিয়েছে। দোকানীকে বলেছে বৃহস্পতিবার এসে নিয়ে যাবে।'

দ্বিতীয় ইউনিফর্মটি জেফ স্টিভেন্সের শরীরের মাপের চেয়ে অনেক বড়। ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমাদের বন্ধু মন্টি প্রায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা হবে, ওজন হবে দুশো কুড়ি পাউন্ডের কাছাকাছি। ইন্টারপোলের কম্পিউটারে এ বর্ণনা আমারা ঢুকিয়ে দেবো,' ডেনিয়েল কুপারকে বললেন তিনি, 'তারপর এ লোকের পরিচয় আমরা জেনে যাবো।'

জেফের ভাড়া করা প্রাইভেট গ্যারেজে সে ট্রাকের ওপর উঠে বসেছে, ট্রেসি ড্রাইভারের আসনে।

'তুমি রেডি তো?' হাঁক ছাড়ল জেফ। 'এখন।'

ট্রেসি ড্যাশবোর্ডের একটি বোতাম টিপল। ট্রাকের দুটো পাশ ঢেকে দিল বড় একখণ্ড ক্যানভাস। ওতে লেখা HELNEKEN HOLLAND BEER.

বাহ, কাজ হচ্ছে! খুশি হয়ে উঠল জেফ।

'হেলনিকেন বিয়ার?' Alstablieft!' অফিসের গোয়েন্দাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন। দেয়ালভর্তি অনেকগুলো ফটোগ্রাফ এবং মেমো।

ডেনিয়েল কুপার ঘরের পেছন দিকে চুপচাপ বসে আছে। তার মতে, এ মিটিং ডাকা হয়েছে সময় নষ্ট করার জন্য। ট্রেসি হুইটনি এবং তার প্রেমিক কী করবে সে ব্যাপারে অনেক আগেই অনুমান করেছিল কুপার। ওরা একটি ফাঁদে পা দিয়েছে এবং জালটি ক্রমে ওদের চারপাশে গুটিয়ে আনা হচ্ছে। অফিসের গোয়েন্দারা যখন উত্তেজনায় থরোথরো, কুপার তখন অ্যান্টিক্লাইমেক্সের গন্ধ পাচ্ছে।

'সব খাপে খাপ মিলে গেছে,' বললেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন। 'সাসপেক্টরা জানে ঠিক কখন আসল আর্মারড ট্রাকটি ব্যাংকে আসবে। তারা সিকিউরিটি গার্ডের ছদ্মবেশে আধঘণ্টা আগে পৌছাবার প্ল্যান করেছে। যখন আসল ট্রাক এসে পৌছাবে ততক্ষণে তারা পগারপার।' একটি আর্মার্ড কারের ছবির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'এরা এরকম ট্রাকে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসবে, তবে এক ব্লক দূরে, কোনো সাইড স্ট্রিটে ঢুকে–'

তিনি হেলনিকেন বিয়ার ট্রাকটি দেখালেন– হঠাৎই তাদের ট্রাক এ চেহারা ধারণ করবে।'

ঘরের পেছনে দাঁড়ানো এক গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কীভাবে সোনা দেশের বাইরে পাচার করার প্ল্যান করেছে আপনি কি জানেন, ইন্সপেক্টর!'

বজরায় উঠছে ট্রেসি, এ ছবিটি দেখিয়ে ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন, 'প্রথমে বজরায়। হল্যান্ডে এত খাল-বিল আর জলপথ জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে যে এর মধ্যে সহজেই ওরা হারিয়ে যেতে পারবে। আকাশ থেকে তোলা খালের ধার দিয়ে ছুটে চলা একটি ট্রাকের ছবির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, ব্যাংক থেকে বজরায় পৌঁছাতে কত সময় লাগে ওরা তা-ও হিসেব করে রেখেছে। বজরায় সোনা তোলার প্রচুর সময় ওরা পাবে এবং কেউ কিছু সন্দেহ করে ওঠার আগেই চম্পট দেবে।' দেয়ালে ঝোলানো শেষ ছবিটির দিকে হেঁটে গেলেন ভ্যান ডুরেন। 'দুই দিন আগে জেফ স্টিভেন্স ওরেঞ্জায় কার্গো প্লেস ভাড়া করেছে, জাহাজটি পরের সপ্তাহে রটারডামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। মালামাল হিসেবে তোলা হবে মেশিনারি, গন্তব্য হংকং।'

ঘরের লোকগুলোর দিকে ফিরলেন তিনি। 'ওয়েল, জেন্টলম্যান, আমরা ওদের পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন ঘটাবো। ব্যাংক থেকে ওদেরকে সোনা তুলে ট্রাকে রাখতে দেব আমরা।' ডেনিয়েল কুপারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তারপর এই চতুর লোকগুলোকে হাতেনাতে পাকড়াও করব আমি।'

এক গোয়েন্দা ট্রেসির পিছু নিয়ে আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে গেল, সেখান থেকে ও মাঝারি সাইজের একটি প্যাকেজ নিয়ে সোজা ফিরে এল নিজের হোটেলে।

'প্যাকেজে কী ছিল জানা যায়নি,' ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন বললেন কুপারকে। 'ওদের দু'জনের সুইট সার্চ করেছি আমরা, কিন্তু নতুন কিছুই পাইনি।'

২২০ পাউন্ড ওজনের মন্টির বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারল না ইন্টারপোলের কম্পিউটার।

বৃহস্পতিবার রাতে, আমস্টেল হোটেলে, ট্রেসিদের কামরার ওপর তলার ঘরে বসে ওদের কথা শুনছিল ডেনিয়েল কুপার, ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন এবং ডিটেকটিভ কনস্টেবল উইটক্যাম্প।

জেফের গলা   গার্ড আসার ঠিক আধঘণ্টা আগে যদি আমরা ব্যাংকে ঢুকতে পারি, তাহলে সোনা নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক সময় পাবো। আসল ট্রাক যখন এসে পৌঁছাবে ততক্ষণে আমরা বজরায় সোনা তুলে রাখছি।'

ট্রেসির কণ্ঠ   আমি ট্রাক চেক করেছি, গ্যাস ভরে রেখেছি।

'ট্রেসি, কাজটা শেষ হবার পরে খনন করতে যাবে আমার সঙ্গে?'

'তিউনিসিয়া?' অবশ্যই যাবো, ডার্লিং।'

'গুড। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলবো। এখন থেকে আমরা শুধু বিশ্রাম করব আর জীবনটাকে উপভোগ করব।'

বিড়বিড় করলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন, ‘আগামী বিশ বছর তোমাদেরকে শ্রীঘরে বিশ্রাম নিতে হবে।’ সিধে হলেন তিনি হাত ছড়িয়ে দিলেন সামনে। ‘এখন শুতে যাওয়া যায়। কাল সকালের জন্য সব রেডি আছে। আজ রাতে একটা ভালো ঘুম দেয়া দরকার।

তেহাত্তর

ঘুম আসছে না ডেনিয়েল কুপারের। কল্পনায় দেখছে ট্রেসিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ, তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তীব্র আতংক। এ কল্পনা উত্তেজিত করে তুলল কুপারকে। সে বাথরুমে গেল। বাথটাব ভরে নিল প্রায় ফুটন্ত গরম পানিতে। চোখ থেকে চশমা খুলল কুপার, পাজামা খুলে বল্কে ওঠা পানিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর কাজ প্রায় শেষ, ট্রেসিকে তার কৃতকর্মের মূল্য দিতে হবে যেভাবে অন্য বেশ্যাগুলোকেও মূল্য দিতে হয়েছিল। কাল এরকম সময় সে থাকবে বাড়ির পথে। *না, বাড়ি নয়,* নিজের ভুল শোধরাল ডেনিয়েল কুপার। *আমার অ্যাপার্টমেন্টে।* বাড়ি একটি উষ্ণ, আরামদায়ক জায়গা যেখানে তার মা তাকে পৃথিবীর সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসত।

'তুমি আমার লিটল ম্যান,' বলত মা। 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

ডেনিয়েলের চার বছর বয়সে তার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এ জন্য ডেনিয়েল নিজেকে দোষারোপ করত। কিন্তু তার মা তাকে বলেছিল বাবা অন্য আরেকটি মেয়ের জন্য ঘর ছেড়েছে। ডেনিয়েল তারপর থেকে সেই অন্য মেয়েটিকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কারণ ওই মেয়েটির জন্য তার মাকে কাঁদতে হয়েছে। মেয়েটিকে কোনোদিন দেখেনি সে তবে ও একটা বেশ্যা কারণ ডেনিয়েলের মা মেয়েটিকে ওই সম্বোধন করে গালাগাল দিত। পরে অবশ্য সেই মেয়েটির প্রতি খুশি হয়ে ওঠে ডেনিয়েল কারণ মাকে সে একান্ত নিজের করে পেত। মিনেসোটার শীতকালগুলো ভয়ানক ঠাণ্ডা আর ডেনিয়েলের মা তার ছেলেকে গরম লেপের নিচে তার সঙ্গে গুটিসুটি মেরে শুতে দিত।

'বড় হয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করব,' বলত ডেনিয়েল। মা হেসে ওর মাথার চুলে আদর করে দিতেন।

ডেনিয়েল সব সময় ক্লাসে ফার্স্ট হতো। চাইত ওর মা যেন ওকে নিয়ে গর্ব করে।

আপনার ছেলে যে কী প্রতিভাবান, মিসেস কুপার!

জানি আমি। আমার লিটল ম্যানের চেয়ে বুদ্ধিমান কেউ নেই।

ডেনিয়েলের তখন সাত বছর বয়স, ওর মা ওদের এক পড়শিকে বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দিতে লাগল। লোকটা দৈত্যাকৃতির রোমশ ভাল্লুকের মতো দেখতে। ডেনিয়েল ওই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ে রইল টানা সাত দিন। মা কথা দিল পরশিকে আর দাওয়াত দেবে না,

পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমার দরকার নেই, ডেনিয়েল।

ডেনিয়েলের তখন খুশি দেখে কে। তার চোখে স[illegible] পৃথিবীতে তার মা-ই সবচেয়ে

সুন্দরী। মা যখন বাইরে যায় ডেনিয়েল তখন মা'র বেডরুমে ঢুকে তার ড্রেসারের ড্রয়ার খোলে। গালের সঙ্গে ঘষতে থাকে নরম অন্তর্বাস। আহা, কী সুন্দর গন্ধ জড়িয়ে থাকে মা'র অন্তর্বাসে।

আমস্টারডাম হোটেলে গরম টাবে চোখ বুজে শুয়ে মা'র খুন হয়ে যাওয়ার সেই ভয়ংকর দিনটির স্মৃতিচারণ করছিল ডেনিয়েল কুপার। সেদিন ছিল তার দ্বাদশ জন্মদিন। কানে ব্যথা করছিল বলে তাকে স্কুল থেকে সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি দেয়া হয়। ডেনিয়েল ভান করছিল কানের ব্যথায় সে মরে যাচ্ছে। আসলে সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে মা'র আদর খেতে মন চাইছিল তার।

সে বাসায় ঢুকে চলে এল মা'র শোবার ঘরে। দেখল মা নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। তবে একা নয়। পাশের বাড়ির লোকটির সঙ্গে বিশ্রী সব কাজ করছিল মা। ডেনিয়েল দেখছিল রোমশ বুক, স্ফীত উদরে চুমু খেতে খেতে মা ক্রমে মুখ নামিয়ে আনছিল লোকটার দুই পায়ের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল লাল টকটকে যন্ত্রটার ওপর। ওই জিনিসটা মুখে পুরে নেয়ার আগে, ডেনিয়েল পরিষ্কার শুনতে পেল, মা গোঙাতে গোঙাতে বলছে, 'ওহ্, আই লাভ ইউ!'

আর ওটাই ছিল ডেনিয়েলের জন্য চরম আঘাত। সে এক দৌড়ে নিজের বাথরুমে ঢুকে হড়হড় করে বমি করে দিল। তারপর সাবধানে জামাকাপড় খুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল কারণ মা তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে শিখিয়েছিল। ওর কানের ব্যথাটা এখন সত্যি বেড়ে গেছে। হলওয়ে থেকে গলার আওয়াজ শুনতে পেল ডেনিয়েল।

মা বলছিল, 'তুমি এখন চলে যাও, ডার্লিং। আমি গোসল করে কাপড় পরব। ডেনিয়েল শীঘ্রি ফিরবে স্কুল থেকে। ওর আজ জন্মদিন। জন্মদিনের পার্টি দিচ্ছি আমি। আবার কাল দেখা হবে, সুইটহার্ট।'

সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো তারপর মা'র বাথরুমের পানির কল খোলার আওয়াজ। তবে সে আর ডেনিয়েলের মা নয়। সে একটা বেশ্যা, যে পুরুষদের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে নোংরা সব কাজ করে, যেগুলো ডেনিয়েলের সঙ্গে কখনো করেনি।

ডেনিয়েল বাথরুমে গেল, মহিলাকে দেখল টাবে শুয়ে আছে, নগ্ন হাসি হাসি বেশ্যার মুখটা। ডেনিয়েলকে দেখে বলল, 'ডেনিয়েল সোনা। তুমি—?'

ডেনিয়েলের হাতে কাপড় কাটার ধারালো, ভারী কাঁচি।

'ডেনিয়েল—' তার মা'র মুখ হাঁ হয়ে গোলাপি গোল 'O' তে পরিণত হলো। তার বুকে সবলে কাচিটা ঢুকিয়ে দিল ডেনিয়েল। মহিলার আর্তচিৎকারের সঙ্গে মিশে গেল ডেনিয়েলের চিৎকার, 'বেশ্যা! বেশ্যা! বেশ্যা!'

মা'র সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল ডেনিয়েল, গা রগড়ে রগড়ে ধুয়ে ফেলল নিজের শরীরে ছিটকে আসা রক্ত।

পাশের বাড়ির লোকটা তার মাকে হত্যা করেছে এবং এজন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।

তারপর সবকিছু স্লোমোশন ছবির মতো ঘটল। কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে কাঁচি থেকে

আঙুলের ছাপ মুছে ফেলল ডেনিয়েল, ওগুলো ছুড়ে দিল বাথটাবে। তারপর জামা-কাপড় পরে ফোন করল পুলিশে। সাইরেন বাজিয়ে হাজির হলো দুটো পুলিশ কার, পেছনে আরেকটি গাড়িতে গোয়েন্দারা। তারা প্রশ্ন করল ডেনিয়েলকে। ডেনিয়েল জবাবে বলল কেন সেদিন সে তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরে এসেছিল বাড়ি এবং দেখে তাদের পড়শি ফ্রেড যিমার সাইড ডোর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে জেরা করা হলে স্বীকার করল সে ডেনিয়েল-এর মা'র প্রেমিক ছিল তবে তাকে খুন করার কথা অস্বীকার করল। ডেনিয়েলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দোষী বলে সাব্যস্ত হলো যিমার।

'তুমি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখলে তোমার প্রতিবেশী ফ্রেড যিমার সাইডডোর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'তুমি তাকে পরিষ্কার দেখেছিলে?'

'জ্বী, স্যার। তার সারা হাতে ছিল রক্ত।

'তারপর তুমি কী করলে, ডেনিয়েল?'

'আ-আমি খুব ভয় পেয়ে যাই। মনে হচ্ছিল মা'র নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু হয়েছে।'

'তারপর তুমি বাড়িতে ঢুকলে?'

'জ্বী, স্যার।'

'তারপর কী হলো?'

'আমি 'মা! মা!' বলে ডাকতে থাকি কিন্তু কোনো সাড়া পাই না। তখন তার বাথরুমে যাই এবং দেখি–'

ছেলেটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। এমন সজোরে কাঁদছিল যে ওকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে আনা হলো।

বিচারে তেরো মাস পরে ফাঁসি হয়ে গেল ফ্রেড যিমারের।

এদিকে ডেনিয়েলকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ট্রেক্সাসে তার দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়, ম্যাটি খালার কাছে। এর সঙ্গে আগে কোনোদিন দেখা হয়নি। মহিলা ছিল খুবই কাঠখোট্টা ধরনের এবং গোড়া ব্যাপটিস্ট। ওই বাড়িতে ভালোবাসা, আনন্দ, করুণা এসব কিছুই ছিল না। ডেনিয়েল ওই পরিবেশে, নিজের গোপন অপরাধের আতংক আর তার জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে সে ভয় নিয়ে বড় হয়ে উঠছিল। মা'র মৃত্যুর কিছুদিন পরে চোখে সমস্যা দেখা দেয় ডেনিয়েলের। ডাক্তাররা বলেন ওটা সাইকোসোম্যাটিক সমস্যা।

'ও কিছু জিনিস ব্লক করে রাখে যা সে দেখতে চায় না।' বললেন ডাক্তার।

ডেনিয়েলের চোখের লেন্স দিনদিন পুরু হতে থাকে।

সতেরো বছর বয়সে ম্যাটি খালার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ডেনিযেল চিরদিনের জন্য। সে নিউইয়র্কে চলে আসে। ওখানে ইন্টারন্যাশনাল ইনসিওরেন্স প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশনে মেসেঞ্জার বয় হিসেবে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়। তিন বছরের মধ্যে তার প্রমোশন হয় ইনভেস্টিগেটর হিসেবে। কোম্পানির সেরা গোয়েন্দা হিসেবে নিজেকে

প্রকাশ করে ডেনিয়েল। সে কোনোদিন বেতন বাড়াতে বলেনি কিংবা বাড়তি আরাম-আয়েশও দাবি করেনি। এসব নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায়নি ডেনিয়েল। সে নিজেকে ভাবে ঈশ্বরের ডান হাত, পৃথিবীতে এসেছে দুষ্ট লোকদের শায়েস্তা করতে।

বাথটাব থেকে উঠে পড়ল কুপার, শোয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। *আগামীকাল*, ভাবছে সে, আগামীকাল হবে *বেশ্যাটার উপযুক্ত শাস্তি পাবার দিন।*

আহা, মা যদি এখন এখানে থাকত!

চুয়াত্তর

আমস্টারডাম

শুক্রবার, ২২ আগস্ট সকাল ৮:০০

ডেনিয়েল কুপার দু'জন গোয়েন্দাসহ ট্রেসি আর জেফের সকালের নাশতা করার সময়কার কথোপকথন শুনছে রেকর্ডারে।'

'সুইট রোল, জেফ? কফি?'

'না, লাগবে না। ধন্যবাদ।'

ডেনিয়েল কুপার ভাবছে *একসঙ্গে জীবনের শেষ নাশতাটা খাচ্ছে ওরা।*

'জানো, কী নিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছি আমি? আমাদের বজরার সফর।'

'আজ এমন একটা দিন আর তুমি কিনা উত্তেজিত হয়ে আছ বজরার সফর নিয়ে? কেন?'

'কারণ ওখানে আমরা শুধু দু'জনে থাকবো। আমার কথা শুনে কি মনে হচ্ছে আমি একটা পাগল?'

'না, পাগল নয়। তুমি একটা পাগলী?'

'চুমু খাও আমাকে।'

চুম্বনের শব্দ হলো।

ওর আরও বেশি নার্ভাস হওয়া উচিত, মনে মনে বলল কুপার। আমি চাই ও আরও নার্ভাস হয়ে উঠুক।

সকাল ন'টা পর্যন্ত ওদের গল্প চলল। কুপার ভাবছিল *ওদের তো এখন রেডি হওয়া উচিত। শেষ মিনিটের প্ল্যান নিয়ে ওদের এখন মাথা ঘামানোর কথা। মন্টির কী হলো? তার সঙ্গে ওরা কোথায় সাক্ষাৎ করবে?*

জেফ বলছিল, 'ডার্লিং, যাবার আগে কনসিয়ার্জের সঙ্গে চেক আউটের ঝামেলাটা তুমি মিটিয়ে ফেলতে পারবে? আমি একটু ব্যস্ত থাকবো।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। লোকটা বেশ মজার। আমেরিকায় কনসিয়ার্জ নেই কেন?'

'এটা বোধহয় শুধুই ইউরোপীয় প্রথা। এ প্রথা কীভাবে শুরু হয়েছিল জানো?'

'না।'

'ফ্রান্সে ১৬৭২ সালে রাজা হিউ প্যারিসে একটি কারাগার বানিয়ে ওটার দায়িত্ব দেন একজন নোবলম্যানকে। তাকে তিনি *comtc des cierge* বা কনসিয়ার্জ টাইটেলটি দেন। তার বেতন ছিল দুই পাউন্ড। পরে জেলখানা কিংবা প্রাসাদের দায়িত্বে যারা থাকত

তারা কনসিয়ার্জ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে, হোটেলের কর্মচারীদেরকেও তারপর থেকে কনসিয়ার্জ বলে সম্বোধন করা হতে থাকে।'

ওরা এসব আবোল তাবোল কী বলছে? বিস্মিত ডেনিয়েল। সাড়ে ন'টা বাজে। ওদের তো এতক্ষণে রওনা হয়ে যাবার কথা।

ট্রেসির কণ্ঠ কোত্থেকে এত খবর জেনেছ অনুমান করি– নিশ্চয় কোনো সুন্দরী কনসিয়ার্জের সঙ্গে তোমার খাতির ছিল।' এক অচেনা মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল *Goede morgen, mevroun mijhneer.*

জেফের গলা কোনো সুন্দরী কনসিয়ার্জের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

অচেনা কণ্ঠটি এবারে বিস্মিত গলায় বলল, *IKbegrisp net niet.*

ট্রেসির গলা থাকলে তুমি নিশ্চয় তাদেরকে খুঁজে বের করতে।

'নিচে হচ্ছেটা কী?' হুংকার ছাড়ল কুপার।

হতবুদ্ধি দেখাল গোয়েন্দাদ্বয়কে। 'জানি না। ফোনে মেইড ডাকছে হাউসকিপারকে। সে ঘর ঝাঁট দিতে এসেছিল, কিন্তু বলল ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছে না– গলার আওয়াজ শুনছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে।'

'কী?' কড়াং করে দাঁড়িয়ে গেল কুপার, ছুটল দরজায়, প্রায় উড়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। একটু পরেই ডিটেকটিভদের নিয়ে ট্রেসির সুইটে ঢুকে পড়ল। মেইড ছাড়া ঘরে কেউ নেই। একটি কাউচের সামনে, কফি টেবিলের ওপর রাখা রেকর্ডার চলছে।

জেফের গলা কফিটা খাবো ভাবছি। গরম আছে?

ট্রেসির গলা আ-আহ।

রেকর্ডারের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুপার এবং দুই গোয়েন্দা।

'এ-এসবের অর্থ কী?' তোতলাচ্ছে একজন গোয়োন্দা।

খেঁকিয়ে উঠল কুপার। 'পুলিশ ইমার্জেন্সি নাম্বার কত?'

'২২-২২-২২।'

কুপার এক লাফে পৌঁছে গেল ফোনের কাছে। তুলল রিসিভার।

টেপ রেকর্ডারে জেফের কণ্ঠ বলল, 'আমাদের চেয়ে ওদের কফি অনেক ভালো। কীভাবে যে বানায় কফি ভাবছি!'

কুপার ফোনে তারস্বরে চিৎকার করছে। আমি ডেনিয়েল কুপার বলছি। ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনকে খবর দিন। বলুন হুইটনি এবং স্টিভেন্স অদৃশ্য হয়ে গেছে। গ্যারেজ চেক করতে বলুন। দেখুন ট্রাকটা গ্যারেজে আছে কিনা। আমি ব্যাংকে গেলাম!'

ট্রেসির কণ্ঠ বলছিল, 'তুমি কখনো ডিমের খোসার গুঁড়ো মেশানো কফি খেয়েছ? দারুণ স্বাদ–'

কুপার দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন বললেন, 'সব ঠিক আছে। গ্যারেজ থেকে রওনা হয়ে গেছে ওদের ট্রাক, রাস্তায় আছে।'

আমরো ব্যাংকের রাস্তার ওপাশে, একটি ভবনের ছাদের ওপরের পুলিশ কমান্ড পোস্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যান ডুরেন, কুপার এবং সেই গোয়েন্দাদ্বয়।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওরা যখন টের পেয়েছে ওদের ঘরে ছারপোকা আছে, সে মুহূর্তে পরিকল্পনা বদলেছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, বন্ধুগণ, ওই যে দেখুন, ছাদে বসানো ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে জ্যানিটরের পোশাক পরা একটি লোক ব্যাংকের তামার নামফলকটি ন্যাকড়া দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে মুছছে... রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে একজন স্ট্রিট ক্লিনার... রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সংবাদপত্র বিক্রেতা... জনা তিনেক রিপেয়ারম্যান কাজে ব্যস্ত। সবার সঙ্গেই রয়েছে ক্ষুদ্র ওয়াকিটকি।

ভ্যান ডুরেন নিজের ওয়াকি-টকিতে কথা বললেন, 'পয়েন্ট এ?'

'ইউ আর কামিং ইউ, স্যার।' বলল রাস্তার ঝাড়ুদার।

'পয়েন্ট সি?'

সংবাদপত্র বিক্রেতা মুখ তুলে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকালো।

'পয়েন্ট ডি?'

কাজে বিরতি দিল রিপেয়ারম্যানরা, তাদের একজনের গলা ভেসে এল ওয়াকিটকিতে। 'এখানে সবকিছু রেডি আছে, স্যার।'

কুপারের দিকে ফিরলেন ইন্সপেক্টর। 'চিন্তা করবেন না। ব্যাংকে এখনো নিরাপদেই আছে সোনা। সোনা হাতে পেতে হলে ওদেরকে এখানে আসতেই হবে। যে মুহূর্তে ওরা ব্যাংকে ঢুকবে, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুইপ্রান্তে ব্যারিকেড দিয়ে দেয়া হবে। ওরা কিছুতেই পালাতে পারবে না।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। ট্রাকটি যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে।'

ব্যাংকের ভেতরে টেনশন বাড়ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সংক্ষিপ্ত ব্রিফ করা হয়েছে। ট্রাক এসে পৌঁছালে ওতে সোনা তুলে দিতে ব্যাংকের গার্ডদেরকে বলা হয়েছে। সকলেই পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ব্যাংকের বাইরের ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা কাজ করে চলছিল, চুপিসারে দেখছে ট্রাক এল কিনা।

ভবনের ছাদে দাঁড়ানো ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন এ নিয়ে দশমবারের মতো প্রশ্ন করলেন, 'ট্রাকটার কোনো চিহ্ন দেখছ?'

'Nee'

ডিটেকটিভ কনস্টেবল উইটক্যাম্প ঘড়ি দেখল, 'তেরো মিনিট বেশি হয়ে গেল। এখনো আসছে না কেন–'

জ্যান্ত হয়ে উঠল ওয়াকিটকি। 'ইন্সপেক্টর! ট্রাকটা দেখতে পাচ্ছি রোবেনগ্রাচ পার হয়ে ব্যাংকের দিকে আসছে। এক মিনিটের মধ্যে আপনি ওটাকে দেখতে পাবেন।'

বাতাসে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে শুরু করল।

ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন ওয়াকিটকিতে ক্রমাগত কথা বলে যেতে লাগলেন। 'অ্যাটেনশন, অল ইউনিট। জালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মাছ। ওদেরকে সাঁতার কাটতে

দাও।'

একটি ধূসর আর্মারড ট্রাক ব্যাংকের সামনে এসে ব্রেক কষল। কুপার এবং ভ্যান ডুরেন দেখছে নিরাপত্তাপ্রহরীর উর্দিপরা দুই লোক ট্রাক থেকে নেমে ঢুকে গেল ব্যাংকে।

'ও কোথায়? ট্রেসি হুইটনি কোথায়?' চেঁচিয়ে বলল কুপার।

'ইট ডাজনট ম্যাটার,' তাকে বললেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন। 'সোনা রেখে ও কোথাও যাবে না।'

যদি যায়ও মনে মনে বলল কুপার, সমস্যা নেই কিছু কারণ টেপের কথোপকথনও ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করার জন্য যথেষ্ট।

নার্ভাস কর্মচারীরা দুই ইউনিফর্মধারীকে ভল্ট থেকে সোনা তুলে চাকাঅলা গাড়িতে করে সেগুলো আর্মারড কারে তুলতে সাহায্য করল। ছাদে দাঁড়িয়ে ওদেরকে লক্ষ্য করছিলেন ভ্যান ডুরেন ও কুপার।

মাল তুলতে আট মিনিট সময় লাগল, ট্রাকের পেছনদিকটায় তালা মেরে লোক দুটো সামনের আসনে বসার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন তার ওয়াকি-টকিতে হুংকার ছাড়লেন, 'Vlng! pas op! অল ইউনিট ক্লোজ ইন। ক্লোজ ইন!'

ঝড় বয়ে গেল জায়গাটায়। জ্যানিটর, সংবাদপত্রের হকার, ওভারঅল পরা তিন শ্রমিকসহ এক ঝাঁক গোয়েন্দা ছুটে গেল আর্মারড ট্রাকের দিকে, চোখের পলকে ঘিরে ফেলল ওটাকে। সবার হাতে উদ্যত অস্ত্র। রাস্তার দুই প্রান্তের সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়া হলো নিমিষে।

ডেনিয়েল কুপারের দিকে তাকিয়ে দন্ত বিকশিত করলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন। 'ওকে তো এরকম হাতে নাতেই ধরতে চেয়েছিলেন, তাই না? চলুন, কাজটা শেষ করে ফেলি।'

অবশেষে শেষ হলো, ভাবল কুপার।

ওরা দ্রুত কদমে চলে এল রাস্তায়। দুই ইউনিফর্মধারীকে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত মাথার ওপর তুলে রাখা হয়েছে, তাদেরকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে একদল সশস্ত্র গোয়েন্দা। ভিড় সরিয়ে ওদের কাছে গেলেন ভ্যান ডুরেন এবং ডেনিয়েল কুপার।

ভ্যান ডুরেন বললেন, 'তোমরা এদিকে ঘুরে দাঁড়াও। তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।'

রক্তশূন্য মুখে লোক দুটো ওদের দিকে ঘুরল। চমকে গিয়ে লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন ভ্যান ডুরেন এবং কুপার। এরা তো সম্পূর্ণ নতুন লোক।

'কে- কে তোমরা?' গর্জন ছাড়লেন ইন্সপেক্টর।

'আ-আমরা সিকিউরিটি কোম্পানির গার্ড,' তো তো করে বলল একজন। 'আমাদেরকে গুলি করবেন না। দয়া করে গুলি করবেন না।'

কুপারের দিকে ফিরলেন ভ্যান ডুরেন। 'ওদের পরিকল্পনা বিফলে গেছে। ওরা সোনা হাইজ্যাকিং-এর প্ল্যান বাদ দিয়ে দিয়েছে।' হিস্টিরিয়ার মতো শোনাল তার কণ্ঠ।

ডেনিয়েল কুপারের পেট মুচড়ে বমি আসতে চাইল। কর্কশ সুরে বলল, 'না, ওদের পরিকল্পনা বিফলে যায় নি।'

'মানে?'

'মানে হলো সোনা ছিনতাইয়ের কোনো পরিকল্পনাই ওদের ছিল না। পুরো সেটআপটাই ছিল সাজানো।'

'অসম্ভব ব্যাপার! ট্রাক, বজরা, ইউনিফর্ম-আমাদের কাছে ছবি আছে...

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না? ওরা জানত আমরা সর্বক্ষণ ওদের ওপর নজর রেখে চলেছি।'

ছাইবর্ণ হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের চেহারা। 'ওহ্ মাই গড। ওরা তাহলে কোথায়?'

পঁচাত্তর

কোস্টারে, পাউলাস পার্টার স্ত্রাতে নেদারল্যান্ডস ডায়মন্ড কাটিং ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছিল ট্রেসি এবং জেফ। জেফ মুখে দাড়ি গোঁফ লাগিয়েছে, ফোম স্পঞ্জের সাহায্যে ফুলোফুলো করে তুলেছে গাল এবং নাক। ট্রেসির মাথায় কালো পরচুলা, পরনে ম্যাটার্নিটি ড্রেস, পেটে প্যাড গুঁজে গর্ভবতী নারীর ভেক ধরেছে, হেভী মেকআপ করা মুখখানা কালো সানগ্লাস দিয়ে ঢাকা। তার হাতে বড় একটি ব্রিফকেস এবং ব্রাউন পেপারে মোড়া গোলাকার একটি প্যাকেজ। দু'জনে মিলে রিসেপশন রুমে ঢুকে ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মিশে গেল। এক গাইড ট্যুরিস্টদেরকে বলছিল, এবারে চলুন, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, কীভাবে হিরে কাটা হয় তা দেখবেন। সে সঙ্গে আমাদের সুন্দর সুন্দর হিরে কেনার সুযোগও পাবেন।'

গাইডের পেছন পেছন দলটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ট্রেসি ওদের সঙ্গে আছে, জেফ পিছিয়ে পড়েছে। সবাই চলে যাবার পরে জেফ ঘুরল, চট করে ছুটল বেসমেন্টের সিঁড়ি অভিমুখে। রুকস্যাক খুলে তেলঝোল লাগানো একটি কভারঅল আর যন্ত্রপাতির ছোট একটি বাক্স বের করল। কভারঅলটা গায়ে চড়িয়ে ফিউজ বক্সের দিকে এগিয়ে গেল জেফ, তাকাল কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে।

ওপরে ট্যুরিস্টদের দলের সঙ্গে আছে ট্রেসি, তারা সবাই এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছে, গাইড তাদেরকে দেখাচ্ছে কীভাবে আকাটা হিরে কেটে ঝলমলে রত্নে রূপান্তর ঘটানো হয়। একটু পরপর ঘড়ি দেখছে ট্রেসি। শিডিউল থেকে পাঁচ মিনিট পিছিয়ে আছে ট্যুর। গাইড ব্যাটা আরেকটু দ্রুত নড়াচড়া করে না কেন, অধৈর্য লাগল ট্রেসির।

অবশেষে শেষ হলো ট্যুর, ওরা ডিসপ্লে রুমে ঢুকল। রশি দিয়ে ঘেরা পেডেস্টালের দিকে এগোল গাইড।

'এই কাচের ঘরের মধ্যে রয়েছে,' গর্বিত সুরে ঘোষণা করল সে, 'লুকালান ডায়মন্ড, পৃথিবীর অন্যতম দামী হিরে। একদা এ হিরে একজন বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা তার চিত্রতারকা স্ত্রীর জন্য কিনে দিয়েছিলেন। এটির মূল্য দশ মিলিয়ন ডলার এবং এটি সুরক্ষিত করা রয়েছে সবচেয়ে আধুনিক–'

নিভে গেল বাতি। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অ্যালার্ম, জানালা দরজার সামনের ইস্পাতের শাটারগুলো দুমদাম শব্দে নেমে গিয়ে রুদ্ধ করে ফেলল বেরুবার সমস্ত পথ। কয়েকজন ট্যুরিস্ট তারস্বরে জুড়ে দিল চিৎকার।

'প্লিজ,' হল্লা ছাপিয়ে শোনা গেল গাইডের গলা। ভয় পাবেন না কেউ। এটা একটা

সাধারণ বৈদ্যুতিক গোলযোগ। এক্ষুনি ইমার্জেন্সি জেনারেটর চালু হয়ে যাবে এবং– আবার জ্বলে উঠল বাতি।

'দেখলেন তো?' ওদেরকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল গাইড। 'ভয় পাবার কিছু নেই।'

এক জার্মান ট্যুরিস্ট ইস্পাতের শার্টারের দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইল, 'ওগুলো কী?'

'সেফটি প্রিকশন,' ব্যাখ্যা দিল গাইড। অদ্ভুত দর্শন একটি চাবি বের করে দেয়ালের একটি গর্তে ঢুকিয়ে মোচড় দিল সে। দরজা-জানালার স্টিলের শাটারগুলো ওপরে উঠে গেল। বেজে উঠল ডেস্কের ফোন। রিসিভার তুলল গাইড।

'হেনড্রিক বলছি। ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। না, সব ঠিক আছে। ওটা একটা ফলস অ্যালার্ম ছিল। সম্ভবত ইলেকট্রিক শর্ট-সার্কিট। আমি এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি। 'জ্বী, স্যার।' রিসিভার রেখে দলটির দিকে ফিরল সে। 'ক্ষমা করবেন, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, এমন দামী একটি পাথর আছে এ ঘরে কাজেই আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতেই হয়। তো এখন যারা আমাদের অদ্ভুত সুন্দর হিরে কিনতে চান–'

আবার চলে গেল বিদ্যুৎ বাজল অ্যালার্ম এবং স্টিলের শার্টারগুলো আরেকবার দরজা-জানালাগুলো ঢেকে দিল।

এক মহিলা চিৎকার করে উঠল, 'এখান থেকে চলো, হ্যারি,'

'আহ্, তুমি চুপ করবে, ডিয়ানো?' ধমক দিল তার স্বামী।

নিচে, বেসমেন্টে ফিউজ বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে ওপরতলার ট্যুরিস্টদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনছে জেফ। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে তারপর আবার লাগিয়ে দিল সুইচ। ওপরতলার বাতিগুলো আলোয় উদ্ভাসিত হলো।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান,' হৈ হল্লা ছাপিয়ে জোরালো গলায় বলল গাইড, 'এটা স্রেফ টেকনিক্যাল একটা সমস্যা।' চাবি বের করে আবার দেয়ালের ফুটোয় ঢোকাল সে। ইস্পাতের শাটারগুলো উঠে গেল ওপরে।

বেজে উঠল ফোন। গাইড দ্রুত ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল। 'হেনডরিক বলছি। না ক্যাপ্টেন, জ্বী। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ।'

ঘরের একটি দরজা খুলে টুলবক্স হাতে ভেতরে ঢুকল জেফ, মাথার ক্যাপটা ঠেলে পেছন দিকে সরানো।

গাইডকে ইশারা করল ও।

'সমস্যা কী? একজন বলল ইলেকট্রিকাল সার্কিটে কী নাকি ঝামেলা হয়েছে।'

'বারবার বাতি নিভে যাচ্ছে আর জ্বলছে,' বলল গাইড।

'দ্যাখো তো, ভাই, তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় কিনা।' ট্যুরিস্টদের দিকে তাকিয়ে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে। 'আসুন, খুব কম দামে ভালো হিরে কিনতে চাইলে চলে আসুন।'

শোকেসগুলোর দিকে পা বাড়াল ট্যুরিস্টদের দল। লোকজন কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না দেখে ওভারঅলের পকেট থেকে সিলিন্ডারের মতো দেখতে ছোট একটি জিনিস

আলগোছে তুলে নিয়ে ওটার পিন খসাল জেফ, তারপর লুকালান ডায়মন্ডের পেডেস্টালের পেছন দিকে ছুড়ে দিল ডিভাইসটা। সঙ্গে সঙ্গে ওটা থেকে বেরুতে লাগল ধোঁয়া, সে সঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্পার্ক।

জেফ গাইডকে ডাক দিল, 'এই যে, তোমার সমস্যা, মেঝের নিচের তারে শর্ট সার্কিট হয়েছে।'

এক মহিলা ট্যুরিস্ট আর্তনাদ করে উঠল, 'আগুন!'

'সবাই শুনুন,' চেঁচাল গাইড। 'ভয় পাবেন না। শান্ত থাকুন।'

সে জেফের দিকে ফিরে হিসিয়ে উঠল, 'মেরামত করো! জলদি মেরামত করো!'

'করছি', হালকা গলায় বলল জেফ। সে পেডেস্টাল ঘিরে রাখা মখমলের রশির দিকে পা বাড়াল।

'Nee!' চেচিয়ে উটল গার্ড। 'ওদিকে যাবে না।'

শ্রাগ করল জেফ। 'আমার কী! তুমিই মেরামত করো গে।'

এখন আরও দ্রুতগতিতে নির্গত হচ্ছে ধোঁয়া। লোকজন আতংকিত হতে শুরু করেছে।

'দাঁড়াও!' মিনতি করল গাইড। 'এক মিনিট।' সে এক লাফে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে গিয়ে ডায়াল করল একটি নাম্বারে।

'ক্যাপ্টেন? হেনরিক বলছি। সবগুলো অ্যালার্ম বন্ধ করে দিন। এখানে একটা ঝামেলা হয়েছে। জ্বী, স্যার।' জেফের দিকে তাকাল সে। 'কাজ সারতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'পাঁচ মিনিট,' বলল জেফ।

'পাঁচ মিনিট,' ফোনে পুনরাবৃত্তি করল গাইড। Dank je wel' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। দশ সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অ্যালার্ম। ঈশ্বরের দোহাই, জলদি করো! আমরা কোনোদিন অ্যালার্ম বন্ধ করিনি।'

'আমার হাত তো মাত্র দুটো, বন্ধু,' দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল জেফ তারপর রশি টপকে ভেতরে ঢুকল। এগিয়ে গেল পেডেস্টালের দিকে। হেনরিক সশস্ত্র গার্ডকে ইশারা করল। গার্ড মাথা দুলিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জেফের দিকে।

পেডেস্টালের পেছনে কাজ করছে জেফ, হতাশ গাইড ফিরল দলটির দিকে। 'এখন, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, যা বলছিলাম, এখানে সুলভ মূল্যে চমৎকার কিছু হিরে আপনারা কিনতে পারবেন। আমরা ক্রেডিট কার্ড, ট্রাভেলার্স চেক নিই–' মুচকি হাসল সে– 'এমনকী নগদও।'

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি। 'আপনারা কি হিরে কেনেন?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল সে।

গাইড চোখ গোলগোল করে তাকাল ওর দিকে। 'কী?'

'আমার স্বামী একজন প্রসপেক্টর। মাত্রই ফিরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এগুলো তিনি আমাকে বিক্রি করতে বলেছেন।'

কথা বলতে বলতে হাতের ব্রিফকেসটি খুলছিল ট্রেসি, তবে ওটা উল্টো করে ধরা

ছিল বলে ঝলমলে হিরের একটা স্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে, গোটা মেঝে জুড়ে শুরু করল নৃত্য।

'আমার হিরো?' আর্তনাদ করল ট্রেসি, 'হেল্প মি!'

এক মুহূর্তের জন্য জমাটবাঁধা নীরবতা নামল কামরায়, তারপরই ভেঙে পড়ল নরক। সুবোধ ভিড় পরিণত হলো উন্মত্ত জনতায়। মেঝেয় পড়ে থাকা হিরেগুলোর ওপর যেন ঝাঁপ দিল তারা, একজন আরেকজনকে ঠেলা-ধাক্কা-গুঁতো মেরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

'আমি কয়েকটা পেয়েছি...।

'ওগুলো নাও, জন...

'অ্যাই, ওটা নিচ্ছ কেন? ওটা আমার...

গাইড এবং গার্ড মুখের রা হারিয়ে ফেলেছে। কাড়াকাড়ি, মারামারি করতে থাকা একদল মানুষের ধাক্কায় তারা একপাশে ছিটকে পড়েছে। ওরা যে যেভাবে পারছে মুঠো মুঠো হিরে নিয়ে ভরছে পকেট এবং পার্সে।

গার্ড হুংকার ছাড়ল, 'সবাই পিছু হটুন। থামুন।' পরক্ষণে প্রবল ধাক্কা খেয়ে সে পপাত ধরণীতল হলো।

অ্যালার্ম বাজানোর জন্য মেঝে থেকে ওঠার চেষ্টা করল গার্ড কিন্তু মানুষের স্রোত তার জন্য কাজটা অসম্ভব করে তুলল। তারা তাকে মাড়িয়ে যাচ্ছে, ছোটাছুটি করছে। দুনিয়াটা অকস্মাৎ পরিণত হয়েছে উন্মাদে। এ দুঃস্বপ্নের যেন অবসান নেই।

মানুষের লাথি-গুঁতো সহ্য করে বহুকষ্টে যখন টলতে টলতে সিধে হতে পারল গার্ড, প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্য থেকে পথ করে পৌঁছাল পেডেস্টালে, দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। চোখে অবিশ্বাস।

অদৃশ্য হয়ে গেছে লুকালান ডায়মন্ড।

সেইসঙ্গে টিকিটিরও চিহ্ন নেই গর্ভবতী নারী এবং ইলেকট্রিশিয়ানের।

ফ্যাক্টরি থেকে কয়েক ব্লক দূরে, ওস্টারপার্কের পাবলিক ওয়াশিং রুমে ঢুকে ছদ্মবেশ খুলে ফেলল ট্রেসি। ব্রাউন পেপারে মোড়ানো প্যাকেজটি নিয়ে এগুলো একটি পার্ক অভিমুখে। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে। সস্তা যিরকন নিয়ে ট্যুরিস্টদের কামড়াকামড়ির দৃশ্য মনে পড়তে হেসে উঠল গলা ছেড়ে। জেফকে দেখল আসছে, পরনে গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট; দাড়ি গোঁফ অদৃশ্য। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রেসি। জেফ ওর কাছে এসে হেসে বলল, 'আই লাভ ইউ।' জ্যাকেটের পকেট থেকে লুকালান ডায়মন্ডটি বের করে ট্রেসিকে দিল। 'এটা তোমার বন্ধুকে খাইয়ে দাও, ডার্লিং। পরে দেখা হবে।'

ট্রেসি দেখছে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল জেফ। ওর চোখ ঝকমক করছে। ওরা এখন একে অন্যের। আলাদা প্লেনে ব্রাজিলে মিলিত হবে দু'জনে, তারপর থেকে বাকিটা জীবন কাটাবে একসঙ্গে।

চারপাশে নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ট্রেসি কেউ ওকে লক্ষ করছে না। হাতের প্যাকেটটা খুলল সে। ভেতরে ছোট একটি খাঁচার মধ্যে সে-টরঙা একটি কবুতর।

তিনদিন আগে আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে পাখিটি পৌঁছালে ট্রেসি ওটাকে নিয়ে নিজের সুইটে গিয়ে আগের কেনা কবুতরটি জানালা খুলে উড়িয়ে দেয়। পার্স থেকে কৃষ্ণসার হরিণের চামড়ার তৈরি ছোট একটি বটুয়া বের করে হিরেটা ওর মধ্যে রাখল। খাঁচা খুলে বের করল কবুতর, ওটার পায়ে সাবধানে বেঁধে দিল বটুয়া।

'গুড গার্ল, মার্গো। যাও, এটাকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল অকস্মাৎ।

'এই যে দাঁড়ান! এসব কী করছেন?'

ধড়াশ করে উঠল ট্রেসির কলজে। 'কী-কী সমস্যা, অফিসার?'

পুলিশ অফিসারের চোখ খাঁচার ওপর, ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাকে।

'সমস্যাটা কী নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। কবুতরেদের খাবার খাওয়ানো এক জিনিস তবে এদেরকে ফাঁদ পেতে ধরে খাঁচার মধ্যে পুরে রাখা খুবই অন্যায়। ওটাকে জলদি ছেড়ে দিন নইলে আপনাকে গ্রেপ্তার করব।'

ঢোক গিলল ট্রেসি, বুক ভরে দম নিল। 'আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, অফিসার।' হাত আকাশে তুলে কবুতরটাকে শূন্যে ছুড়ে দিল ও। কবুতরটি ক্রমে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে দেখে ট্রেসির মুখে আশ্চর্য সুন্দর মধুর হাসি ফুটল। একবার পাক খেল পাখি, তারপর ২৩০ মাইল পশ্চিমে, সোজা লন্ডন অভিমুখে চলল। পোষা কবুতররা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে উড়তে পারে, গুন্থার বলেছেন ওকে। কাজেই ছয় ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে মার্গো।

'আবার যেন কোনোদিন এমন করতে না দেখি,' হুমকি দিল অফিসার ট্রেসিকে।

'দেখবেন না,' প্রতিশ্রুতির সুরে বলল ট্রেসি। 'সত্যি আর কোনোদিন এমন কাজ করব না আমি।'

সেদিন বিকেলে শিফল এয়ারপোর্টে এসেছে ট্রেসি, গেটের দিকে চলেছে। ব্রাজিলগামী বিমানে চড়বে। এক কোণায় দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল ডেনিয়েল কুপার। চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি। রিপোর্ট শোনামাত্র কুপার বুঝে গিয়েছিল লুকালান হিরে ট্রেসিই চুরি করেছে। ওটাই তার স্টাইল দুঃসাহসিক এবং কল্পনাতীত। তবু ওর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয়া যায়নি। মিউজিয়ামের গার্ডকে ট্রেসি এবং জেফের ছবি দেখিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেন। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে গার্ড বলেছে, 'Nee' তাদের দু'জনের কাউকেই জীবনে দেখিনি আমি। চোরটার মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল, নাক আর গাল আরও ফোলাফোলা, আর হিরে নিয়ে আসা ভদ্রমহিলার চুল ছিল কালো এবং সে গর্ভবতী ছিল।'

হিরেরও কোনো চিহ্ন নেই। জেফ এবং ট্রেসির লাগেজ তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। পাওয়া যায়নি কিছু।

'হিরেটা এখনো আমস্টারডামেই আছে,' ঘোঁতঘোঁত করে কুপারকে বললেন ভ্যান ডুরেন। 'ওটা আমরা খুঁজে পাবো।'

না, পাবেন না। ক্রুদ্ধচিত্তে ভেবেছে কুপার। ট্রেসি কবুতর দিয়ে শেষ খেলাটা দেখিয়েছে। পোষা কবুতর দিয়ে হিরে পাচার করে দিয়েছে দেশের বাইরে।

কনকোর্স ধরে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেসি হুইটনি, ওর দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল ডেনিয়েল কুপার। ও-ই একমাত্র মানুষ যার কাছে বারবার পরাজয় মানতে হলো তাকে। ওর কারণে নরকে যেতে হবে কুপারকে।

বোর্ডিং গেটে পৌঁছেছে ট্রেসি, এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল কুপারের চোখে। ইউরোপের সব জায়গায় এ লোক যে ওর পেছনে ছায়ার মতো লেগে ছিল তা প্রথম দিনই টের পেয়েছিল ও। লোকটার মধ্যে কী যেন একটি আছে, ভীতিকর আবার একই সঙ্গে দেখলে মায়া লাগে। মানুষটির জন্য কেন জানি দুঃখ হলো ট্রেসির। সে কুপারকে উদ্দেশ্য করে ছোট্ট করে হাত নাড়ল তারপর উঠে গেল প্লেনে।

পকেটে রাখা পদত্যাগপত্রটি হাত দিয়ে স্পর্শ করল ডেনিয়েল কুপার।

এটি একটি বিলাসবহুল প্যান আমেরিকান ৭৪৭। ট্রেসির ৪৩ নম্বরের প্রথম শ্রেণীর আসনটি ...ছে আইলের ধারে। উত্তেজিত বোধ করছে ও। কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা ... ব্রাজিলে বসে বিয়ে করবে ওরা। *আর নয় তিড়িংবিড়িং লম্ফঝম্প, তবে এ জীবনটা আমি আর মিস করব না। মিসেস জেফ স্টিভেন্স ...টা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে।*

...উজ মি।'

...লে চাইল ট্রেসি। স্থূলকায়, কামুক চেহারার মধ্যবয়স্ক একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন ও... পাশে। জানালার ধারের আসনটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওটা আমার সিট, হানি।'

ট্রেসি লোকটিকে যাবার জন্য জায়গা করে দিল। সরে বসতে গিয়ে ওর স্কার্ট উঠে গেল, ওর চমৎকার সুঠাম পা জোড়া কামনার দৃষ্টিতে দেখলেন তিনি।

'ভ্রমণের জন্য চমৎকার দিন। কী বলেন?' লোকটির জিভ দিয়ে যেন লালসা ঝরল।

মুখ ঘুরিয়ে নিল ট্রেসি। সহযাত্রীর সঙ্গে খেজুরে আলাপের কোনো ইচ্ছেই তার নেই। ও ওর ভবিষ্যত জীবন নিয়ে ভাবছিল। ভাবছিল কোথাও গিয়ে দু'জনে থিতু হবে তারপর আদর্শ নাগরিকদের মতো জীবন-যাপন করবে।

ওর সঙ্গী ওকে ঠেলা দিল। 'যেহেতু দু'জনে পাশাপাশি বসে এ ফ্লাইটে যেতে হবে, লিটল লেডি, তাহলে আসুন পরিচিত হই। আমার নাম ম্যাক্সিমিলান পিয়েরপন্ট।'





বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেসকে* নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে– *দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।